Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

পথহারা পাখী

শফীউদ্দীন সরদার

পথহারা পাখী

www.boighar.com

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

পথহারা পাখী

www.boighar.com

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

খন্দকার প্রকাশনী

www.boighar.com

পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৯৬৬২২৯

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

পথহারা পাখী
শফীউদ্দীন সরদার
www.boighar.com
প্রকাশক ঃ খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.boighar.com
প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৩ ইং

প্রচ্ছদ ঃ আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা
www.boighar.com
মূল্য ঃ ৩০০ টাকা মাত্র

Pathahara Pakhi – by Shafiuddin Sarder Publishee by Khandak Manjurul Qadir of Khandakar Prokashani, 50 Banglabaz Dhaka-1100, First Edition October 1998, Second Editi January 2013.
www.boighar.com
Price Tk 300.00 Only, US$ 7.00

ভূমিকা

www.boighar.com

'পথহারা পাখী' আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের ১১ নং (একাদশতম) উপন্যাস। পলাশীর প্রান্তরে 'সূর্যাস্ত' হয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বিশেষ করে ফকিরনেতা মজনু শাহর নেতৃত্বে ফকির আন্দোলন এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু।

একটা সিরিজভুক্ত হলেও আমার এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পন্ন উপন্যাস। কোনটাই কোনটার অংশ বিশেষ নয়। সিরিজ এই জন্যে যে, মুহম্মদ বখতিয়ার খল্জীর মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম জীবন গড়ে উঠার পর থেকে অদ্যতক, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির এই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এদেশে মুসলমান জাতিটা কি রকম চরাই-উৎরাই, বাধা-বিপত্তি আর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ভেদ করে সামনে এগিয়ে আসছে, কি এর অতীত ও ঐতিহ্য—তারই ধারাবাহিক ইতিহাস এই উপন্যাসগুলিতে বিবৃত হয়েছে। বখতিয়ার খল্জী থেকে অদ্যতক্ সময়ের ১৬টি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ (মাইল পোস্ট) নিয়ে এই ষোলটি উপন্যাসের সিরিজ। সিরিজ শুধু ঐতিহাসিক কাল অনুক্রমেই, উপন্যাসের অংশ অনুক্রমে নয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'মুহম্মদ বিন কাসিম'-এর মতো নামটা 'মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী' নয়। নামটা হলো 'ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী'। অতীতের ঐতিহাসিক তথ্যভ্রান্তির জন্যে আমরা অনেকে এই 'বিন্' কথাটা মাঝখানে জুড়ে দিয়ে বখতিয়ারকে বখতিয়ারের পুত্র বানিয়ে ফেলেছি। আমি নিজেও ইতিপূর্বে তাই করেছি।

সে যা-ই হোক, আমাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় অনুপ্রাণিত করার জন্যে আমি যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন—মরহুম এস. মুজিবুল্লাহ, অনুজপ্রতিম কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ, অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক আবদুল গফুর ও আরো অনেকে।

দৈনিক ইনকিলাবের সম্মানিত সম্পাদক এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন সাহেব দৈনিক ইনকিলাবে আমার তিন তিনটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় আমার উৎসাহ আরো জোরদার করে দিয়েছেন।

বন্ধুবর হাসিবুল হাসান সার্বক্ষণিকভাবে আমার পাশে থেকে আমার এই উৎসাহকে বরাবর চাঙ্গা ও তপ্ত করে রেখেছেন। www.boighar.com

এক্ষণে খন্দকার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির এই উপন্যাসখানি বই আকারে প্রকাশ করে আমার এই উৎসাহকে আরো এগিয়ে নিলেন।

এঁদের সবার কাছেই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং এঁদের সকলেরই সার্বিক কল্যাণ আমি মনে-প্রাণে কামনা করি।

১২ই ডিসেম্বর '৯৬ ইং —শফীউদ্দীন সরদার

পথহারা পাখী

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ ঐতিহাসিক উপন্যাস

- বখতিয়ারের তলোয়ার
- গৌড় থেকে সোনারগাঁ
- যায় বেলা অবেলায়
- বিদ্রোহী জাতক
- বার পাইকার দূর্গ
- রাজবিহঙ্গ
- শেষ প্রহরী
- প্রেম ও পূর্ণিমা
- বিপন্ন প্রহর
- সূর্যাস্ত
- পথহারা পাখী

❒ সামাজিক উপন্যাস

- চলন বিলের পদাবলী
- শীত বসন্তের গীত
- অপূর্ব অপেরা
- পাষাণী

❒ নাটক

- মাটির সাথে মিতালী
- গাজী মণ্ডলের দল
- বনমানুষের বাসা
- রূপনগরের বন্দী
- কাঁকড়া কেত্তন
- জীবন সঙ্গীত
- দীপ অনির্বাণ
- সূর্যগ্রহণ
- ছবি

❒ রম্য রচনা

- চার চান্দের কেচ্ছা
- ঘাসকাটা গপ্প

❒ রূপকথা

- সুলতানার দেহরক্ষী

❒ কবিতা

www.boighar.com

- সার্বজনীন কাব্য

www.boighar.com

১

www.boighar.com

ঃ দরজা খুলুন, কে আছেন ভেতরে ? মেহেরবানী করে দরজাটা একটু খুলুন---!

রুদ্ধদ্বার দহলীজের এককপাশে গুন গুন করে কোরআন পাঠের শব্দ শোনা যাচ্ছে— 'ইন্নাল্ লাজিনা কাফারু সাওয়াউন আলায়হিম্ আ-আন্‌জারতাহুম্ আম্‌লাম্ তুন্‌জিরহুম্ লা ইউমেনুন---।'

কণ্ঠস্বরটা এতই মৃদু যে, সেটা কোন জেনানার, না বালকের কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ভেতর থেকে কোন জবাব না আসায় রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাতসহ বাইরে থেকে আবার বিনীত আরজ এলো— 'এই যে, একটু মেহেরবানী করুন--!'

বন্ধ হলো কোরআন পাঠ। এবার ভেতর থেকে এক তরুণী কণ্ঠের আওয়াজ হলো— 'রুস্তম চাচা!'

বাড়ীর ভেতর থেকে রুস্তম অর্থাৎ রুস্তম আলী জবাব দিলো—'জ্বি আম্মাজান!'

ঃ দেখো তো বাইরে কে।

ঃ জ্বি দেখছি।

মাগরিবের নামাজ কিছু আগে শেষ হয়েছে। হঠাৎ করে আসমানে মেঘের সঞ্চার হওয়ায় সাঁঝ ওয়াক্তেই দশদিক ঢেকে নিয়েছে আঁধারে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, সেই সাথে বাতাস।

লণ্ঠন হাতে রুস্তম আলী দহলীজে এসেই প্রশ্ন করলো—'কে ?'

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো— 'একজন ফকির বাবা।'

রুস্তম আলীর মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। সে বিরক্তির সাথে বললো— 'কি বললে? ফকির ?'

ঃ হ্যাঁ বাবা

www.boighar.com

ঃ তবে রে। মরার আর জায়গা পেলে না ? এটা ভিক্ষে করার সময় ?

ঃ না বাবা, তা নয়। তবে---।

ঃ তবে আর হাঁকাহাঁকি করছো কেন ? ভাগো-ভাগো। ভিক্ষে এখন হবে না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ভিক্ষে চাইনে বাবা, আমি একটু---!

ঃ তুমি একটু ! তুমি একটু কি ? খাওয়া-থাকার তাল ?

ঃ হ্যাঁ, মানে এই একটু---।

ঃ মামার বাড়ীর আবদার ? ভিক্ষেই হবে না, তাতে আবার খাওয়ার-থাকার বান্দা ! যাও-যাও, অন্য কোথাও দেখোগে। দিন দিন যে কি হচ্ছে ! সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, দিন নেই, রাত নেই, লাগাতার আসতেই আছে ফকির। ফকির-মিস্কীনের উৎপাতেই বুঝি বাড়ীঘর ছাড়তে হয় দেখছি !

ঃ আমি বেশীক্ষণ থাকবো না বাবা। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বৃষ্টিটা ছাড়লেই চলে যাবো। দরজাটা খুলে দিন, ভেতরে একটু দাঁড়াই।

ঃ আরে জ্বালা ! চলে যাবো তো আবার ভেতরে কেন ? ঐ বারান্দাতেই বসে থাকো।

ঃ বৃষ্টির ছিটা লাগছে। দৌড়ের উপর এসেছি বাবা। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। এ অবস্থায় ভিজলে আর রেহাই নেই। বিমারে পড়ে যাবো।

মুখ বিকৃত করে রুস্তম আলী বললো— 'বয়েই গেল আমার তাতে ! তোমার বিমার হবে তো আমার কি ? ভাগে-ভাগো।'

www.boighar.com

দহলীজটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা মস্তবড় এক কোঠাঘর। মাঝখানে দেয়াল তুলে দহলীজটি দুই কক্ষে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকের কক্ষটি বৈঠকখানা। লোকজন নিয়ে বসার ঘর। উত্তর দিকের কক্ষটি নিরিবিলি কক্ষ। ছেলে-মেয়েদের পড়ার ঘর। মেহমান কেউ এলে সাময়িকভাবে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও এই ঘরেই করা হয়। অন্যঘরে গিয়ে তখন ছেলে-মেয়েরা পড়ে।

এই পড়ার ঘরে বসেই তরুণীটি কোরআন পাঠ করছিল। কোরআন পাঠ বন্ধ করে সে তখন থেকেই চুপচাপ বসেছিল এবং রুস্তম আলীর গরম গরম কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে প্রশ্ন করলো— 'কে চাচা, লোকটা কে ?'

উদ্বেলিত হয়ে উঠে রুস্তম আলী বললো— 'ফকির আম্মাজান, ফকির। ফকির এসেছে জ্বালাতে।'

তরুণীটি সবিস্ময়ে বললো—'ফকির ! এই সময় ?'

ঃ তো আর বলছি কি ? সেবারের ঐ দুর্ভিক্ষের পর গোটা মুলুকটাই ভরে গেছে ফকিরে। দুর্ভিক্ষ কেটে গেছে সেই কবে তবু ফকির কমেনি। বরং বেড়েই চলেছে। এসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দাড়ালেই কাঁড়া চাউল। এমন মজার ব্যবসা ছাড়ে কে ? খেটে খাওয়া বাদ দিয়ে সবাই এখন এই ব্যবসা চালাচ্ছে। আরে দূর-দূর !

এবার বাইরের ব্যক্তিটি পুনরায় অনুনয় করে বললো— 'ভিজে গেলাম বাবা ! দয়া করে দরজাটা খুলুন।'

রুস্তম আলী ক্রোধভরে বললো— 'আরে, তবু ভ্যান্ ভ্যান্ করে ! বললাম তো অন্যবাড়ীতে যাও। থাকতে না পারো, অন্যখানে দেখো। এখানে ওসব বাহানা চলবে না।'

মেয়েটি তার কক্ষ থেকে পুনরায় বললো— 'কি বলে চাচা ?'

ঃ কি আর বলবে ? যত্তোসব ফকিরের ফিঁকির ! বলে, ভিজে গেলাম বাবা, দরজাটা খুলুন।

মেয়েটি চমকে উঠে বললো—'সে কি ! দরজা এখনো খুলোনি ?

রুস্তম আলী বললো— 'পাগল হয়েছেন আম্মাজান ? কাজের ভয়ে ফকির হয়েছে ব্যাটারা। এসব কামচোর ফকিরদের সেধে ঘরের মধ্যে তুলে নেবো ?'

ঃ তার মানে? লোকটা ভিজে গেল যে!

ঃ ভিজুক-ভিজুক। আল্‌সেদের উচিত শিক্ষা হোক।

ঃ এ কি বলছো ? হয়তো কোন বৃদ্ধ বা বিমারী লোকও হতে পারে। সে এইভাবে ভিজবে ? শিগ্গির দুয়ার খুলে দাও।

ঃ খুলে দেবো ?

তরুণীটি ধমক দিয়ে বললো— 'তবে কি আমি গিয়ে খুলে দেবো ? এতক্ষণ খুলে দাওনি কেন ?'

রুস্তম আলী কাঁচুমাচু করে বললো— 'জ্বি আচ্ছা, দিচ্ছি।'

রুস্তম আলী দুয়ার খুলে দিতেই ফকিরটা ছিট্‌কে এসে দহলীজের মধ্যে দাঁড়ালো। বৃষ্টির ঝাপটায় গোটাই ভিজে একদম জবজবে।

আজব এক ফকির। বয়সটা বাইশ কি তেইশ। মাথায় কালো পাগড়ী। গায়ে লম্বা ঝুলের কালো জামা, ঘাড়ে কালো কাপড়ের মস্তবড় এক ঝোলা, পরণে খাটো করে পরা এক লুঙ্গি পাকড়। সেটাও খুবই ময়লা। সবই কালো। ঘরে-বাইরে সূঁচিভেদ্য অন্ধকার। উজ্জ্বল বলতে রুস্তম আলীর হাতে ধরা লণ্ঠনের টিমটিমে আলোটা আর ফকিরের দপ্‌দপে সুদর্শন মুখটা। লণ্ঠনের আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে ফকিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মুখে তার সদ্য গজানো ঘন কালো দাড়ি আর একমাথা মিশ্‌কালো ঝাঁকড়া চুল। এতেকরে তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলের উন্মুক্ত অংশটুকু অধিক দীপ্ত হয়ে উঠেছে। দেহের গঠন বলিষ্ঠ, মুখের গঠন অনুপম। অপরূপ এক ফকির।

ফকিরটা ভেতরে এলে রুস্তম আলী হাতের লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকালো। তাকিয়েই সে আওয়াজ দিয়ে বলে উঠলো—'হায় সংকট ! এ

বইঘর.কম ও রোকন

দেশটার হলো কি ? এ বয়সেও ফকির হতে হবে ? খেটে খাওয়ার লোক কি তাহলে একটাও আর থাকবে না ?'

রুস্তম আলীর কথা শুনে মেয়েটি ফের বললো— 'কি হলো চাচা ?'

রুস্তম আলী সোচ্চারকণ্ঠে বললো— 'বৃদ্ধ-বিমারী কোথায় ? এ তো একটা চ্যাংড়া মানুষ ! একেবারে বাচ্চা।'

মেয়েটি বললো— 'বাচ্চা ?'

ঃ একদম দুধের বাল্লক। হায় আল্লাহ্ ! এরা যদি ভিক্ষে করে খাওয়া শুরু করে, তাহলে আর এ দেশটার গতি কি ?

মেয়েটি তাজ্জব হলো। একেবারেই বাচ্চা শুনে সে ধড়মড় করে খাট থেকে নামলো এবং উৎসাহভরে বাচ্চা ফকির দেখার জন্যে লণ্ঠন হাতে ছুটে এলো।

রুস্তম আলীর লণ্ঠনটা উঁচিয়ে তোলাই ছিল। সে-ও এসে ঝোঁকের মাথায় তার অধিক উজ্জ্বল লণ্ঠনটা তুলে ধরে তাকালো।

একদম মুখোমুখি। দুইদিকে দুই জ্বলন্ত লণ্ঠন তুলে ধরা। উভয়ের সামনে উভয়ের মুখ দিন বরাবর উন্মুক্ত। দুইজন দুইজনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই 'থ' মেরে গেল। মেয়েটিও অপূর্ব সুন্দরী। সতেরো কি আঠারো বছর বয়স। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দুইজন লহমাখানেক দুইজনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। দেখতে লাগলো সুষমা।

এরপর হুঁশে এসে চমকে উঠলো দুইজনই। ফকিরটি তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলো। মেয়েটি 'তওবা' বলে ছিটকে এলো পেছনে এবং দ্রুতপদে দুইকক্ষের মাঝখানের দুয়ারে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালো।

রুস্তম আলী মাঝ বয়সী মানুষ। সাদাসিধে লোক। কি দিয়ে কি হয়ে গেল সে তা বুঝতেই পারলো না।

মেয়েটি ছিট্কে আসতেই সে আবেগভরে বললো— 'দেখলেন আম্মাজান, দেখলেন, কেমন জোয়ান তাজা মানুষ ভিক্ষে করে খাচ্ছে ?'

মেয়েটিও যথার্থই তাজ্জব হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সে ফকিরকে প্রশ্ন করলো— 'আপনি, মানে তুমি ভিক্ষে করে খাও ?'

ফকিরটি সসংকোচে জবাব দিলো— 'হ্যাঁ। কথা হলো---।'

ঃ দিনমান ভিক্ষে করে বেড়াও ?

ঃ জ্বি, তাই বেড়াই।

ঃ এইটেই তোমার জীবিকা ?

ঃ এইটেই?

ঃ জ্বি, এইটেই ?

মেয়েটি এবার ঘৃণাভরে বললো—'ছিঃ ! ভিক্ষে করতে ঘৃণা হয় না তোমার ?'

ফকিরটি সংযত কণ্ঠে বললো— 'সে চিন্তা করতে গেলে তো অনাহারে থাকতে হয়।'

মেয়েটি প্রতিবাদ করে বললো— 'অনাহারে থাকবে কেন ? কাজ করলেই তো অন্ন জোটে। তাগ্ড়া জোয়ান মানুষ। মেহনত করে খাও না কেন ?'

ঃ সে সময় কোথায় বলুন ? নানা দিকে নানা কাজে থাকতে হয়।

ঃ নানা কাজ মানে ?

ঃ মানে নানা ধান্দা আর হুট্‌পিট্‌ নিয়ে থাকতে হয়।

ঃ নানা ধান্দা আর হুট্‌পিট্‌ ! কিসের ধান্দা ? কিসের হুট্‌পিট্‌ ?

ঃ সেসব অন্য কথা। ও কথা থাক।

ঃ থাকবে কেন, বলা যাবে না ?

ঃ জ্বি না, বলা যাবে না।

রুস্তম আলী গর্জে উঠে বললো— 'বলা যাবে না মানে ? কিসের ধান্দা সেসব ? চুরি-ডাকাতি কিছু নাকি?'

জবাবে ফকির বললো— 'বললামই তো সে সব বলা যাবে না। একটু গোপনীয় ব্যাপার।'

রুস্তম আলী ভড়কে গিয়ে বললো— 'এ্যাঁ-সে কি ? ওরে বাবা ! ব্যাপারটা তো তাহলে ঐ রকমই মনে হচ্ছে !'

ঃ ঐ রকমই কি রকম ?

ঃ সাথে আর কেউ আছে নাকি তোমার ? মানে সঙ্গী-সাথী ?

ঃ জ্বি না, এখন কেউ নেই।

ঃ আগে ছিল ?

ঃ জ্বি, ছিল।

ঃ কত আগে ?

ঃ এই কিছু আগে।

রুস্তম আলী এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে বললো— 'সর্বনাশ ! আম্মাজান, ভেতরে যান-ভেতরে যান ! শিগ্গির বাড়ীর ভেতরে যান। সবাইকে সজাগ থাকতে বলুন। হায় আল্লাহ ! এ কোন্ মুসিবত ?'

রুস্তম আলী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তা দেখে ফকিরটি সবিস্ময়ে বললো— 'কি ব্যাপার, ভয় পেলেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

রুস্তম আলী জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললো— 'এ্যাঁ ! ভয় ? না-না, রুস্তম কাউকে ভয় পায় না। ভয় পাবো কেন ? ভয়ের কি আছে ? তা বাপু, বৃষ্টি এখন ধরে এসেছে, এবার যাও দেখি। দুয়ার আমি বন্ধ করে দেবো।'

ফকির আবার বিনীত কণ্ঠে বললো— 'বৃষ্টি এখনও পুরোপুরি ছাড়েনি। আর একটু দাঁড়াই বাবা।'

ঃ না না, আর একদণ্ডও নয়। এখনই তুমি যাও ।

বলতে বলতে রুস্তম আলী এসে দরজার পাল্লা মেলে ধরলো।

ফকির তবু নড়লো না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে সে ইতস্ততঃ করে বললো— 'তা কথা হলো---।'

ঃ কথা থাক। দয়া করে যাও তো বাপু !

ঃ মানে বলছিলাম কি---।

ঃ আরে মুস্কিল ! দুয়ারটা খুলে দিয়ে এ কোন্ ফ্যাসাদে পড়লাম! তুমি যাবে না ?

ঃ থাকতে না দিলে যেতে তো হবেই। তবে---।

ঃ আবার তবে ! ওরে বাবা, এ লোকের মতলব তো ভাল নয়। কৈ আম্মাজান, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ? ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারছেন না ?

মেয়েটি থতমত করে বললো— 'এ্যাঁ ! ব্যাপার ?'

রুস্তম আলী আতংকের সাথে বললো— 'শিগ্গির-শিগ্গির ভেতরে যান ভেতরে গিয়ে আবুল, সাজু, মজিদ এদের পাঠিয়ে দিন। লাঠি-ঠ্যাঙ্গা নিয়ে ওরা শিগ্গির শিগ্গির আসুক। যান, শিগ্গির যান।'

মেয়েটি বিব্রত কণ্ঠে বললো— 'কি বলছো ! লাঠি-ঠ্যাঙ্গা কি হবে ?'

ঃ আরে বাবা ! কি হবে মানে ? এখনই এ বাড়ীতে গজব নাজেল হবে। সময়টা খুব খারাপ। এ রকম গজব এখন আশেপাশে হর হামেশাই নাজেল হচ্ছে।

ঃ গজব !

ঃ ডাকাত পড়বে, ডাকাত। এ লোক ফকির নয়। আমি ঠিক ধরে ফেলেছি। এ লোক ঐ ডাকাতদেরই একজন। হয়তো এতক্ষণ এদের আরো লোক এসে গেছে। কাছে কোলেই জমা হয়েছে কোথাও।

ভীত-সন্ত্রস্তভাবে রুস্তম আলী বাইরের দিকে তাকালো। খোলা দরজা দিয়ে সে অন্ধকারে উঁকিঝুঁকি পাড়তে লাগলো।

বৃষ্টি আর নেই। একেবারেই ছেড়ে গেছে। ঠিক এই সময় অন্ধকারের মধ্যে কে একজন এসে ব্যস্তভাবে বারান্দার উপর উঠলো।

বইঘর.কম ও রোকন

দেখামাত্র রুস্তম আলী আঁতকে উঠে চিৎকার দিলো— 'ওরে বাপ্‌রে ! মরেছিরে ! যা ভেবেছি তাই ! আবুল ভাই, মজিদ, সাজু, শিগ্গির এসো। ডাকাত-ডাকাত!'

রুস্তম আলী দরজা থেকে ছিটকে ভেতরের দিকে এলো।

আগন্তুক লোকটিও শশব্যস্তে দহলীজে প্রবেশ করলো এবং সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললো— 'ডাকাত ! সে কি ! কৈ, কোথায় ?'

কণ্ঠস্বর শুনেই রুস্তম আলী আর একদফা চমকে উঠলো। আলোতে তার মুখের দিকে চেয়েই সে চুপ্‌সে গিয়ে মুখ নামিয়ে নিলো এবং অস্ফুটকণ্ঠে বললো—'এ কি ! হুজুর আপনি ?'

আগন্তুক লোকটি খোদ গৃহস্বামী। এই মকানের মালিক আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান।

আলো-আঁধারের মধ্যে কালো পোষাক পরিহিত ফকিরের উপর নজর পড়তেই দেওয়ান সাহেবও ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বললেন— 'এ্যাঁ ! সে কি ! কে, কে তুমি ?'

ইতিমধ্যে চিৎকার শুনে বাড়ীর মধ্য থেকে চাকর-বাকরেরাও 'কই ডাকাত-কোথায় ডাকাত' বলতে বলতে লাঠিশোটা নিয়ে দহলীজে ছুটে আসতে লাগলো। লণ্ঠন বাতিও আরো কয়েকটা দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মুহূর্তেই বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

ফকিরটা হতভম্ব, মেয়েটা হতবাক। দুই কক্ষের মাঝের দুয়ারে মেয়েটি তখনও লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়েছিল। চাকরেরা এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

দেওয়ান সাহেব ফকিরকে ফের প্রশ্ন করলেন— 'কি হলো ? কথা বলছো না কেন ? কে তুমি ?'

ফকিরটা থতমত করে বললো— 'জ্বি, আমি একজন ফকির।'

ঃ ফকির ?

ঃ জ্বি।

ঃ ভিক্ষে করে খাও ?

ঃ জ্বি।

ঃ সে কি !

রুস্তম আলীর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান ফকিরের আরো কাছে এলেন এবং তাকে ভাল করে দেখে ফের বললেন— 'হ্যাঁ তাই তো ! ফকির বলেই তো মনে হচ্ছে।'

বইঘর.কম ও রোকন

এরপর তিনি রুস্তম আলীকে প্রশ্ন করলেন— 'কি ব্যাপার, তুমি ডাকাত-ডাকাত বলে চিৎকার করলে যে?'

রুস্তম আলী ঢোক চিপে বললো— 'তা, বাইরে কি আর কেউ তাহলে নেই হুজুর?'

ঃ আর কেউ মানে?

ঃ বারান্দায় বা বাহির বাড়ীতে আর কাউকেই কি দেখলেন না? মানে এর সঙ্গী-সাথীদের?

রুস্তম আলী ফকিরের প্রতি ইঙ্গিত করলো।

দেওয়ান সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— 'এর সঙ্গী-সাথী! কোথায় এর সঙ্গী-সাথী?'

মেয়েটা এবার মুখ খুললো। সে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলো— 'থামুন। এসব কি শুরু করলেন আপনারা? একটা পাগলের সাথে সবাই আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি?'

দেওয়ান সাহেব হোঁচট খেলেন। বললেন— 'পাগল!'

মেয়েটি আরো উষ্ণকণ্ঠে বললো— 'ঐ রুস্তম চাচা আস্ত একটা পাগল। একজন ফকির এসেছে ভিজতে ভিজতে। কিছুক্ষণের জন্যে সে একটু আশ্রয় চায়। অথচ তাকে নিয়ে রুস্তম চাচা সেই থেকেই যে কাণ্ড শুরু করেছে তা কোন সুস্থ মানুষ করে না।'

দেওয়ান সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। পুনরায় তিনি রুস্তম আলীকে প্রশ্ন করলেন— 'রুস্তম, ঘটনা কি? এটা তো ফকির?'

রুস্তম আলী হাল তবু ছাড়লো না। বললো— 'তাহলে কি হবে হুজুর? দেখুন না কি রকম লেবাস আর কি তাগড়া তাজা নওজোয়ান? সে একজন ফকির আর এই রকম সময়ে সে ভিক্ষে করতে এসেছে—একথা বললেই আমি বিশ্বাস করবো?'

একেবারে ফেলে দেয়ার কথা নয়। দেওয়ান সাহেব তাই চিন্তিতকণ্ঠে বললেন— 'এ্যাঁ? হ্যাঁ, তা-ও অবশ্য---।'

রুস্তম আরো জোর দিয়ে বললো— 'এর উপর আবার বলে, সে নানা ধান্দায় থাকে। হুড়-হাঙ্গামা করে বেড়ায়।'

এ কথায় দেওয়ান সাহেব সচকিত হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে ফকিরটাকে আর একবার দেখে নিয়ে তাকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন— 'তুমি কি ঐ কাজীপাড়ার দিক থেকে এসেছো?'

মাথা একটু নীচু করে ফকির সসংকোচে জবাব দিলো— 'জ্বি।'

আরো অধিক আগ্রহভরে দেওয়ান সাহেব প্রশ্ন করলেন— 'ঐ লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ টেইলর আর ক্যাপ্‌টেন রেনেলের বাহিনীর সাথে লড়াই করে এসেছো ?'

এর কোন জবাব না দিয়ে ফকিরটা ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

দেওয়ান সাহেব উৎস্যাহ দিয়ে বললেন— 'বলো-বলো। সংকোচ করার কোন কারণ নেই। এখানে তুমি নিরাপদ।'

ঃ নিরাপদ ?

ঃ তোমার খবর কাকপক্ষীও জানবে না। এই মাগরিবের একটু আগে কাজীপাড়ায় যে লড়াই হলো, সেই লড়াইয়ে কি তুমিও ছিলে ?

ফকির কিছুটা সহজকণ্ঠে বললো— 'আপনি কি করে জানলেন ?'

ঃ আমি যে ঐ দিকেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি কাজীপাড়ায় তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। একদিকে শাহবাবার ফকিরের দল আরেকদিকে ইংরেজ কোম্পানীর ফৌজ। সংখ্যায় তারা অনেক। তবু অনেকক্ষণ ধরে তুমুল লড়াই হলো। এরপর বোধ হয় ফকিরেরা হেরে গেলেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের নানাদিকে চলে যেতে দেখলাম।

ঃ আপনারা- মানে আপনি নিজে তা দেখেছেন ?

ঃ নিজে নিজে। পাশের গাঁয়ের এক ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজে আমি দেখেছি। তুমি কি তাঁদেরই একজন ?

ফকির এবার স্মিতহাস্যে বললো— 'জ্বি হ্যাঁ।'

পরম উল্লাসে আওয়াজ দিয়ে উঠে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'সাব্বাস্‌ ! তা সে কথা বলবে তো ?'

ঃ জ্বি ?

ঃ সে কথাটা আগে জানলে এত হৈ চৈ হয় না। শাহ সাহেবের লোক জানলে সবাই চুপ মেরে যায়।

ঃ তা কি করে বলি ? আমার ধরা পড়ার ভয় আছে। কেউ আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে তো ?

ঃ তা অবশ্য পারে। কিন্তু আমার যতটা জানা আছে তাতে ফকির বাহিনীর কোন লোক কোন গাঁয়ে একবার ঢুকলে কোম্পানীর ফৌজ আর তার হদিস করতে পারেনি। মানে যে বাড়ীতে উঠেছে, সে সেই বাড়ীরই লোক হয়ে গেছে। সে বাড়ীর বা সেই গাঁয়ের কেউ তাকে সনাক্ত করে দেয়নি।

ঃ জ্বি, সেটা আমরা জানি আর আমাদের বড় বল সেইটেই। সেই ভরসাতেই এখানে আমি এসেছি। তবু---।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হ্যাঁ, 'তবু' বলে কথাও একটা ঠিকই আছে। গাদ্দার তো এ মুলুক থেকে একেবারেই উধাও হয়ে যায়নি। সে ব্যাপারে কিছুটা সতর্ক থাকা চাই বৈ কি ? তা যুদ্ধের ফলাফল কি বলো তো ? তোমরা কি সত্যিই পালিয়ে এলে ?

জবাবে ফকির বললেন— 'জ্বি, আমরা হেরে গেলাম।'

ঃ হেরে গেলে ?

ঃ জ্বি। ইংরেজের সৈন্য সংখ্যায় খুবই বেশী ছিল আর আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো বলে আমরা সামলে নিতে পারলাম না।

ঃ ওরাই অতর্কিতে আক্রমণ করলে ? আমরা তো জানি তোমরাই বরাবর ওদের উপর অতর্কিতে হামলা চালাও ?

তরুণ ফকিরটি এ কথায় ম্লান হেসে বললেন— 'ওরাই এবার অতর্কিতে হামলা করলো। আমরা পাবনা থেকে দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। টেইলর আর রেনেল নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে পাবনার দিকেই খোঁজ করছিল আমাদের। তাছাড়া রেনেল ওখানে জরিপের কাজেও ব্যস্ত ছিল। এদিকে কোন ইংরেজ ফৌজ নেই জেনে আমরা বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলাম। সতর্কতা পরিহার করে গা এলিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ টেইলরেরা ওদিক থেকে এসে আমাদের অতর্কিতে ঘিরে ফেললে।'

ঃ সর্বনাশ ! তারপর ?

ঃ আমাদের বেয়াকুফীর মাশুল আমাদের দিতে হলো। পরাজিত হয়ে আমরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান দুঃখিতকণ্ঠে বললেন— 'বড়ই আফসোসের কথা। তা ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ?'

ঃ আমাদের জনাসাতেক কয়েদ হয়েছে আর জনাদশেক শাহাদত বরণ করেছে।

ফকিরের মুখখানা মলিন হলো। তিনি মাথা নীচু করলেন।

দেওয়ান সাহেব চমকে উঠে বললেন— 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন!'

ফকির আবার তখনই মুখ তুলে আক্রোশভরে বললেন— 'এর জবাবও আমরা যথাযথই দিয়েছি। তাদেরও পনের-ষোল জনকে আমরা জাহান্নামে পাঠিয়েছি, আহত করেছি শতাধিক লোককে। টেইলর সাহেবের পিঠেও রদ্দা পড়েছে শক্ত। সেরে উঠতে মাসাধিক কাল লাগবে।'

ঃ নওজোয়ান !

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঠিকমতো অবস্থান নেয়ার মওকা না পাওয়ায় আমরা হেরে গেলাম।

চঞ্চল হয়ে উঠে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'আর তোমাদের নেতারা ? মানে শাহ মজনু শাহ সাহেব আর অন্যান্যেরা ? তাদের খবর ভাল তো ?'

ঃ জ্বি, উনারা সহিসালামতে আছেন আর নিরাপদেই সরে যেতে পেরেছেন। উনাদের হেফাজত নিশ্চিত করার পর তবেই আমরা পালিয়েছি। আর এতেই আমাদের কয়েকজনকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে।

দেওয়ান সাহেব যারপরনাই তাজ্জব হয়ে বললেন— 'বলো কি !'

ঃ অবশ্য আমরা উনাদের হেফাজতী নিশ্চিত করছি এটা জানলে আমাদের বিপন্ন রেখে উনারা একজনও এক পা নড়তেন না। উনাদের সেটা আমরা বুঝতে দেইনি। আমরা নিরাপদ অবস্থানে আছি জেনেই উনারা সরে গেছেন।

ঃ তাজ্জব ! উনাদের নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের কয়েকজন শাহাদত বরণ করলে ?

এর জবাবে ফকির সহাস্যে বললেন—'আমাদের সবাইকে শাহাদত বরণ করতে হলেও আমরা কেউ পিছপা হতাম না। কারণ আমাদের এই সংগ্রাম টিকিয়ে রাখতে হলে উনাদের কিছুতেই ফুরিয়ে যাওয়া চলবে না।'

দেওয়ান সাহেব আবার সশব্দে বলে উঠলেন— 'সাব্বাস্ ! একেই বলে ঈমান আর একেই বলে নিবেদিত প্রাণ।'

ঃ জনাব!

ঃ তোমার নামটা কি বাপজান ?

ঃ আমার নাম ইমাম শাহ।

ঃ ইমাম শাহ ?

ঃ জ্বি। লোকে বলে ফকির ইমাম শাহ। ইমাম উদ্দীন, ইমাম বক্শ এসব নামেও পরিচিতি আছে আমার। এক এক স্থানে এক এক নামে চলতে হয়।

ঃ বেশ- বেশ। তা কাজীপাড়া থেকে সরাসরি এখানে এসেছো ?

ঃ জ্বি, সরাসরিই বলা যায়। অল্প একটু ঘুরে-ফিরে এসেছি এই যা।

ঃ তাই নাকি ? তাই তো ভিজেছো। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই তো বৃষ্টি এলো।

ঃ জ্বি, সামান্য একটু ভিজেছি।

ঃ এ্যাঁ, সামান্য ? দেখি-দেখি!

লণ্ঠন তুলে দেওয়ান সাহেব আবার ফকির ইমাম শাহকে ঘুরে-ফিরে দেখলেন এবং দেখেই বলে উঠলেন— 'কি গজব। সামান্য কোথায় ? লেবাসের নীচের অংশটা তামামই ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। কি সর্বনাশ! এই ভিজে কাপড়েই এতক্ষণ ধরে আছো ? এগুলো বদল করোনি কেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

দেওয়ান সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাকর-বাকর সব ইতিমধ্যে চলে গেলেও মেয়েটি তখনও লণ্ঠন হাতে ঐ দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে প্রকৃত ঘটনা শুনছিল।

মেয়েটি দেওয়ান সাহেবের কন্যা নূরবানু। নূরবানু বেগম। পিতার এ কথায় আবার সে উষ্ণ হয়ে উঠলো। বিদ্রূপের সুরে বললো—'বাহ্ ! বললেই হলো ? সেই বদলটা উনি করবেন কখন আব্বাজান ?'

আবার থতমত খেয়ে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'এ্যাঁ, নূরবানু কি বলছো ?'

ঃ বলছি, রুস্তম চাচার তাড়া খেয়েই বেচারা দিশেহারা। লেবাস বদলানোর মওকা কোথায় ছিল তাঁর ?

ঃ কি রকম ?

ঃ নামাজের পর আমি এঘরে বসে কোরআন শরীফ পড়ছিলাম। বেচারা বৃষ্টির মধ্যে এসে দরজায় করাঘাত করলে আমি রুস্তম চাচাকে ডেকে দরজাটা খুলে দিতে বললাম। ব্যাস্ ! রুস্তম চাচা সেই থেকেই শুরু করলো পাগলামী। দরজা খুলতেই চায় না। যদিওবা খুলে দিলো, তারপর থেকেই 'যাও-যাও' করে তাড়ার পর তাড়া করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত এই যে 'ডাকাত-ডাকাত' বলে কি কাণ্ড শুরু করলো তা তো নিজেই দেখলেন ? বেচারা তাঁর লেবাস বদল করবেন কখন ?

দেওয়ান সাহেব ক্ষেপে গেলেন। ক্ষিপ্তকণ্ঠে রুস্তম আলীকে বললেন—'নাদান, বেয়াকুফ, তোমার হুঁশবুদ্ধিটা কি কোন দিনই হবে না ? জানো, কতবড় লোক ইনি আর কি মহৎ কাজে লিপ্ত আছেন এঁরা ? ইনি কি ভিক্ষে করা ফকির ? ইনি এমনই এক ফকির যা তোমার চৌদ্দ পুরুষ চষে বেড়ালেও এর একটা আঙ্গুলের সমান নেকমান্দ লোক একজনও পাবে না।'

রুস্তম আলী এতক্ষণে তার নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং নত মস্তকে বললো—'আমার কসুর হয়ে গেছে হুজুর !'

দেওয়ান সাহেব ফের ধমকের সুরে বললেন— 'যাও, বাড়ীর ভেতর থেকে শিগ্গির শুকনো লেবাস এনে দাও। এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে---ইশ্ ! অসুখ-বিসুখ শেষ পর্যন্ত না হয় !'

ফকির ইমাম শাহ বাধা দিয়ে বললেন— 'জ্বি না, যেতে হবে না। শুকনো লেবাস আমার এই ঝোলাতেই আছে। আজকের রাতটা যদি মেহেরবানী করে আমাকে এখানে থাকতে দেন তাহলে লেবাস বদল করি। না হলে অনর্থক আর ও হাঙ্গামা করে কাজ নেই। এই ভিজে কাপড়গুলো শুধু বদল করলেই হবে না, ধুয়ে দিতেও হবে। খোঁজ করতে করতে থাকার স্থান যেখানে পাবো সেখানেই গিয়ে একবারে বদল করবো কাপড়-চোপড়।'

বইঘর.কম ও রোকন

ফকির ইমাম শাহ্ আপনভাবে বলে গেলেন কথাগুলো।

দেওয়ান সাহেব এ কথা শুনে মূর্ছাহত হলেন বিস্ফারিত নেত্রে তিনি বললেন—'সে কি ! এ তুমি কি বলছো ?'

কন্যা নূরবানু ফের শক্তকণ্ঠে বললো—'উনি ঠিকই বলছেন। শত অনুনয় করে একটু দাঁড়ানোর অনুমতি যিনি এখনও পাননি, তিনি কি করে বুঝবেন, রাত কাটানোর স্থান এখানে হবে তাঁর ?'

ঃ হ্যাঁ ! আরে সে কি-সে কি ! রুস্তম না হয় পাগল, তুমিও কি পাগল ? তুমিও তো বলছো সেই থেকে এখানেই আছো ! তুমি কেন এতক্ষণ সে কথা তাকে বলোনি ?

ঃ আমি কি করে বলবো ? আমি কি জানি উনি এতবড় লোক আর রাতে তাঁকে এখানে থাকতে দেয়া যায় ?

উদ্বেলিত হয়ে উঠে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান বললেন—'রাতে কি বলছো ? দিনেও এ ছেলে এখানেই থাকবে। একদিন/ দুইদিন নয়, যতদিন দরকার হয় ততদিনই এ বাহাদুর নওজোয়ান এখানে থাকবে। আমাদের উদাসীনতার জন্যে, অর্থাৎ আমরা জনগণ নীরব থাকার জন্যে দেশের এতবড় সর্বনাশটা অতীতে হয়ে গেছে। ডুবো নৌকো এরা আবার সেঁচতে যখন লেগেছেন তখনও কি আমরা এঁদের সহযোগিতায় আসবো না ? দেশের ও জাতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছেন এঁরা, আর একটু আশ্রয়-আহার দিয়েও কি এঁদের সাহায্য আমরা করবো না ?'

ইমাম শাহ্ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'জনাব !'

দেওয়ান সাহেব আপনভাবে বলেই চললেন—'অবশ্যই করতে হবে। এখানে একবিন্দু ফাঁক থাকলে চলবে না।'

বলেই তিনি হাঁক দিলেন—'রুস্তম আলী, জলদি জলদি হাত-মুখ ধোয়ার পানি এনে ঐ বারান্দায় দাও আর দিয়েই এখান থেকে সরো। মেহমান হাত-পা পরিষ্কার করে লেবাস বদল করুক।'

রুস্তম আলী শশব্যস্তে বলে উঠলো—'জ্বি আচ্ছা হুজুর।'

রুস্তম আলী অন্দর মহলে দৌড় দিলো। দেওয়ান সাহেব এবার তার কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'নূরবানু, তুমিও ও ঘর ছেড়ে দাও। তোমার কেতাবপত্র যা কিছু আছে, সব ভেতরে নিয়ে যাও আর বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে দাও। মেহমান আপাততঃ ঐ ঘরে থাকবে।'

নূরবানু বিনম্রকণ্ঠে বললো—'জ্বি আব্বাজান, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

দেওয়ান সাহেব চলে গেলেন। রুস্তম আলী পানি এনে দিলে ইমাম শাহ বারান্দায় গিয়ে হাত-মুখ ধুতে লাগলেন। নূরবানু ক্ষিপ্রহস্তে ঘরগুছাতে লাগলো।

বইঘর.কম ও রোকন

কিছু সময় কেটে গেল। বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দেয়ার পর বেরিয়ে যেতে গিয়ে নূরবানু আবার একটু চিন্তা করে ফিরে এলো এবং দুই কক্ষের মাঝখানের দরজার আড়ালে এসে নীরবে দাঁড়ালো। www.boighar.com

লেবাস বদল করে ইমাম শাহ কিছুক্ষণ দহলীজে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাছে কোলে কাউকে না দেখে তিনি মাঝের দরজার দিকে অল্প একটু এগিয়ে এসে কাউকে ডাকবেন কি না ভাবতে লাগলেন।

তাঁর পদশব্দে নূরবানু মৃদু একটা কাশি দিলো।

এরপর সে ইতস্ততঃ করে বললো—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। আমার বেআদবী নেবেন না।'

ইমাম শাহ একটুখানি হকচকিয়ে গেলেন। তিনি সসংকোচে বললেন—'জ্বি, বলুন।'

ঃ এখানে ঐ অনর্থক হুট্‌পিটের মধ্যে একটা কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। শরমে হয়তো আপনিও তা না বলতে পারেন। আপনার কি সেঁকের ব্যবস্থা লাগবে কিছু ?

ইমাম শাহ থমকে গেলেন। বললেন— 'সেঁক ?'

ঃ জ্বি। মস্তবড় লড়াই লড়ে এসেছেন। আপনার কিছু সঙ্গী-সাথী শাহাদত বরণও করেছেন। আপনার কোথাও কোন আঘাত লাগা অসম্ভব নয়। তা যদি লেগে থাকে, তাহলে প্রাথমিকভাবে সেঁক দেয়াটা জরুরী দরকার।

মেয়েটির চিন্তার গভীরতা দেখে ইমাম শাহ চমৎকৃত হলেন। তার সহানুভূতিশীল অন্তরের পরিচয় পেয়ে তিনি পরিতৃপ্তও হলেন। কি বলবেন ভাবতেই নূরবানু একটু অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন—'আছে সে জরুরত ?'

ইমাম শাহ শরমিন্দাকণ্ঠে বললেন—'জ্বি, একটু আছে।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠে নূরবানু বললো—'এ্যাঁ ! আছে ? খুব বড় আঘাত নাকি ?'

ঃ জ্বি না, তেমন কিছু নয়। হাঁটুর উপরে দুশমনের এক বল্লম এসে লেগেছিল। বল্লমের ফলাটা একটু ঢুকে যায়। রক্তও কিছু পড়েছে। লড়াইয়ের পরে ক্ষতস্থানটা বেঁধে ফেলায় আর রক্ত পড়েনি। ব্যথাও তেমন ছিল না। এই এখন ঘা-টা ধুয়ে আবার বাঁধন দেয়ার পর কেমন যেন একটু চিন্‌চিন্ করছে। সেঁক দিতে পারলে তো ভালই হয়।

নূরবানু শংকিতকণ্ঠে বললো—'বলেন কি ! তাহলে জখমটা নিশ্চয়ই মামুলী নয় ! জরুর দাওয়াই দরকার !'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি না-জ্বি না। জখমটা মামুলীই। দাওয়াই-টাওয়াই লাগবে না। ঐ যে আপনি সেঁকের কথা বললেন, তাই মনে হচ্ছে সেঁকটা দিতে পারলে বোধ হয় ভালই হতো।

ঃ তো সে কথা আব্বাজানকে বললেন না কেন ? আহত হয়ে এসেছেন অথচ---।

ইমাম শাহ পুনরায় লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—'তাই কি বলা যায়, বলুন ? উনি যে আমার উপর এতটা রহম এনেছেন এই তো যথেষ্ট। থাকার স্থানই পাইনে, তার উপর আবার আহত হয়ে এসেছি, আমার সেঁক লাগবে, এসব কথা কি করে বলি ?'

ঃ থাকার স্থান যখন পেলেন তখন এ কথা বলেননি কেন ? আপনার ব্যাপারে আব্বাজান যেখানে এতটা আগ্রহী---।

ঃ বলতাম-বলতাম। জখমটা বড় হলে অবশ্যই বলতাম। এ জখম তো বড় নয়।

ঃ বড় হলেও বলতেন কি না সন্দেহ।

ঃ কেন- কেন ?

ঃ আমি জিজ্ঞাসা না করলে সেঁক দেয়ার কথা আপনি কখনও বলতেন না। কেউ জানতেও পারতো না আপনি আহত হয়ে এসেছেন।

ঃ তা হয়তো ঠিক। মামুলী এক আঘাত। এ নিয়ে খামাখা আশ্রয়দাতার তকলিফ বাড়াই কি করে ?

ঃ বটে ! এত শরম চোখে আপনার ?

ঃ জ্বি ?

ঃ এত শরম চোখে নিয়ে ভিক্ষে করেন কি করে ?

ঃ করতে হয় তাই করি। আসলেই তো ভিক্ষুক আমি নই। আমি ভিন্ন লোক।

ঃ ভিন্ন লোক !

ঃ ভিন্ন অবস্থানের মানুষ আমি।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সে প্রসঙ্গ টেনে আর কি হবে, বলুন ? সেটা থাক।

নূরবানু থেমে গেল। লহমাখানেক চিন্তা করলো। এরপর সে ম্লানকণ্ঠে বললো—'না চিনে অনেক কটু কথা বলে ফেলেছি আপনাকে। কষ্ট পেয়েছেন দীলে। মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দেবেন।'

নিকটেই দেওয়ান সাহেবের কথা শোনা গেল।

বইঘর.কম ও রোকন

তিনি রুস্তম আলীকে বললেন—'যাও, মেহমানকে এই পাশের কক্ষে এসে বিরাম নিতে বলো আর তার ভিজে কাপড়-চোপড় এনে ধুয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

সম্বিতে ফিরে এসে নূরবানু ব্যস্তকণ্ঠে ইমাম শাহকে বললো—'আপনি কিছু ভাববে না। আব্বাকে বলে এখনই আমি দাওয়াই আর সেঁকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ইমাম শাহ কিছু বলার আগেই নূরবানু দ্রুতপদে ভেতরবাড়ী চলে গেল।

গাঁয়ের নাম নূরপুর। বাংলা মুলুকের চিরন্তন এক গাঁ। বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু এক জনবসতি। কাজীপাড়া নূরপুর থেকে ক্রোশখানেক ফাঁকে। এই কাজীপাড়াতেই লড়াই হলো ইংরেজ আর ফকির বাহিনীর মধ্যে। মস্তানগড়ও (মহাস্থানগড়) খুব একটা দূরে নয়। নূরপুর থেকে মস্তানগড় আধা বেলার পথ।

নূরপুরের অধিবাসীরা মূলতঃ কৃষক। কৃষিভিত্তিক জীবন এদের। অধিবাসীদের কয়েকজন বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তাঁদের জমিজমা অনেক। লাঙ্গল মজুর অনেকগুলো। কৃষিকাজের সাথে তাঁদের অন্য পেশাও আছে। আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের একজন। সেরেফ একজনই নন, তিনিই সেরাজন। সম্পদে-ব্যক্তিত্বে তাঁর অবস্থান নূরপুরে সকলের উপরে। তিনিই গাঁয়ের বড় প্রধান।

এছাড়া কমরুদ্দীন দেওয়ান একজন এলেমদার মানুষ। বিস্তর লেখাপড়া জানা লোক। গঞ্জের মাদ্রাসার তিনি একজন বিশিষ্ট মুদার্রেস্। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সদাচারী, মিষ্টভাষী, পরহেজগার ইনসান। পাঁচ গাঁয়ের লোক তাকে প্রভূত সম্মান দেয়। মানে, গোণে, শ্রদ্ধা করে।

নূরপুরের এই আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের গৃহে এসে ফকির ইমাম শাহ নিশি যাপন করলেন। এলেন প্রবল প্রতিরোধের মুখে, রইলেন পরম সমাদরে। চরম আপত্তি জ্ঞাপন সত্ত্বেও ঐ রাত্রিকালেই সংগ্রহ করা দাওয়াই তাকে খেতে হলো, মলম-আদি ক্ষতস্থানে মাখতে হলো এবং রুস্তম আলীর অক্লান্ত হাতের সেঁক তাঁকে কবুল করতে হলো।

রণশ্রান্ত মেহমান আহত হয়ে এসেছেন। তাঁর খেদমত ঠিকমতো হচ্ছে কি না, চাকর-নফর কেউ কোন গাফিলতি করছে কি না, আহার-নাস্তা ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না, দেওয়ান সাহেব নিজে এসে কয়েকবার তা দেখে গেলেন। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে বারকয়েক তা পরখ করলো নূরবানুও।

আন্তরিক ও অকৃত্রিম আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে ইমাম শাহ'র রাতটা নির্বিঘ্নে কাটলো। নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে শেষ হলো রজনী। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি পরের দিন সকালেই।

বইঘর.কম ও রোকনু

সূর্যোদয়ের খানিক পরে নূরপুরের কিছু লোক দেওয়ান সাহেবের কাছে কি এক কাজে এলেন। তাঁরা এসে কথায় কথায় ফকির-ফিরিঙ্গী সংঘর্ষের কথা তুললেন। তাঁদের একজন বললেন, কাজীপাড়া থেকে চলে গেলেও কোম্পানীর ফৌজ এ এলাকা ছেড়ে একেবারেই যায়নি। তারা নাকি রাত্রিকালে আবার ফকিরদের আস্তানা মস্তানগড় অতর্কিতে ঘেরাও করে ফকিরদের মহা বিপর্যয় ঘটিয়েছে আর ছিট্‌কে পড়া ফকিরদের আশেপাশের গ্রামগুলোতে তালাশ করে ফিরছে। অনুমান করা হচ্ছে, ইংরেজদের মূল বাহিনী এখনও ঐ মস্তানগড়ের জঙ্গলের মধ্যে ফকিরদের সাথে রণলিপ্ত আছে।

এসব খবর কি করে তাঁরা পেলেন, কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব তা জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুকদের অপর একজন বললেন— মস্তানগড়ের দিকের এক গাঁ থেকে আমাদের পাড়ার দুই/ তিনজন লোক এইমাত্র ফিরেছে। কুটুম্বিতা করতে গিয়ে ঐ গাঁয়ে তারা রাত্রিকালে ছিল। ঘটনা তারা নিজের কানে শুনে এসেছে। সুবেহ সাদিকের দিকেই নাকি কিছু ইংরেজ সেপাই পাশের গাঁয়ে ঢুকে 'ফকির কাঁহা-ফকির কাঁহা' বলে হল্লা শুরু করেছে।

দেওয়ান সাহেব বললেন— 'আচ্ছা !'

বক্তা বললেন, ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে ঐ গোলামাল শুনে আর মসজিদের মুসল্লীদের কাছে ঘটনাটা জেনে নামাজ অন্তেই তারা ও গাঁ থেকে চলে এসেছে। বাইরের লোক দেখে কোম্পানীর কেউ তাদের ফকির মনে করতে পারে ভয়ে তাদের আত্মীয়রাই তাদের তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঃ বলেন কি !

ঃ জ্বি জনাব। খুব বেশী দূরের ঘটনা নয়। এখান থেকে মাত্র ক্রোশ দুই-আড়াই দূরে ওদের আত্মীয়ের ঐ গাঁটা।

প্রথমজন চিন্তিতকণ্ঠে বললেন— 'দিনকাল এখন খুব খারাপ যাচ্ছে দেওয়ান সাহেব। কখন যে কোন্ মুসিবত এসে কার ঘাড়ে চেপে বসে, কে জানে ?'

ঃ মুসিবত !

ঃ এত কাছের ব্যাপার, আমরাইবা নিরাপদ কোথায় ?

আগন্তুকদের অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন— 'ঠিক-ঠিক। সন্ধান পেলে কোম্পানীর লোক এদিকেও যে আসবে না তা মোটেই জোর দিয়ে বলা যাবে না। কাজীপাড়া থেকে অনেক ফকির ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এ গাঁয়েও যে দু'একজন ঢোকেনি তা কে বলতে পারে ?'

বইঘর.কম ও রোকন

এ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'ঢুকলেইবা ঘাব্‌ড়াবার কি আছে ? কেউ তাকে ফকির বলে ধরিয়ে দিতে না গেলেই তো হলো। একান্তই যদি কাউকে নিয়ে ওরা টানাটানি শুরু করে, সবাই মিলে তাকে এ গাঁয়ের লোক বলে পরিচয় দিলেই আর ল্যাঠা কিছু থাকে না। ফকির নয়, নিজেদেরই ভাই-ভাস্তে, এমন কিছু বললেই ব্যাস্‌, সবকিছু চুকে যাবে।'

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ কাজই তো করছে সবাই। আর ইংরেজেরা তাই বেয়াকুফ হয়ে ফিরে যাচ্ছে, ফকির খুঁজে পাচ্ছে না।

ঃ তবে ?

ঃ সেরেফ ইংরেজ সেপাই এলে তো কোন ল্যাঠা নেই। ওদের বিদেয় করা কঠিন নয়। কিন্তু ওদের সাথে এদেশের কেউ থাকলে তখনই হয় বড় মুসিবত। এই বাংলার মুলুকের যেসব গাদ্দার কোম্পানীর ফৌজের নকরী নিয়েছে, বিশেষ করে মুসলমান শাসনের যারা বিরোধী লোক, ঐ ব্যাটাদের হাত এড়ানো দায় হয়ে পড়ে। কিছুতেই কামড় ছাড়তে চায় না। মুসলমান ফকির নিয়ে ইংরেজদের চেয়েও যেন ওদেরই মাথাব্যথা বেশী।

ঃ হুঁ ।

ঃ এছাড়া কোম্পানীর তহসিলে খাজনা আদায়ের কাজেও কোন কোন গায়ের লোক ঢুকেছে। ও ব্যাটারাও অনেকেই ফেউয়ের কাজ করে।

ঃ হ্যাঁ সে তো করবেই। এদেশের এই দুর্গতিটা কি অম্‌নি অম্‌নি হয়েছে !

দেওয়ান সাহেবের দহলীজে এই কথাবার্তা হচ্ছিল। পাশের কক্ষে যে সত্যি সত্যিই ফকির আছেন একজন, আগন্তুকেরা তা জানতেন না।

দেওয়ান সাহেবেও সে কথা তাঁদের জানালেন না। সে বিষয়ে তাঁদের কোন আভাস-ইঙ্গিতও দিলেন না।

পাশের কক্ষে ইমাম শাহ তখন সবেমাত্র নাস্তা সেরে উঠেছিলেন। এখন তাঁর কি করণীয় বসে বসে ভাবছিলেন। এখানে এই বাড়ীতে দু'একদিন থাকবেন, না আজকেই বেরুবেন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের তালাশে এসব চিন্তা করছিলেন। এমন সময় দহলীজে শুরু হলো এইসব কথাবার্তা। কথাবার্তার শুরুতেই তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন এবং কান খাড়া করে থেকে তামাম কথা শুনলেন।

আগন্তুকদের সাথে কথা বলতে বলতে দেওয়ান সাহেব বাইরে চলে গেলেন। যাবার আগে এক ফাঁকে তিনি বাড়ীর ভেতরে এসে— চারদিকে কোম্পানীর ফৌজ ফকির খুঁজে বেড়াচ্ছে, ইমাম শাহ আজ যেন কিছুতেই বাড়ীর বাইরে না

বেরোয়— রুস্তম আলী সহকারে বাড়ীর সকলকে এ কথা বলে গেলেন। প্রয়োজনে তাঁকে বাড়ীর আরো ভেতরে নিতে হবে, এ আভাসও দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ফকিরকে আটকানো দায় হয়ে গেল। আগন্তুকদের সাথে দেওয়ান সাহেব বাইরে বেরিয়ে গেলে রুস্তম আলী ফকির ইমাম শাহকে সাবধান করে দিতে এলো। তাঁর কক্ষে এসেই সে দেখলো, ফকির একদম একপায়ে খাড়া। তিনি তাঁর কাপড়-চোপড় ঝোলায় তুলে ফেলেছেন।

তা দেখে রুস্তম আলী সবিস্ময়ে বললো— 'ও কি সাহেব ! সব গুছিয়ে নিয়েছেন কেন ?'

ফকির ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'এখনই আমাকে যেতে হবে চাচা। আর একদণ্ড দেরী করার উপায় নেই।'

আরো অধিক তাজ্জব হয়ে রুস্তম আলী বললো— 'যেতে হবে মানে ? কোথায় যাবেন ?'

ঃ ঐ মস্তানগড়ের দিকে।

রুস্তম আলী চমকে উঠে বললো— 'ওরে বাবা ! সে কি ! হুজুর বলে গেলেন আজ আপনার বাড়ীর বাইরেই যাওয়া চলবে না। আপনি ওদিকে যাবেন মানে ?'

ঃ মানেটা হুজুরকেই বুঝিয়ে বলবো। হুজুরকে এখনই আমার সালাম দিন।

ঃ সালাম দেবো কাকে ? হুজুর তো বাইরে গেলেন। ফিরতে অনেক দেরী হবে।

ইমাম শাহ মুষ্ড়ে পড়লেন। তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন— 'ইশ্ ! কি বদনসীব ! তাঁর সাথে আমার তাহলে দেখা আর হলো না।'

ঃ হলো না মানে ! তাঁর সাথে দেখা না করেই চলে যাবেন ?

ঃ উপায় নেই। পারলে পরে এসে দেখা করে যাবো। বাড়ীর আর সবাইকে আমার সালাম দিবেন।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ইমাম শাহ দাঁড়িয়ে গেলেন। উপায়-অন্তর না দেখে 'একটু দাঁড়ান' বলে রুস্তম আলী অন্দর মহলে ছুটে গেলেন।

অন্দরে তখন পুরুষ মানুষ কেউ আর ছিলেন না। নূরবানুকে সামনে পেয়ে তাকেই সে বললো— 'আম্মাজান, আটকান-আটকান। আমার কথা ফকির সাহেব কিছুই শুনছেন না। তাঁকে আপনি আটকান।'

নূরবানু বুঝতে না পেরে বললো— 'আটকান মানে ?'

রুস্তম আলী বললো— 'ফকির সাহেব চলে যাচ্ছেন। থামছে না।'

ঃ চলে যাচ্ছেন মানে ! কোথায় ? বাড়ীর বাইরে ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সেরেফ বাড়ীর বাইরেই নয়, এই গাঁয়ের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

ঃ সে কি !

ঃ তো বলছি কি ? পারলে তাঁকে ঠেকান।

নূরবানু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখলো ঘটনা সত্য। ফকির সাহেব বেরুনোর জন্যে একদম তৈয়ার।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরবানু বিভ্রান্তকণ্ঠে বললো— 'সে কি! ও কি হচ্ছে?'

ঈষৎ সচকিত হয়ে ইমাম শাহ বললেন— 'জ্বি ?'

ঃ সব গুছিয়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

ইমাম শাহ সলজ্জকণ্ঠে বললেন— 'জ্বি-মানে, আমি চলে যাচ্ছি।'

ঃ চলে যাচ্ছেন ! কোথায় যাচ্ছেন ?

ঃ আমার কাজে। আমার লোকজনের খোঁজে।

ঃ তার মানে ? আব্বাজান বলে গেলেন, আপনার আজ ঘরের বাইরেই যাওয়া চলবে না আর---।'

ঃ তা বললেও উপায় নেই। আমি আমার কর্তব্য ফেলে কিছুতেই পালিয়ে থাকতে পারিনে।

ঃ আপনার কর্তব্য ! কই, এ কথা তো কখনও আপনি বলেননি যে, আপনার কর্তব্যে আপনাকে এখনই আর এইভাবে যেতে হবে ? বলেছিলেন কি এর আগে কাউকে ?

ঃ জ্বি না, তা বলিনি। অন্ততঃ আজকের দিনটা এখানে থাকবো এমন চিন্তাই ছিল। কিন্তু এইমাত্র যা খবর পেলাম, তাতে আর এক মুহূর্ত আমার বিলম্ব করা চলে না।

ঃ তাজ্জব ! কোন্ দিকে যাবেন তাহলে ?

ঃ ঐ মস্তানগড়ের দিকে।

বিচলিত কণ্ঠে নূরবানু বললো— 'কি সর্বনাশ ! ঐদিকেই নাকি কোম্পানীর তামাম ফৌজ জমায়েত হয়ে গেছে। ঐ মস্তানগড়ে তারা নাকি হামলা চালিয়েছে গতরাতে !'

ঃ সেই জন্যেই ঐ মস্তানগড়ে যাবো আমি।

ঃ কি গজব ! সরাসরি মস্তানগড়ে ?

ইমাম শাহ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন— আমি বড়ই গাফিলতি করে ফেলেছি। আমাদের উস্তাদদের আজ রাতে লোকজন নিয়ে ঐ মস্তানগড়েই আশ্রয় নেয়ার কথা। ইংরেজেরা রাতে যদি ঐ মস্তানগড় ঘিরে থাকে, তাহলে জরুর তারা মুসিবতের মধ্যে আছেন। তাঁরা লড়াই করছেন ফিরিঙ্গী বাহিনীর সাথে। এ রকম সম্ভাবনার কথা আগেই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল, আর এতক্ষণ বেরিয়ে গিয়ে তাঁদের খবর করা জরুরত ছিল।

ঃ বলেন কি !

ঃ আমরা যে যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছি, সবারই এখন ঐদিকে ছুটে যাওয়া একদম ফরজ। আমাদের দলের সহায়তায় দলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমাদের এখন সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। তাঁদের ঐ মুসিবতের সময় এক লহমাও ফাকে থাকা আমাদের জন্যে অপরিসীম গুনাহ। কারণ তা মোনাফকীর সামিল। তাই চিন্তা করারও আর অবকাশ নেই আমার।

ঃ কিন্তু সে খবরটা যদি না পেতেন ? ঐ লোকেরা এসে এসব আলাপ যদি না করতেন ?

ঃ সে কথা আলাদা। না জানলে আর আমার কি করার থাকতো ? আমি চলি।

কাঁধের ঝোলাটা ঠিক করতে করতে ফকির ইমাম শাহ ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন।

তা দেখে নূরবানু ফের বললো— 'তার মানে ! কাউকে না বলেই এইভাবে চলে যাবেন ?'

ইমাম শাহ অপরাধীর কণ্ঠে বললেন— 'এটা নিতান্তই বেআদবী। আমি তা বুঝি। কিন্তু কি করবো বলুন ? আমি একদম নিরুপায়।'

ঃ আশ্চর্য !

ঃ শুনলাম, আপনার আব্বা নাকি এখনই কোথায় বেরিয়ে গেলেন। মাফ চাওয়ার আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কোন মওকাই আমি পেলাম না। অপেক্ষা করার আর সময় নেই। আমার হয়ে মেহেরবানী করে আপনার আব্বাকে আর অন্যান্য সবাইকে বলবেন, আমার এ বেআদবী তাঁরা যেন মাফ করে দেন।

ঃ তা-মানে------?

ঃ আপনাদের সবার কাছে ঋণ আমার অনেক। আপনার কাছে তা অপরিসীম। আপনার জন্যেই এ বাড়ীতে ঢুকতে আমি পারলাম আর দাওয়াই, সেঁক সহকারে অনেক খেদমত-আদর পেলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার ভাষা নেই।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ওসব থাক। তাহলে এই যাওয়া কি একেবারেই যাওয়া আপনার ? আর এখানে আসবেন না ?

ঃ আলবত আসবো। যে বেআদবী করে যাচ্ছি এখন, বেঁচেবর্তে থাকলে, এর জন্যে মাফ নিতে জরুর আমাকে আসতে হবে।

ঃ বেঁচেবর্তে থাকলে মানে ?

ঃ মানে, আমাদের এ জিন্দেগীর কি এক লহমারও ভরসা আছে, বলুন ? ভরসা অবশ্য কারো জিন্দেগীরই নেই। যে কেউ যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু বরণ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মউত একদম পায়ে পায়ে। আমরা লড়াইয়া। এই যে লড়াই করতে যাচ্ছি, গিয়েই যে মারা পড়বো না, তা কে বলতে পারে ?

নূরবানু চমকে উঠে বললো— 'এ্যাঁ !'

ঃ এছাড়া কোথায় আর কোন্ মুলুকে যাওয়ার জন্যে আমাকে হুকুম করবেন উস্তাদেরা তারইবা ঠিক কি ? এখনই সে হুকুম হলে হয়তো অল্পদিনে এদিকে আর আসতেই পারবো না।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে নূরবানু বললো— 'এরপর যখন আসবেন তখন আমাদের সকলের কথা আপনার ইয়াদেই আর থাকবে না।'

ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'না-না, তা থাকবে না কেন ? যতদিন বেঁচে আছি আপনাদের কারো কথা কি ভুলতে পারি ?'

ঃ পারেন না ?

ঃ জ্বি না। সবার কথা সব ক্ষেত্রেই ভোলা যায় না।

ঃ সত্যি ?

ঃ আপনাদের সবার কথা তো বটেই, আপনার কথাও আমার মনে থাকবে দীর্ঘদিন। আপনার অনুপম দীলের সুবাস আমার দীলকে সজীব রাখবে অনুক্ষণ।

কিঞ্চিৎ শিহরিত হয়ে উঠে নূরবানু বললো- 'জ্বি ?'

ঃ আপনাকে আমি ভুলবো না। আস্সালামু আলাইকুম।

ফকির ইমাম শাহ রওনা হলেন এবং হন হন করে বেরিয়ে গিয়ে পথে নামলেন।

২

সূর্যাস্ত কল্যাণের নয়, অকল্যাণের আলামত। সূর্যাস্তের পরের পর্ব অন্ধকারের আগ্রাসন। রাত্রির জন্মদাত্রী, তমসার প্রসূতি, সূর্যাস্ত আনে আলোর অবসান ও অন্ধকারের আধিপত্য। ভাবার্থে সূর্যাস্ত অশুভের ইংগিত।

কিন্তু সবার জন্যে নয়। কারো কাছে সূর্যাস্ত আনন্দের অগ্রদূত। স্বেচ্ছাচারের ছাড়পত্র আর উল্লাসের নিশান। শৃগাল-পেঁচক-তস্করের কাছে সূর্যাস্ত এক আনন্দঘন ওয়াক্ত। কাঙ্ক্ষিত সংকেত ও প্রতীক্ষিত খোশ পয়গাম।

ঈসায়ী ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুনে অস্ত গেল বাংলার সৌভাগ্য সূর্য। অপহৃত হলো বাংলার আজাদী। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার বুকে নেমে এলো অন্ধকার। সূচিত হলো বাংলার দুর্ভাগ্যের অধ্যায়। অবশ্য সবার জন্যে নয়। দুর্ভাগ্য সূচিত হলো বাংলার মুসলমান অধিবাসীদের, যারাই তখন একচেটিয়াভাবে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। একটানা সাড়ে পাঁচশো বছরের ঐতিহ্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল মুসলমান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলো পলাশীর প্রান্তরে। গাদ্দারী, বেঈমানী ও নির্জলা মিথ্যাচারের বেসাতির কারণে অবলুপ্ত হলো বাংলার স্বাধীনতা। দোষের ভাগী হয়ে রইলো কিছু নাম সর্বস্ব মুসলমান-যাদের ঘাড়ে ভর করে এবং যাদের গোঁফে আঠা লাগিয়ে মুসলমান শাসনের বিরোধীচক্র বাংলার আজাদী ইংরেজ বণিকের হাতে তুলে দিলো। আজাদী বিকিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্য গড়ে নিলো তারা।

বাংলার মুসলমান গাদ্দারেরা সেরেফ ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে আর স্বার্থসিদ্ধির সাথে হিংসা ও বিদ্বেষ চরিতার্থে মুসলমান শাসনের বিরোধী চক্র বাংলার স্বাধীনতা পানির দামে বেচে দিলো। দেশী ভাইকে খুন করে তারা বাংলার তখ্‌তে এনে বসালো বিদেশী বেনিয়াদের।

নবাবদের উদাসীনতা ও ভ্রান্তনীতির ফলে নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকেই এক সুচতুর চক্র বাংলার মুসলমান হুকুমাতটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। চক্রান্তে আর ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত হয়ে হয়ে পলাশীর আগেই মৃত অবস্থায় এসেছিল বাংলার এই মুসলমান শাসন।

সুচতুর হাতের অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় মৃতপ্রায় এই শাসন গলিত লাশে পরিণত হতোই। এই মড়ার উপর খাঁড়া মেরে, বুড়ো মেরে খুনের দাবীর মতো দোষের

ভাগ মাথায় নিলো নড়বড়ে চরিত্রের বুদ্ধিহীন মীরজাফর ও তার কিছু মুসলমান অনুগামীরা। আধো আলো-আধো আঁধারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার মতো প্রকৃত অপরাধীরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রয়ে গেল আব্ছা আব্ছা হয়ে। প্রতিপালক ও নেমকদাতার সাথে ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, মানিকচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ, নন্দকুমার চক্র যে নেমকহারামী, যে জালিয়তি ও মিথ্যাচার করলো, আর সেই চক্রের পূর্বসূরীরা বরাবর যা করে এলো তার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে থাকলেও সংখ্যায় তা অধিক নয়। কলিকাতায় বসে এক মানিকচাঁদ সিরাজের সাথে যে মিথ্যাচার ও যে বেঈমানী করেছে, তরলমতি মীরজাফর সহকারে সমুদয় মুসলমান গাদ্দারদের বেঈমানী একত্রিত করলেও তার সমপরিমাণ হবে কি না সন্দেহ।

গভীরভাবে দেখতে গেলে, বাংলার স্বাধীনতা পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের নিষ্ক্রীয়তার মধ্য দিয়ে যায়নি। গিয়েছে উৎখাত হওয়া ইংরেজদের ফল্‌তায় মানিকচাঁদের লালন করা আর কলিকাতায় ডেকে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই। এই অভাবনীয় সাহায্য ও সুযোগ পাওয়ার ফলে ইংরেজেরা তখন এমন এক শক্তি, রায়দুর্লভ-রাজবল্লভ-উমিচাঁদ-জগৎশেঠের মতো সভাসদওয়ালা নবাব সিরাজের পক্ষে তা রোখার সাধ্য ছিল না। পলাশীর প্রান্তর উৎরালেও এ রুগ্ন স্বাধীনতা আর এক প্রান্তরে লুপ্ত হয়ে যেতোই।

তাই আজাদীহারা বাংলার মুসলমানদের দুর্দিনের জন্যে, অর্থাৎ রাজার জাতি মুসলমানদের কালক্রমে কাঠ ফাঁড়াইকারী ও পানি বহনকারী মজুরে পরিণত হওয়ার জন্যে মীরজাফর নিমিত্তের ভাগী হলেও মীরজাফর মুখ্য বিষয় নয়। কাঁধে চড়ে কাজ উদ্ধারের জন্যে একজন বাহন প্রয়োজন ছিল চক্রান্তকারীদের। প্রয়োজন ছিল নবাবকে হীনবল করার জন্যে তাঁর ঘরের ভেতরের এক শক্তিকে পক্ষে টানার; তাঁর এক হাতকে হাত করার। সে হাত ঘসেটি বেগম হতে পারতো, শওকতজঙ্গ হতে পারতো, মীর নজর আলী বা অন্য যে কেউ হতে পারতো। শেষে এসে টোপ গিললো মীরজাফর। মীরজাফর টোপ না গিললে অন্য যে কাউকে গেলানো হতো টোপ।

বাংলার জীবন্মৃত হুকুমাতের বুকের উপর বসে থেকে ইংরেজদের সাথে এই বুনিয়াদী চক্র সে প্রয়াস পেয়ে আসছিল পলাশীর অনেক আগে থেকেই। মুসলমানদের এই দুর্ভাগ্যের নাটকে ইংরেজদের সহায়তাকারী জগৎশেঠ মানিকচাঁদদের তাই পার্শ্বচরিত্র করে রেখে মীরজাফরকে বেঈমানীর নায়ক হিসাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। বেঈমানীর নাটকে মূল নায়ক তারাই,

বইঘর.কম ও রোকন

(অধিক দূর দিয়ে না হোক), গিরিয়া থেকে পলাশীতক এ নাটকে যারা লাগাতার রেখে গেছে বিস্তর ও সাবলীল ভূমিকা।

সুতরাং স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ার পর বাংলার এই দুর্দিন সূচিত হলো কেবল মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্যেই। কারণ স্পষ্ট। মুসলমান গাদ্দারদের ধোলাই করা মগজের মতো চক্রান্তকারীদের মগজ আদৌ ভোঁতা ছিল না। তাদের মগজ ছিল চোখা আর চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলমান শাসনের উৎখাতে এত কাঠখড়ি এতদিন ধরে আর এত কষ্ট করে তারা নিজেদের দুর্দিন আনার জন্যে পোড়ায়নি। সুদিন আসবে বুঝেই তারা পুড়িয়েছে তা। সুদিন তাদের আসেও অবারিতভাবে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমান শাসনের বৈরীব্যক্তিরা অনেকখানি প্রশংসারও হকদার। আচরণ তাদের ঘৃণিত হলেও লক্ষ্য তাঁদের ঘৃণিত নয়। সেটা বরং মহৎ ও বৃহৎ। বলা যায়, এক বৃহৎ স্বার্থের তারা একনিষ্ঠ সাধক। নিবেদিত প্রাণ তপস্বী। সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে তারা তাদের স্বজাতির বৃহৎস্বার্থ হাসিল ও সুদৃঢ় করেছে। নবাবের নকরী থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজদের সহায়তায় তাদের জাতিকে প্রভুত্বের পর্যায়ে উঠার পথ করে দিয়েছে তারাই। তাদের অবদানের জন্যেই কালক্রমে তাদের নিজ ধর্মের লোকেরা রাজা-মহারাজা হয়ে পরোক্ষভাবে হলেও বাংলার শাসকের পদে বসেছে।

এদিক দিয়ে উদ্যোগ তাদের নিঃসন্দেহে প্রশংসার। বিশেষ করে মারি অরি ছলে কি কৌশলে এই যাদের শাস্ত্রীয় বিধান, সেখানে মিথ্যাচার আর জালিয়াতি করা তাদের চিন্তায় মারাত্মক কিছু ব্যাপার নয়। সবার উপরে কথা, স্বজাতির অর্থাৎ স্বধর্মের লোকদের স্বার্থ মজবুত করতে যারা জান বিপন্ন করেছে, তাদের একতরফাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

হেয় আর নিকৃষ্ট কেউ হলে তা মুসলমান নামধারী দালাল আর গাদ্দারেরা। বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্তিতে তাদের দোষের হিস্যা কম হলেও ঐসব নাম সর্বস্ব মুসলমান গাদ্দারদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা যেমনই নিকৃষ্ট তেমনই ঘৃণাতীত ঘৃণিত। নিছক ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরেই গাদ্দারী করেছে তারা। দেশের স্বার্থ তো দেখেইনি, তারা স্বজাতির ও স্বধর্মের স্বার্থটাও দেখেনি। তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের বংশধরেরা নর্দমা সাফ করা মজুরে পরিণত হবে কি না, তাদের স্বজাতি অর্থাৎ কওমটা রসাতলে যাবে কি না, আজ যারা মস্তকে তাদের হাত বুলিয়ে চলেছে কাল তারা তাদের পশ্চাৎভাগে পদাঘাত করবে কি না-এসব ভাবনা একটুও ভাবেনি। সেরেফ ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই তারা নিজের দেশ ও কওমের ভাগ্য নিয়ে সওদাবাজী করেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। তাদের সেই ব্যক্তিস্বার্থও তারা ক্ষণিকের অধিককাল ধরে রাখতে পারেনি। মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের শক্ত লাথি খেয়ে কেউবা তখনই তা হারিয়েছে, কেউবা ক্লাইভের গর্দভ হয়ে ক্লাইভের তাঁবেদারী করার বদৌলতে কয়েকদিন পরে তা হারিয়েছে। কারো আবার জিল্লতি সর্বস্ব খোয়ানোর পরও শেষ হয়নি। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দূর দূরান্তে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং ফকিরের বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে পথেই মরে পড়ে থাকতে হয়েছে। এ ছাড়া বজ্রপাতও হয়েছে সিরাজের হত্যার হোতা মীরণের মাথায়।

ঐ সমস্ত ইতিহাস যেমনই মসীলিপ্ত তেমনই চটকদার। ঈসায়ী ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন তারিখে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হলেন। বাংলার মালিকানা চলে গেল ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে। সপরিবারে পলায়নকালে মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ ধৃত হলেন রাজমহলের নিকটে এবং নীত হলেন মুর্শিদাবাদে। মীরজাফর তনয় মীরণের নেতৃত্বে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন ঐ সনেই ৩রা জুলাই তারিখে। বেঈমানী করার বিনিময়ে এর কয়েকদিন আগেই বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন সিপাহসালার মীরজাফর। ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অন্যান্য প্রধানগণ মীরজাফরের প্রতি এ অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন পূর্বচুক্তি অনুযায়ী। অনুগ্রহ লাভে ধন্য হলেন নতুন নবাব।

কিন্তু এ অনুগ্রহ নির্জলা মধুরই ছিল না, এর পেছনে হুলও ছিল বিষাক্ত। এই বিষে অচিরেই নয়া নবাব মীরজাফর জর্জরিত হয়ে গেলেন। বেঈমানী করার চুক্তিপত্রে শুধু মসনদ লাভের শর্তই ছিল না, এজন্যে ইংরেজদের প্রভূত অর্থ প্রদানের শর্তও ছিল সে চুক্তিতে। শর্তের অর্থ নয়া নবাবকে শোধ করতে হলো মসনদে উঠে বসার সাথে সাথেই। প্রচুর অর্থ দিতে হলো অতিরিক্ত উপঢৌকন হিসাবে।

ক্লাইভসহ কোম্পানীর বিভিন্ন নেতৃবর্গের বিভিন্ন অর্থ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নবাব মীরজাফরের রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। জেনানাদের জেওর বেঁচে ষড়যন্ত্রের মিত্রদের পুনঃ পুনঃ অর্থচাহিদা পূরণ করতে হলো তাঁকে। বিশেষ বাণিজ্য সুবিধেসহ ২৪টি পরগনার জমিদারী স্বত্বও ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন তিনি। এরপরও বেড়েই চললো ইংজেদের অর্থচাহিদা। অর্থ প্রদানে অপারগ বা বিলম্ব হওয়ায় বেড়েই চললো ক্লাইভসহ কোম্পানীর নেতৃবর্গের অসন্তুষ্টি। নয়া নবাব দিশেহারা হয়ে গেলেন।

সেরেফ অর্থনৈতিক নির্যাতন আর জিল্লতিই নয়, মসনদে উঠে নবাবের সামান্যতম মর্যাদাও পেলেন না নতুন নবাব মীরজাফর। পেলেন না কোন মহলেই

বইঘর.কম ও রোকন

যথাযথ সম্মান। ইংরেজদের কাছে নতজানু হয়ে চলতে চলতে এবং ক্লাইভের তাঁবেদারী করতে করতে সব মহলেই তিনি 'ক্লাইভের গর্দভ' নামে সুপরিচিত হলেন তখ্তে উঠে বসার অল্পদিনের মধ্যেই। ইংরেজদের তুষ্ট রাখতে গিয়ে তাদের অপমানজনক আচরণ অহরহ হজম করতে লাগলেন তিনি। ফলে পাত্রমিত্র, সভাসদ ও কর্মচারীদের কাছে তিনি অত্যন্ত হেয় ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়ে গেলেন দিনে দিনে। তাঁর মুখের উপর এবং তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা করতেন না অনেকেই।

এমন অনেক নজীরের উল্লেখ আছে অনেক স্থানে। একদিন ভরা দরবারে মির্যা শামসুদ্দীন নামক এক সভাসদকে অন্য এক সভাসদ অভিযোগ করে বললেন— 'কর্নেল ক্লাইভ আপনার উপর বড়ই নাখোশ আছেন। কারণ আপনি নাকি কর্নেলের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছেন।'

জবাবে মির্যা শামসুদ্দীন নবাব মীরজাফরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন— 'কি যে বলেন জনাব ! আমি কর্নেলের গর্দভকে দিনে তিনবার কুর্নিশ না করে খাদ্য স্পর্শ করিনে, আমি করবো কর্নেলের সাথে অসম্মানজনক আচরণ ?'

এ রকম পরোক্ষ বিদ্রূপই কেবল শুনতে হয়নি নবাব মীরজাফরকে, দালালী করে মসনদে আসার দরুন কোম্পানীর অনেক প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ অনেক সময় অনেক কটুকথা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে শুনিয়েছেন পাত্র-মিত্র-সভাসদদের সামনেই।

একদিন নবাব সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে জোর তাগিদ ও তলব দেওয়া সত্ত্বেও ক্লাইভের এক সহকর্মী এবং নবাবের দরবারে কোম্পানীর সাময়িক প্রতিনিধি মিঃ লিউক স্ক্র্যাফ্টন দরবারে হাজির হতে বিস্তর বিলম্ব করলেন। দরবারে সেদিন সভাসদগণ ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদেশী দূতেরা উপস্থিত ছিলেন। দরবারের কার্যক্রমের সাথে মিঃ স্ক্র্যাফ্টন সেদিন বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তার অত্যাধিক বিলম্ব হেতু দরবারের কাজ স্থগিত হয়ে রইলো। এতেকরে নবাবের আদেশের কোন মূল্য নেই, এ নবাবকে আদৌ কেউ নবাব বলে গণ্য করে না— এই মর্মে দরবারে চাপা গুঞ্জরণ শুরু হলো।

স্ক্র্যাফ্টনের এই আচরণের জন্যে নবাব বড়ই অপমানিত বোধ করলেন। অনেক পরে মিঃ স্ক্র্যাফ্টন এসে হাজির হলে নবাব মীরজাফর নবাবী চালে রুষ্টকণ্ঠে বললেন— 'মিঃ স্ক্র্যাফ্টন, জরুরী তলব দেয়া সত্ত্বেও আপনি এত দেরী করলেন কেন ?'

নবাবের রোষের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে মিঃ স্ক্র্যাফ্টন হো হো করে হেসে উঠে বললেন— 'ডেরী ! আইমিন লেট্ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ হামার লেট্ হইয়াছে, ডেরী হইয়াছে বিলকুল।'

বইঘর.কম ও রোকন

নবাব পূর্ববৎ রোষভরে বললেন— 'কেন দেরী হলো ?'

স্ক্র্যাফ্টন বললেন— 'আসিবার পঠে হামি একঠো গ্রেভ্, আইমিন কবর ডেখিলো। হামার ডুপ্টারী (দপ্তরী) হামাকে জানাইয়া ডিলো, উক্ত কবর জেনারেল মীর মর্ডান বাহাডুরকা কবর আছে। মাইগড্ ! জেনারেল মীর মর্ডান বাহাডুর বহুট বড়া ওয়ারিয়ার-বহুট ব্রেভ্ ফাইটার, হামি টাহা জানে। হামি কিয়া করিবে ? দেন এ্যান্ড্ দেয়ার হামি ডাঁড়াইয়া গেল। মাঠার হ্যাট্ খুলিয়া লইয়া টাহার কবরের প্রতি 'বো' 'বো' করিলো, স্যালিউট্ করিলো। ঠোড়া টাইম সাইলেন্ট ঠাকিয়া টাহার আট্মার প্রটি সম্মান প্রডর্শন করিলো।'

অপরিসীম বিস্ময়ে নবাব মীরজাফর বললেন— 'তাজ্জব !'

সাহেব বললেন— 'উস্‌কো বাড, কবরে ঠোড়া ফ্লাওয়ার, আইমিন ফুল ডিটে হামার খাহেশ হইলো। ডুপ্টারী ফুল আনিটে ডেরি করিলো। বহুট-বহুট লেট।'

ঃ সাহেব !

ঃ হামি ফুল ডিয়া জেনারেলকা কবর এ্যাডোর্ন করিলো। সম্মান করিলো। টাহার পর আভি জলডি জলডি চলিয়া আসিলো। হামি আচ্ছা কাম করিয়াছে, ইজ্জট্‌কা কাম। ইজ ইট্ নট্ ? ঠিক নেহি ?

তার কথায় চোখে-মুখে সীমাহীন বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে নবাব মীরজাফর বললেন— 'তার মানে ? ওরা তো আপনাদের শত্রু দুশমন। দুশমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গেলেন ?'

ঃ ও ইয়েস্। জরুর টাহা করিটে হইবে। হি ইজ এ হিরো। বহুট বড়া আট্মা। উহাকে টো জরুর সম্মান ডেখাইটে হোবে।

নবাব ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন— 'বটে ! বাংলার নবাবের চেয়ে ঐ কবরটাই আপনার কাছে বড় হলো ? নবাবকে বসিয়ে রাখাটা আপনার কাছে কিছুই নয় ? এত সাহস আপনার ?'

ঃ হোয়াট ?

www.boighar.com

ঃ আপনারা পেয়েছেন কি ? নবাবকে উপেক্ষা করে, নবাবের হুকুম অমান্য করে আপনি গেলেন ঐ একটা ফালতু লোকের কবরের প্রতি সম্মান দেখাতে ? আমার চেয়ে ঐ মৃত মীর মর্দানটাই কি আপনার কাছে বেশী সম্মানী হলো ?

ঃ অফ্‌কোর্স্। হান্ড্রেড্ টাইমস্। উও আডমী হাপনার চেয়ে বহুট জিয়াডা অনারেবল, আইমিন সম্মানী আছে।

নবাব হুংকার দিয়ে বললেন— 'হুঁশিয়ার সাহেব ! কিসে সে জিয়াদা সম্মানী হলো ?'

সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে রোষভরে বললেন— 'উও আড্‌মী টাহার কান্ট্রির জন্যে, টাহার কওমের জন্যে জান ডিয়াছে। কুয়ী সেফ ইন্টারেস্ট ডেখে নাই। কুয়ী লোভ টাহাকে টাহার মহট্‌ কর্টব্য হইটে টলাইটে পারে নাই। আওর হাপনি ? হাপনি একজন গ্রীডি, আইমিন লোভী আড্‌মী আছে। হাপনি হাপনার পারসোন্যাল ইন্টারেস্ট্‌কো লিয়ে ব্যক্‌টি স্বার্ঠের জন্যে, হাপনার ডেশ্‌ আওর জাটির সাঠে গাড্‌ডারী করিয়াছে। বেঈমানী করিয়াছে। সার্ঠের লোভে হাপনি হামাডের ডালাল হইয়া কাজ করিয়াছে। সম্মানের হাপনি কছু হকডার না আছে।'

ঃ সাহেব !

ঃ জেনারেল মীর মর্ডান একঠো মহট্‌ ডীলের আড্‌মী, ঈমানডার লোগ্‌। আওর হাপনি একঠো ট্রের আছে। বিশ্‌ওয়াশ্‌ঘাটক। জিয়াদা লাভ ডেখিলে হাপনি ফের ডুসরী আডমীর সাঠে ডোষ্টি করিয়া হামাডের সাঠে বেঈমানী করিবে। হাপনাকে হামরা বিশ্‌ওয়াশ্‌ করে না। বিশ্‌ওয়াশের আন্‌ফিট্‌ আড্‌মী সম্মান পাইবে কেনো, বাটাও ?

এরপর নবাব আর মাথা তুলতে পারেননি।

মরহুম সালার মীর মর্দানের প্রতি মিঃ লিউক স্ক্র্যাফ্‌টনের শ্রদ্ধাবোধটা অকৃত্রিম বা কৃত্রিম যা-ই হোক, এ কথা সত্য যে, নবাব মীরজাফরকে ইংরেজরা সম্মানের চোখে দেখতো না বা তেমন পরোয়া করেও চলতো না। সেই সাথে মীরজাফর যে আবার অন্যের সাথে দোস্তী করে ইংরেজদের সাথে বেঈমানী করতে পারে, স্ক্র্যাফ্‌টনের এ ধারণাও ভ্রান্ত ছিল না।

অর্থনৈতিক জুলুম আর এইসব জিল্লতির কারণে মীরজাফর ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন ওলন্দাজ বণিকদের সাথে এবং ওলন্দাজদের মদদ নিয়ে উৎখাত করার চেষ্টা করলেন ইংরেজ কোম্পানীকে।

কিন্তু এবার তাঁর ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হলো না। পরিপূর্ণ হলো না তাঁর উম্মিদ। ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী সমপূর্ণরূপে ধ্বংস করলো ওলন্দাজ শক্তিকে। কর্পূরের মতো উবে গেল মীরজাফরের প্রতি ইংরেজদের তামাম অনুকম্পা। তদুপরি পুনঃ পুনঃ অর্থের দাবী পূরণ করতে না পারায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হলওয়েল ও ভেন্সিটার্ট ভিন্ন পথ ধরলেন। তাঁরা মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার তখ্‌তে আসীন করলেন ঈসায়ী ১৭৬০ সনে। মসনদ পাওয়ার বিনিময়ে মীরকাশিমও ইংরেজদের বহু অর্থ উপঢৌকন দিলেন, খোশদীলে দান করলেন বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু মীর কাশিমেরও এই খোশহাল অধিককাল রইলো না। বেহুঁশের হুঁশ ফিরে কাছায় আগুন লাগার পর। আগুন লাগলো মীর কাশিমেরও কাছায়। মসনদে বসেই তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজদের ছাড় দিয়ে নবাবী করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এদের সাথে দোস্তী-দহরম বজায় রেখে চলা। তাই তিনি উদ্যোগ নিলেন নবাবের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার। অন্যকথায়, শাদির রাতের হাজার রাত পরের রাতে বিল্লি মারার উদ্যোগ নিলেন তিনি।

ফলে শুরুতেই শুরু হলো আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা। বাইরের দুশমনের দিকে নজর দিতে যেতেই শুরু হলো ভেতরের ঐ অশুভ চক্রটির হীন তৎপরতা। মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক, এটা আদৌ কাম্য ছিল না তাদের। আবার ইংরেজের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো তারা। অচিরেই নবাব কয়েকজন অমুসলমান কর্মচারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের হীন ষড়যন্ত্রে ও অবাধ্যতায় উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। এ জন্যে তিনি বাধ্য হলেন, আজিমাবাদের নায়েবে নাজিম রামনারায়ন, গুপ্তবাহিনীর কর্মকার্তা মুরলীধর এবং রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও অন্যান্যদের কয়েদ করতে। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সরে থাকার ইরাদায় তিনি রাজধানী সরিয়ে নিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গোরে। খর্ব করলেন ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্য সুবিধা ও প্রশাসনে তাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ।

শুরু হলো ইংরেজদের সাথে নবাব মীর কাশিমের সংঘর্ষ। অবশেষে লড়াই। লাগাতার যুদ্ধ। একের পর এক লড়াই হলো কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতি, উদয়জালা ও মুঙ্গেরে।

কিন্তু নবাবের অর্থবল কিছুই ছিল না। ইংরেজদের দিয়ে দিয়ে নবাব মীরজাফর আগেই শূন্য করে রেখেছিলেন রাজকোষ। নবাব মীর কাশিমের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও যা ছিল তা-ও তিনি ফুরিয়েছিলেন মসনদপ্রাপ্তির জন্যে ইংরেজদের নানাজনকে নজরানা দিয়ে। অর্থভাবে তিনি সৈন্য জোটাতে পারলেন না। পারলেন না স্বদেশী বেঈমানদের বেপরোয়া বেঈমানী রোধ করতে। ফলে প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হলেন এবং রাজ্যহারা হয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন অযোধ্যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকার্তারা আবার মীরজাফরকে এনে বাংলার মসনদে দ্বিতীয়বার বসালেন।

রাজ্যহারা মীর কাশিম শেষ চেষ্টা করলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মিত্রতা স্থাপন করলেন তিনি। তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে শেষবারের মতো তিনি ইংরেজদের মোকাবেলায় নামলেন বকসারের ময়দানে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঈসায়ী ১৭৬৪ সনে বকসারে ঘোরতর লড়াই হলো এই সম্মিলিত ফৌজ ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে। পরিস্থিতি মীর কাশিমের মোটেই পক্ষে ছিল না। নসীবও মোটেই প্রসন্ন ছিল না তাঁর। চরম বেঈমানীর শিকার হয়ে বকসারেও চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন তিনি।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহর মন্ত্রী মহারাজ বেণীবাহাদুর এবং মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের দেওয়ান সেতাব রায় চরম বেঈমানী করে সুপ্রশস্ত করে দিলো ইংরেজদের জয়ের পথ। ইংরেজেরা অযোধ্যাও দখল করে নিলো এবং বেণী বাহাদুর এতে আহলাদিত হওয়া বই দুঃখিত হলেন না।

মীর কাশিম ভগ্ন হৃদয়ে ও প্রাণের ভয়ে অযোধ্যার আরো পশ্চিমে পালিয়ে গেলেন এবং পথে পথে ঘুরতে লাগলেন ফকিরের ছদ্মবেশে।

একটানা কয়েকটি বছর নবাব মীর কাশিম দীনহীন হালে ঘুরে বেড়ালেন পথে পথে। নানাজনের কাছে ফরিয়াদ করে ফিরতে লাগলেন। নালিশ জানালেন ইংরেজদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

এইভাবে ঘুরে বেড়ানোর কালে দিল্লীর কাছাকাছি এক জায়গায় নবাব মীর কাশিমের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে বাংলার আর এক সর্বহারা ও ভাগ্যাহত ব্যক্তি হাজী আফতাবের।

নবাব মীর কাশিম ভাগ্যাহত হয়েছিলেন নিজেদের আক্কেল গুণে। হাজী আফতাব ভাগ্যাহত হয়েছিলেন নিজের নয়, মীর কাশিমদেরই ঐ বেআক্কেলীর কারণে। একের দোষে অন্যের ভোগান্তির ব্যাপার ছিল হাজী আফতাবের।

হাজী আফতাব ছিলেন বাংলার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহর দরবারে একজন দ্বিতীয় কাতারের সভাসদও ছিলেন তিনি। সর্বস্ব হারিয়ে তিনি এখন এই মুলুকে এসে পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনমতে কালাতিপাত করছিলেন। এক অখ্যাত এলাকার বিরাণ পথে আচমকাই মীর কাশিমকে আবিষ্কার করলেন হাজী আফতাব।

হাজী আফতাব পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে দেখলেন, পথের এক জনহীন প্রান্তে পত্রহীন এক বৃক্ষতলে ধূলোর বিছানায় শুয়ে আছে এক রাহাগীর। পরণে তার শতছিন্ন লেবাস, দেহখানি হাড্ডিসার। অথচ ঐ হাড্ডিসার দেহ থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে আভিজাত্যের রশ্মি।

হাজী আফতাব কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। ব্যাপরটা জানার জন্যে তিনি পথ থেকে নেমে ঐ বৃক্ষতলে এলেন। সন্ধানী নজরে রাহাগীরের মুখের দিকে চেয়েই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, ধূলোয় শায়িত ব্যক্তিটি বাংলার নবাব মীর কাশিম।

বইঘর.কম ও রোকন

মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম বাংলার তখ্‌তে বসেছেন এ খবর তিনি শুনেছিলেন। এ খবরও শুনেছিলেন যে, ইংরেজরা আবার মীর কাশিমের হাত থেকে মসনদ্ কেড়ে নিয়ে তাঁর শ্বশুর মীরজাফরকে দিয়েছে। মীর কাশিমের নবাবী আর নেই। তার অর্থ কি এই ? মসনদ থেকে একদম এই বিরাণ পথের ধূলোয় ?

হাজী সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নবাব মীর কাশিম তখন কিঞ্চিৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হাজী আফতাবের উপস্থিতি টের পেলেন না মীর কাশিম।

হাজী আফতাব একদৃষ্টে তার এই নিদারুণ হালতের দিকে চেয়ে রইলেন। চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো কয়েক বছর অতীতের এক ঘটনা ঃ

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ তখন বাংরার তখ্‌তে আসীন। তাঁকে উৎখাত করার জন্যে সামরিক বিভাগের বিশেষ ব্যক্তি এবং নবাবের আত্মীয় মীরজাফর তখন সপরিবার খুব তৎপর। জগৎশেঠ-রাজবল্লভদের দলে ভিড়ে তিনি অহরহ বৈঠক দিচ্ছেন ইংরেজদের সাথে।

মীরজাফরের সাথে হাজী আফতাবের কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছুটা আত্মীয়তাও ছিল কিছু দূর দিয়ে। সেই সুবাদে হাজী আফতাব একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হলেন মীরজাফরের দপ্তরের বিশেষ এক কক্ষে।

কক্ষে তখন অন্য ধর্মের কোন লোক ছিল না। যাঁরা ছিলেন সবাই তাঁরা মুসলমান। ছিলেন সালার মীরজাফর, তদীয় পুত্র মীরণ, তদীয় জামাতা মীর কাশিম, সহকারী সৈন্যাধক্ষ খাদেম হোসেন ও মীরজাফরের আরো কয়েকজন মুসলমান সহযোগী। তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-সালাপ করছিলেন।

এমন সময় হাজী আফতাব হাজির হলে, তাঁরা গোপন আলাপ করছেন এটা বুঝতে না দিয়ে মীরজাফর হাসিমুখে বললেন— 'আরে এই যে হাজী সাহেব, আসুন-আসুন। কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কেমন আছেন ?'

হাজী আফতাব বললেন— 'আছি তো ভালই। তবে একটা কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হলো, তাই হাঁটতে হাঁটতে এলাম।'

ঃ কেমন কি কথা বলুন তো শুনি ?

ঃ নবাবের পক্ষ ছেড়ে আপনারা নাকি জগৎশেঠ বাবুদের সাথে হাত মিলিয়েছেন ?

জবাবে মীরজাফর তনয় মীরণ নাখোশ কণ্ঠে বললেন— 'তাতে কি হয়েছে ? উত্তম লোকদের সাথে হাত মেলানোর মধ্যে আপনি দোষের কি দেখলেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

হাজী আফতাব চকিতে একটু থম্‌কে গেলেন। এরপর ঈষৎ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন— 'উত্তম লোক। হ্যাঁ, উত্তম লোক তো আমরা সবাই। তবে এক একজন এক একদিক দিয়ে। শেঠ-বল্লভ-দুর্লভ বাবুদের উত্তম লোক আপনি কোন্ দিক দিয়ে বলছেন ?'

মীরণ বললেন— 'সব দিক দিয়ে। তাঁরা জ্ঞানী, গুণী, উদার, অতিথিবৎসল আর খোলা দীলের মানুষ। ওরাই দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক আর বলতে গেলে, দেশের আর দশের এখন ওঁরাই ভরসা। অন্যদের যে মানসিকতা দেখছি, তা উল্লেখেরও অযোগ্য।'

ঃ সাহেবজাদা !

ঃ আপনাদের প্রিয় কিছু দাম্ভিক, গোঁয়ার আর গন্ডমূর্খের মতো ওঁরা মোটেই সংকীর্ণমনা নন।

ঃ কিন্তু ওরা তো ইংরেজদের পক্ষের লোক। ইংরেজগত প্রাণ। ইংরেজদের সুখে ওদের সুখ, ইংরেজদের দুঃখে ওদের দুঃখ।

এবার জবাব দিলেন মীর কাশিম। তিনি বললেন— 'হতেই হবে। আমাদের সকলেরই মানসিকতা তাই হওয়া উচিত। ইংরেজেরা এদেশে এখন বিরাট এক শক্তি। আর না হোক, তাঁদের সাথে মিত্রতা বজায় রেখে চলাই এখন আমাদের সবার কর্তব্য। তাঁদের সাথে শক্রতা করলে লাভ আমাদের একবিন্দুও নেই, আছে কেবলই ক্ষতি। তদুপরি তাঁরা আমাদের বন্ধু। পরম উপকারী বন্ধু। ব্যবসার মাধ্যমে কর-শুল্ক দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটা ধরে রেখেছেন তাঁরা। ইংরেজেরা আমাদের সম্পদের উৎস, সৌভাগ্যের ডিব্বা।'

ঃ কিন্তু তারা তো এদেশটা গ্রাস করার তালে আছে ?

মীর কাশিম বিরক্তির সাথে বললেন— 'এটা খামাখা আপনাদের এক জুজুর ভয়। তাঁরা এদেশ নিতে আসবে কেন ? তাঁদের কি নিজের দেশ নেই? আমাদের চেয়ে এখন অনেক উন্নত দেশ তাঁদের। এ জঞ্জাল তাঁরা নিতে আসবেন কেন ? দুর্জনদের হাত থেকে এদেশের জনগণকে মুক্তি দিতে তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে চান-এই আর কি ! তাঁরা আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু।'

ঃ কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে উচ্ছেদ করে তাঁরা তো এদেশের স্বাধীনতাটাই বিপন্ন করতে যাচ্ছে ?

মীরজাফরের আওলাদ মীরণ ফের বললেন— 'স্বাধীনতা তাতে বিপন্ন হবে কেন ? ঐ দুর্জন, গোঁয়ার আর গন্ডমূর্খ সিরাজই কি এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র স্বত্বাধিকারী, না স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র সৈনিক ? স্বাধীনতাটা কি তার পৈতৃক

বইঘর.কম ও রোকন

সম্পত্তি ? আমাদের কথা বাদই দিলাম, ঐ জগৎশেঠ-রায়দুর্লভ-রাজবল্লভ বাবুরা কি এদেশের স্বাধীনতা চান না ? তাঁরা কি এদেশের বাসিন্দা নন ? স্বাধীনতার প্রতি কি তাঁদের দরদ নেই ?'

ঃ কিন্তু মুসলমান শাসনটা তো এতে করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ?

ঃ কে বিলুপ্ত করবে ?

ঃ ঐ জগৎশেঠ বাবুরা আর ইংরেজেরা । হাজার হোক, ওরা বিধর্মী। ওরা চাইবে কেন তাদের মাথার উপর মুসলমান শাসন থাকুক?

মীরণের রোষ আরো বেড়ে গেল। তিনি গরম কণ্ঠে বললেন— 'দেখুন হাজীসাহেব, খামাখা ঐ স্বধর্ম-বিধর্মের কথা তুলে দেশের সৎ নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ পয়দা করবেন না। ঐ বিষ ছড়াবেন না।'

ঃ বিষ ছড়ানো হবে কেন ? এইটেই তো স্বাভাবিক কথা। আমাদের সমাজ ধর্ম এক আর ওদের গুলো আর এক। একেবারেই পৃথক জিনিস। আমাদের দ্বীন আর জীবনযাত্রা বিপন্ন হতে পারে ভয়ে আমরাই কি চাইবো আমাদের মাথার উপর ওদের শাসন থাকুক ?

ঃ কেন চাইবো না ? আমাদের জীবনযাত্রা তাতে বিপন্ন হবে কেন ? মুসলমান-অমুসলমান সবাই আমরা ভাই ভাই। এক ভাইয়ের দ্বারা আর এক ভাইয়ের ধর্ম আর জীবনযাত্রা বিপন্ন হবে কেন ?

ঃ তা না হলে সেটা তো মহৎ বিষয় ছিল। কিন্তু আলামত কি তাই দেখা যাচ্ছে ?

ঃ আলবত দেখা যাচ্ছে। বরং আপনারা কিছু সংকীর্ণ মনের মানুষেরাই ওঁদের মতো উদার হতে না পেরে মুসলমান-অমুসলমানকে পৃথক করে দেখছেন আর দেশে বিভেদ পয়দা করছেন। মনোভাবটা উদার করুন।

এরপরও হাজী আফতাব জোর দিয়ে বললেন— 'তবু এটা সত্য যে, ঐ ইংরেজ আর শেঠ বাবুরা যত উদারই হোন, এই মুসলমান হুকুমাতের পক্ষের লোক কখনো তাঁরা নন। এটাকে বরদাস্ত করার উদারতা আদৌ তাঁদের নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে উৎখাত করার পর শেঠ বাবুদের পক্ষে রেখে ইংরেজেরা যদি এদেশের মালিকানা নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে থাকবে আমাদের হুকুমাত, না থাকবে এদেশের আজাদী ?'

মীর কাশিম পুনরায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন— 'অসম্ভব ! আমরা আছি কি করতে ? সে সুযোগ তাঁদের দেবো কেন আর তাঁরাইবা তা নেবেন কেন ? ইংরেজেরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছেন, এদেশ কেড়ে নিতে আসেননি। এত হীন মানসিকতার লোক তাঁরা নন।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তবু যদি কেড়ে নিতে চায় তারা ? সিরাজকে পরাজিত করে তারা যদি মসনদের দিকে এগোয়, পারবেন আপনারা তখন তাদের ঠেকাতে ?

ঃ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর আমাদের অগ্রাহ্য করে এগুবেন তাঁরা ? কি যে আপনাদের কল্পনা !

ঃ তাই যদি এগোয় ? যুদ্ধে জয়ী হয়ে তামাম ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর আপনাদের ওরা যদি মোটেই আর গ্রাহ্য না করে ? আপনাদের কথায় যদি আদৌ আর কান না দেয় ?

মীর কাশিম ধমকে উঠে বললেন— 'থামুন ! কিছুটা আত্মীয় আছেন, ঐ আত্মীয়ই থাকুন। হিংসুটে মন নিয়ে আজগুবী কল্পনার জাল বুনবেন না, আর তা বুনে সবাইকে বিভ্রান্ত করবেন না। আমরা কি তখন বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবো ? তেমন অবস্থা দেখলে, ঐ বেনিয়াদের এই দেশ থেকে লাথি মেরে বের করে দেবো।'

মীরজাফর এ কথায় চমকে উঠে বললেন— 'আহ ! খবরদার-খবরদার ! ওকি বেআদবী করছো ? এ কথা সাহেবদের কানে গেলে তারা বেজায় না-খোশ হবেন যে !

অন্য এক প্রসঙ্গ নিয়ে একদল অন্য লোক এসে পড়ায় এ আলোচনা আর এগোয়নি।

এরপর একদিন সংঘটিত হলো পলাশীর যুদ্ধ। এ দেশের মালিকানা চলে গেল ইংরেজদের হাতে। বিপক্ষের লোক হওয়ায়, পলাশীর পরে পরেই অমুসলমান ব্যবসায়ীরা হাজী আফতাবের ব্যবসায়ের মালমাত্তাসহ তাঁর সর্বস্ব লুটে নিলো। একই সাথে ইংরেজদের দালালেরা হাজী সাহেবের জানের উপর হামলা করে বসলো। অগত্যা পরিবার-পরিজন নিয়ে হাজী আফতাব বাংলা ছেড়ে পালিয়ে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী এই এলাকায় এলেন আর সেই থেকে এখানেই তিনি আছেন।

আজ এই পথপ্রান্তে মীর কাশিমকে পড়ে থাকতে দেখে সেদিনের সেই স্মৃতিটি বারবার তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো মীর কাশিমের সেদিনের সেই দাম্ভিক উক্তি !

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, ইংরেজদের লাথি মেরে বাংলা থেকে বের করে দেয়ার বড়াই করলেন যে মীর কাশিম, সেই মীর কাশিম আজ বাংলার বাইরে বিদেশের এই ধূলোয় আর ইংরেজেরা গাঁট হয়ে বসে আছে বাংলায়।

দালাল-গাদ্দারেরা কতই না দূরদৃষ্টিহীন হয় !

বইঘর.কম ও রোকন

হাজী আফতাবের মৃদু কাশির শব্দে মীর কাশিমের তন্দ্রা ছুটে গেল। 'কে-কে' বলে আতংকের সাথে তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর চিনতে পেরে তিনি আবেগভরে জড়িয়ে ধরলেন হাজী আফতাবকে।

এরপর দুইজন ঐ গাছের তলেই বসলেন। তাঁরা দুই জনই এই অবস্থায় এই দূর এলাকায় কেন, একে অন্যের প্রশ্নের জবাবে দুই জনই পর পর তা ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

মীর কাশিমের সকল বিবরণ শুনে হাজী আফতাব এক ফাঁকে বললেন— 'কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মনে পড়ে জনাব। এমনটা যে ঘটবে তা সেদিন আগেই আমি বলেছিলাম। কিন্তু আপনারা তাতে কর্ণপাতই করলেন না। আজ দেখুন তো, পারলেন আপনারা ইংরেজদের বাংলা থেকে বের করে দিতে ? বরং আপনারা তো, মানে আপনিই তো---।'

কথার মাঝেই মীর কাশিম করুণকণ্ঠে বললেন— 'কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দেবেন না হাজী সাহেব। কতবড় যে ভ্রান্তির উপর তখন আমরা ছিলাম, আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।'

আরো কিছু কথার পর পথে পথে না ঘুরে তাঁর সাথে তাঁর গরীবখানায় থাকার দাওয়াত হাজী আফতাব মীর কাশিমকে দিলে মীর কাশিম চমকে উঠে বললেন— 'ওরে বাপরে ! আমার পেছনে ইংরেজ চর সব সময়ই লেগে আছে। এক জায়গায় বেশীদিন থাকলেই ধরা পড়ে যাবো আমি। আপনার এই মেহেরবানী কবুল করার কোন মওকাই আমার নেই।'

মীর কাশিম অতঃপর পথেই রয়ে গেলেন। বিভিন্ন জনের কাছে দেশের স্বাধীনতার নামে, ধর্মের নামে, মানবতার নামে আবেদন জানালেন, সাহায্য চেয়ে বেড়ালেন এবং কয়েক বছর ঘুরে ঘুরে একদিন দিল্লীর কাছেই এক জায়গায় দেহত্যাগ করলেন।

মীর কাশিম মরে বাঁচলেন। কিন্তু এ জিল্লতির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো না। কথায় বলে— 'কাজ করে বেহুদা, গাল খায় গুষ্টি শুদ্দা।' এঁদের এই বেয়াকুফী আর বেআক্কেলীর খেশারত বাংলার তামাম মুসলমানকে দিতে হলো। বাংলার আজাদী বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হলো বাংলার মুসলমানদের দুর্দিন আর দিনে দিনে সে দুর্দিন চলে গেল বর্ণনার বাইরে।

বইঘর.কম ও রোকন

মীরজাফরকে দ্বিতীয়বার মসনদে বসিয়ে ইংরেজরা তাঁর ঘাড়ে দায়িত্বটুকুই দিয়ে রাখলো, ক্ষমতাটুকু সবই তারা নিয়ে নিলো নিজের হাতে। এরপর দিল্লীর বাদশাহর নিকট থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সনদটাও হাত করলো তারা।

কয়েক বছর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভাগাভাগী করে 'দ্বৈতশাসন' চালানোর পর বাংলার শাসনভার পুরোপুরিই ইংরেজরা নিজের হাতে নিয়ে নিলো এবং নিজেরাই এদেশের শাসক হয়ে বসলো। ফলে উচ্ছেদ হলো নবাবী। উৎখাত হলো নবাবের শাসন কাঠামো। বিলুপ্ত হলো মুসলমান জমিদারী ও জায়গীরদারী, নবাব মুর্শিদকুলী খানদের অদূরদর্শিতার পরেও যা কিছু বিদ্যমান ছিল।

বাংলার সামরিক-বেসামরিক ও রাজস্ব শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে গড়লো ইংরেজরা। রাজস্ব, অর্থাৎ কর ও খাজনা আদায়ের পূর্ব পদ্ধতি পরিহার করে সারাদেশের খাজনা আদায় তারা তাদের অমুসলমান দালাল ও পেটোয়াদের কাছে ইজারা দিয়ে দিলো। এক একজন ইজারাদার এক এক এলাকার খাজনা আদায়ের ইজারা নিয়ে পক্ষান্তরে ঐ এলাকার জমিদার ও শাসক হয়ে বসলো।

এতেকরে সারাদেশে শুরু হলো মুসলমান প্রজাদের উপর জুলুম ও নির্যাতন। অমুসলমান ইজারাদার ও তাদের কর্মচারীরা অধিক মুনাফা লাভের সাথে তাদের জাত ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্যে মুসলমান প্রজাদের ব্যাপক করভারে জর্জরিত করে তুললো। নানা উসিলায় পুনঃ পুনঃ খাজনার দাবী এনে তাদের সর্বস্ব ক্রোক করে নিতে লাগলো। খাজনার দায়ে তাদের জমি-জমা, ভিটে-মাটি নিলামে বিক্রি হতে লাগলো। তারা গৃহহারা-সর্বহারা হয়ে পথে এসে ভিড় জমাতে লাগলো।

এছাড়া যেসব মুসলমান প্রজা কিছুটা অবস্থাপন্ন ছিল বা যেসব প্রজারা ইংরেজ শাসন ও তাদের অমুসলমান দালালদের প্রতি বিরূপ ছিল, তাদের জব্দ করার জন্যে ইজারাদারেরা নামমাত্র অজুহাত এনে ভিটেমাটি সহকারে সেসব প্রজাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে লাগলো এবং সেসব সম্পত্তি তাদের স্বজাতির মধ্যে ও ইংরেজদের তাঁবেদার, সেবাদাস আর বেহুদা প্রজাদের মধ্যে পত্তন দিতে লাগলো। সারাদেশে গৃহহারা সর্বহারা ও ছিন্নমূল প্রজার সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চললো এবং মুসলমান কৃষকেরা জোত-ভুঁই হারিয়ে বেকার ও আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কৃষকেরাই নয় শুধু, মুসলমান ব্যবসায়ীরাও অমুসলমান ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে ব্যবসা থেকে উচ্ছেদ হয়ে বেকারে পরিণত হলো। অন্যান্য পেশা থেকেও মুসলমানেরা উচ্ছেদ হয়ে হা-অন্নের দল আরো স্ফীত করে তুলতে লাগলো। অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, ভাগ্যাহত মুসলমানদের মুখে মুখে

বইঘর.কম ও রোকন

তখন এক কথাই ছড়ার আকারে আবর্তিত হতে লাগলো—

'তাঁতীরা তাঁত হারালো
কলুর গেল ঘানি,
চাষীর লাঙল গেল
বেনের চোখে পানি।'

মুসলমান বেকারের সংখ্যা কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ রইলো না, প্রশাসনের সমস্ত শাখা থেকেই মুসলমানদের সরিয়ে দেয়ার ফলে এ সংখ্যা এক মারাত্মক আকার ধারণ করলো। সেনাবাহিনীর ছোট-বড় তামাম মুসলমান সেনা-সৈন্য বেকার হলো। বেকার হলো বেসামরিক তামাম দপ্তরের মুসলমান কর্মচারী-কর্মকর্তারা। বেকার হলো রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্মচারী-সেরেস্তাদার, তহসিলদার-আমিন, কানুনগো, নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা সকলেই। এদের কাতারে এসে দাঁড়ালেন উচ্ছেদ হওয়া মুসলমান জমিদার ও ভূস্বামীরাও।

এই সমস্ত গৃহহারা, নকরীহারা, সর্বহারা হতভাগ্যদের হেঁটে যাওয়ার ঘাঁটা আর মেপে খাওয়ার কাঠাও রইলো না। তারা অন্ন-আশ্রয়ের অভাবে দিশেহারা হয়ে গেল। পথহারা পাখীর মতো ঠিকানা-নিশানা হারিয়ে পথে পথে আর্তনাদ আর আহাজারীর মাতম তুলে ফিরতে লাগলো। ফকির মজনু শাহ্-ইমাম শাহ্রা এই পুঞ্জিভূত আহাজারীরই এক স্বভাবজাত বিস্ফোরণ। এর প্রতিকারের এক দুর্মদ প্রয়াস।

৩

নূরপুরের নূরবানুকে সালাম জানিয়ে ফকির ইমাম শাহ যে ফকিরদলের মদদে মস্তানগড়ে ছুটলেন সেই দলের দলপতির নাম ফকির মজনু শাহ। বাংলার এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা বিমোচনে সর্বপ্রথম হুংকার দিয়ে তলোয়ার খোলেন তিনিই। কালক্রমে তাঁর অধীনে গড়ে ওঠে ফকিরদের এই দুধর্ষ্য ও মরণজয়ী জঙ্গীদল। বাংলার তথা এই উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে তাঁর প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা।

ফকির মজনু শাহ, মতান্তরে মজনুন (পাগল) শাহ। জন্মগ্রহণ করেন পাঞ্জাব প্রদেশের মেওয়াত-এ, লালিত হন অযোধ্যার গোরক্ষপুর জেলার মাখনপুরে। বাল্যকাল থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আকৃষ্ট হন। ঝুঁকে পড়েন ফকির-দরবেশ, অলি-আউলিয়াদের দিকে এবং কালক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন খ্যাতিমান এক মস্তান বা ফকির-দরবেশরূপে। আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি মাদারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ছিলেন শাহ-ই মাদারের একনিষ্ঠ ও জবরদস্ত এক ভক্ত।

বইঘর.কম ও রোকন

এই উপমহাদেশে ইসলামী সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত ফকির-দরবেশদের মধ্যে যাঁরা খানদানী ফকির নামে পরিচিত (চিশতি, সুহরাওয়ার্দী, তাবাকাদী, নক্‌শবন্দী ইত্যাদি) শাহ-ই মাদারের সম্প্রদায় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। মাদারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত এই ফকিরগণ সূফী মতবাদের সাথে হিন্দু যোগীদের ভাবধারারও কিছু মিশ্রণ ঘটান। তাঁরা চুল রাখতেন লম্বা লম্বা, ভস্ম মাখতেন শরীরে, মাথায় পরতেন কালো কাপড়ের পাগড়ী, বালা পরতেন লোহার আর ঘুরে বেড়াতেন কালো পতাকা হাতে নিয়ে।

মাদারী সিলসিলার প্রবর্তক শাহ-ই মাদার হিন্দুস্তানে আস্তানা পাতেন গোরক্ষপুর জেলার এই মাখনপুরে। হাজার হাজার ফকিরের ভিড় জমতো তাঁর আস্তানায়। অনেক হিন্দুও শ্রদ্ধাভরে ভক্তি করতেন তাঁকে। একদিন তিনি এই মাখনপুরে আর রইলেন না। কিন্তু মাখনপুর রয়ে গেল মাদারী ফকিরের তীর্থক্ষেত্র হয়ে।

অবশ্য শাহ-ই মাদার সম্বন্ধে অন্য মতবাদ বা কিংবদন্তীও আছে। বলা হয়, শাহ মাদার ছিলেন হজরত আলী (রাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ)-এর পালকপুত্র। হজরত আলী (রাঃ) তাঁকে কুড়িয়ে পান 'কাপ্‌কুপ্‌' নামের এক জঙ্গলে। তাঁরা তাঁকে লালন করেন ইমাম হাসান-হোসেন (রাঃ)-দের সাথে।

কালক্রমে মাদার শাহ এক মস্তবড় কামেল পুরুষে পরিণত হন এবং ফকির বা মস্তানের বেশে এসে এই উপমহাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। জাহির করেন নানা স্থানে তাঁর নানাবিধ আধ্যাত্মিক কেরামতি। তাঁর খ্যাতিতে ভরে যায় দেশ। পরবর্তীকালে তাঁর স্মরণে গড়ে ওঠে অনেক দরগাহ শরীফ। নবাব-বাদশাহরাও পীর মাদারের সম্মানে সেসব দরগাহ শরীফে দান করেন পীরপাল নামে অনেক লাখেরাজ জোতভূঁই। সর্বত্র, বিশেষ করে এই বাংলা মুলুকে তাঁর স্মৃতিতে তৈরি হয় অনেক গীত-গাথা, গান-পালা। এখানেও গড়ে ওঠে দরগাহ শরীফ। আজও এই বাংলার অনেক স্থানে মাদারের গানরূপে জেগে উঠে ধূয়া—

'(ওরে) দম্‌ভরেতে খাড়া হলো আলীর পালক বেটা
ডান হস্তে তুলে নিলো বাবা মাদারিয়া সোটা,
হাতে সোটা মাথে জটা ওরে ভস্ম মাখে গায়
সোনার পুত্তলী যেমন ধূলোয় লুটায় গো-
আরে-ও---

এ নগর হইতে পাগল ওরে ও নগর যায়
দেরাখতলে গিয়ে বলো বাবা উপনীত হয়,
যেমন পাগল তেমন জমল ওরে------'

বইঘর.কম ও রোকন

ঘটনা যা-ই হোক, শাহ-ই মাদারের খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। শাহ-ই মাদার বা মাদার শাহ্ এ উপমহাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান।

উল্লেখিত মাখনপুরে শাহ-ই মাদার আস্তানা স্থাপন করায় আর মাখনপুর মাদারী সিল্‌সিলার তীর্থস্থান হওয়ায় মজনু শাহ্ এখানে এসে স্বাভাবিকভাবেই এই মাদারী ফকির সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এরপর সাধনা আর ব্যক্তিত্বের গুণে অতি শীঘ্রই তিনি এই সম্প্রদায়ের ফকিরদের নেতার বা গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। শাহ্ মজনুকে ঘিরে মাখনপুরে গড়ে উঠলো ফকিরদের এক সংঘ।

বাংলাদেশ অলি-আউলিয়ার দেশ। মূলতঃ অলি-আউলিয়াদের মাজার আর মাদার পীরের দরগাহ্ শরীফগুলো দর্শন করার জন্যেই অর্থাৎ তীর্থ ভ্রমণের ইরাদা নিয়েই ফকির মজনু শাহ্ এই বাংলা মুলুকে আসেন। সঙ্গে আসেন তাঁর একদল অনুগত ও অনুরক্ত ফকির। বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার দরগাহ্-মাজার জেয়ারতে বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা প্রতি বছর আসা-যাওয়া করতে থাকেন। এর ফলে সুজলা সুফলাা বাংলার প্রতি আকর্ষণ তাঁদের ক্রমেই বাড়তে থাকে। ক্রমেই তাঁরা বাংলা মুলুকের সাথে প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে থাকেন এবং প্রতিবারেই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর সফরসঙ্গী ফকিরের সংখ্যা।

কিন্তু বাংলা মুলুক ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর তাঁদের এই পর্যটনে বাধা পড়ে। এমন কি তাঁদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। চিরস্বাধীন ফকির-দরবেশ এটাকে তাঁদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। এই হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকলে এবং দরগাহ-মাজারের লাখে-রাজ ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে থাকলে রুষ্ট হন ফকিরগণ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রাথমিকভাবে ফকিরের ছোট একটি দল নিয়ে ফকির মজনু শাহ বকসারের ময়দানে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন মীর কাশিমের পক্ষে ও ইংরেজদের বিপক্ষে।

বিভিন্ন কারণে এখানে তাঁরা কামিয়াব হতে না পারলেও অতঃপর তাঁরা সংগঠিত হতে থাকেন ভবিষ্যতে ইংরেজদের আরো শক্তভাবে মোকাবেলা করার জন্যে। সবশেষে বাংলার মুসলমান অধিবাসীদের সীমাহীন দুর্গতি ও দুরবস্থা দেখে নিদারুণ ঘা লাগে ফকির মজনু শাহর দীলে। আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড পরিহার করে তিনি হুংকার দিয়ে তলোয়ার খোলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপোষহীন জেহাদে লিপ্ত হন তাঁর ফকির বাহিনী নিয়ে।

বইঘর.কম ও রোকন

বলাবাহুল্য, ক্রমে ক্রমে এই বাহিনী আর আধ্যাত্মিক ফকিরদের বাহিনীই থাকে না, এ বাহিনী ভরে ওঠে বাংলার ঐ সর্বহারা ও বেকার মজলুমে। তরুণ ফকির ইমাম শাহ মজনু শাহ্‌র বাহিনীর-ই একজন পরবর্তী সংযোজন।

প্রাথমিক অবস্থায় ফকির মজনু শাহ সরাসরি বাংলা মুলুকে এসে কোন ঘাঁটি বা আস্তানা খুলে বসেন না। মাখনপুর থেকে এসে প্রথমে তিনি অবস্থান নেন পুর্ণিয়ার উত্তরে নেপালের মোরাং দেশে। মোরাং-এর জঙ্গলে তিনি একের পর এক লাগালাগি অনেকগুলো কাদামাটির দুর্গ নির্মাণ করেন এবং আত্মগোপনের প্রয়োজনে এখানে এসে সদলবলে আশ্রয় নিতে থাকেন। যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধের পদ্ধতি তাঁর ছিল না। পারতপক্ষে সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়েই চলতেন তিনি। তার পদ্ধতি অধিক ক্ষেত্রেই 'মারো আর ভাগো'। অর্থাৎ অতর্কিতে হামলা করে, ক্ষিপ্রবেগে আঘাত হেনে, বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করেন তিনি। অবশ্য সম্মুখযুদ্ধ ঘাড়ে এসে চেপে বসলে পিছপা হওয়ার আদৌ তাঁর প্রশ্ন কিছু ছিল না।

এরপরে বাংলা মুলুকে এসে তিনি প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় ও দেওতলায় এবং বগুড়া জেলার মস্তান গড়ে। যথেষ্ট কারণ ছিল এর পেছনে। মুসলমান শাসনামলে এগুলোই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু। আর তাই এসব স্থানেই ছিল প্রচুর ও সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানদের ঘনবসতি। ফলে সহযোগিতা ও আশ্রয় পাওয়ার বিবেচনায় এসব স্থানই ছিল ফকির বাহিনীর জন্যে নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থান।

পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক বড় সোনামসজিদে মজনুশাহ তাঁর দলের সাথে হামেশাই একত্রিত হতেন এবং সুসংহত করতেন দলের শৃঙ্খলা ও কর্মকাণ্ড। বগুড়ার মস্তানগড়ের জঙ্গলও ছিল তাঁদের অন্যতম সমাবেশস্থল। এখানেও গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেন তিনি। মস্তান মজনু শাহ আর তাঁর মস্তান ফকিরদের নাম অনুসারে এ স্থানের নাম হয় মস্তানগড় (মস্তানদের দুর্গ)।

এসময়ে এসব স্থানে অর্থাৎ পাণ্ডুয়ায়, দেওতলায়, মস্তানগড়ে এবং দিনাজপুরের নেকমর্দেও মেলা বসতো শীতকালে। বছরের অন্য সময়ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি হতো। এসব মেলা-উৎসবে বিপুল জনসমাবেশ ঘটতো তীর্থ যাত্রীদের।

মজনু শাহ ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ফকিরেরা এসব মেলা-উৎসবে আসতেন আর পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। এছাড়া তাঁরা জনগণের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করতেন, অভিযানের খরচ বাবদ চাঁদা-অনুদান সংগ্রহ করতেন এবং আগ্রহী নয়ালোক দলে ভর্তি করতেন।

বইঘর.কম ও রোকন

এসব কাজে এই মেলা-উৎসবগুলো ছিল সর্বাধিক সহায়ক ও নিরাপদ স্থান। তীর্থযাত্রার নামে আর তীর্থযাত্রীদের সাথে মিশে মেলায় আসতে ফকিরদের হামলাকারী লড়াইয়া দল বলে সন্দেহ করার ইংরেজদের কিছু ছিল না। মেলায় একবার মিশে গেলে সাধ্যও ছিল না ইংরেজদের মজনু ও তাঁর ফকিরদের আর সনাক্ত করার। কারণ এদেশে তখন ভিক্ষে করা অনেক ফকির ছিল, বিশেষ করে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর (ঈসায়ী-১৭৬৯-৭০সনে)।

ফকির মজনু শাহর এই মহাউদ্যোগে জনগণও সাড়া দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর এই উদ্যোগ দেখে নিপীড়িত ও সর্বহারা জনতাও চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তাঁরা অনেকেই ছুটে এসে তাঁর দলে সামিল হতে লাগলেন। দলে সামিল হতে লাগলেন বহিস্কৃত সেপাই-সেনাদের, সর্বহারা কৃষকদের, মস্‌লীনের কারবারী তাঁতীদের, শিল্পকারখানার বেকারদের, নকরীহারা কর্মচারীদের আর উচ্ছেদ হওয়া জমিদার ভূস্বামীদের মধ্য থেকে বিক্ষুব্ধ ও সিংহবিক্রম ব্যক্তিরা। আসলে ফকির মজনু শাহর পতাকাতলে হলেও এ ছিল বাংলার প্রাথমিক কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ।

যা-ই হোক, ফকির মজনু শাহর দল ক্রমেই ভয়ংকর আকার ধারণ করতে রাগলো। কম্পিত হয়ে উঠতে লাগলো ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দালালদের আত্মা। ফকির বাহিনীর সবিশেষ লক্ষ্যবস্তু ছিল ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যকুঠি, জালিম ইজারাদারদের খাজনা আদায়ের কাচারীবাড়ী, দালাল রাজা-জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সিন্দুক এবং সর্বোপরি অসৎ আর মুনাফাখোর ইংরেজ দালালদের মজুদ করা শস্যগুদাম— যা সবকিছুই বিতরণ করা হতো বুভুক্ষুদের মাঝে।

তবে বুভুক্ষুপালনই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না মজনু শাহ ও তাঁর জঙ্গীবাহিনীর। লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের বিলুপ্তি। নানা পথে নানাভাবে ইংরেজ কোম্পানী আর তাদের দালালদের অতিষ্ঠ ও আতংকিত করে তুলে ইংরেজ শাসন এদেশ থেকে উৎখাত করার ব্রতে ব্রতী হলেন ফকিরেরা। ব্রতী হলেন আধ্যাত্মিক ফকির ও তাঁদের সাথে ফকিরের বেশে এবং ফকিরের পরিচয়ে বাংলার কৃষক-কারিগর-সেপাই আর বেকার-মজলুম প্রজারা।

শুরু হলো সংঘর্ষ। লাগাতার সংঘর্ষ। একটার পর একটা। বিরামহীন, ব্যত্যয়হীন। রক্তক্ষয়ী ও লোমহর্ষক। এমনই এক সংঘর্ষ হলো কাজীপাড়ায়। লেফ্‌টেন্যান্ট টেইলর ও ক্যাপ্‌টেন রেনেলের বাহিনীর সাথে লড়াই হলো ফকির বাহিনীর। ইংরেজরা অতর্কিতে হামলা করায় ফকিরেরা হারলেন আর পশ্চাদ ধাবন করলেন। কয়েকজন সঙ্গীকে হারিয়ে আর নিজেও খানিক জখম হয়ে ফকির

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ এখান থেকেই ছুটে এসে আশ্রয় নিলেন নূরপুরে। নূরপুরের নূরবানুদের বাড়ীতে।

সেই রাতেই ইংরেজরা ফকিরদের ফের হামলা করেছে মস্তানগড়ে— এই খবর পেয়ে ফকির ইমাম শাহ পরের দিন সকালেই আবার মস্তানগড়ে ছুটলেন, সামনে কাউকে না পেয়ে নূরবানুকে সালাম দিয়ে।

নূরপুর থেকে বেরিয়ে ফকির ইমাম শাহ ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এলেন মস্তানগড়ে। মস্তানগড়ের বিশাল অরণ্যের কাছাকাছি এসে তিনি কিছুদূর থেকে দেখলেন, কোম্পানীর দুইজন এদেশীয় সেপাই মস্তানগড়ের জঙ্গলের বাইরে ঘোরাফেরা করছে। ইমাম শাহ লক্ষ্য করলেন, ঐ দুইজনের কারো মধ্যেই সতর্কতা নেই।

আরো খানিক কাছাকাছি এসে তিনি এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে তিনি এদের উপর চড়াও হবেন কি না ভাবতে লাগলেন।

এই সময় সন্তর্পণে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন একজন ফকির বাহিনীর লোক। নাম নেওয়াজী শাহ। ইমাম শাহর দোস্ত ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। ইমাম শাহর সাথেই তিনি ফকিরনেতা মজনু শাহর জঙ্গীদলে ভর্তি হন। ইমাম শাহর প্রায় সমবয়সী। অল্প একটু বড়।

ইমাম শাহর নজর সবদিকেই ছিল। নেওয়াজী শাহকে আসতে দেখেই তিনি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

নেওয়াজী শাহ কাছে এসে বললেন— 'এ কি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?'

অদূরে বিচরণকারী সেপাই দুইটির প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম শাহ উৎসাহের সাথে বললেন— 'ঐ দেখো দুই ছুঁচো। এসো, ও দুটোকে আগে সাবাড় করে ফেলি।'

নেওয়াজী শাহ সতর্কতার সাথে বললেন— 'খবরদার-খবরদার! ওরা ঐ দুইজন নয়, ভেতরে ওদের আরো অনেক লোক আছে।'

ঃ কেমন?

ঃ গোটা একটা বাহিনী নিয়ে একজন ইংরেজ ক্যাপটেন ঐ জঙ্গলের মধ্যে ওঁৎ পেতে আছে।

ঃ সে কি! তুমি কি করে জানলে?

ঃ আমি তো হুজুরদের সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত এই জঙ্গলের মধ্যেই ছিলাম। কোম্পানীর বিরাট এক ফৌজ আমাদের তালাশে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লে বিপরীত দিক দিয়ে আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাই। অল্প লোক নিয়ে আমরা ওদের মোকাবেলা করতে যাওয়াটা সমীচীন বোধ করিনি।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'আল্‌হামদুলিল্লাহ ! তাহলে হুজুরেরা নিরাপদেই সরে পড়েছেন ? রাতে আর এখানে তাঁদের কোন মুসিবত হয়নি ?'

ঃ না। ইংরেজেরা এসে আমাদের কাউকেই খুঁজে পায়নি। অর্ধেক রাত ডেরায় অপেক্ষা করার পর সবাই নিরাপদ জায়গায় সরে পড়েছেন।

ঃ তুমি ? তুমি যাওনি তাঁদের সাথে ?

ঃ না। আমি তোমাদের পাহারায় আছি। চারদিকে তোমরা যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছো, আমাদের তালাশে এসে যাতে করে তোমরা জঙ্গলে ঢুকে না পড়ো— এই পাহারায় আছি আমি।

ঃ তাই নাকি ? আমি ভাবলাম তুমিও আমারই মতো বাইরে থাকা লোক। হুজুরের দলের সাথে ছিলে না।

ঃ তোমার ধারণা ভুল। কাজীপাড়া থেকে খানিক পরেই আমি হুজুরদের খবরে ছুটে আসি আর আমাদের গড়ে এসে হুজুরদের সাথে সামিল হই।

ঃ আচ্ছা। তা আমাদের এই গড়-মানে দুর্গ কি এখন তাহলে কোম্পানীর ফৌজের দখলে ?

ঃ আরে দূর সে খোঁজ ওরা দিনেই পাবে কি না সন্দেহ, আর রাতে তারা দখল করবে দুর্গ আমাদের, কি যে বলো !

ইমাম শাহ মৃদু হেসে বললো— 'তা ঠিক। পয়লা পয়লা আমিই আমাদের দুর্গে পৌঁছতে দুই দুইবার পথ হারিয়ে ফেলি।'

ঃ তাই ?

ঃ হ্যাঁ। দেখছোই তো কি বিরাট এই জঙ্গল। বিশাল এলাকাজুড়ে এর বিস্তৃতি। ভেতরে মাটির পাহাড়গুলো কি উঁচু আর ভয়ংকর খাড়া। নীচেই কি সাংঘাতিক গভীর খাদ, একবার গড়িয়ে পড়লেই কর্ম সারা। এক জায়গাতেই নয়, গোটা জঙ্গলজুড়ে খাড়া পাহাড় আর খাদ মানে চরাই-উৎরাই। এর উপর আবার যেমনই নিবিড় গাছপালা-বৃক্ষলতা, তেমনই দুর্ভেদ্য কাঁটাবন। পথটা বিশেষভাবে পয়চান করা না থাকলে কার সাধ্যি সরাসরি ডেয়ায় গিয়ে পৌঁছে ?

ঃ ঠিক। ডেরাটা উঁচু জায়গায় না হয়ে নীচে খাদে কোথাও হলে খুঁজে পাওয়াটা আরো দুষ্কর হতো।

ঃ শুনি, এটা নাকি একটা নগর ছিল। পুন্ড্রনগর। ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, আমাদের দুর্গটাই সেই নগরের প্রশাসনিক কেন্দ্র বা রাজপ্রাসাদ। পাশে আবার এক বৌদ্ধাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। বাবা শাহ সুলতান মাহিসওয়ারও এসে আবার এ রাজ্য জয় করে নেন। আজ এসব কথা ভাবতেও অবাক লাগে।

বইঘর.কম ও রোকন

কোম্পানীর সেপাই দুইটি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল।

নেওয়াজী শাহ্ সম্বিতে এসে বললেন— 'তা থাক সেসব কথা। এখন জলদি জলদি আমার সাথে চলে এসো।'

ঃ কোথায় ?

ঃ হুজুরদের কাছে। বড় হুজুর তোমার জন্যে বড়ই পেরেশান আছেন। হুজুরদের নিরাপদে সরে পড়ার সুবিধে করে দেয়ার জন্যে তোমরা কয়েকজন যে তখনও লড়ছিলে, এ কথা শুনে বড় হুজুর বহুত বেকারার আছেন। তোমাদের কয়েকজন শহীদ হয়েছেন শুনে তিনি ভেবেছেন, তুমিও আর এ দুনিয়ায় নেই। তুমি জিন্দা আছো দেখলে উনার দীলটা বড় হাল্কা হবে। তাড়াতাড়ি চলো।

ঃ সে কি ! তুমিও এখান থেকে সরে যাবে ? এরপর কোনদিক থেকে আমাদের কেউ যদি এসে এই জঙ্গলে ঢুকতে যায় ?

ঃ যাবে না। যাঁদের আসার কথা তাঁরা প্রায় সবাই এসে গেছেন। তুমিই অনেক পরে এলে।

ঃ কিন্তু এরপরও যদি ---!

ঃ সে জন্যে আমাদের আরো কয়েকজন আশেপাশেই আছেন। আমি একা নই। আমি আসলে তোমার এন্তেজারেই আছি।

ঃ বলো কি !

ঃ জ্বি। বড় হুজুরের হুকুম, যদি এদিকে তুমি না আসো, আমাকে কাজীপাড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, তুমি জিন্দা আছো কিনা !

ঃ চলো-চলো।

ইমাম শাহকে নিয়ে নেওয়াজী শাহ যে স্থানে এলেন সে স্থানটি মস্তানগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক বিল অঞ্চল। ডুবা এলাকা। মাঝে মাঝে গ্রাম আর গ্রামের চারদিকে খাল-বিল, খানা-ডোবা। প্রত্যন্ত পল্লীর এই যোগাযোগবিহীন স্থানে বিদেশী ইংরেজ সৈন্যের তো নয়ই, এদেশী চাম্‌চা সৈন্যদেরও সাহস ছিল না ঢোকে। জনগণের অধিকাংশেরাই ইংরেজ শাসনের বিপক্ষে। ফকির বাহিনীর সাথে চারদিক থেকে জনগণ তাদের ঘিরে ধরলে খালে-বিলে পড়ে ডুবে মরাই হবে তাহলে তাদের অবধারিত পরিণতি। বস্তুতঃ এ সময়ের অনেক পরে এদেশের পল্লী এলাকা ইংরেজদের কাছে অনেকখানি পরিচিত হওয়ার পরও কোন ইংরেজ বাহিনী এমন বেকায়দা জায়গায় ভুলেও আসেনি।

এমনই এক নিরাপদ পল্লীর বৃক্ষলতা ঘেরা এক ঈদগাহে ইমাম শাহকে নিয়ে নেওয়াজী শাহ হাজির হলেন। শ'পাঁচেক সেপাই, অর্থাৎ ফকির ও

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরবেশী লড়াইয়া জোয়ানসহ এ ঈদগাহে তখন উপস্থিত ছিলেন খোদ দলপতি মজনু শাহ ও নেতৃস্থানীয় ফকিরদের অনেকেই।

ফকির বাহিনীর সেপাই সংখ্যা এ সময় প্রায় পাঁচহাজারে পৌঁছেছিল। এক্ষণে তাঁরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছিলেন। এছাড়া অনিয়মিত সেপাইও ছিলেন প্রচুর। মাঝে মাঝেই তাঁরা এসে সামিল হতেন ফকিরদলে। দলনায়ক মজনু শাহর পরে ফকির বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা অনেক। সকলেই নিবেদিতপ্রাণ এবং সকলেই মজনু শাহর অনুরক্ত ও ভক্ত।

এঁরা হলেন মুসা শাহ (মজনু শাহর একান্ত ভক্ত ও সহোদর না হলেও নিকটতর ভাই), পরাগল বা পরাগ আলী শাহ (মজনু শাহর পুত্র), চেরাগ আলী শাহ (মজনুর পালিত পুত্র), সোবহান শাহ ও শমশির শাহ দুই ভাই, জরী শাহ, করিম বকস শাহ, রওশন শাহ, পীর আক্কেল আলী শাহ, ঝুনুরী শাহ, বুদু শাহ, জওহর আলী শাহ, মতিউল্লাহ শাহ, আমুদী শাহ, বদর শাহ, মাদার বক্‌শ শাহ, ইমাম শাহ বা ইমাম বক্‌শ শাহ, নেওয়াজী শাহ ইত্যাদি।

নেতা মজনু শাহর সাথে ঐ ঈদগাহে তখন এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই উপস্থি ছিলেন। ইমাম বা ইমাম বক্‌শ শাহকে নিয়ে নেওয়াজী শাহ এখানে এসে হাজির হলে হাজেরান মজলিস উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অধিকতর আনন্দপ্রবাহ বয়ে গেল ফকিরনেতা মজনু শাহর দীলে। অন্যের মতো তিনি প্রকাশ্যে উদ্বেলিত হয়ে না উঠলেও তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্তির প্রভা। তিনি সংক্ষেপে খোশউক্তি করলেন— 'আল্‌হামদুলিল্লাহ!'

ইমাম শাহর নিজের কুশলাদিসহ কাজীপাড়ায় তাঁর নিহত সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নানাজনের নানা প্রশ্ন শেষ হলে, দলপতি মজনু শাহ হাত ইশারায় ইমাম শাহকে কাছে ডাকলেন এবং পাশে বসালেন।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে ইমাম শাহর মুখের দিকে লহমাখানেক চেয়ে থাকার পর তিনি খোশকণ্ঠে বললেন— 'এতবড় ঝুঁকিটাই নিতে গেলে শেষ পর্যন্ত ?'

ইমাম শাহ স্মিতকণ্ঠে বললেন— 'হুজুর !'

ঃ তুমি যে জিন্দা আছো, এ বিশ্বাস করতেই আমি পারিনি। যখন শুনলাম, তোমাদের অনেক কয়জন শাহাদত বরণ করেছে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আর জিন্দা নেই। যে জেদী আর জানবাজ বাচ্চা তুমি, তাতে তুমিই সবার আগে ঐ টেইলর ও রেনেলের বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছো আর আগেই শাহাদত বরণ করেছো।

বইঘর.কম ও রোকন

ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইমাম শাহ্ আফসোস করে বললেন— 'সে খোশ কিস্মতি আমার আর হলো কই হুজুর ? তা যদি হতো আর আমার সাথীরা যদি জিন্দা থাকতেন, তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করতাম। কিন্তু তা তো হলো না। অনন্ত সওয়াবের হকদার হয়ে তাঁরাই শহীদ হয়ে গেলেন আর আমি গুনাহ্গার বহাল তবিয়তে জিন্দা হয়ে রইলাম।'

ফকির মজনু শাহ গাঢ়কণ্ঠে বললেন— 'এতে আফসোস্ করার কিছু নেই বাচ্চা। যে কাজে আমরা নেমেছি, তাতে আমরা যে কেউ যেকোন মুহূর্তে শহীদ হয়ে যেতে পারি। শাহাদত বরণ করাটা আমাদের জন্যে কিছুই নয়। তবু যাঁরা শাহাদত বরণ করেছে তাদের জন্যে আমি জিয়াদা দুঃখ অনুভব করছি, তকলিফ বোধ করছি, রাহমানুর রাহীমের কাছে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। কিন্তু তাঁরা শহীদ হলেও তুমি যে জিন্দা আছো, এই খোশ-নসীবের জন্যেও আবার পরোয়ারদেগারের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।'

ঃ হুজুর !

ঃ আমাদের দলের কামিয়াবীর স্বার্থে তোমার মতো অকুতোভয় নওজোয়ানের বেঁচে থাকার গুরুত্ব অনেক বেশী। যাঁরা গেছে তাঁরাও অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান ব্যক্তি। তবু তাঁদের অনেকের খেদমত একত্র করলেও দলে তা তোমার একার খেদমতের সমান গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

ঃ হুজুর, আমাকে শরমিন্দা করছেন। স্নেহের আধিক্যে---।

কথা শেষ করতে না দিয়ে মুসা শাহ দরদমেশানো ধমকের সুরে বললেন— 'স্নেহের আধিক্যে কিরে বেটা ? প্রায় প্রত্যেকটা লড়াই আর সংঘর্ষেই তুমি যে অবদান রাখছো সেটা কতটা মূল্যবান আর গুরুত্বপূর্ণ তা কি বিবেচনা করে দেখেছো ?'

ইমাম শাহ নিজের ভাবে বললেন— 'দেখার কি আছে জনাব ? আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু করার তাই আমি করেছি আর করে যাচ্ছি। আমাদের দলের সব লোকই নিজ নিজ সাধ্যমত তা করে যাচ্ছেন। এখানে আমারটা আলাদা করে দেখার কি আছে ?'

ঃ যখন যারটা আলাদা করে দেখার মতো হয় তখন তারটা আলাদা করেই দেখা হয়। এক্ষণে তোমারটা আলাদা করে দেখার মতো বলেই এ কথা উঠছে।

ঃ কিন্তু ---?

চেরাগ আলী শাহ কপটরোষে বললেন— 'ওহো, তুমি তো বেজায় ভনিতা করতে লাগলেরে ভাই ?'

ঃ জ্বি ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তুমি অস্বীকার করতে পারো, আমরা সরে আসার পরও ইংরেজদের সাথে লড়াই করার জন্যে তুমি ঐসব লোকজনদের ডেকে নিয়েছিলে ? মানে তোমার নেতৃত্বেই ঐ আত্মঘাতী শেষ লড়াইটা হয়েছে ?

ইমাম শাহ ইতস্ততঃ করে বললেন— 'তা-মানে---!'

নেওয়াজী শাহ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন— 'আমি সাক্ষী হুজুর। আমিও তার হাঁকে আবার গিয়ে ঐ লড়াইয়ে শরিক হই। এই ইমাম শাহর নেতৃত্বেই আর তার হাঁকেই পিছিয়ে যাওয়া অনেকেই ফিরে এসে পুনরায় ঐ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।'

ইমাম শাহ মাথা নীচু করলেন।

চেরাগ আলী শাহ বললেন— 'কি, তবু অস্বীকার করবে ?'

ইমাম শাহ অপরাধীর কণ্ঠে বললেন— 'জ্বি না হুজুর। এ জন্যে আমি দায়ী, আর আমার সাথীদের মৃত্যুর কারণ আমিই। এ অপরাধ আমিই করেছি।'

মুসা শাহ মুচকি হেসে বললেন— 'পাগল বেটা। ঐ অপরাধটা যে আমাদের দলের কতখানি উপকারে এসেছে তা যদি তুমি বুঝতে। ইংরেজদের ঐভাবে আটক করে না রাখলে ওরা যখন এত পরেও পিছু নিয়েছে আমাদের, ফাঁকা থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই পিছু নিতো। আর তা নিলে আমাদের অনুসরণ করে ওরা আমাদের ডেরা পর্যন্ত চলে আসতো। লড়াইয়ের নামে ঐভাবে ওদের আটকিয়ে রাখার ফলে ওরা পরে এসে আর আমাদের খোঁজ পায়নি। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের অনুসরণ করতে না পারায়, আমাদের দুর্গের পথও ওরা নিরুপণ করতে পারেনি।'

ঃ তা কথা হলো, ঐ শাম ওয়াক্তে না পারলেও ওরা সবাই মিলে তালাশ করলে এই দিনে তো সে খোঁজ পাবে হুজুর।

ঃ তা পেলেও আর ক্ষতি নেই। আমাদের হাতিয়ার আর সামানপত্র সব সরিয়ে ফেলেছি। এখন ওখানে গেলে ওরা একটা প্রাচীন বাড়ীর শূন্য ধ্বংসাবশেষই দেখতে পাবে শুধু। ওটাই যে এখানে আমাদের কায়েমী ডেরা, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারবে না।

মজনু শাহ বললেন— 'এবার বুঝতে পেরেছো, এখানেও কতবড় অবদান রেখেছো তুমি ? তোমার মতো এমন একটা অমূল্য সম্পদ আমাদের অকালেই ফুরিয়ে যাক, এটা কি আমরা কেউ সহজভাবে নিতে পারি ?'

ঃ হুজুরদের অশেষ মেহেরবানী!

ঃ মেহেরবানী ! তুমি হকদার বলেই তারিফ করছি, মেহেরবানী করে নয়। তা এসব থাক। এবার আমাদের ত্রুটি আর গাফিলতির কথায় আসি।

বইঘর.কম ও রোকন

এরপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মজনু শাহ ফের বললেন— 'আমাদের এবারের এই পরাজয় আমাদের জন্যে অনেক শিক্ষার খোরাক রেখে গেছে। এখান থেকে এলেম নিতে হবে আমাদের।'

সোবহান শাহ বললেন— 'ঠিক ঠিক। আমাদের পক্ষে জোয়ান অর্থাৎ লড়াইয়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের মধ্যে কিছু ফখর আর শিথিলতা এসে গেছে। আমরা দুশমনকে ছোট আর নিজেদেরকে দুর্জেয় ভাবতে শুরু করেছি। ভাবতে শুরু করেছি সব স্থানই নিরাপদ আর দুশমনমুক্ত বলে। প্রয়োজনীয় সতর্কতাটুকুও তাই পরিহার করে চলছি আমরা। চলছি গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দিয়ে।'

মজনু শাহ উৎসাহ দিয়ে বললেন— 'সবাইকে আর একটু খোলাসা করে বুঝিয়ে দিন।'

সোবহান শাহ বললেন— 'বুঝানোর কিছু নেই জনাব। কথাটা আমার পানির মতো তরল। এর সাথে আরো যা সাফ সাফ বলতে চাই তা হলো, এলোমেলোভাবে দশ জায়গার দশটা কমজোর আর ব্যর্থ ঘা মারার চেয়ে বছরে একটা হলেও কায়েমী আর স্মরণীয় ঘা মারার চিন্তা-ভাবনা থাকা উচিত আমাদের। এতে করে দুশমনেরা আমাদের আতংকে যতটা অস্থির থাকবে, দশটা ব্যর্থ আঘাত হানলে তা থাকবে না। বরং তাতে আমাদের দুর্বলতাটাই তাদের কাছে প্রকাশ পাবে, আর ওরাই আমাদের আতংক হয়ে গিয়ে আসতে সাহস করবে।'

হাজেরান মজলিস একবাক্যে সমর্থন দিয়ে বললেন-- 'জরুর জরুর। খুবই সঙ্গত কথা।'

পদ্ধতি নিয়ে আরো কিছু আলোচনা ও ব্যাখা-বিশ্লেষণের পর মজনু শাহ বললেন— 'আমরা কেবল এই কয়জন লোকের মধ্যে এ আলোচনা করে অধিক ফায়দা নেই। আর না হোক, আমাদের নেতৃস্থানীয় সবাইকে নিয়ে এ আলোচনা হওয়া চাই। আমাদের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকলেরই ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।'

এ কথাও সকলেই সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

মজনু শাহ ফের বললেন— 'তাই আমি স্থির করেছি, এখান থেকে সোজা আমরা পাভুয়ায় চলে যাবো। কিছুটা সময় নিয়ে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের মোটামুটি লোকদের সবাইকে ডেকে নেবো আর এ নিয়ে বৈঠক দেবো। বৈঠকটা হবে বড় সোনা মসজিদে।'

তিনি একটু থামলেন। নেওয়াজী শাহ প্রশ্ন করলেন— 'আমরা কি তাহলে আজই ওদিকে রওনা হবো হুজুর?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হ্যাঁ, আজই। অধিক বিলম্ব করে ফায়দা নেই। তাছাড়া এইভাবে জোট বেঁধে একসাথে যাওয়া আমাদের চলবে না। জনগণের মধ্যে আমাদের এখনই ছড়িয়ে পড়তে হবে আর বিভিন্ন পথে বিভিন্নজন ওখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

ঃ হুজুর !

ঃ তবে তোমরা আমাদের সাথে যাবে না। তোমাকে আর ইমাম শাহকে অন্যখানে যেতে হবে।

www.boighar.com

সচকিত হয়ে ইমাম শাহ প্রশ্ন করলেন— 'কোথায় হুজুর ?'

ঃ মোরাংদেশে। নেপালের মোরাংদেশে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের যে দুর্গগুলো আছে সেগুলো খুবই অযত্নে আর দুরবস্থায় আছে। ওগুলোর দেখাশুনার ভার কয়েকজন অজ্ঞলোকের উপর আমি দিয়ে রেখেছি। ঐ মোরাংদেশেরই লোক। ওদেশেরই মজুর। ওরা পয়সা খাচ্ছে, কিন্তু দুর্গগুলির যত্ন নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। আমাদের কয়েকজন জোয়ান নিয়ে তোমরা দুইজন আমাদের ঐ মোরাং-এর ডেরায় যাবে। দুর্গগুলো সংস্কার ও মজবুত করে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে তোমরা কিছুদিন ওখানেই থাকবে।

ঃ তা মানে ?

ঃ সবাইকে আমাদের মনে রাখতে হবে, মোরাং-এর ঐ দুর্গই আমাদের কায়েমী ঘাঁটি। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আর নিরাপদ স্থান। বাংলার বাইরে অবস্থিত বলে এখানকার ঘাঁটিগুলোর মতো ওটা ইংরেজদের এতটা আওতার মধ্যে নয়। ওখানে ইংরেজ বাহিনীর যাওয়ার প্রশ্ন কম। গেলেও ঐ ভিনমুলুকে গিয়ে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বেশী সুবিধে করতে পারবে না।

ঃ তা ঠিক। তবে বলছিলাম, আমাদের কি আপাততঃ তাহলে লড়াইয়ের কাজ থেকে সরে থাকতে হচ্ছে হুজুর ?

ফকির মজনু শাহ ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন— 'লড়াইয়ের কাজ আমাদের সকলেরই আপাততঃ স্থগিত থাকবে কিছুদিন। পরিকল্পনা পোক্ত করে না নিয়ে অযথা হুট্ করে কোনদিকে আর অগ্রসর হবো না। যখন হবো তখন তোমাদের ডাকা হবে আর পদ্ধতি ও পরিকল্পনার কথাও বুঝিয়ে দেয়া হবে।'

এরপরে আর কথা চলে না। ইমাম শাহ মনে মনে কিছুটা দমে গেলেন। তাঁকে আর নেওয়াজী শাহকে পাভুয়ায় যেতে হবে না শুনে তিনি মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কাছে-কোলে কোথাও থাকতে হলে তিনি অচিরেই একবার নূরপুরে যেতে পারবেন এবং আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান ও অন্যান্য সকলের কাছে মাফ চেয়ে নেয়ার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আসতে

বইঘর.কম ও রোকন

পারবেন। কিন্তু পাণ্ডুয়ার চেয়েও অনেক দূরে বাংলার বাইরে যেতে হবে আর সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে— এ কথা যখন শুনলেন, তিনি খানিকটা মুষ্‌ড়ে পড়লেন। দূরে কোথাও যেতে হতে পারে-এই মর্মে যে আশংকার কথা নূরবানুকে বলেছিলেন, সেইটেই ফললো।

বলার কিছু নেই। ওজর-আপত্তি করাটাও যেমনই বেআদবী, তাঁর মতো লোকের কাছে তেমনই বেমানান। এছাড়া ওপর টানার মানসিকতার লোকও তিনি নন। সব কিছুতেই 'হ্যাঁ' ছাড়া 'না' শব্দ মুখে তাঁর আসে না। বিশেষ করে গুরুজনদের হুকুম যখন হয়।

গুরুজনদেরই হুকুম হলো। দলবল নিয়ে বড় হুজুর মজনু শাহ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। কয়েকজন জোয়ান নিয়ে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ চলে এলেন সুদূর নেপালের মোরাংদেশে।

'কিছুদিন' কথাটার নির্দিষ্ট অর্থ নেই। দিনের কোন ধরাবাঁধা পরিমাণ এর দ্বারা বুঝায় না। এই কিছুদিনটা দু'পাঁচ দিন, হপ্তাকাল বা পক্ষকালও হতে পারে, আবার দু'এক বছরও হতে পারে। বিশিষ্ট লোকের মুখ থেকে কথাটা যখন আসে, অর্থটা এ রকমই দাঁড়ায়।

দাঁড়ালোও ঠিক তাই। মোরাং-এর ডেরায় এসে ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহর প্রায় বৎসরকাল অতিবাহিত হতে চললো, তবু দলপতির নিকট থেকে কোন আদেশ-নির্দেশ এলো না। ফলে তাঁরাও আর মোরাং থেকে বাংলায় আসতে পারলেন না।

দিন কাটতে লাগলো অতি মন্থর গতিতে। অতদবির ও অযত্নে পড়ে থাকা কাদামাটির দুর্গগুলি সংস্কার ও শক্ত-সুন্দর করে তোলার পর ইমাম শাহদের হাতে কাজ আর তেমন রইলো না। সাথে করে নিয়ে আসা ছোট্ট বাহিনীটা নিয়ে দিনে বার দুই কুচকাওয়াজ করার পর আর তাঁদের করার কিছু থাকে না। শুয়ে-বসে দিনটাই কাটতে চায় না, রাত কাটানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। অর্ধেক রাত নিদ আসে না চোখে।

ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহ এক প্রকোষ্ঠে পাশাপাশি দুই খাটিয়ায় শয়ন করেন। নানা কিসিমের গল্প-আলাপ করে তাঁরা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েন। সেদিনও শোয়ার পর থেকে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করলেন তাঁরা। পরে আর আলাপের কিছু না থাকায় তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন। নীরব থেকে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

অর্ধেকের বেশী রাত কেটে যাওয়ার পরও ইমাম শাহকে এপাশ ওপাশ করতে দেখে নেওয়াজী শাহ বললেন— 'কি মিয়া, ঘুম চোখে আসছে না ?'

ইমাম শাহ হাই তুলে বললেন— 'না, কিছুতেই আসছে না।'

নেওয়াজী শাহ প্রশ্ন করলেন— 'কেন আসছে না ?'

অল্প একটু হাসার চেষ্টা করে ইমাম শাহ বললেন— 'যে কারণে তোমার চোখে আসছে না।'

ঃ আমার চোখে আসছে না মানে ?

ঃ মানে তোমার চোখে ঘুম থাকলে আমার চোখে ঘুম নেই, এটা জানতেই পারতে না।

নেওয়াজী শাহও ঈষৎ হেসে বললেন— 'ও, আচ্ছা। তা আমার কথা আলাদা। আমার চোখে ঘুম না আসার উপযুক্ত কারণ আছে। তোমার চোখে আসছে না কেন ?'

ঃ কারণ ঐ একটাই।

ঃ একটাই !

ঃ মানে তুম্‌ভি কাঁঠাল খায়্যা হ্যায়, হামভি কাঁঠাল খায়া হ্যায়।

কথার কথা হিসেবে ইমাম শাহ এ কথাটা বললেন। একটানা একঘেয়েমীর জন্যে দুইজনই ক্লান্ত এই হিসেবে বললেন। নেওয়াজী শাহ এ কথায় একদম লাফ দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন এবং পরম উল্লাসে বললেন— 'আর কেল্লা ! তুমিও তাহলে ভালবেসেছিলে কাউকে ?'

ইমাম শাহ আকাশ থেকে পড়লেন। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তিনি বললেন— 'আমি ভালবেসেছিলাম মানে ?'

ঃ মানে মুহব্বত করেছিলে কারো সাথে ?

ঃ মুহব্বত !

ঃ মানে পেয়ার। এই কাজে আসার আগে কোন মেয়ের সাথে কি মুহব্বত ছিল তোমারও ?

ইমাম শাহ হো হো করে হেসে উঠে বললেন— 'আরে বলে কি ! এই কাজে আসার আগে আমার দুধের দাঁতই পড়েনি, আমি আবার মুহব্বত করবো কার সাথে ?'

নেওয়াজী শাহ সরোষে বললেন— 'ন্যাকামী করো না। আমরা একসাথে এই কাজে এসেছি, মানে হুজুরের এই জঙ্গী দলে ঢুকেছি। মাত্র বছর তিনেক

বইঘর.কম ও রোকন

সাড়ে তিনেক আগের ব্যাপার। তখন কি দেখিনি আমি তোমাকে ? তখন তুমি জোয়ান এক মর্দ। সাবালক মানুষ। চেহারাও তো একখানা বাগিয়ে নিয়েছে লাখ টাকার। তবু তুমি মুহব্বতে পড়োনি ? মুহব্বত নেই কারো সাথে ?'

ঃ না। ওসব আমার কিছু নেই।

ঃ বলো কি ! কেউ তোমার সাথে মুহব্বত করতে আসেনি ? বাদশাহজাদী নবাবজাদী না হোক, এই চেহারা দেখার পর কোন কাঙালের বেটিও তোমার সাথে মুহব্বত করতে চায়নি ?

ঃ না ভাই। নবাব-বাদশাহ্, কাঙাল-মিস্কীন কারো বেটির সাথেই আমার কোনকালে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ওসব হবে কি করে ?

ঃ বুকে হাত দিয়ে বলো তো, এ জিন্দেগীতে কোন মেয়েই তুমি দেখোনি ? কোথাও কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি ?

ইমাম শাহ স্মিতহাস্যে বললেন— 'হবে না কেন ? হরহামেশাই হচ্ছে। এই তো কত বুঢ়্টি আউরাত এই বনে লাকড়ি কুড়াতে আসছে, ধাঙড় বাগদির মেয়েরা কাজ করছে মাঠে-ক্ষেতে। এদের সাথে চলতে-ফিরতেই দেখা হচ্ছে।'

ঃ আরে ধ্যাৎ ! ওদের কথা কে বলছে ? আমি বলছি উমদা খুবসুরাতের যুবতী মেয়ের কথা। রূপবতী তরুণীদের কথা। দেখোনি এমন একটাও ? মনে ধরেনি এ জীবনে কাউকে ? হলফ করে বলো তো ?

এবার ইমাম শাহ ঠেকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠলো নূরপুরের নূরবানুর মুখমণ্ডল। সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, সেই অনবদ্য রূপরাশি। দেখার পর থেকে এই দীর্ঘদিন ধরেই সেই মুখখানা অমলিন রয়ে গেছে ইমাম শাহর অন্তঃস্থলে। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে, হতাশা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে তাঁর। ঐ মুখ দুস্রাবার দেখার কোন মওকা আর থাকছে না দেখে মনে মনে মুষ্ড়ে পড়ছেন তিনি। তবু মুখখানা তাঁর স্মৃতিপটে মোটেই অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

নূরবানুকে ভুলবেন না বলে যে কথা তিনি নূরবানুকে বলে এসেছেন, সে কথার মর্যাদা তিনি যথার্থই রক্ষা করে চলেছেন। নূরবানু এতদিন তাঁর ইয়াদে রেখেছেন কি না, ইতিমধ্যে তাঁর কোথাও বিয়ে-শাদি হয়ে গেছে কি না-এসব কিছু জানা না থাকলেও আর সে ভাবনা তেমন একটা না ভাবতে গেলেও নূরবানুর মুখখানা হুরতাজাই রয়ে গেছে ইমাম শাহর অন্তরে। আনকোরা ভাল লাগার অনুভূতিটা বুঝি এই রকমই হয় !

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহকে কথা বলতে না দেখে নেওয়াজী শাহ্ তাগিদ দিয়ে বললেন— 'কি হলো ? চুপ হয়ে গেলে যে ? জিন্দেগীতে মনে লাগেনি কাউকে ?'

ইমাম শাহ আমতা আমতা করে বললেন— 'হ্যাঁ, লেগেছে।'

আবার নেওয়াজী শাহ্ লাফিয়ে উঠলেন উল্লাসে। বললেন— 'মার কাটারি ! কাকে ? কোথায় ?'

ঃ নূরপুরে। ঐ যে কাজীপাড়ায় লড়াইশেষে যে গাঁয়ে গিয়ে গাঢাকা দিলাম, ওখানে। ঐ গাঁয়ের নাম নূরপুর।

ঃ ওখানে কে ?

ঃ নূরবানু। যে বাড়ীতে উঠলাম, ঐ বাড়ীর মেয়ে। বড়ই সুন্দরী আর বড়ই নেক্‌মান্দ্। আমার খুবই তয়-তদবির করেছেন উনি।

ঃ আচ্ছা। তা তাঁর কথা মনে হয় না এখন ?

ঃ হয়।

ঃ ঘুম চোখে না এলে, চিন্তা করো না তাঁকে নিয়ে ?

ঃ একটু একটু করি।

উদ্বেলিত হয়ে উঠে নেওয়াজী শাহ্ বললেন— 'ঐ ঘোড়াই ফকিরের। ঘোড়ার ধরন দেখলেই বোঝা যায়।'

ঃ মানে ?

ঃ ওরই নাম মুহব্বত। তুমি মুহব্বতে পড়ে গেছো।

ঃ আরে দূর-দূর! মুহব্বতে পড়লাম কখন ? উনাকে আমার একটু ভাল লেগেছে-এই আর কি ।

ঃ তবু মুহব্বতে পড়োনি ?

ঃ কি করে ? আমি হয়তো তাঁর কথা মনে কিছু রেখেছি। তাঁর হয়তো আর মনেই নেই আমার কথা। মুহব্বত হলো কি করে ?

ঃ আলবত হলো আর আলবত উনি মনে রেখেছেন তোমার কথা।

ঃ কে বললে তোমাকে ? উনিই এসে বলে গেছেন নাকি ?

ঃ আরে, বলে যেতে হবে কেন ? আমি ভাবেই বুঝতে পারছি।

ঃ ভাবে!

ঃ একবার হলেও উনি তো তোমাকে দেখেছেন ? দেখেননি ?

ঃ দেখেছেন।

ঃ এরপর তোমার খুব তয়-তদবির করেছেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হ্যাঁ, করেছেন।

ঃ ব্যস্-ব্যস্ ! হয়ে গেল।

ঃ কি হয়ে গেল ?

ঃ মুহব্বত।

ঃ মুহব্বত !

ঃ উনি তোমার প্রেমে পড়ে গেছেন।

ঃ খোয়াব দেখছো ?

ঃ খোয়াব ! ওরে মিয়া, আমি ঘরপোড়া গরু। এ বিদ্যায় আমাকে তুমি উস্তাদ বলে মেনে নিতে পারো। এখানে আমার এলেম আর অভিজ্ঞতা অগাধ।

ইমাম শাহ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন— 'তার মানে ? তোমার তাহলে মুহব্বত আছে কারো সাথে ? মুহব্বতে পড়ে আছো তুমি ?'

ঃ আছি নয়, ছিলাম। এককালে তা ছিল।

ঃ বলো কি ! সত্যি ?

ঃ তো আর কি খামাখা এত কথা বলছি ?

ঃ তাজ্জব ! তা ছিল বলছো কেন ? এখন কি আর নেই ?

নেওয়াজী শাহ এবার একটু থেমে গেলেন। এরপরে অপেক্ষাকৃত ভারীকণ্ঠে বললেন— 'কি করে থাকে ? কাঙালের প্রেমের কি কোন মূল্য আছে বলো ?'

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ বছর কয়েক আগে আমার জোত-সম্পত্তি তামামই একদিনে নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। ওতেই সব শেষ। ঘরে ভাত রইলো না, আমার মুহব্বতও ধরে রাখতে পারলাম না।

ঃ সে কি ! ভাত নেই দেখেই প্রেমিকা কেটে পড়লো ?

ঃ আরে দোস্ত, প্রেমিকা যদি কেটে পড়তো তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যেতো। এই যে সারারাত জেগে জেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, এটা ফেলতে হতো না। আসলে প্রেমিকা কেটে পড়েনি, কেটে পড়লেন তার ওয়ালেদ। নিঃস্ব লোকের হাতে মেয়ে দিতে এ দুনিয়ায় কে চায় ?

ঃ তারপর ?

ঃ মেয়ের বাপ মেয়েকে অন্যখানে সরিয়ে নিলেন আর আমাকে অন্যখানে চোরের মতো তাড়া করে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর ভিটের ঘরদোরটাও যখন প্রাপ্য খাজনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল, তখন দিশেহারা হয়ে এসে পথে নামলাম।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর এই হুজুরের দলে।

ঃ আর তোমার প্রেমিকা ? উনি কোথায় ?

ঃ জানিনে।

ঃ কি রকম ?

ঃ শেষবার তাঁদের মকানে গেলে তার আব্বা আমাকে অপমান করে তাঁদের মকান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। জুবাইদা তখন তার বাপের পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু জালিম বাপের তবু রহম হলো না। জুবাইদাকে টেনে-হেঁচড়ে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

ঃ জুবাইদা মানে ? তোমার সেই---?

ঃ হ্যাঁ, জুবাইদা খাতুন। ওর সাথে মুহব্বত হওয়াতেই তো আমিও মরলাম, সে-ও মরলো।

ঃ অন্দরে নিয়ে যাওয়ার পর কি হলো ?

ঃ আর তার খোঁজ পাইনি। জোর করে তাকে নাকি দূরে কোন এক রিস্তাদারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর আর কোন খবর জানিনে।

ঃ খোঁজ করে দেখোনি ?

ঃ দেখেও হদিস করতে পারিনি।

ঃ কোথাও বিয়ে-শাদি দিয়েছেন কি ?

ঃ তা-ও জানিনে।

ঃ তাহলে ?

ঃ তাহলে আর কি ? জুবাইদার সেই আকুল আর্তনাদ আর করুণ কান্না এই যে এখন শুয়ে শুয়ে শুনছি।

ঃ এখনও তা শুনতে পাও ?

ঃ একটু খেয়াল করলেই পাই। অবসরে অবসাদে বসে থাকলেই পাই। কোন কোন দিন খোয়াবের মাঝে শুনতে পেয়ে চমকে উঠি। ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে ঘুম আর ফিরে আসে না।

ঃ সর্বনাশ ! এরই নাম মুহব্বত ?

ঃ এরই নাম মুহব্বত।

ঃ এই মুহব্বতে পড়ি আমি, এইটেই তুমি চাচ্ছো ?

ঃ এ্যাঁ !

নেওয়াজী শাহ চকিতে একটু থম্‌কে গেলেন। লহমাখানেক নীরব থাকার পর অর্থাৎ নিজেকে সামলে নেয়ার পর ফের সজীব কণ্ঠে বললেন— 'হ্যাঁ, এইটেই আমি চাচ্ছি।'

ঃ হেতু ?

ঃ শূন্য জিন্দেগীর কোন দাম নেই দোস্ত। বৈচিত্রও নেই কিছু। কোথাও কোন একটা মুহব্বত থাকলে তার মহিমাই আলাদা। দীলের একটা সঙ্গী আর অবলম্বন সব সময়ই থাকে।

ঃ সে মুহব্বত ব্যর্থ মুহব্বত হলেও ?

ঃ ব্যর্থ মুহব্বত হলেও।

ঃ মাথায় কিছুই ধরছে না।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে নেওয়াজী শাহ্ বললেন— 'দোস্ত্‌, একেবারেই কারো প্রেমে না পড়ার চেয়ে, পড়ে তাকে হারানোও ঢের ঢের বেহতর। এর একটা আলাদা তৃপ্তি আছে, আলাদা সুখ আছে, আলাদা গর্ব আছে। এর উপর এটা আবার নিঃসঙ্গতা কাটাবার এক পরম অবলম্বন তো বটেই।'

পাহারারত এক সেপাই বাইরে থেকে হাঁক দিয়ে বললো— 'হুজুর, রাত আর বেশী বাকী নেই। আপনারা এখনোও ঘুমোননি ?'

ডাক পড়লো অবশেষে। ফকির ইমাম শাহ্ আর নেওয়াজী শাহ্‌কে মোরাং থেকে অবশেষে ডেকে পাঠালেন ফকির নেতা মজনু শাহ্। বলে পাঠালেন— 'আমরা এখন রাজশাহীর সদরে, অর্থাৎ নাটোরের (রাজশাহীর সদর দপ্তর তখন নাটোরে ছিল) কাছাকাছি আছি। কয়েকজন জোয়ানকে মোরাং-এ রেখে বাদ বাকী জোয়ানদের নিয়ে তোমরা এখানে চলে এসো। পূর্ণিয়ার নয়া সুপারভাইজার বড় বেশী বেড়ে গেছে। তার ছত্রছায়ায় তাদের পেটোয়ারা প্রজাদের উপর খুবই জুলুম শুরু করেছে। ওদের দীলে খানিকটা আতংক পয়দা করার দরকার। এ উদ্দেশ্যে আমাদের একটা বড় দল মোরাং-এর ডেরায় অবস্থান নিতে যাচ্ছে। নেতৃত্বে থাকছেন আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তোমাদের আর ওখানে থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা এসে আমাদের সাথে সামিল হও। তবে পাভুয়া হয়ে না এসে তোমরা ঘোড়াঘাট ও মস্তানগড়ের ওদিক দিয়ে এসো। পাভুয়া থেকে আসার পথে আমরা কোম্পানীর কিছু শয়তান লোকদের আচ্ছামতো শায়েস্তা করে এসেছি। মালদহের সদর দপ্তরে আতংক পয়দা করেছি। এতেকরে মুর্শিদাবাদ প্রশাসন ভয়ানক চমকে গেছে। আমাদের তালাশে তারা বড় একটা বাহিনী পাভুয়ার দিকে পাঠিয়েছে। অল্প লোক নিয়ে তোমরা ওদের ঐ বিশাল বাহিনীর সামনে পড়তে যেও না।'

বইঘর.কম ও রোকন

নির্দেশ মতো ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহ্ কয়েকজন জোয়ানের এক দল নিয়ে মোরাং থেকে বেরুলেন এবং ঘোড়াঘাট ও মস্তানগড়ের দিক দিয়ে আসতে লাগলেন।

ঘোড়াঘাট পেরিয়ে তারা মস্তানগড়ের কাছাকাছি এসে দেখলেন, ফকির মজনু শাহর দলভুক্ত লোক ভেবে কয়েকজন পথিককে একদল ইংরেজ সেপাই ধরে এনে এক ইজারাদারের খাজনা আদায়ের কাচারীবাড়ীতে তুলেছে এবং 'মাজুনু কাঁহা-মাজুনু কাঁহা' বলে বেদম প্রহার করছে।

আসলে এরা ভিন এলাকার গরু-মহিষের দালাল। গরু-মহিষ কেনার জন্যে লাঠিসোটা হাতে নিয়ে এরা কয়েকজন একসাথে দূরবর্তী এক হাটের দিকে যাচ্ছিল। এ কথা তারা বারবার বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেপাইরা তা কানেই তুলছে না, সমানে পেটাচ্ছে।

আড়াল থেকে এ দৃশ্য দেখে আর এ ঘটনা শুনে ইমাম শাহরা সহ্য করতে পারলেন না। যদিও ইংরেজ সৈন্য তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তবু তাঁরা অতর্কিতে আর সিংহের বিক্রমে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিদ্যুৎবেগে হাতিয়ার চালিয়ে আট/দশজনকে শুইয়ে দিলেন।

আচমকা এই হামলায় দিশেহারা বাদবাকী ইংরেজ সৈন্য হাতিয়ার হাত্ড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই তাদের আরো কয়েকজন শুয়ে পড়লো।

ফকিরদের ব্যাপারে বিশেষ একটা আতংক দীলে তাদের ছিলই, এ অবস্থায় ইংরেজ সেপাইরা প্রাণের ভয়ে আঁতকে উঠলো। তাদের প্রতিপক্ষেরা সংখ্যায় কতজন, এটা তলিয়ে দেখতে না গিয়ে তারা আতংকের উপর পড়িমড়ি চারদিকে ছুটে পালালো।

গতিক খারাপ দেখে কাচারীর লোকেরা আগেই পালিয়েছিল। বন্দিদের মুক্ত করে দিয়ে অতিরিক্ত আতংক পয়দা করার উদ্দেশ্যে ইমাম শাহ্রা কাচারী ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

এই সময় দেশপ্রেমিক এক স্থানীয় লোক ছুটে এসে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'এ কি হুজুর, আপনারা এখানে দেরী করছেন কেন? জলদি জলদি কেটে পড়ুন। নইলে মুসিবত হবে।'

ইমাম শাহ সবিস্ময়ে বললেন— 'কি রকম?'

স্থানীয় লোকটি বললেন— 'ইংরেজ সেপাই শুধু ঐ কয়জনই নয়। এই সামনের গাঁয়ের ওপারেই বিশাল এক বাহিনী নিয়ে লেফটেন্যান্ট টেইলর অপেক্ষা করছে। এরা ঐ টেইলরের লোক, তার বাহিনীর সেপাই। টেইলর মূল দল নিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

আগে বেরিয়ে গেছে আর এরা পিছিয়ে পড়ায় এদের জন্যে টেইলর ওখানে অপেক্ষা করছে।'

ঃ আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ একটু আগে এই কাচারীর লোকদের কাছেই সব শুনে গেলাম। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে টেইলর দীর্ঘদিন যাবত ঐ মস্তানগড়ে ছিল। দেখে মনে হয় আপনারা তো মজনু বাবার ফকির বাহিনীর লোক। টেইলর আপনাদের ঐ মস্তানগড় অনেকদিন দখল করে রেখেছিল। এক্ষণে উপরওয়ালার জরুরী তলবে টেইলর তার বাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদে যাচ্ছে। কোনদিকেই আপনাদের কোন পাত্তা করতে না পেরে ঐ পিছিয়ে পড়া সেপাইরা যাওয়ার কালে পথিকদের ধরে এনে এখানে এই বাহাদুরী করছিল।

ঃ আচ্ছা !

ঃ যারা পালিয়ে গেল তারা গিয়ে টেইলরকে এই খবর দেয়ামাত্রই টেইলর গোটা বাহিনী নিয়ে ছুটে আসবে এখানে। অনেক সেপাই সঙ্গে তার। আপনারা এই কয়জন লোক মুসিবতে পড়ে যাবেন। শিগ্গির সরে পড়ুন।

মুখের কথা শেষ হলো না। টেইলরের বাহিনীর প্রচণ্ড শোরগোল ইতিমধ্যেই শোনা যেতে লাগলো। স্থানীয় লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলেন।

সচকিত হয়ে উঠে নেওয়াজী শাহ বললেন— 'আর উপায় নেই দোস্ত্। সেরেফ এখানেই নয়, এইভাবে দলবেঁধে পালিয়ে যেতে লাগলেও আমরা ধরা পড়ে যাবো। এখনই আর এখান থেকেই আমাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে এক একজন এক একদিকে যেতে হবে আর আশেপাশের এক এক গাঁয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। দুইজন লোকও একসাথে থাকা আমাদের চলবে না। দুশমনেরা বিদায় হলে, পরে আবার একত্রিত হবো আমরা।'

তাঁরা তাই করলেন। ওখান থেকেই পৃথক পৃথক পথে এক একজন এক একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খানিক পরেই মার মার রবে লেফটেন্যান্ট্ টেইলর তার পুরো বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এলো। কিন্তু সবই বৃথা। ঘটনাস্থলেই এসে তো কাউকে সে পেলোই না, চারদিকে ক্রোশখানেক ছুটোছুটি করেও ফকির বাহিনী দূরের কথা, এক সঙ্গে দুটো লোককে পথে কোথাও দেখলো না।

টেইলর ক্ষেপে গেল। কারা তাদের হামলা করলো তা দেখিয়ে দিতে না পারায়, টেইলর তার সংশ্লিষ্ট সেপাইদের অযোগ্যতা নিয়ে খানিক তম্বি করলো,

বইঘর.কম ও রোকন

কাচারীর এক কর্মচারীর ঠ্যাঙ ভাঙলো এবং গোস্বায় গরগর করতে করতে হতাহতদের তুলে নিয়ে ফেরত পথ ধরলো।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ইমাম শাহরা একটানা দুই/এক গাঁ পার হয়ে এলেন। এরপর এক একজন এক এক গাঁয়ে বা পাড়ায় ঢুকে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন।

www.boighar.com

ইমাম শাহ এসে এক গাঁয়ের এক প্রধানের বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রধানটি ভাল লোক। কিন্তু ঘটনা শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন। ইমাম শাহ যে কাচারীবাড়ীতে আগুন দিয়ে এলেন, এই গাঁয়ে সেই কাচারীরই এক কর্মচারীর বাড়ী। চরম অসৎ আর হীনমন্য লোক। ইংরেজ কোম্পানীর এক পা-চাটা চাম্‌চা।

এর আগে একবার এক ফকিরকে এই প্রধান সাহেব আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই চামচাটি কাচারীতে খবর দেয়ায় কাচারীর পাইক-পেয়াদা এসে প্রধান সাহেবকে বড়ই মুসিবতে ফেলেছিল। ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছিল। এবারও এই গাঁয়ের দিকে আসতে ইমাম শাহকে নাকি ঐ চাম্‌চাটা দেখে ফেলেছে-এই মর্মে একব্যক্তি এই সময় প্রধানকে খবর দিলো।

প্রধান সাহেব সমস্যায় পড়ে গেলেন।

অনেক আগেই সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। এই রাত্রিকালে আশ্রয়প্রার্থীকে প্রধান সাহেব ফেরত দিতেও পারলেন না, আবার নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেও পারলেন না। ফাঁকে সরিয়ে রেখে তিনি ইমাম শাহর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আহার অন্তে রাত্রি যাপন করার জন্যে ইমাম শাহকে এনে তিনি তাঁর বাধ্যগত এক গরীব লোকের চালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন।

পাইক এসে খোঁজ করলে প্রধান সাহেব বা গাঁয়ের সঙ্গতিসম্পন্ন বাড়ীগুলোতেই খোঁজ করবে। নিতান্তই গরীব লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়ার আর আশ্রয় দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না বোধে পাইক পেয়াদা এদিকে আসবে না। এই বিবেচনায় প্রধান সাহেব এই ব্যবস্থা নিলেন।

ইমাম শাহকে যে বাড়ীতে এনে প্রধান সাহেব রেখে গেলেন সেটি এক ওঝা বা গ্রাম্য চিকিৎসকের বাড়ী। যখন রেখে গেলেন তখন রাত অনেক। চিকিৎসক বা হেকিম সাহেব কোন ডাকের হেকিম নন। সব বিমারের চিকিৎসাও করার সাধ্য তাঁর নেই। একটি মাত্র বিমারেরই চিকিৎসা তিনি জানেন। কাউকে শেয়াল-কুকুরে কামড়ালে তিনি সেই চিকিৎসা করতে পারেন আর সেই দাওয়াইটাই জানেন।

বইঘর.কম ও রোকন

এই হেকিমকে হেকিম বলার চেয়ে কুকুর কামড়ানোর ফকির বা ওঝা বলেই গাঁয়ের লোকেরা বেশী জানে। এই চিকিৎসায় এই ফকিরের হাতযশ বিরাট। দাওয়াই তাঁর মোক্ষম দাওয়াই। তাই তল্লাটজোড়া তাঁর খ্যাতি। তবু এই হেকিমের ভাত জোটে না সারা বছর। বড়ই গরীব মানুষ। জোতভূঁই কিছুই নেই। ভিটেয় মাত্র দুইখানা ছনের ঘর। তারও বেড়া-টাটি ঝরঝরে। হেকিম সাহেবের পোষ্য অনেক। আয়ের অন্য উৎস নেই। এই একটা রোগের চিকিৎসাই তাঁর কুল্লে মূলধন।

কিন্তু লোকজনকে শেয়াল-কুকুরে হর হামেশাই কামড়ায় না। কালেভদ্রে কামড়ায়। কামড়ালেও নিতান্তই এদের চিকিৎসা করে যা কিছু পান, তাই দিয়ে সারা বছরের সংসার খরচ চালাতে হয় তাঁকে। বাচ্চাকাচ্চাসহ আরো কিছু পোষ্য নিয়ে তার পেটের ভাতটাই জোটে না, ঘরদোর আর ভাল করেন কি দিয়ে ?

ইমাম শাহ্ যেদিন এই হেকিমের বাড়ীতে এলেন, সেদিন হেকিম সাহেব কার্যোপলক্ষে দূর এলাকায় গিয়েছিলেন, বাড়ীতে ছিলেন না। ঘটনাক্রমে ঐদিনই ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়ানো এক রোগী এলো চিকিৎসার জন্যে। অনেক বেশী দূরের রোগী। ফিরে গিয়ে আবার আসা অত্যন্ত কষ্টকর। রোগীর অবস্থাও সংকটজনক। হেকিম সাহেবের অপেক্ষায় তাই বাধ্য হয়েই রোগী ও তার সঙ্গীদের এই বাড়ীতেই থাকতে হলো। গৃহকর্ত্রীও কষ্টেশিষ্টে আশ্রয় দিলেন তাদের। অনেকদিন পরে একটা রোগী পাওয়া গেছে। ফেরত দিলে নিজের নসীবটাকেই ঠেলে দেয়া হবে তাঁর।

বড় ঘরটার বাইরের দিকে লম্বা এক বারান্দা। ছনের টাটি দিয়ে বারান্দাটাও ঘিরে ঘর বানানো হয়েছে। মাঝখানে ছনের পাতলা এক বেড়া দিয়ে বারান্দাকেও দুই কক্ষে পরিণত করা হয়েছে। এক কক্ষে হেকিম সাহেবের চিকিৎসা ঘর, অন্য কক্ষ রোগীদের বসার ঘর। অর্থাৎ দূর থেকে রোগী এলে আপাততঃ বারান্দার এই কক্ষেই বসতে দেয়া হয়।

বিমারী একজন বৃদ্ধা। তার সাথে শুশ্রুষাকারিণী এক মেয়েছেলে। তাদের পুরুষ সঙ্গীও আছে কয়েকজন। দুই দুইখানা গরুর গাড়ীযোগে তারা দূর থেকে এই হেকিমের কাছে এসেছে। পুরুষেরা শোয়ার ব্যবস্থা গাড়ীতেই করে নিয়েছে। মজবুত ছইওয়ালা গাড়ী। কোন অসুবিধে হয়নি। রোগী আর তার শুশ্রুষাকারিণী মেয়ের শোয়ার ব্যবস্থা হেকিমপত্নী ঐ বারান্দায় রোগীদের বসার কক্ষেই করে দিলেন। বিছানাপত্র রোগীদের সাথেই ছিল। হেকিমপত্নীকে তা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

বইঘর.কম ও রোকন

এর উপর যখন ইমাম শাহকে নিয়ে গাঁয়ের প্রধান সাহেব এলেন, গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ হেকিমপত্নী তাঁকেও 'না' করতে পারলেন না। একজন মাত্র মানুষ। বিছানাপত্র প্রধান সাহেবই দিলেন।

হেকিমপত্নী ইমাম শাহকে স্থান দিলেন বারান্দার ঐ দ্বিতীয় কক্ষে। অর্থাৎ হেকিম সাহেবের ঐ খুপ্‌রিমাফিক চিকিৎসা ঘরে।

রাত তখন অনেক। ইমাম শাহ্‌র থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে সকলেই চলে গেলে ইমাম শাহ বিছানার উপর বসে বসে বিগত ঘটনাগুলি রোমন্থন করছিলেন। প্রধান সাহেব যাওয়ার কালে তাঁর রেখে যাওয়া লণ্ঠনের তেজটা কমিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুয়ে পড়ার জন্যে ইমাম শাহ্‌ হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতে যেতেই এক বিস্মিত কণ্ঠের আওয়াজ এলো— 'ওমা সে কি ! আপনি এখানে ?'

ইমাম শাহ্‌ চমকে উঠলেন। কেমন যেন চেনা কণ্ঠ। ব্যস্তভাবে তিনি এদিক ওদিক বিশেষ করে বাইরের দিকে দেখার চেষ্টা করতেই অপেক্ষাকৃত নীচু কণ্ঠে আবার আওয়াজ এলো— 'এই যে, আমি এই পাশের খোপে।'

অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে ইমাম শাহ্‌ বললেন— 'কে, কে আপনি ?'

স্মিতকণ্ঠের জবাব এলো— 'আমি নূরবানু।'

ঃ নূরবানু ! মানে ?

ঃ নূরপুরের নূরবানু।

আত্মবিস্মৃত হয়ে ইমাম শাহ্‌ শব্দ করে বলে উঠলেন— 'আরে সে কি !'

বলেই তিনি পাশের কক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে বসলেন।

নূরবানু সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো— 'এই ধীরে। আমার রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।'

ঃ রোগী !

ঃ হ্যাঁ। আমার পেছনেই ঐ যে ওদিকে ঐ বিছানায় রোগী শুয়ে আছেন। যদিও সারাদিন দাপাদাপি করে আর পথের ক্লান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছেন, সহজে এ ঘুম ভাঙবে না, তবু একটু ধীরে কথা বলুন !

কণ্ঠস্বর সংযত করে ইমাম শাহ্‌ বললেন— 'ও আচ্ছা- আচ্ছা। কিন্তু আপনি এখানে এই খুপ্‌রিতে ! এর উপর আবার রোগী ! ব্যাপার কি ?'

ঃ রোগীর চিকিৎসার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। আব্বাজানের ফুফুকে ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়িয়েছে। একেবারেই বৃদ্ধা মানুষ। তার উপর এই ক্ষ্যাপা কুকুরে

বইঘর.কম ও রোকন

কামড়ানোর ফলে তিনিও ক্ষেপে গিয়ে বেহাল হয়ে গেছেন। কেবলই দাপাদাপি আর পাগলের মতো ছটফট করছেন। বোধশক্তি একদম লোপ পেয়ে গেছে। মুখাকৃতিও বিকৃত হয়ে গেছে। যেকোন মুহূর্তে এখন মারা যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঃ বলেন কি !

ঃ আমাদের স্থানীয় হেকিম আর ওঝা-কোবরেজ দিয়ে চিকিৎসা যথাসম্ভব করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। রোগীর অবস্থা দিনে দিনে মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এটাও এক হেকিমের বাড়ী তা হয়তো শুনেছেন। এই হেকিমের এই চিকিৎসায় বিরাট নাকি খ্যাতি। চরম হাত-যশ। পাঁচজনের মুখে এই খবর শুনে রোগীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে আমরা এসেছি। এই চেষ্টাই আমাদের শেষ চেষ্টা।

ঃ বড়ই করুণ ব্যাপার। কিন্তু এই রোগীর সাথে আপনি কেন ? ইনি তো নাকি আপনার আব্বাজানের ফুফু। তাঁর ছেলে-মেয়ে কেউ---?

ঃ জ্বি না, কেউ নেই। স্বামী আর ছেলে-মেয়ে কেউ না থাকায় বৃদ্ধ বয়সে উনি আমাদের বাড়ীতেই এসে আছেন। আমরা ছাড়া আর কে দেখবে, বলুন ? এদিকে আবার আমি ছাড়া সাথে আসার দ্বিতীয় কোন নিকট মেয়েছেলে নেই। আমার দাদীজান। তাই আমাকেই আসতে হয়েছে। এমন এক অসহায় রোগীকে তো আর যার তার হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না ?

ঃ আপনি কি একাই এসেছেন ? সাথে আর কেউ আসেনি ?

ঃ তা আসবে না কেন ? মেয়েছেলে আমি একাই। আমাদের সাথে আমার ভাইজান এসেছেন, রুস্তম চাচা, আবুল, সাজু, খয়ের-এরাও কয়েকজন এসেছে। মানে দুইগাড়ী একদম ভর্তি।

ঃ কেন, এত লোক কেন ?

ঃ আমাদের নিরাপত্তার জন্যে। এক গাড়ীতে রোগীকে নিয়ে আমি আর ভাইজান, অন্য গাড়ীতে চাকর-বাকরেরা এসেছে আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে। অনেক দূরের পথ, এর উপর বেরিয়েছি আমরা রাতের অর্ধেকটা না পেরুতেই। দু'একজন লোক নিয়ে কি দিনে-রাতে এত দূরের পথ চলা সম্ভব !

ঃ ও হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তো উনারা কোথায় ? মানে আপনার ভাইজানেরা?

ঃ এই তো, এই বারান্দার একটু ফাঁকেই, গাড়ীতে।

ঃ গাড়ীতে কেন ? এ খোপটা তো ফাঁকাই পড়েছিল। এখানে শোননি কেন ?

ঃ স্থান সংকুলান হলো না যে। ঐ টুকুন খুপরিতে কি অত লোকের জায়গা হয়!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ও! আপনারও তো তাহলে খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঃ কষ্ট ! কেন, কষ্ট হবে কেন ?

ঃ ছোট্ট ঐ খুপরিঘর, আউল-ঝাউল বেড়া, মাটিতে বিছানা---।

ঃ না-না, কোন অসুবিধে নেই। মেঝেটা ভালই। বেশ উঁচু আর শুকনো ঠনঠনে। বিছানাপত্র আমাদের নিজের। হাওয়া-বাতাসও পাচ্ছি ভালই। ছনের বেড়া, ছন খুবই কম। একেবারে ঝরঝরে। একটু জোরে বইলেই বাতাসটা বেশ ভেতরে আসছে।

ঃ তা ঠিক। নামমাত্র ছন দিয়ে বেড়াগুলো বানানো হয়েছে। এই যে এই ভেতরের বেড়াটাতে বোধ হয় একমুঠোর অধিক ছন নেই। এই রাতেও আপনার মুখ আমি ভালই দেখতে পাচ্ছি।

নূরবানু খানিকটা চমকে উঠে বললো— 'ওমা ! সে কি !'

ঃ আমার লণ্ঠনের আলোটা বেড়া ভেদ করে ওপারেও কিছুটা গেছে তো। আপনাকে আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ঃ ছিঃ ! সে কথা বলবেন তো ?

ক্ষিপ্র হস্তে কাপড় টেনে নূরবানু মুখ-মাথা আড়াল করতে লাগলো এবং মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

ইমাম শাহও লজ্জা পেলেন। বললেন— 'ও হ্যাঁ, আমি ওকথা খেয়ালই করিনি। আমি দুঃখিত!' চোখ নামিয়ে নিয়ে ইমাম শাহ সরে বসতে গেলেন।

নূর বানু হেসে বললেন— 'হয়েছে। সরে যেতে হবে না। দূরে গিয়ে বসলে উঁচু গলায় কথা বলতে হবে। ওখানেই থাকুন।'

ইমাম শাহ আর না নড়ে নতমস্তকে বললেন— 'জ্বি ?'

ইমাম শাহর ভাব দেখে নূরবানু ঠেশ দিয়ে বললেন— 'লণ্ঠন তুলে সেদিন, মানে তোলা লণ্ঠনের আলোতে মুখের উপর চোখ রেখে সেদিন আমার মুখ দেখতে পারলেন, আর আজ একটা কথাতেই এতটা নুয়ে পড়লে কথা বলি কি করে। হাজার প্রশ্ন মনে আমার ভিড় করে আসছে। ঐ মেয়েলী আচরণটা ছেড়ে সোজা আর সহজ হয়ে বসুন। এত শরম আপনার ?'

অল্প একটু নড়েচড়ে উঠে ইমাম শাহ বললেন— 'না-না, শরম কি ? আমি শরম পাইনি। আপনি বলুন।'

ঃ এইভাবে চুপচাপ ঘরে ঢুকে নীরবে বসে আছেন। আমি এই বেড়ার কাছে এসে উঁকি দিয়ে না দেখলে তো আপনি এখানে বসে আছেন তা জানতেই পারতাম না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তাই নাকি ?

ঃ তাই তো। আমি ঘুমিয়েছিলাম। আপনাদের নড়নচড়নেই বোধ হয় ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল। তবু চোখ বুজে পড়ে রইলাম। সারা রাস্তা ক্লান্তি গেছে খুব। চরম পেরেশানী। পাশ ফিরে শুয়ে তাই ঘুমানোর কোশেশ করলাম। কিন্তু এদিকে পাশ ফিরতেই একটা টিমটিমে আলো এসে চোখে লাগলো। চোখ মেলে দেখি, আলোটা আপনার এই খোপ থেকে আসছে। ব্যাপার কি ! আমাদের কেউ আবার এখানে শুতে এলো নাকি-এই ভেবে এই বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েই আমি একদম খোয়াব দেখা শুরু করলাম। বিলকুল কল্পনাতীত ব্যাপার। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, আপনি ওখানে ঐ বিছানার উপর বসে।

ইমাম শাহ স্মিতহাস্যে বললেন— 'আচ্ছা।'

ঃ পয়লা পয়লা বিশ্বাস করতেই পারিনি। চোখ দুটো কয়েকবার রগ্ড়ে নিয়ে দেখলাম। দেখি— না, খোয়াব নয়। লোকটা জলজ্যান্ত আপনি।

ইমাম শাহ পুনরায় মৃদু হেসে বললেন— 'খোয়াবটা কি তাহলে কেটেছে ?'

কাটতে কি চাচ্ছে ? এখনও তো আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে, আমার একদম এই পাশের খুপ্‌রিতে আপনি এসে ঢুকে পড়বেন ! আবার বোধ হয় কোথাও কোন হুড়হাঙ্গামা করে এসেছেন ?

ইমাম শাহ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

নূরবানু ফের বললেন— 'মানে লড়াই ফ্যাসাদ।'

ইমাম শাহ শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন— 'জ্বি হ্যাঁ, আপনার ধারণা ঠিক। আমি লড়াই করেই এসেছি।'

ঃ হতেই হবে। লড়াই করে না এলে এইভাবে এসে এই একটা গরীব হেকিমের খুপ্‌রির মধ্যে আশ্রয় নেবেন কেন আপনি ? নিশ্চয়ই আপনাকে কোন ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়ায়নি ?

ঃ ক্ষ্যাপা কুকুর !

ঃ আমাদের মতো চিকিকৎসার জন্যে নিশ্চয়ই এখানে আসেননি ?

ইমাম শাহ ফের হেসে বললেন— 'জ্বি না, তা আসিনি। আচমকা সেবার আপনাদের মকানে যাওয়ার মতোই এখানে আমি গা-ঢাকা দিতে এসেছি।'

ঃ ওটা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা এবার আবার ক'জন সঙ্গী-সাথীকে কবর দিয়ে এলেন ?

ঃ সঙ্গী-সাথীকে কবর !

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কবে যে কে এইভাবে কবর দেবে নিজের আপনার---।

ইমাম শাহ জোশের সাথে বলে উঠলেন— 'আলবত নেহি। এমন কিছুই ঘটেনি। সঙ্গী-সাথীদের একজনও খোয়া যায়নি এবার। গায়ে তাদের কাঁটার আঁচড়ও লাগেনি। বরং একতরফাভাবে এবার ঐ ফিরিঙ্গীদেরই বেশ কয়েক জনকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।'

ঃ সাব্বাস ! আপনাকে তাহলে শুয়ে পড়তে হয়নি ?

ঃ জ্বি না। আল্লাহর ইচ্ছে না হলে ওটি কখনও হবে না।

ঃ আল্লাহর ইচ্ছে হলে তো সেঁকের দরকারটা হতে পারে ?

ঃ সেঁক !

ঃ ঢোকেনি কোন বল্লমের ফলা ? চোট্ লাগেনি গায়ে কোথাও ?

ঃ না-না, আল্লাহর রহমে এবার তা একটুও লাগেনি।

ঃ বেঁচে গেছেন। দাওয়াই তো দূরের কথা, জখম নিয়ে দাপাদাপি করলেও কোন সেঁকের ব্যবস্থা এখানে আমার করার সাধ্য ছিল না।

ইমাম শাহর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। তিনি হাসতে হাসতে বললেন— 'সে সব কথাও মনে আছে আপনার ?'

ঃ কোন্ সব কথা ?

ঃ ঐ যে আপনাদের মকানে আমার জন্যে যে তকলিফ আপনি করেছিলেন ?

ঃ থাকবে না কেন ? তকলিফ যারা করে, তকলিফের কথা তাদের ঠিকই মনে থাকে। থাকে না কেবল তাদের, যাদের জন্যে তকলিফটা করা হয়।

ঃ কথাটার অর্থ কি দাঁড়ালো ?

ঃ বুঝতে না পারার মতো কঠিন কিছু নয়। বেঁচে-বর্তে থাকলে আপনি জরুর আমাদের ওখানে আসবেন, একথা জোর দিয়েই বলেছিলেন। বেঁচে-বর্তে তো ঠিকই আপনি আছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে আরো দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখুন এই দোয়াই করবো। কিন্তু প্রায় বছর পেরিয়ে গেল, কই, আপনি তো আমাদের ওখানে একবারও যাননি ? আমাদের কথা মনে থাকলে নিশ্চয়ই যেতেন।

চাপা হলেও ইমাম শাহ জোরকণ্ঠে বললেন– 'মনে থাকলো না মানে ? আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে না কেন ? কিন্তু ঐ যে আপনাদের মকান থেকে বেরিয়ে এলাম, ব্যাস্ ! হুজুরদের হুকুমে তখনই যেতে হলো দেশের বাইরে সুদূর নেপালের মোরাং-এ। ওখান থেকে এই যে আজ কেবল ফিরে আসছি, গন্তব্যস্থানে এখনও পৌছতেই পারিনি। কি করে আমি আপনাদের ওখানে যাই, বলুন ?'

ঃ ওমা, সেকি ! আপনি দেশেই ছিলেন না ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি না। বছর ধরে এই একটানা বিদেশে।

নূরবানু অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন— 'ইশ্ ! আমার তাহলে বড়ই ভুল হয়ে গেছে। আমি একটা ভুল ধারণার উপর এতদিন ছিলাম। ভেবেছি, আপনি আমাদের কথা ভুলে গেছেন বলেই---।'

ইমাম শাহ বললেন— 'কি যে বলেন ! আপনাদের কথা কি এত শিগ্গিরই ভুলতে পারি আমি ?'

ঃ ভুলেননি ? ঐ বিদেশে গিয়েও মনে ছিল আমাদের কথা ?

ঃ জরুর ছিল। এই কয়েকদিন আগেও আপনাকে নিয়ে আমার এক দোস্তের সাথে সারারাত আলাপ করলাম বসে বসে।

ঃ সে কি ! আমাকে নিয়ে অন্যের সাথে আলাপ ! কি আলাপ করলেন ?

ঃ আলাপ, মানে আমার সে দোস্তটা আমাকে বারবার প্রশ্ন করলেন জীবনে কোন মেয়েকে আমার ভাল লেগেছে কি না। ঈমানের সাথে ঠিক ঠিক বলতে বললেন। কি করে আর চেপে যাই, বলুন ? তাই আপনার কথা বলে দিলাম।

নূরবানু চমকে উঠে বললেন— 'কি সর্বনাশ ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, এই কথা আপনার দোস্তকে আপনি বলেছেন ? এই রকম মানুষ আপনি ?'

ঃ জ্বি ?

ঃ আমাকে আপনার ভাল লাগবেইবা কেন আর সে কথা অন্যকে আপনি বলবেনইবা কেন ?

তখনও বিষয়টা তলিয়ে না দেখে ইমাম শাহ আপনভাবে বললেন— 'কি করবো, মিথ্যা বলতে পারলাম না যে !'

ঃ তার মানে ! তাহলে আমাকে আপনার সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে আর এই গল্প সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছেন আপনি ? ছিঃ ! লোকটা তো আপনি সত্যিই ভাল নন দেখছি।

এতক্ষণে ইমাম শাহ হুঁশে এলেন। হুঁশে এসেই তিনি অপ্রতিভ হলেন এরপর সসংকোচে বললেন— 'না না, কথাটা আপনি খারাপভাবে নেবেন না। আমি কোন খারাপ কথা বলিনি। বলেছি, আপনি খুবই সুন্দরী মেয়ে, খুবই নেকমান্দ আর দরদী মেয়ে। আমার অনেক তয়তদবির আপনি করেছেন। আমার জিন্দেগীতে আমি এই একটাই ভাল মেয়ে দেখেছি, আর তাই ঐ মেয়েটাকেই খুব ভাল লেগেছে আমার। এই সত্যি কথাটা ছাড়া কোন খারাপ কথা বলিনি।'

মুখের হাসি লুকিয়ে নূরবানু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন— 'বটে !'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আপনাকে আমার ভাল লাগাটা হয়তো ঠিক হয়নি। কিন্তু ভাল যখন সত্যিই লেগেছে তখন আর মিথ্যা বলি কি করে, বলুন ?

ঃ তাজ্জব লোক !

নূরবানু লহমা খানেক চুপ থাকার পর স্মিতহাস্যে বললেন— 'তাই আপনি সত্যিটাই বলেছিলেন ?'

ঃ জ্বি-জ্বি। সত্যটা প্রকাশ করা আমি দোষের মনে করিনি।

ঃ বেশ করেছেন। এবার বলুন, আজগুবী আমার কথা উঠলো কেন সেদিন ? আলাপ করার আপনাদের আর কোন কিছুই ছিল না ?

ঃ জ্বি না, আজগুবী নয়। উপযুক্ত প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা উঠেছিল। আমার সে দোস্ত, মানে নেওয়াজী শাহ আমার পাশের খাটিয়ায় ছিল। সারারাত জেগে জেগে কেবলই সে তার জুবাইদার কথা ভাবছিল। ঠিক ভাবছিল বলা ঠিক হবে না, রীতিমতো সে হা-হুতাশ করছিল।

কথার মাঝেই নূরবানু প্রশ্ন করলো— 'জুবাইদা কে ? তাঁর স্ত্রী ?'

ঃ জ্বি না, শাদি হয়নি। তবে মুহব্বতটা তাদের মধ্যে খুব শক্ত রকমই হয়েছিল। কিন্তু জুবাইদার ওয়ালেদ কঠিনভাবে বেঁকে বসায় শাদি হতে পারেনি।

ঃ তারপর ?

ঃ জুবাইদাকে ভুলতেও সে পারেনি। এখন শুয়ে শুয়ে সারারাত সে ঐ হা-হুতাশে কাটায়। সেদিনও সে জেগে জেগে জুবাইদার কথাই ভাবছিল। আমি জেগে আছি, মানে এপাশ ওপাশ করছি দেখে আমাকে সে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করলো।

ঃ কোন্ কথা ?

ঃ কোন মেয়েকে আমার ভাল লেগেছে কি না, মানে আমিও শুয়ে শুয়ে কারো কথা ভাবছি কি না-এই কথা। আমারও তো তার মতোই ঘুম ছিল না চোখে ?

ঃ ওম্মা !

'কোঁ কোঁ রোত্-কুই-'

হেকিম সাহেবের বাড়ীর মধ্যে মোরগ ডেকে উঠলো।

ইমাম শাহ চমকে উঠে বললেন— 'এই রে ! রাত বুঝি শেষই হয়ে গেল। সুবেহ সাদিকের সাথে সাথে বেরুতে হবে আমাকে। সবাইকে একত্র করার একটা স্থান নির্ধারণ করতে হবে।'

বুঝতে না পেরে নূরবানু প্রশ্ন করলো— 'তার মানে ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'মানে, আমার সাথে আর যাঁরা ছিলেন, বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গাঁয়ে গিয়ে তাঁরাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন। সবার আগে আমাকে গিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

একটা কায়দামতো জায়গায় অবস্থান নিতে হবে। কোন নিশানা-নির্দেশ না পেলে সবাই সবার সাথে একত্র হওয়ার নামে কেবলই ঘুরপাক খাবে।'

ঃ ও আচ্ছা। তা সে খবর আপনি কি করে আর কাকে দিয়ে পৌঁছাবেন ?

ঃ আগে আমাকে তালাশ করে দুই/একজনকে বের করে নিতে হবে। তারাই যাবে খবর নিয়ে। এরপর যারাই খবর পাবে, তারাও গাঁয়ে গাঁয়ে ছুটবে অন্যদের খবর দিতে। এইভাবে সবার সাথে সকলেই যোগাযোগ করে সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হবে।

ঃ কেউ ছাড়া পড়লে ?

ঃ সে নিজ গরজে গিয়ে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে হাজির হবে। আমাদের কেউ নাবালকও নয়, আদ্‌না আদমীও নয়। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

নূরবানু মৃদু হেসে বললো— 'আজব আপনাদের কারবার !'

ইমাম শাহ বললেন— 'তবে সকলকে একত্র করে নেওয়ার গরজটাই বেশী। সকলেই সময়মতো নিরাপদ আশ্রয় পেলো কি না, কারো কোন বিপদ-আপদ হলো কি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। কাজেই আমার বিলম্ব হলে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে। শুয়ে পড়ুন আপনি। আজকের মতো এখনই আর এখানেই বিদায় নিয়ে রাখছি। আঁধার থাকতেই আমি সকলের অজ্ঞাতে বেরিয়ে যাবো।'

ঃ সে কি ! তাহলে আর দেখা হচ্ছে না আপনার সাথে ?

ঃ জ্বি না, এখানে আর নয়। তবে আল্লাহ চাহে তো দেখা অবশ্যই হবে।

ঃ কোথায় ?

ঃ আপনাদের মকানে। জরুর একবার যাবো আমি সেখানে আর অল্পদিনের মধ্যেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনার আব্বাজান আর অন্যান্যদের কাছে আমার ঐ অকৃতজ্ঞ আচরণের জন্যে মাফটা আজও চেয়ে নেয়া হয়নি। গোস্তাকীর সাথে গুনাহ্ আর বাড়াবো না।

নূরবানুর বিমারী ইতিমধ্যে কোঁকানো শুরু করলেন।

নূরবানুও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললো— 'এই সেরেছে ! ঘুমটা বুঝি ভেঙ্গেই গেল। ঠিক আছে। যান, শুয়ে পড়ুন। তবে কথাটা কিন্তু রাখা চাই।'

ঃ কোন্ কথা ?

ঃ ঐ যে, আমাদের ওখানে যাবেনই আপনি সেই কথা। এবার কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে আপনার এই ওয়াদার।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ হাসি মুখে বললেন— 'কামিয়াব সে পরীক্ষায় হবোই ইনশা'আল্লাহ !

লোকজন গুছিয়ে নিয়ে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ রাজশাহীর সদরের কাছে চলে এলেন।

তালাশ করে দলের সাথে সামিল হয়ে দেখলেন, দলের মধ্যে তখন ব্যাপক হুল্লোড় পড়ে গেছে। ঝোলা-পোঁটলা গুছিয়ে নিতে সবাই তখন মহাব্যস্ত। কারণ মুসিবত নযদিক।

রংপুর, দিনাজপুর আর মালদহের দিক থেকে তো বটেই, রাজশাহীর সদর থেকেও ইংরেজ বাহিনী বেরিয়েছে নেতৃবৃন্দ সহকারে তাঁদের ফকির বাহিনী ঘিরে ফেলার জন্যে। পূর্ণিয়া, রাজমহল ও পাবনার দিক থেকেও রাজশাহীর দিকে সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার হুকুম দিয়েছে মুর্শিদাবাদের সর্বোচ্চ ইংরেজ প্রশাসন, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল। একদম সাঁড়াশি আক্রমণ। প্রতিজ্ঞা, মজনু শাহর দলকে এবার তারা ধরবেই। এটি ঈসায়ী ১৭৭২ সনের শেষের দিকের কথা।

অবশ্য এই আচমকা মুসিবতের জন্যে ফকিরনেতা মজনুশাহ নিজেই অনেকখানি দায়ী। বাহিনী নিয়ে তিনি এখানে আছেন, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল তা জানতেই পারতো না, যদি তিনি রাজশাহীর তথা নাটোর জমিদারীর রাণী ভবানীকে পত্র দিয়ে তাঁর সুনজর আকর্ষণ করতে না যেতেন।

দেশপ্রেমিক মনে করে কিছুদিন আগে ফকির মজনুশাহ রাণী ভবানীকে পত্র দিয়ে জানালেন—'আমরা আধ্যাত্মিক ফকির। বিভিন্ন দরগাহ-মাজারে যাতায়াত করতাম আমরা। ইংরেজেরা শুধু আমাদের যাতায়াতেই বিঘ্ন পয়দা করেনি, তারা দরগাহ-মাজারের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছে ও দেশের কৃষক প্রজাদের নিপীড়ন করে চলেছে। এর উপরও বড় কথা, তারা প্রায় দেড়শতাধিক নিরীহ ফকিরকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।

এই নিরীহ ফকিরদের কিছুটা আধ্যাত্মিক আর অধিকাংশেরই ছিল ভিক্ষে করা ফকির। তাই বাধ্য হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের। আপনি এই দেশের এক বিশাল রাজ্যের রাণী। এই এলাকার শাসক। এখন আমরা আপনার এই এলাকাতেই আছি আর আপনার কল্যাণ আমরা সর্বদাই কামনা করি। আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি আমরা। এই ঘটনাবলী আপনার গোচরীভূত করছি এই আশায় যে, আপনার সহানুভূতি ও সুনজর আমরা পাবো।'

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু ফল হলো উল্টো। বর্তমান সংকটটা রাণী ভবানীকে এই পত্র লিখেই ডেকে আনলেন মজনু শাহ। রাণী ভবানী ফকিরনেতার এই আবেদনের কোন মর্যাদাই দিলেন না। বরং খানিকটা ইংরেজ প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যে আর খানিকটা নিজের ফায়দা হাসিলের জন্যে তিনি তাঁর এলাকায় দলবল নিয়ে মজনু শাহর উপস্থিতির কথা ফলাও করে ইংরেজদের জানিয়ে দিলেন।

দীর্ঘদিন চেষ্টা করে ইংরেজেরা ফকিরদের কোন পাত্তা করতেই পারেনি। সঠিক নিশানা পেয়ে এবার ইংরেজেরা ফকিরদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো।

www.boighar.com

নাটোর জমিদারীর বিখ্যাত রাণী ভবানী দেবী শুধু ইংরেজদের তুষ্ট করেই নিশ্চেষ্ট থাকলেন না, এই মওকায় নিজেরও ফায়দা হাসিলের প্রয়াস পেলেন। তাঁর এলাকায় মজনু শাহর এই উপস্থিতির বাহানা নিয়ে তিনি ইংরেজ সরকারকে দেয় বাৎসরিক রাজস্বটা না দেয়ার মতলব আঁটলেন। মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলকে তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে জানালেন, দুস্য বাহিনী নিয়ে ফকির মজনু শাহ তাঁর (রাণীর) খাজনা আদায়ের বড় বড় কাচারীবাড়ী প্রায় সবগুলোই লুট করেছে এবং সরকারকে দেয়ার জন্যে প্রেরিত বার্ষিক রাজস্ব পথের মাঝেই ঐ দস্যুরা ছিনিয়ে নিয়েছে। তিনি এখন একদম রিক্তহস্ত, রাজকোষ তাঁর শূন্য। দ্বিতীয় বার রাজস্ব প্রদানের সামর্থ তাঁর আর কিছুমাত্র নেই। অতএব নিবেদন, এ বছরের রাজস্ব মওকুফ করা হোক।

রাণী ভবানীর আবেদনে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল রাজশাহীর (নাটোরের) সুপারভাইজারকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিলো।

প্রতিবেদনে নাটোরের সুপারভাইজার কাউন্সিলকে জানালো, ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা। রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে রাণীর এটা চাতুরী। তাঁর কোন কাচারীবাড়ীই লুট হয়নি। কোন রাজস্বও প্রেরিত হয়নি এবং তা কোথাও কেউ ছিনিয়েও নেয়নি। ব্যাপকভাবে তদন্ত করে দেখে এসবের পক্ষে লেশমাত্র তথ্য পাওয়া যায়নি।

সেইসাথে সেই সুপাইভাইজার আরো জানালো— 'আমার জানামতে মজনু শাহ ও তার ফকিরদল দান হিসেবে স্বেচ্ছা প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া, অর্থাৎ যে যা ইচ্ছে করে দেয় তাই গ্রহণ করা ছাড়া জোর করে কারো অর্থ ছিনিয়ে নেয় না বা জনগণের উপর কোনরকম জোর-জুলুম করে না। বরং জনগণের প্রতি কোন

বইঘর.কম ও রোকন

অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ না করার জন্যেই ফকিরনেতার কঠোর নির্দেশ আছে তার ফকির দলের উপর। গভীরভাবে তদন্ত করে এসব তথ্য জেনেই এযাবত কোন কঠোর পদক্ষেপ আমি তাদের বিরুদ্ধে নেইনি। তবে এ কথা সত্য যে, অত্যাচারী জমিদার, ইজারাদার ও আমাদের অসৎ আমলা-কুঠিয়ালদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক এবং এখানে তারা আপোষহীন। এ ছাড়াও সার্বিকভাবে তারা আমাদের প্রতি বিরূপ।'

সুপারভাইজারের এই প্রতিবেদন পাওয়ার পর মুর্শিদাবাদের রাজস্ব কাউন্সিল রাণী ভবানীর আবেদন ন্যাক্কারজনকভাবে অগ্রাহ্য করলো এবং ধমকের মুখে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করলো।

আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে, এতদসত্ত্বেও ইংরেজ প্রীতিতে রাণীর আদৌ ভাটা নেমে এলো না। আর না হোক, ফকিরদের এই আন্দোলন দমনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি ইংরেজদের সহায়তা করে যেতে লাগলেন। পুনঃ পুনঃ ফকিরদের সাথে সংঘর্ষে আসতে লাগলেন।

সে কথা পরে। সন্ধান মোতাবেক ইংরেজ সরকার চারদিক থেকে সৈন্য পাঠিয়ে ফকিরদের ঘিরে ধরার চেষ্টা করলো।

এ সংবাদ ফকিরনেতা যথা সময়েই সংগ্রহ করলেন। মজনু শাহর সাথে তখন দুইহাজার ফকির সৈন্য ছিল। কিন্তু চারদিক থেকে ধেয়ে আসা ইংরেজদের সৈন্য ছিল দেশী-বিদেশী মিলে অনেক গুণে অধিক। একেবারেই অসম শক্তি নিয়ে মজনু শাহ সম্মুখ লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে গেলেন না। তাঁর সঙ্গীদের তিনি তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের মধ্যে মিশে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পথে সবাইকে মস্তানগড়ে গিয়ে সমবেত হওয়ার কথা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফকির বাহিনী হাওয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাণী ভবানী ও অন্যান্যদের নির্দিষ্ট করে দেয়া স্থানে কোম্পানীর ফৌজ চারদিক থেকে মার মার রবে এসে দেখলো, কিছু ছুঁচো অর উদ্‌বিড়াল সেখানে লেজ উঁচিয়ে বেড়াচ্ছে, ফকিরদের নাম-গন্ধও নেই।

নাটোর তথা রাজশাহীর তামাম এলাকায় ফকির খুঁজে খুঁজে ইংরেজ কোম্পানীর সেপাই-সেনারা খাবি খেতে লাগলো। অবশেষে নেতিয়ে পড়ে তারা যখন হাল ছেড়ে দিলো, মজনু শাহ তখন তাঁর তামাম জোয়ান একত্র করে নিয়ে মস্তানগড়ের অরণ্যঘেরা ডেরায় গাঁট হয়ে বসে আছেন।

বইঘর.কম ও রোকন

৫

ঃ **বি**নি পয়সায় দুধ দিবিনে শালা ? ফাদার ফাদার করবি আর দিবি। এই, তোমরা নিয়ে এসো গরুটা।

ঃ দেবো বাবা, দেবো। আধাসের করে দেবো ! আমার গাইটা নিয়ে যাবেন না বাবা!

ঃ ফের বাবা ! ফাদার বল্ শালা, ইংলিশ ফাদার বল্।

ঃ কি বলবো বাবা ?

ঃ ইংলিশ ফাদার-মানে ইংরেজ বাবা বল্ শালা। মানীলোকের মানটা দিতেও ইচ্ছে হয় না ?

ঃ ইংরেজ বাবা ! সে কি বাবা, তা বলবো কেন ? আপনি তে---।

ঃ তবেরে শালা ! ভাগ্।

ঃ দোহাই ইংরেজ বাবা ! আমার কসুর হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন। আমার গাইটা নিয়ে যাবেন না ইংরেজ বাবা। আর কোনদিন দুধের দাম চাইবো না।

ঃ চাইবি না তো চাইতে গেলি কেন্‌রে হারামাজাদা ? খোদ ইংলিশম্যান, মানে রাজার লোকের সাথে বেয়াদবী ? আয়, তোর গাইটাও কাচারীতে বাঁধবো, তোকেও কাচারীতে বাঁধবো। মরদ চিনিস্‌নে ব্যাটা ? ধরতে গেলে একজন ইংলিশম্যান, মানে ইংরেজ তোর দুধ খায়, আর তুই তার দাম চাস্ ?

ঃ না বাবা, আমি তো কোন ইংরেজের মকানে দুধ দেইনে। আপনার মকানে দেই। আপনি আমার গাঁয়ের মানুষ, গাঁয়ের ছেলে---।

ঃ চুপ শালা ! ফের বেয়াদবী ? আমি লোকটা কে ? প্রায় কি একজন ইংরেজ নই ? খাস ইংরেজ সরকারের নকরী করি। ইংলিশম্যানেরা আমার পিঠ চাপড়ায়। আর বাকী থাকলো কি ? এখনও আমি তোদের মতো ঐ ফাল্‌তু বাঙ্গালী আছি নাকি ? একদম সাহেব মানুষ। জেনেও শালা না জানার ভান করিস্ ?

ঃ দোহাই হুজুর !

ঃ ইংরেজ সাহেবকে দুধ দিয়ে ফের দাম চাইবি দুধের ? তোর এত বাড় বেড়েছে ? তোর বাড়টা এবার কোথায় থাকে দেখি। এই, তোমরা সব হা করে কি দেখছো ? টেনে আনো গাইটা।

ঃ মরে যাবো বাবা। এই গাইটাই আমার সম্বল। বালবাচ্চা নিয়ে আমি না খেয়ে মরে যাবো। আপনার পায়ে পড়ি বাবা !

ঃ ভাগ্ শালা ! মানুষ চিনিস্‌নে।

নূরপুরের উত্তর পাড়ায় এসে ইমাম শাহ তাঁর কয়েকজন দলের লোককে পথে পেলেন। একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাথে গল্প করতেই তাঁর একদম পেছনে ছোট্ট এক বাঁশের ঝাড়ের ওপারে খুব একটা চোটপাট্ শুনতে পেলেন। দলের লোকদের ওখানেই দাঁড়াতে বলে তিনি সামনে এগিয়ে এলেন আর এই ঘটনা দেখতে পেলেন।

একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, বাঙ্গালী পোষাকের উপর সাহেবী টুপী পরা এক ব্যক্তি এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম দিচ্ছে আর তিন/চার জন পেয়াদা গোছের লোক এক গরীব লোকের বাড়ী থেকে একটা গাই গরু টেনে বের করছে।

গরীব লোকটা বারবার গিয়ে হুকুমদাতা বাঙ্গালী সাহেবটার পায়ের উপর পড়ছে আর গরুটা না নিয়ে যাওয়ার জন্যে আকুতি-মিনতি করছে। কিন্তু হুকুমদাতা সাহেবটি তা কানেই তুলছে না, নিজেকে সে ইংরেজ সাহেব বলে জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। গাভীওয়ালার বাহির আঙ্গিনায় ঘটনা। তার বউ-বাচ্চারা দেউটিতে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে কাঁদছে।

সাহেবটার হুকুমে পেয়াদারা গাভী নিয়ে বাহির আঙ্গিনা পেরিয়ে আসতেই ইমাম শাহ এসে তাদের মুখোমুখী দাঁড়ালেন এবং বললেন— 'আরে এই যে, দাঁড়াও-দাঁড়াও। ব্যাপারটা কি বলো তো ? তোমরা এই গাভীটা নিয়ে যাচ্ছো কেন ?'

পেয়াদাদের মধ্যে সমের আলী পেয়াদা খুব তোড়ের পেয়াদা। সে সগর্বে বললো— 'আমাদের সাহেবের হুকুম হয়েছে, তাই নিয়ে যাচ্ছি। সাহেবের হুকুম বলে কথা !'

ইমাম শাহ ফের প্রশ্ন করলেন— 'সাহেব মানে ?'

সমের আলী বললো— 'দেখতে পাচ্ছেন না, সামনেই এক জাজ্জিল্যমান সাহেব লোক দাঁড়িয়ে ?'

ঃ কে উনি ?

ঃ কে মানে ? জবরদস্ত মানুষ। গঞ্জের কাচারীর, মানে খাজনা আদায়ের দপ্তরের উনি তিন নম্বর গোমস্তা। খোদ ইংরেজ সাহেবেরা আমাদের এই সাহেবের সাথে হেসে কথা বলে। এবার বুঝুন ঠ্যালা !

ঃ ইংরেজ সাহেবেরা ! ঐ কাচারীতে ইংরেজ সাহেব থাকে ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কাচারীতে থাকবে কেন ? গঞ্জের ঘাটের উপর ইংরেজ সাহেবদের একটা গুদাম ঘর আছে। হাটের দিনে ইংরেজ সাহেবেরা এসে মালপত্তর কেনাবেচা করে। ঘাটে এলে ঐ সাহেবেরা আমাদের কাচারীতেও মাঝে মাঝে আসে। তখন আমাদের এই সাহেবকে তারা খুব খাতির করে।

ঃ ও আচ্ছা। এই গাভীটা তোমরা নিয়ে যাচ্ছো তাহলে ঐ সাহেবের হুকুমে ?

ঃ বিলক্ষণ। এই তো বুঝতে পেরেছেন। হাকিম নড়তে পারে, কিন্তু তাই বলে তো হুকুম নড়তে পারে না ?

ইমাম শাহর আগমনে গাভীওয়ালা এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিল। ইমাম শাহকে অবলম্বন করে এবার সে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো— 'রক্ষে করুন হুজুর, আমার বাল-বাচ্চাদের বাঁচান!'

বাঙ্গালী সাহেবটি এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের গুণগান, অর্থাৎ নাম জাহিরী গর্বভরে শুনছিলো। এবার সে হাঁক দিয়ে বললো— 'কি হলো সমের আলী, তোমরা দাঁড়িয়ে গেলে কেন ?'

সমের আলী বললো— 'এই যে হুজুর, এই লোকটা কথা বলছে।'

ইমাম শাহ কি বলছেন, বাঙ্গালী সাহেবটি পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সবই শুনছে। তবু নিজের দাম বাড়ানোর জন্যে সে ভারিক্কী চালে বললো— 'কি কয় ?'

সমের আলী বললো—'গরুটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি কেন, সেই কথা জানতে চায়।'

গরম চোখে চেয়ে সাহেবটি বললো— 'সে কৈফিয়ত কি ঐ একটা পথের লোককে দিতে হবে ? গরু নিয়ে চলে এসো।'

দম্ভভরে সাহেব এবার সামনের দিকে অগ্রসর হলো। পেয়াদারা গাভীটাকে তাড়া দিয়ে টানতে লাগলো।

গাভীওয়ালা বেচারাটা আবার ডুকরে উঠলো।

ইমাম শাহর সামনে দিয়েই পথ। সাহেব তাঁর পাশ কেটে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ইমাম শাহ তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন এবং সাহেবকে প্রশ্ন করলেন— 'দাঁড়ান। গরুটা কি আপনি জোর করেই নিয়ে যাবেন ?'

জবাবে সাহেবটি সদম্ভে বললো— 'অবশ্যই। আমি কি কাউকে পরোয়া করি?'

ঃ তা না করেন ভাল। কিন্তু নিয়ে যাচ্ছেন কেন সে কথা তো বলবেন ?

ঃ কেন, বলবো কেন ?

ঃ বাহ, একজনের গরু আপনি জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন, আর কেন নিয়ে যাচ্ছেন তা কেউ জানতে চাইলে বলবেন না ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমার ইচ্ছে না হলে তা বলবো না। তাতে কি হবে ?

ঃ হতে তো অনেক কিছুই পারে। লোকজন ক্ষেপে গিয়ে আপনার উপর চড়াও হতেও পারে।

ঃ বিনে কারণেই ?

ঃ বিনে কারণে আপনি যদি একজনের একটা জলজ্যান্ত গরু টেনে নিতে পারেন, জনগণ আপনাকে তুলে নিয়ে না গেলেও, ইদং মিদং দু'চার ঘা দিতেও পারে।

কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়ে সাহেব এবার বললো— 'দু'চার ঘা দেবে মানে ? আমি কি বিনে কারণে গরু নিয়ে যাচ্ছি ? এর পেছনে কারণ আছে যথেষ্ট।'

ঃ সেই কারণটাই তো জানতে চাচ্ছি আমি।

ঃ এই ব্যাটার এত বড় সাহস যে, আমার কাছে সে দুধের দাম চাইতে আসে !

ঃ দাম চায় কেন ? আপনি কি ওর গরুর দুধ খেয়েছেন ?

ঃ আলবত খেয়েছি। ব্যাটা আজ এই কেচাল না করলে খেতেই থাকতাম দিনের পর দিন।

ঃ সে কি! দুধ খেযে দুধের দাম দেবেন না কেন আপনি ?

এই সময় দুধওয়ালা অর্থাৎ গাভীওয়ালা বলে উঠলো— 'হুজুর, আমার জোত-ভুঁই কিছুই নেই। এই গাভীটার দুধটুকু বেচে যা পয়সা-কড়ি পাই, তাই দিয়ে বালবাচ্চা সহকারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। অসুখের কারণে মজুর খাটতেও যেতে পারিনে বেশ কিছুদিন হলো। অবস্থা এমন না হলে দাম আমি চাইতাম না।'

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটি রোষভরে বললো— 'চাইবি ক্যান্‌রে উল্লুক ! আমি যে তোর দুধ দয়া করে খাই, এই তো তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। এর উপর আবার দাম চাইতে আসিস্‌ ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'ও, আপনি তাহলে ওর দুধ দয়া করে খান ?'

ঃ আলবত। আমার মতো লোক যে ওর দুধ খায়, এর জন্যেই তো ওর ধন্য হওয়া উচিত।

ঃ তাই নাকি? আপনার মতো লোক মানে ? কেমন লোক আপনি ? কে আর কি করেন ?

নিজেকে জাহির করার মওকা পেয়ে বাঙ্গালী সাহেবটি ফুলে উঠে বললো— 'আমি এদেশের রাজার লোক। রাজার নকরী করি। বলতে পারেন, আমিও একজন ইংলিশম্যান।'

ঃ মানে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জরুর। এখানে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

ঃ তাজ্জব ! আপনার বাড়ী কি বিলেতে ? মকান কোথায় আপনার ? কোন্ দেশে ?

ঃ কোন্ দেশে মানে ? এই দেশে আর এই গাঁয়ে। এই নূরপুরে।

ঃ কি সাংঘাতিক ! এই নূরপুরের লোক হয়ে আপনি একজন ইংরেজ ?

ঃ হবো না কেন ? খোদ ইংলন্ডের লোকেরা খাতির করে আমাকে। ইজ্জত দেয়। হরওয়াক্ত আমি তাদের আশেপাশেই থাকি। একজন ইংরেজ ছাড়া আমি আবার কি ? অথচ এই ব্যাটা এক দুধওয়ালা দুধ দিয়ে আমার মতো লোকের কাছে দুধের দাম চাইতে আসে ! স্পর্ধা কত ?

ঃ এ্যাঁ ! হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাহলে তো বড় অন্যায়।

ঃ অন্যায় নয়, বলুন ?

ঃ অবশ্যই - অবশ্যই। বড়ই অন্যায়।

ঃ বুঝুন এবার। আপনি একজন বাইরের লোক। নিরপেক্ষ মানুষ। আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, সে কতবড় বেয়াদবী আমার সাথে করেছে ? প্রজা হয়ে খোদ রাজার লেজে হাত ?

ঃ বটেই তো- বটেই তো ! চরম গোস্তাকী।

গাভীওয়ালা ভড়কে গিয়ে অসহায় কণ্ঠে বলে উঠলো— 'হায় আল্লাহ ! আপনিও তাহলে এই জুলুমের পক্ষে হুজুর ?'

গাভীওয়ালাকে মৃদু একটা ধমক দিয়ে ইমাম শাহ বললেন— 'আরে তুমি থামো। খোদ রাজার কথার মধ্যে তুমি আসো কেন ? আমাকে বলতে দাও।'

এরপর ইমাম শাহ সাহেবটিকে প্রশ্ন করলেন— 'তা জনাবের নামটা কি ?'

আর একদফা ফুলে উঠে বাঙ্গালী সাহেব বললো— 'চন্ডালী ডাউন।'

থতমত খেয়ে ইমাম শাহ বললেন— 'না, মানে আমি জনাবের নামটা জিজ্ঞাসা করছি। কোন চন্ডালের কথা জানতে চাচ্ছিনে।'

ঃ আমার নামটাই তো বলছি। আমার নাম মিঃ চন্ডালী ডাউন।

ঃ সে কি ! এটা আপনার নাম ?

ঃ হ্যাঁ। আমার ইংলিশ নাম। খোদ ইংলিশম্যানেরা আমাকে এই নামে ডাকেন। শুধু ডাকেনই নয়, খুবই আদর করে ডাকেন।

ঃ ও আচ্ছা। তা আপনার কোন বাঙ্গালী নাম নেই ? এখানে যখন বাড়ী আছে---।

চন্ডালী ডাউন অবজ্ঞাভরে বললো— 'তা একটা আছে। কিন্তু ও নামটা আর তেমন আমি পছন্দ করিনে।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সে নামটা কি ?

ঃ চান্দ আলী দেওয়ান।

ঃ চান্দ্ আলী দেওয়ান ?

ঃ জ্বি, একটা যাচ্ছেতাই নাম।

ইমাম শাহ সবিস্ময়ে বললেন— 'কেয়া গজব ! একদম কোদাল ছাঁট ! চান্দ্ আলী দেওয়ান থেকে এক লাফে চন্ডালী ডাউন ?'

ঃ মিঃ চন্ডালী ডাউন। হুঁ-হুঁ বাবা। খোদ সাহেবের মুখের ডাক। এর কাছে ঐ মিস্কীন মার্কা বাঙ্গালী নাম চান্দ আলী দেওয়ান কোন নাম নাকি ? বাইরের লোকের কাছে এ নামটা বলিইনে আমি এখন। ইজ্জতে বড়ই লাগে।

ঃ বেশ-বেশ। চান্দ্ আলী হয়ে থাকার দরকার নেই। আপনি ঐ চন্ডালী হয়েই থাকুন। তা এই নূরপুরে জনাবের বাড়ীটা কোনদিকে ?

ঃ এই তো এই পাড়াতেই। এই কয়েকটা বাড়ীর পরেই।

ঃ বলেন কি ! এই একই পাড়ার লোক হয়ে আপনি পাড়ার লোকের সাথে এই আচরণ করছেন ? গরুটা নিয়ে গিয়ে আপনি কি করবেন ?

ঃ কাচারীতে নিয়ে গিয়ে নিলামে বেচে দেবো। টাকাটা সরকারী খাতে জমা দিয়ে দুধের দাম চাইতে আসার সাধ একদম মিটিয়ে দেবো।

ঃ এরপর এদের খাবার দেবে কে ? আপনি দেবেন ?

ঃ কেন, আমি দেবো কেন ?

ঃ না দিলে এরা খাবে কি? এই গাভীটা ছাড়া এদের তো শুনছি আর কোন সম্বল নেই। ওরা যে তাহলে না খেয়ে মারা যাবে !

ঃ মরুক তাতে আমার কি ?

ঃ আরে, আপনার পাড়ার লোক মারা গেলে আপনার দীলে লাগবে না ?

ঃ লাগবে কেন ? ওরা কি ইংরেজ সাহেব ? এদের মতো নাদান বাঙ্গালী মরলে আমার দীলে লাগবে কেন ? যদি কোন ইংরেজ সাহেব মারা যায় তখনই তা একমাত্র দীলে লাগার ব্যাপার আমার। আমার রাজার জাত মারা গেলে দীলে তো আমার লাগবেই। এদের নিয়ে দীলে লাগার কি আছে ?

ঃ কিছু নেই-কিছু নেই। এদের কোন কিছুর মধ্যে থাকাও আপনার মতো লোকের শোভা পায় না। আপনি বাড়ী যান।

ঃ বাড়ী যাবো মানে ?

ঃ গাভীটা রেখে বাড়ী যান আর দুধের দামটা হিসাব করে নিয়ে এসে দিয়ে যান।

ঃ তার মানে ? আপনি কি বলতে চান ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ বলতে চাই, দেশটা ইংরেজেরা নিয়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও এটা পুরোপুরি মগের মুল্লুক হয়ে উঠতে পারেনি। কিছু শক্ত কীল এখনও চারদিকে ঘুরছে। দুধ খাবেন তার দাম দেবেন না, দাম চাইতে গেলে গাভীটাই ধরে নিতে আসবেন, এত আহ্লাদ এ মুলুকে চলবে না।

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে চন্ডালী ডাউন বললো— 'কি, এতবড় কথা !'

ইমাম শাহ ঠাণ্ডাকণ্ঠে বললেন— 'আপনি বরং ঘরদোর তুলে নিয়ে আপনার ঐ বাপের দেশে চলে যান আর সেখানে এই নিয়ম চালু করুন গিয়ে।'

ঃ মুখ সামলে কথা বলুন। আপনার মতলব কি শুনি ?

ঃ মতলব আমার ঐ একটাই, গাভীটা রাখুন আর দুধের দাম নিয়ে আসুন।

ঃ আপনার হুকুমে ?

ঃ আমার হুকুমে না হোক, ইনসাফের হুকুম এটাই। এ হুকুম মানতে আপনি বাধ্য।

ঃ হুঁশিয়ার ! আমি হুকুম মানতে বাধ্য ? আমি রাজার লোক।

ইমাম শাহ এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন— 'আপনার রাজার বাবাও তাহলে আপনাকে হেফাজত করতে পারবে না। যদি ভালাই চান, সংশোধন হওয়ার একটা সুযোগ নিন।'

ক্রোধে ফেঁটে পড়ে চন্ডালী ডাউন বললো— 'তবেরে ! আমাকে ভয় দেখাতে এসেছো ? এই, তোমরা দেখছো কি ? গরুটা ছেড়ে দাও আর ঐ দড়ি দিয়ে এই ব্যাটাকে বাঁধো। ব্যাটার এতবড় সাহস খাতির করে দুটো কথা বললাম বলে আমমাকে হুমকি দেয়া শুরু করেছে ? বাঁধো শিগ্গির। একেই আগে কাচারীতে নিয়ে গিয়ে আচ্ছামতো বানাবো। এরপর গরুর কথা।' পেয়াদাদের হুকুম দিয়ে চন্ডালী ওরফে চান্দ্ আলী গোস্বায় হাত-পা ছুড়তে লাগলো।

সমের আলী অভিজ্ঞ পেয়াদা। চার-পাঁচজন লোকের সামনে এই একা একটা লোককে এমন হিম্মতের সাথে আর নির্ভিকভাবে কথা বলতে দেখেই সে বুঝেছিল, ব্যাপারটা গোলমেলে। নেহাতই পথের লোক এ নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে খুঁটি আছে মজবুত। চান্দ্ আলীর হুকুম শুনে সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

তা দেখে চন্ডালী ফের বললো— 'কি হলো ? এখনও তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বাঁধো ব্যাটাকে শক্ত করে।'

ঠিক এই সময় আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বাড়ীর রুস্তম আলী সেখানে ছুটে এসে বললো— 'আরে কে ? ফকির বাবা নন ? হ্যাঁ তাই তো। ফকির বাবাই তো ! আস্সালামু আলাইকুম। আপনি এখানে ! আপনি এখানে কোথায় ?'

বইঘর.কম ও রোকন

সঙ্গে সঙ্গে অনেকের কণ্ঠে অস্ফুট আওয়াজ উঠলো— 'এ্যা ! ফকির !'

রুস্তম আলীর সালামের জবাব দিয়ে ইমাম শাহ মৃদু হেসে বললেন— 'এই আপনাদের ওদিকেই আসছি চাচা।'

রুস্তম আলী বললো— 'এই যে এখানে, এই বাঁশের ঝাড়ের ওপারে আরো কয়েকজন বিদেশী লোক দেখলাম, ওঁরা কারা ?'

ঃ আমাদেরই লোক।

ঃ ওঁরাও ফকির ? মানে আপনাদের দলের লোক ?

ঃ হ্যাঁ, আমাদেরই লোক। আমিই ওঁদের ওখানে দাঁড় করে রেখে এসেছি।

এদিকে ইতিমধ্যেই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। ফকিরদের দলের লোক এ কথা কানে পড়তেই চন্ডালীর চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে কাঁপতে শুরু করলো।

সমের আলী পেয়াদা আর্তনাদ করে বলে উঠলো— 'ওরে বাবারে ! আমরা ফকিরের হাতে পড়েছি। মজনু শাহর দস্যুদের হাতে পড়েছি ! আর বাঁচা নাই!'

সমের আলী লাফিয়ে উঠে পড়িমড়ি দৌড় দিলো। তা দেখে অন্যান্য পেয়াদারাও দৌড় দিয়ে পালালো।

চন্ডালী পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতেই ইমাম শাহ তার সামনে গিয়ে বললেন— 'কি ব্যাপার ! আপনারা নাকি রাজার লোক ! ফকিরের নাম শুনে হঠাৎ এমন ঘাব্ড়ে গেলেন কেন ?'

পালাতে না পেরে চান্দ আলী মানে চন্ডালী কাঁপতে কাঁপতে বললো— 'দোহাই হুজুর, আমার কসুর হয়েছে। আপনি মজনু বাবার লোক তা জানতাম না হুজুর। আমাকে মাফ করে দিন-ক্ষমা করে দিন ! আমি ওয়াদা করছি, এর গরু আর আমি কখনই নিতে আসবো না, দুধের দামটাও হিসেব করে আজই পাঠিয়ে দেবো। আমাকে যেতে দিন হুজুর।'

ঃ আহ্হা ! কে বললে আমি মজনু বাবার দলের ডাকাত-দস্যু লোক ? আমি একজন আধ্যাত্মিক মানে ভিক্ষে করা ফকির।

ঃ এ্যাঁ, কি বললেন ?

ঃ আমি ভিক্ষে করতে করতে এই গাঁয়ে এসেছি।

ঃ সে কি ! তবে যে ঐ রুস্তম আলী বললো, আপনার পেছনে ওখানে আরো ফকির আছে। অনেকগুলো ?

ঃ ওরাও ভিক্ষে করা ফকির।

রুস্তম আলী ব্যস্ত হয়ে উঠতেই ইমাম শাহ তাকে চোখ-ইশারায় থামিয়ে দিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

চন্ডালরি মুখে আবার রক্ত ফিরে এলো। বিক্রমও ফিরে এলো সাথে সাথেই। সে বললো— 'তার মানে ! সবাই তাহলে ভিক্ষে করা ফকির ? ভিক্ষে করা ফকির হয়ে ভয় পাইয়ে দিলে আমাদের ?'

ঃ ভয় পেলেন ?

চন্ডালী আবার ধমক দিয়ে বললো— 'থামো। একটা ভিক্ষে করা ফকির হয়ে এত তেজ তোমার ? ঠিক আছে। তোমাকে আমি এখনই দেখে নিচ্ছি। আমার সাথে ভাঁওতাবাজী ?'

ঃ না, একেবারে ভাঁওতাবাজীও নয়। আমরাও ফকির, মজনু শাহর লোকেরাও ফকির। আমাদের মধ্যে বেশ একটা দোস্তীও আছে। বিশেষ করে আমার সাথে খুব খাতির। কারো জুলুমই ওঁরা বরদাস্ত করেন না। আপনার এই জুলুমের কথাটা আমি তাঁদের কানে দিলে আর রেহাই নেই। রাতারাতি আপনাকে গায়েব করে ফেলবে।

আবার চমকে উঠে চন্ডালী বললো— 'এ্যাঁ, ওরে বাপ্‌রে। সে কি ! তা মানে-না বাবা, আমার মাথার ঠিক নেই। এই দেখুন, হঠাৎ আবার আপনার সাথে বেয়াদবী করে ফেললাম। আমার মাথার মধ্যে গোলামল দেখা দিয়েছে হুজুর। আমাকে মাফ করে দিন। আপনি ভিক্ষে করা ফকিরই হোন আর যে ফকিরই হোন, আমার ওয়াদা ওয়াদাই হুজুর। গরু তো নেবোই না, দুধের দামও গিয়েই পাঠিয়ে দেবো। মজনু শাহর ফকিরদের নজর যেন আমার উপর না পড়ে হুজুর। মেহেরবানী করে আমার এই অনুরোধটা রাখবেন। দোহাই আপনার।'

ঃ বটে !

ঃ আমি এখন যাই হুজুর। আর কখনও আপনার সাথে বেয়াদবী করবো না। এই নাকে মাটি দিচ্ছি।

চন্ডালী ডাউন মাটি হাতড়াতে গেল।

ইমাম শাহ মৃদু হেসে বললেন— 'ফকিরদের আপনি এত ভয় করেন ?'

ঃ ভিক্ষে করা ফকিরদের নয় হুজুর। ঐ মজনু শাহর ফকিরের ভয়ে রাতে আমি ঘুমুতে পারিনে। গঞ্জের লোকেরা বলাবলি করে, যেকোনদিন ঐ ফকিরেরা এসে আমাদের কাচারীবাড়ী আর ইংরেজদের ঐ গুদাম পুরিয়ে দিতে পারে। সাথে সাথে আমাদেরও লোপাট করতে পারে। একদম গুম্‌ !

ঃ তাই ?

ঃ সাক্ষাৎ আজরাইল। ওরা করতে পারে না এমন কাজ নেই। আমার ইংলিশ হুজুরেরাও ওদের ভয়ে থর থর করে কাঁপে। এদেশে তো আর রাজাদের

বইঘর.কম ও রোকন

আর কাউকে ভয় নেই, ভয় বলতে বড় ভয় ঐ ফকির। ঐ জঙ্গী ফকিরেরাই এখন আমার রাজাদের বিস্তর নাকানী-চুবানী খাওয়াচ্ছে।

ঃ কার কাছে শুনলেন এসব ?

ঃ শুনবো কেন হুজুর ? আমি নিজেই যে জানি ! ইজারাদারদের কাচারী আর সাহেবদের কুঠি ওরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

ঃ সত্যি ?

চন্ডালী ডাউন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো— 'ঐ ডাকাত ফকিরদের জন্যেই আমার দুলাহ্‌ভাইটা আজ খোঁড়া হুজুর। একদম অচল। তার একখানা পা একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

ঃ কে গুঁড়ো করলো ? ফকিরেরা ?

ঃ না, ইংরেজ সেনাপতি। ঐ ডাকাতেরা আমাদের মোমিনপুর কাচারীবাড়ী পুড়িয়ে দিলো আর কয়েকজন ইংরেজ সেপাই খতম করলো। আমার দুলাহ্‌ভাই ঐ কাচারীর একজন কর্মচারী। এসব সর্বনাশ কারা করলো তা দেখিয়ে দিতে না পারায় ইংরেজ সেনাপতি টেইলর আমার দুলাহভাইয়ের একখান ঠ্যাঙ গোটাই ছাতু করে দিলো। এই তো খুবই অল্পদিনের ঘটনা।

ইমাম শাহর চোখের সামনে শাঁ করে এ দৃশ্য ভেসে উঠলো। মানে ঐ কাচারীবাড়ীতে আগুন দেয়ার দৃশ্য। টেইলরের সেপাইদের সাথে লড়াই করার পর সেবার নেওয়াজী শাহ ও তিনি যে কাচারীবাড়ীতে আগুন দিলেন, সেইটেই মোমিনপুরের কাচারীবাড়ী।

ইমাম শাহ হেসে বললেন— 'তাই ? তা কাচারী পুড়ালো ফকিরেরা। আপনারা রাজার লোক। অথচ রাজারাই ঠ্যাঙ ভাঙলো আপনাদের-মানে আপনার দুলাহভাইয়ের ?'

চন্ডালী তবুও ইংরেজদের সমর্থন করে বললো— 'তাঁরা রাজার জাত। তা তাঁরা ভাঙতেই পারেন। কিন্তু ঐ ব্যাটা ফকিরেরা কাচারীতে আগুন যদি না দিতো, তাহলে আর আমার দুলাহভাইয়ের এই হাল হয় না। ঐ একটাই আমার দুলাহভাই। তার জন্যেই আমি আমাদের গঞ্জের কাচারীতে এই নকরীটা পেয়েছিলাম। সেই দুলাহভাইয়ের ঠ্যাঙখানাই গুঁড়া হয়ে গেল। ব্যাটা ফকিরেরা মানুষ নয়। পিশাচ !

এই সময় দাঁড় করিয়ে রেখে আসা ইমাম শাহর সেই দলের লোকেরা সেখানে এসে হাজির হলেন এবং ইমাম শাহকে বললেন— 'কই জনাব, কাকে নিয়ে এতক্ষণ আটকে আছেন এখানে ?'

বইঘর.কম ও রোকন

তাঁদের দেখে রুস্তম আলীও সঙ্গে সঙ্গেই ইমাম শাহকে বললো— 'এই যে, আপনার সেই ফকিরের দল এসে গেছে ফকির বাবা।'

বাঘ দেখারও অধিক আঁতকে উঠে 'ও-রে বা-বা, এত ফকির' বলে চন্ডালী ডাউন দৌড়ে গিয়ে গাভীওয়ালার পগারের নীচে লাফিয়ে পড়লো এবং ঝোপ-ঝাড় ভেঙ্গে আতংকের উপর পালিয়ে গেল।

রুস্তম আলী হেসে উঠলো।

আগন্তুক ফকিরেরা তাজ্জব হয়ে বললেন— 'ব্যাপার কি !'

ইমাম শাহ মুচকি হেসে বললেন— 'চলুন, ফাঁকে গিয়ে বলছি সব। রুস্তম চাচা, আপনিও সাথে আসুন।'

যাওয়ার আগে ইমাম শাহ গাভীওয়ালাকে বললেন— 'আর আপনার ভয় নেই। গাভীটা নিয়ে গিয়ে বাঁধুন। ও বদমায়েশ আর জীবনেও আপনার উপর জুলুম করার সাহস পাবে না।'

অতঃপর চন্ডালীর ব্যাপার নিয়ে গল্পে গল্পে সবাই এসে পথের উপর দাঁড়ালেন।

www.boighar.com

পথে এসে ইমাম শাহ আগন্তুক ফকিরদের বললেন— 'বড় হুজুর আমাদের সমস্ত জোয়ানদের মস্তানগড়ে এসে জড়ো হওয়ার এলান দিয়েছেন। খবর পেয়ে প্রায় সকলেই এসে গেছেন। আপনারাই খানিকটা দেরী করে আসছেন।'

ফকিরদের একজন বললেন— 'আমাদের কাছে হুজুরের এলানটা বড় দেরীতে গিয়ে পৌঁছলো। ঐ এলান পেয়েই আমরা এখন মস্তানগড়ে যাচ্ছি।'

ইমাম শাহ বললেন— 'যান। আমার একটু এদিকে কাজ আছে। কাজ সেরেই আমিও ওখানে আসছি। ওখানেই আবার মোলাকাত হবে ইনশা'আল্লাহ।'

সালাম বিনিময় অন্তে আগন্তুক ফকিরেরা মস্তানগড়ের পথ ধরলেন।

ইমাম শাহ রুস্তম আলীকে বললেন— 'চলুন চাচা, আমি আপনাদের ওখানে যাবো বলেই বেরিয়েছি। এবার যাই চলুন।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে রুস্তম আলী বললো— 'এ্যাঁ! তাই-নাকি ? আরে আসুন-আসুন!'

পথ চলতে চলতে রুস্তম আলী ইমাম শাহকে প্রশ্ন করলো— 'কেন বাপজান, আপনি আপনার আসল পরিচয় চেপে গেলেন ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'চেপে গেলাম মানে ?'

রুস্তম আলী বললো— 'আপনি জঙ্গী ফকির নন, ভিক্ষে করা ফকির-একথা চন্ডালীকে বললেন কেন ? লোকটা যেমনই বেহুদা তেমনই শয়তান। কাচারীতে

বইঘর.কম ও রোকন

নকরী পাওয়ার পর থেকে গাঁ'টা গোটাই ঐ বেহুদাটা অস্থির করে রেখেছে। সবাইকে সে শাসায় আর হুমকি দিয়ে বেড়ায়। কাউকে পরোয়াই করে না। গাঁয়ের সবাই ওকে ভয় করে। ভয় করে চলে। ওকে ভয় দেখানোর মানুষও নেই সে দাঁও-মওকাও এ যাবত পাওয় যায়নি। কেবল এই আজকেই ব্যাটা কুড়ুক ফান্দে পড়েছিল। যাকে বলে যাঁতাকল। ওকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়ার আজকেই ছিল মওকা। আপনি কেন খামাখা ওকে খাতির করতে গেলেন ?'

ঃ কই, খাতির করতে গেলাম কোথায় ?

ঃ করলেনই তো। যদিও সে ভয় পেয়েছে জিয়াদাই, তবু শয়তানটার আরো বেশী শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

ঃ কি রকম ?

ঃ আপনি যদি সত্যি পরিচয় দিতেন, মানে আপনারা যে সত্যি সত্যিই মজনুবাবার জঙ্গী ফকির-এটা তাকে ভালভাবে বুঝতে দিতেন, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হতো। যে রকম ভীতু ওকে দেখলাম, আজ ওর কাপড়-চোপড়ই নষ্ট হয়ে যেতো। জিন্দেগীর চরম শিক্ষাটাই পেয়ে যেতো ইতরটা।

ইমাম শাহ হেসে বললেন— 'মুসিবত আছে চাচা, ঐ চন্ডালীকে কখনই তা জানতে দেয়া যাবে না। দেখলেনই তো কেমন বেলাজ আর বেশরম ? বেকায়দায় এরা পায়ে পড়ে, বেকায়দা কেটে গেলেই ঘাড়ের দিকে হাত বাড়ায়। আমি শাহ মজনু শাহর লোক, এটা সঠিকভাবে জানলেই ঐ শয়তানটা ইংরেজদের খবর দেবে। এতেকরে ইংরেজ সেপাই এসে আমাকে আর সেই সাথে আপনাদেরকে নিয়েও টানাটানি শুরু করবে।'

খেয়াল করে রুস্তম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'হ্যাঁ তাই তো ! তা পারেই তো !'

ঃ ফলে আপনাদের মকানে আমার আর আসাই চলবে না, ইংরেজদের পাইক-পেয়াদারা আপনাদেরও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

রুস্তম আলী আলী শংকিত কণ্ঠে বললো— 'কিন্তু যেটুকু সে জানলো, এতেই যদি ইংরেজদের খবর দেয় ?'

ঃ তা দেবে না। কারণ একেবারে নিশ্চিত না হলে এদেশের কোন দালাল কেউই সে খবর আর দেয়ার সাহস করবে না। অনুমানের উপর খবর দিয়ে সেপাই হয়রানী করার ফলে এরা এতই ঠ্যাঙ্গানী খেয়েছে যে, ওর ঐ দুলাইভাইয়ের মতোই সংবাদদাতাদের ঠ্যাঙগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে। আন্দাজের উপর এ কাজে আর এরা কেউ যাবে না।

ঃ তাই ? ঠিক হয়েছে-বেশ হয়েছে। তাহলে আর চিন্তা নেই। আসুন, এই যে আমরা প্রায় এসেই গেছি।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমা শাহ্ আর রুস্তম আলীকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের অপেক্ষাকৃত কম বয়সের নওকর সমেজ উদ্দীন সাজু দৌড়ের উপর বাড়ীর ভেতরে এলো এবং সামনে কাউকে না পেয়ে সবাইকে শুনিয়ে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো— 'ফকির এসেছে, ফকির-ফকির!'

আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব নিকটেই এক ঘরের মধ্যে ছিলেন। এই ফাল্‌তু চিৎকারের উপর তিনি কোন গুরুত্ব দিতে গেলেন না। পাকঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নূরবানু রাঁধুনী মেয়েটাকে কি যেন কি বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। সাজুর চিৎকার শুনে সে উড়োভাবে প্রশ্ন করলো— 'কি হয়েছে ?'

সাজু বললো— 'ফকির এসেছে, ফকির!'

নূরবানু রুষ্ট হলো। সকাল থেকে আজ ফকিরের ভিড় খুব বেড়ে গেছে। এই এখনই পর পর দুইজন ফকিরকের ভিক্ষে দিয়ে নূরবানু সবে এসে এই বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। আবার ফকিরের কথা শুনে সে বিরক্ত হয়ে বললো— 'বিদেয় করে দাও। মানুষের কি আর কোন কাজকাম নেই ? একের পর এক আসতেই থাকবে ফকির আর কাজকাম ফেলে কি সবাই ভিক্ষে দিয়েই বেড়াবে ?'

সাজু এ কথায় থতমত করে বললো— 'না মানে ফকিরটা---।'

নূরবানু বললো— 'ঐ যে ওখানে ঐ ঝুলানো ভাঁড়ে চাউল আছে। পারো, ওখান থেকে এক মুঠো নিয়ে গিয়ে দাও। না পারো বলো, ভিক্ষে হবে না।'

সাজু ভড়কে গিয়ে বললো— 'না-না, সে ফকির নয়। ভিক্ষে নেবে না।'

ঃ তো কি নেবে ?

ঃ আপনাকে। মানে আপনাকে সেবার সে ফকির এসে ডাকাডাকি করলো, সেই ফকির।

খেয়াল করতে না পেরে নূরবানু বললো— 'আমাকে ডাকাডাকি করলো !'

ঃ হ্যাঁ। ঐ যে ঐ কম বয়সের ফকির। সুন্দর স্বাস্থ্য, দপদপে গায়ের রং, মানে শাহজাদার মতো দেখতে।

আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। কিন্তু সাজুর বর্ণনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন— 'কে, ইমাম শাহ্ ?'

খেই পেয়ে সাজু সোল্লাসে বলে উঠলো— 'জ্বি-জ্বি, ঐ শাহ-ঐ শাহ!'

পরম আগ্রহভরে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'সে কি ! কই, কোথায় ?'

ঃ ঐ তো আমাদের বাহির বাড়ীতে এতক্ষণ এসে গেছে বোধ হয়।

ঃ আরে সে কি!

কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব ব্যস্তভাবে বাইরের দিকে ছুটলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

নূরবানুও তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় ছুটে এলো। তাঁরা এসে দেখলেন, রুস্তম আলীর সাথে ইমাম শাহ তখন বৈঠকখানার বারান্দার নীচে এসে গেছেন।

দেওয়ান সাহেব তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি। সত্যিই ইমাম শাহ না অন্য কেউ, এমনই এক সন্দেহ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ইমাম শাহকে সশরীরে সামনে দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন এবং মনে মনে বললেন— 'আলহামদুলিল্লাহ !'

দেওয়ান সাহেবকে দেখেই ইমাম শাহ সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন এবং তাজিমের সাথে সালাম দিলেন।

সালামের জবাব দিয়ে দেওয়ান সাহেব খোশকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন— 'হঠাৎ কোত্থেকে বাপজান ? কেমন আছো ? কোথায় ছিলে এতদিন ?'

ইমাম শাহ বিনম্রকণ্ঠে বললেন— 'আল্লাহর রহমে আছি ভালই। ছিলাম অনেক স্থানে আর অনেক দূরে-মানে সে অনেক কথা।'

ঃ ও, আচ্ছা-আচ্ছা। এসো আগে দহলীজে বসি, এরপর সব শুনছি।

ইমাম শাহকে নিয়ে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান এসে বৈঠকখানায় বসলেন।

নূরবানু বৈঠকখানা থেকে সরে এসে পাশের কক্ষের দরজার আড়ালে দাঁড়ালো।

দহলীজে এসে বসেই ইমাম শাহ বিনীত কণ্ঠে বললেন— 'আমি আপনাদের কাছে মাফ চাইতে এসেছি জনাব। আমার অতীত ধৃষ্টতার জন্যে আপনাদের সবার কাছে, বিশেষ করে আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। খাস্‌দীলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দেন— এই আমার আরজ।'

বিস্ময়াকুল চিত্তে আলেম সাহেব বললেন— 'ঠিক বুঝলাম না তো ! কিসের ক্ষমা ?'

ঃ আমি গতবারের কথা বলছি জনাব। গতবার এসে আমি আপনাদের যে সহানুভূতি আর স্নেহ-মমতা পেয়েছি, তাতে আপনাদের কাছে ঋণের আমার সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ এ জন্যে কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো করাই হলো না, তার উপর আপনাদের এযাজতটুকুও নিয়ে আমি যাইনি। অকৃতজ্ঞের মতো আপনার ও আরো অনেকের অজ্ঞাতেই আমি এখান থেকে চলে গেছি।

দেওয়ান সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন— 'ও, এই কথা ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'এটা কোন মামুলী কথা নয় জনাব। এমন ধৃষ্টতা একমাত্র নাফরমান লোকের পক্ষেই প্রদর্শন করা সম্ভব। এ কাজ স্বার্থপরদের

বইঘর.কম ও রোকন

কাজ। মেহেরবানী করে আমাকে সে নজরে নেবেন না, এই আমার একান্ত অনুরোধ। নেহায়েত নিরুপায় হয়েই---।'

ইমাম শাহকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। এরপর দেওয়ান সাহেব সস্নেহে বললেন— 'পাগল ছেলে। তোমার মতো ঈমানদার লোক নেহায়েত নিরুপায় না হলে যে ওভাবে যাবে না, ওটা আমি তখনই বুঝেছি। এছাড়া বুঝার মধ্যে যা কিছু ফাঁক-ফোকর ছিল নূরবানু সেগুলোও পূরণ করে দিয়েছে। আমার চিন্তার বিষয় এসব কিছু ছিল না। এ যাবত যে কথা ভেবে আমি পেরেশানীতে ছিলাম তা অন্য।'

ঃ জনাব !

ঃ এমনভাবে যাওয়ার পর আর তুমি একবার আসবে না, এটা কোন যুক্তির কথা নয়। কিন্তু সত্যি সত্যিই তুমি যখন আর এলে না তখন আমি---।

দেওয়ান সাহেব একটু দম নিতেই ইমাম শাহ সবিনয়ে বললেন— 'আমার উপর খুবই নাখোশ হয়েছিলেন। তা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু---।'

দেওয়ান সাহেব বিব্রতভাবে বললেন— 'নাখোশ ! নাখোশ হবো কেন ? আমি তখন ক্রমেই এই ভেবে মুষড়ে পড়তে লাগলাম যে, জরুর তোমার চরম কোন অঘটন ঘটেছে। লড়াইয়া লোক তোমরা। কয়েদ হওয়া, শহীদ হওয়া তোমাদের কাছে একেবারেই সাধারণ ব্যাপার। এখান থেকে গিয়েই তুমি কোন মুসিবতে পড়লে কি না, এই ভাবনায় সেই থেকেই আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। তোমার কথা মনে হলেই দীল আমার টনটন করে ওঠে।'

ইমাম শাহ নতমস্তকে বললেন— 'জনাবের এই স্নেহই আমাকে খুব কাবু করে ফেলেছে।'

ঃ স্নেহটা তো অমনি অমনি নয়? একে তুমি নিখাদ এক ঈমানদার নওজোয়ান, তার উপর দেশ ও জাতির এক পবিত্র খাদেম। একমাত্র পাষণ্ড ছাড়া তোমাদের মতো নওজোয়ানের ক্ষয়-ক্ষতিতে যেকোন লোক অন্তরে ব্যথা অনুভব করবেই। তা থাক সে কথা। তুমি এখন কোথায় আছো আর এতদিন কোথায় ছিলে ?

ঃ এখন আপাততঃ মস্তানগড়ে আছি আর সেখান থেকেই এখানে আসছি।

এরপর ইমাম শাহ মস্তানগড় থেকে মোরাং, মোরাং থেকে রাজশাহীর সদর এবং সবশেষে আবার তাঁর মস্তানগড় ফিরে আসার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

সব শুনে কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন— 'বলো কি ! তুমি ঐ সুদূর নেপালে গিয়েছিলে ?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি, নেপালের মোরাং দেশে। একটানা প্রায় গোটা বছরটাই ওখানে ছিলাম। এখান থেকে যেতেই মোরাং-এ যাওয়ার আদেশ হলো। তাই জনাবের এখানে আর আসার মওকা পেলাম না।

ঃ ও আচ্ছা। তা তোমাদের আর সকলের খবর কি ? সবাই তাঁরা ভাল আছেন তো ?

ঃ জ্বি। আল্লাহ্র রহমে এ পর্যন্ত সবাই সহিসালামতেই আছেন। কাজীপাড়ার ঐ দুর্ঘটনার পর দলের আর তেমন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্ !

দেয়ান সাহেব এরপর রুস্তম আলীকে ডেকে নিয়ে বললেন— 'এই বাপজানের নাস্তাপানির ব্যবস্থাটা সাজু দেখুক। চলো, আমরা একটু এই বিনগাঁয়ের হাট থেকে ঘুরে আসি। বাপজান কয়েকদিন আমাদের এখানে থাকবে। কিছু বাজার সওদা করে আনি, চলো।'

একথা শুনে ইমাম শাহ্ আপত্তি করতে যেতেই দেওয়ান সাহেব বললেন—'এতদিন পরে এসে আপত্তি করলে সেটা আর শুনবে কে বাপজান আজ রাতে তো বটেই, এরপরেও দু'একদিন তুমি এখানে থাকবে। আলাদা করে দাওয়াত করার জরুরত কিছু দেখিনে।'

ইমাম শাহ্ বললেন— 'না, সে কথা নয়। ওদিকে আমার---।'

দেওয়ান সাহেব কথার মাঝেই বললেন— 'যত কাজই থাকুক, একটা দিন তো থাকো। এর মধ্যে অবশ্য তোমার দল বা ডেরা আবার আক্রান্ত হলে বিদায়ের দুয়ার তোমার হরওয়াক্ত খোলা।'

রুস্তম আলীকে নিয়ে দেওয়ান সাহেব হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁরা বেরিয়ে গেলে নূরবানু দুইকক্ষের মাঝখানের দরজার আরো কাছে এসে বললো— 'আস্সালামু আলাইকুম। কামিয়াব তাহলে হলোই এবার ?'

ইমাম শাহ্ এ কণ্ঠ চিনতে পারলেন। তিনি হাসি মুখে বললেন— 'ওয়ালাইকুমুস সালাম। কামিয়াব হলাম মানে ?'

নূরবানু বললো— 'পরীক্ষায় মোটামুটি ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, আর না হোক, নানা ঝামেলার কারণে এবারও আপনি কথা রাখতে পারবেন না।'

ঃ আচ্ছা, এই কথা ?

ঃ যদিও খুব একটা জলদি জলদি আসেননি, তবু তো এলেন। এর মূল্য অনেক।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ নয় ? আবার হয়তো কোন মুলুকে চলে যাবেন, দুই-এক বছর দিশাই থাকবে না। আপনাদের নিয়ে কি কোন নিশ্চিত চিন্তা-ভাবনা করা যায় ?

ঃ তা অবশ্য ঠিক।

ঃ আবার যদি আসেন কখনো, তখনও এসে এইভাবেই বলবেন, এখানে গেলাম, ওখানে গেলাম। মানে লম্বা এক ফিরিস্তি।

ঃ কি করবো বলুন ? কাজটাই যে এই রকম আমাদের। প্রশ্ন করলে, এইসব কাহিনী ছাড়া আর কি বলবো ?

ঃ তা বলুন। তবে এসব কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে যে বুদ্ধি করে একটা কাহিনী চেপে গেলেন, আব্বাজানকে তা শুনালেন না, এজন্যে সত্যিই আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের হকদার।

আগ্রান্বিত হয়ে ইমাম শাহ প্রশ্ন করলেন— 'কোন্ কাহিনী ?'

ঃ ঐ যে ঐ হেকিম সাহেবের খুপরিঘরের কাহিনী। ছন বিরল এক ছনের বেড়ার এপারে আমি, ওপারে আপনি-এই কাহিনী।

ইমাম শাহ ফের হেসে বললেন— 'কি যে বলেন ! ঐ কাহিনী আবার কি বলবো ? ওরকমভাবে বহুজায়গায় হরদমই গা-ঢাকা দিতে হয় আমাদের। এত কথা বলতে গেলে কি কুল-কিনারা করা যায় !'

ঃ না বলে খুবই ভাল করেছেন। ঐ কাহিনী বললে আপনার হালত্ কি হতো জানিনে, আমার দুরবস্থার মাপ-পরিমাপ থাকতো না।

ঃ কেমন ?

ঃ কেমন আবার ? নামকা ওয়াস্তে মাঝখানে বেড়া একটা থাকলেও খুপ্‌রি ওটা একটাই। আমাদের চাকর-নফর, ভাইজান, সবাই তা জানেন। বেগানা এক আউরাতের খুপরির মধ্যে দুপুর রাতে গিয়ে আপনি ঢুকেছিলেন আর সারারাত সেই আউরাতের সাথে গল্প করে কাটিয়েছিলেন। ফলাও করে এ কাহিনী যদি আপনি সেই আউরাতেরই ওয়ালেদকে শোনাতেন, আপনার যা হয় হোক গে, গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া সেই আউরাতের আর করার কিছু থাকতো না।

ইমাম শাহ শরম পেয়ে বললেন— 'ছিঃ ! ওভাবে কি ও কথা বলা যায় ?'

ঃ তা অপনি বোঝেন ?

ঃ কেন বুঝবো না ? শরম কি কেবল আপনারই আছে ? আমার শরম নেই?

ঃ কি জানি ! যে আলাভোলা মানুষ আপনি ! কাকে আপনার ভাল লেগেছে, কাকে আপনার মনে ধরেছে, যে কেউ জানতে চাইলে আপনি যখন সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় তা বলে দিতে পারেন, তখন আর আপনাকে বিশ্বাস কি ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি না, সে কথা আর এ কথা এক কথা নয়। স্থান-কাল-পাত্র বলেও একটা কথা আছে।

ঃ বেশ-বেশ, সে জ্ঞান আপনার আছে, এটা একটা খুবই খোশখবর। নইলে ঐ হেকিমবাড়ীর, মানে বিমারীকে নিয়ে ঐ ---।

ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন— 'ওহ্ হো, এসব কথা রাখুন তো। আপনার সেই বিমারীর খবর কি, তাই বলুন। কথাটা এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করাই হয়নি। ঐ যে যাঁকে কুকুরে কামড়িয়েছিল, আপনার আব্বার সেই ফুফুর অবস্থা এখন কেমন ?'

নূরবানু কিছুটা ম্লানকণ্ঠে বললো— 'মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। কুকুরে কামড়ানোর উপসর্গটা একটু কমলেও, একদম বিছানার সাথে মিশে গেছেন। আর কোন আশা নেই।'

ঃ বলেন কি !

ঃ এখন যেকোন সময় জানটা বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষামাত্র।

ঃ ইশ্ ! তাহলে তো খুবই দুঃখজনক ব্যাপার !

সাজু এই সময় নূরবানুকে খুঁজতে খুঁজতে শোরগোল করে এই দিকে আসতে লাগলো। আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো— 'কে আপা, গেলেন কই? মেহমানকে নাস্তাপানি দিতে হবে, আম্মাজান আপনাকে একটু এদিকে ডাকছেন।'

দরজার আড়াল থেকে নূরবানু দ্রুতপদে সরে এলো।

ফাঁকে এসে বললো— 'দাঁড়াও, আসছি।'

রাতের আহার শেষ হলো। ফকির ইমাম শাহকে ঘিরে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বেঠকখানায় আস্তে আস্তে জমে উঠলো আসর। একজন/দুইজন করে পুরুষেরা বৈঠকখানায় আর বৈঠকখানার পাশের কক্ষে জেনানারা এসে জমায়েত হতে লাগলো। সকলেই ঘরের আর নিজেদের লোক। বাইরের কেউ নেই। কথা উঠলো ফকির মজনু শাহকে নিয়ে। কে তিনি আর কেন তিনি এই এতবড় ঝুঁকির মধ্যে এলেন, এই প্রসঙ্গ নিয়ে।

সকলের অনুরোধে মজনু শাহর জন্মস্থান ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে যা কিছু জানতেন, ইমাম শাহ্ তা বর্ণনা করে শুনালেন। এরপর বললেন ঃ

তিনি একজন আধ্যাত্মিক ফকির। আগে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে থাকতেন আর সঙ্গীসাথী ফকিরদের নিয়ে শাহ মাদারের দরগাহ এবং অলি-আউলিয়াদের কবরে কবরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা থাকতেন তাঁদের

বইঘর.কম ও রোকন

কাজে। পুণ্যকামী ব্যক্তিদের দান-অনুদান নিয়ে কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। অন্যের কাজে নাক গলাতে আসতেন না বা সমাজে কোন অশান্তি পয়দা করতেন না।

এর মধ্যে দেশে এলো ইংরেজদের আধিপত্য। মুসলমানদের দুর্দিনের সাথে শুরু হলো ফকিরদেরও দুর্দিন। অর্থনৈতিক অসুবিধের চেয়ে ইংরেজদের হস্ত এই আধ্যাত্মিক ফকিরদের অধিকতর বিব্রত করে তুললো। দেশের প্রভুত্ব হাত বদলের কালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিদারুণ অবনতি ঘটে। অসৎ ও দুর্বৃত্ত লোকেরা লুটতরাজকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। ক্ষমতা হাতে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে এই লুটতরাজের সম্মুখে পড়তে হয় এবং আত্মরক্ষা ও ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে এদের মোকাবেলায় আসতে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত দুর্বৃত্তদের সনাক্ত করতে না পেরে ইংরেজদের নজর পড়ে এই আধ্যাত্মিক ফকিরদলের উপর। দস্যু-তস্কর বিবেচনায় এদের জীবন যাত্রায় হস্তক্ষেপ করে তারা। প্রথমে ফকিরদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, এরপর কয়েদ এবং সবশেষে ভিক্ষে করা ও আধ্যাত্মিক ফকিরদের ধরে ধরে হত্যা। এর পাশাপাশি ইংরেজরা শুরু করে সীমাহীন গণনির্যাতন। ফকিরদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। গর্জে ওঠে তলোয়ার।

ঈসায়ী ১৭৬৩ সন। একদল আধ্যাত্মিক ফকির নিয়ে ফকির নেতা মজনু শাহ তখন বাখরগঞ্জে। ফরিদপুর হয়ে তাঁরা বাখরগঞ্জে এসেছেন ঢাকায় যাওয়ার পথে। বাখরগঞ্জের গঞ্জ বা বাজারের অনতিদূরে এক পশ্চাদপদ এলাকা। বিরান এক মাজারের পাশে দল নিয়ে বসে আছেন মজনু শাহ।

ফকির মুসা শাহ গঞ্জের দিকে গিয়েছিলেন পথঘাটের হদিস-নিশানা জানতে। গেলেন তিনি শান্ত মনে। ফিরে এলেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে।

এসেই তিনি ফকির নেতা মজনু শাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'গোস্তাকী মাফ হয় জনাব। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। দিনের পর দিন জনাব শুধু দেখেই চলেছেন, শুনেই চলেছেন আর সেই থেকে কেবল ভেবেই চলেছেন। তাঁর মধ্যে এখনও কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কি জনাবের ইচ্ছে আর ধ্যান-ধারণা তা জনাবই জানেন। আমার কাছে বিলকুল তা অস্পষ্ট। আর এতে করেই জনাবের সাথে আমি বোধ হয় আর একমত থাকতে পারলাম না।'

ফকিরেরা সকলেই উৎকর্ণ হয়ে মুসা শাহর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ফকিরনেতা মজনু শাহর কপালে পর পর ভাঁজ পড়লো কয়েকটা। তীক্ষ্ণ হলো চোখের নজর। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'মতলব?'

মুসা শাহ বললেন— 'আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য যদি পরকালের পরমার্থই হয় শুধু, ইহকালের-ইহদুনিয়ার সুযোগ-সুবিধাগুলি স্বার্থপরের মতো যদি ভোগ

বইঘর.কম ও রোকন

করাই হয় কেবল, এর উপকারে আসার বা কাজে লাগার গরজ যদি আদৌ অনুভূত না হয়, এ সাধনা এখানেই আমি পরিহার করতে চাই।'

মজনু শাহ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে বললেন— 'আমার ধৈর্যের উপর অনর্থক নির্যাতন চালাবেন না স্নেহভাজন মুসা শাহ। আপনার আসল বক্তব্য কি, তাই বলুন।'

মজনু শাহর কণ্ঠস্বরে বিচলিত হয়ে মুসা শাহ বললেন— 'ভাইজান !'

ঃ পরকালের পরমার্থ বলতে আপনি কি বোঝেন, আমার জানা নেই। আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই স্বার্থোন্মত্ত এই দুনিয়ার স্বার্থের মোহ পরিহার করতে চাই আমরা আর তাই এই পথে এসেছি। একে আধ্যাত্ম বললে আধ্যাত্ম, সাধনা বললে সাধনা। আল্লাহ তায়ালার সেই তুষ্টি হাসিল সাধনাতেও হতে পারে, অন্যায়ের প্রতিবিধানেও হতে পারে।

নিজেকে সামলে নিয়ে মুসা শাহ বললেন— 'যদি সেই প্রতিবিধানের প্রশ্নটাই প্রকট হয়ে দেখা দেয় ?'

ঃ সাধনা ফেলে রেখে সেই প্রতিবিধান করাটাই তখন আমাদের জন্যে ফর্‌য্‌। আপনি কি বলতে চান, তাই বলুন ?

ঃ আবার কয়েকটি লাশ। শেয়াল-শকুনের ভক্ষ্য হয়ে বিকৃত হচ্ছে সেগুলো।

মজনু শাহ চমকে উঠে বললেন— 'কোথায় ?'

ঃ ঐ গঞ্জেরই পাশে এক ভাগাড়ে।

মজনু শাহর মুখমণ্ডল ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে গেল। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এলো হস্তদ্বয়। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন— 'এবং সে লাশগুলো ফকিরের।'

ঃ জনা দুয়েক আধ্যাত্মিক আর জনাতিনেক ভিক্ষে করা ফকিরের।

ঃ ইংরেজ কুঠিয়াল আর তাদের সেপাইরাই সেই ঘাতক !

ঃ যথার্থই ভাইজান। দুইদিন আগে একদল ইংরেজ সেপাই ঐদিক দিয়ে ঢাকায় গেছে। তারাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে ওদের। এই বাখরগঞ্জের কুঠিয়াল, হেস্টিংসের বাণিজ্য প্রতিনিধি, কেলী সাহেবেরও সমর্থন ছিল তাতে।

ঃ নিশ্চয়ই ভাই মুসা শাহ এ ব্যাপারে সংশয়হীন ?

ঃ সন্দেহাতীত জনাব। অনুমান আর সন্দেহের উপর কাউকে দোষারোপ করার আমি বিপক্ষে।

ঃ হুঁউ !

প্রস্তরবৎ মজনু শাহ স্থির হয়ে গেলেন। ক্ষণিকের জন্যে বোবা হয়ে গেলেন তিনি। তা দেখে হাজেরান ফকিরদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া লুপ্ত প্রায় হলো। উত্তেজনায় উষ্ণ হয়ে উঠলেন সবাই।

লহমা কয়েক স্থির নয়নে সকলের দিকে চেয়ে থাকার পর ফকির নেতা মজনু শাহ ধ্যানমগ্ন অথচ শাণিতকণ্ঠে বললেন— 'এ প্রেক্ষিতে আপনাদের অভিমত কি ? আপনাদের কি বক্তব্য তা শুনতে চাই।'

ফেটে পড়লো গুমোট্‌বাঁধা জনতা। সকলেই একসাথে বলে উঠলেন— 'বদ্‌লা। আর বরদাস্ত করা যায় না হুজুর। হুকুম হোক !'

আগ্নেয়গিরির লাভার মতো মজনু শাহর কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন— 'হুকুম আমার কণ্ঠনালীর নীচে জমাট বেঁধে আছে ভাই সাহেবেরা। নিষ্পাপ আর নিরীহ মানুষের লাশের পর লাশ দেখছি আর চোখের পানি লুকোচ্ছি। জানতে কেবল পারছিনে, আপনারা তৈয়ার কি না !'

সমস্বরে আওয়াজ উঠলো— 'আমরা তৈয়ার।'

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে গেলেন ফকিরনেতা মজনু শাহ। দীপ্তকণ্ঠে বললেন— 'সাধনার পৃথক প্রক্রিয়া শুরু হোক এখান থেকেই। বদল হোক রাহা। নারায়ে তকবির---!'

ঃ আল্লাহু আকবার !

সমবেত কণ্ঠস্বরে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো বাখরগঞ্জের এক মাজারের নিরিবিলি চত্বর।

প্রয়োজনীয় সমর-অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন ফকিরেরা। ইতিপূর্বে এঁরা ছিলেন নিরস্ত্র। আধ্যাত্মিক সাধনার কাজে অস্ত্র কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ নয়। কিন্তু নাগা দস্যুদের দুশমনি, রাহাজানদের হয়রানী আর সবশেষে ইংরেজ ও তাদের সহযোগিদের নির্যাতন নিরস্ত্র ফকিরদের এখন সশস্ত্র করে তুলেছে। আত্মরক্ষার তাগিদে হাতিয়ার হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের সেই হাতিয়ার অন্যের রক্ষার্তে উত্থিত হলো এবার। কোষবদ্ধ তলোয়ার উন্মুক্ত করে ফকিরনেতা মজনু শাহ বুলন্দ কণ্ঠে হুকুম জারি করলেন— 'পাক্‌ড়াও করো কেলীকে। লোপাট করো কেলীর কুঠি !'

আধ্যাত্মিক ফকিরের দল জঙ্গীরূপ ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত হলো। তাঁরা মার মার রবে ধাবিত হলেন বাখরগঞ্জের কুঠিয়াল কেলী সাহেবের কুঠির দিকে। পথ-প্রান্তরে জনমানব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো চিরশান্ত ফকিরদের প্রমত্ত পদক্ষেপে।

ক্ষিপ্ত এই ফকির বাহিনীর মোকাবেলা করার সাধ্য কেলী সাহেবের ছিল না। বাখরগঞ্জের ইংরেজকুঠি তখন এক সাধারণ বাণিজ্যকুঠি। পর্যাপ্ত সৈন্য-সামন্ত এসব কুঠিতে থাকতো না।

বইঘর.কম ও রোকন

ফকির বাহিনীর আগমনের অগ্রিম খবর পেয়ে কেলী সাহেব তার স্বল্প সংখ্যক পাইক-প্রহরী কুঠি থেকে সরিয়ে দিলো এবং নিজে গিয়ে এক অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করলো।

কেলী সাহেব সম্মুখ যুদ্ধে না আসায় ফকির বাহিনী সরাসরি কুঠিতে এসে হানা দিলো। কিন্তু হানা দিয়ে ফকিরেরা কাউকে সেখানে পেলেন না। গঞ্জের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া গেল না। কয়েকদিন আগে মালপত্র বড় বন্দরে চালান দেয়ার ফলে কুঠি ছিল ফাঁকা। গুদাম ছিল খালি। লোপাট করার মতো তেমন কিছুই ছিলো না।

ফকিরেরা হতাশ হলেন। করণীয় স্থির করতে না পেরে তারা দলপতির নির্দেশ চাইলেন। এটি তাঁদের একেবারেই জঙ্গী জীবনের প্রথম দিক। সঠিক কোন পরিকল্পনা তখনও তৈয়ার হয়নি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দলপতি মজনু শাহ বললেন— 'কেলী সাহেব থাক। তাকে আমাদের তালাশ করে কাজ নেই। কেলী সাহেব আসল আসামী নয়। আসল আসামী সব পাড়ি দিয়েছে ঢাকায়। এই বাখরগঞ্জ বাণিজ্য ঘাঁটিও ইংরেজদের বড় ঘাঁটি নয়। এদিকে ওদের বড় ঘাঁটি ঢাকা। ওদের বড় ঘাঁটিতে আঘাত হানতে চাই। ঢাকা চলো।'

ফকিরের দল অতঃপর জঙ্গী বাহিনীর বেশে রওনা হলো ঢাকার পথে। তাঁদের এই জঙ্গী তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন সে এলাকার নির্যাতীত ও বিক্ষুব্ধ ফকিরেরাও। বিভিন্ন দিক থেকে সামর্থবান আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য ফকির-দরবেশ এসে ফকিরদের এই ধাবমান জঙ্গীবাহিনীর সাথে সামিল হতে লাগলো। মজনু শাহ্‌র সাথেই এবার অনেক ফকির ছিল। এবার তাঁর দল আরো বিরাট আকার ধারণ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল ঢাকায়। আতংকিত কেলী সাহেব দ্রুতগামী বার্তা বাহকের মাধ্যমে ঢাকায় খবর পাঠিয়ে দিলো। ফকিরদের প্রচণ্ড আক্রোশের খবরসহ সে ঢাকার কুঠিয়ালকে জানালো, মাথায় এদের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে এবং এরা সংখ্যায় অনেক।

ঢাকার পথপার্শ্বের দালালেরা পড়িমড়ি ছুটে এসে কুঠিয়ালকে জানালো, সংখ্যায় এরা অগণিত। পঙ্গপালের মতো পথপ্রান্তর আচ্ছন্ন করে ছুটে আসছে ফকিরেরা। তাদের লক্ষ্যবস্তু ঢাকার ইংরেজ কুঠি।

ঘটনাটা অনেকখানি ঠিক, রটে গেল অধিক। ঢাকার কুঠিয়াল প্রধান রাল্‌ফ্ লেইস্টার এ খবরে দুইচোখে আঁধার দেখতে লাগলো। তার কুঠিতে অনেকটাই সেপাই-সেনা ছিল। মাঝারী এক বাহিনী। তবু সে এতই ভয় পেয়ে গেল যে,

বইঘর.কম ও রোকন

সবিক্রমে ফকির বাহিনী ঢাকার কাছে আসতেই মূল্যবান ধনসম্পদ সহকারে সে কুঠি থেকে পালিয়ে গেল।

কুঠিয়ালকে পালাতে দেখে কুঠির অন্যান্য লোকজনও পালানো শুরু করলো। এতে করে ঘাব্‌ড়ে গেল ঢাকার কুঠির সেপাই-সেনা। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

এর পরের অবস্থা করুণ। খানিক পরেই ফকির বাহিনীর আকার ও উগ্রমূর্তি দেখে তাদের মধ্যে কম্পন শুরু হলো এবং গগণবিদীর্ণকারী 'নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর' আওয়াজ তুলে ফকির বাহিনী কুঠির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের আতংক মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। বাধা দেয়ার পরিবর্তে কুঠির সেপাই-সেনারা পড়িমড়ি করে এক সাথে পালিয়ে যেতে লাগলো এবং এই একসাথে পালাতে গিয়ে পরিস্থিতি করুণ করে তুললো। অল্পসংখ্যক সেপাইসেনা স্থল পথে পালিয়ে গেল। বাদবাকীরা সকলেই জলপথে পালাতে গিয়ে সীমিত কয়টি নৌযান ডুবিয়ে দিলো আর এতেকরে নিজেদের মধ্যে নিজেরাই তারা মহাতংক পয়দা করলো।

অদূরে মুহুর্মুহুঃ তকবির ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। কিছু ডুবে-ঝেঁপে-সাঁতরিয়ে আর অবশিষ্ট ইংরেজ সেপাই নৌযানে পালিয়ে গেল। ফকিরেরা সহজেই ইংরেজদের ঢাকা কুঠি দখল করে নিলো।

ফকিরনেতা মজনু শাহ্‌ ভুল করলেন। অব্যর্থ পদ্ধতি 'মারো আর ভাগো' অর্থাৎ তাঁদের যে পদ্ধতিকে পরে ইংরেজেরা 'হিট্‌ এ্যান্ড্‌ রান' পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করলো, সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনও তেমন সচেতন হয়ে না উঠায় মজনু শাহ তাঁর পদক্ষেপে ভুল করলেন। অন্য কথায়, ঠেকে তবে শিখলেন। প্রায় বিনে বাধায় ঢাকার কুঠির মতো ইংরেজদের এক বিশাল কুঠি জয় করে তাঁরা পুলকিত হয়ে উঠলেন। সেই আত্মতৃপ্তিতে ঐ কুঠিতেই তাঁরা দল বেঁধে রয়ে গেলেন। কিছুদিনের জন্যে ওখানেই বসে বিরাম নিতে লাগলেন।

কিন্তু ইংরেজরো বসে রইলো না। এতবড় একটা কুঠি ফকিরেরা ছিনিয়ে নেয়ায় তারা যেমন আতংকিত হয়ে উঠলো, তেমনি এর প্রতিবিধানে সক্রিয় হয়েও উঠলো। ফকিরদের সংখ্যা ও শক্তি নিরুপন করে নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার মোকাবেলা করার উপযোগী বিশাল এক ইংরেজ বাহিনী ক্যাপ্‌টেন এইচ. গ্রান্টের অধীনে প্রেরণ করলো।

www.boighar.com

গ্রান্ট্‌ এসে ফকিরদের অতর্কিতে হামলা করলে ফকিরেরা সে হামলা প্রতিরোধ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ তুমুল লড়াইয়ের পর রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ইংরেজদের এই বিশাল বাহিনীকে কব্‌জা করতে না পেরে ফকিরেরা পিছু হঠলেন এবং কুঠির দখল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা সেখান থেকে সরে গেলেন। প্রাণহানী না

বইঘর.কম ও রোকন

হলেও এই লড়াইয়ে কয়েকজন ফকির কয়েদ হলো। ইংরেজেরা এই কয়েদীদের মজুর হিসাবে খাটিয়ে কুঠিরের ভগ্ন অংশগুলি মেরামত করে নিলো।

বাহিনী নিয়ে ঢাকা থেকে বেরিয়ে এসে ফকিরনেতা এবার ফেরত পথ ধরলেন। পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে পথে আরো দুই/এক জায়গায় ছোট-খাটো হামলা-হুমকি দিয়ে কয়েকজন ইংরেজকে ধরে ফেললেন। গ্রান্ট্ ঢাকার কয়েদীদের ছেড়ে দিলে, ফকিরেরা এই ইংরেজদেরও ছেড়ে দিলেন।

ফকিরনেতা মজনু শাহ এরপর বাহিনী নিয়ে সরাসরি রামপুর বোয়ালিয়ায় (বর্তমানে রাজশাহী শহর) চলে এলেন এবং রামপুর বোয়ালিয়ার একপ্রান্তে আস্তানা গেড়ে বসলেন।

এখানে অবস্থানকালে মজনু শাহ শুনলেন, রামপুর বোয়ালিয়া কুঠির (বড় কুঠির) কুঠিয়াল প্রধান মিঃ বেনেট একজন দুরাচার লোক। তার অত্যাচারে এই এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ দেশীয় ব্যবসায়ীদের সাথে, বিশেষ করে গরীব ক্রেতা-বিক্রেতাদের সাথে সে চরম দুর্ব্যবহার তো করছেই, এর সাথে জঙ্গী ফকির সন্দেহে নিরীহ ফকির-দরবেশদের ধরে এনে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করছে। সবার উপর কথা, জঙ্গী ফকিরদের লুকিয়ে রাখার সন্দেহে স্থানীয় জনগণের উপর সে বেপরোয়া জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। বাখরগঞ্জ ও ঢাকার কুঠি আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে ফকির দমনের বড়ই খাহেশ পয়দা হয়েছে দীলে তার।

আক্রান্ত হলো রামপুর বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠি। মজনু শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে চড়াও হলেন কুঠির উপর।

কুঠিয়াল মিঃ বেনেট খবর পেয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তার কুঠিতেও অনেক সৈন্য-সামন্ত ছিল। এক ধাক্কাতেই ফকিরদের পিষে মারার পুলক নিয়ে বিপুল বিক্রমে সে পাল্টা হামলা করলো।

হামলা করেই সে বুঝতে পারলো সে ফাঁদে পড়ে গেছে। স্থানীয় জনগণ ফকিরদের সহায়তায় এমনভাবে এগিয়ে এলো যে, অনেক সৈন্য বলি দিয়ে পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠার পরও সে পলায়নের পথ করতে পারলো না। ফকিরেরা বেঁধে ফেললো বেনেটকে।

নবাব মীর কাশিম তখন ইংরেজদের সাথে জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। হুকুম অগ্রাহ্য করে কুঠিয়াল বেনেট নবাব মীর কাশিমের সাথে অনেক দুশমনি করেছিল। নবাবের ইচ্ছায় বেনেটকে পাটনায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। পাটনায় নবাবের আরো কিছু যুদ্ধবন্দি ছিল। নবাবের হুকুমে ঐ ইংরেজ বন্দিদের সাথে বেনেটকে হত্যা করা হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

এতে করে রামপুর বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠিয়ালরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে উৎপাত আবার বৃদ্ধি করলে পরের বছর ঈসায়ী ১৭৬৪ সনে ফকির মজনু শাহ তার বাহিনী নিয়ে রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠির উপর পুনরায় চড়াও হলেন। তামাম কুঠিয়ালদের বিতাড়িত করে এবার তাঁরা গোটাকুঠি লুণ্ঠন ও তছনছ করে ফেললেন। ব্যবহার্য আসবাবপত্র একত্রিত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এর ফলে রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠিতে চরম এক আতংক পয়দা হলো। সে কুঠির কুঠিয়ালরা সেই থেকে আর উৎপাত করার সাহস পায়নি।

আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বৈঠকখানায় বসে ফকির ইমাম শাহ এই পর্যন্ত বর্ণনা করতেই রাত প্রায় শেষের দিকে চলে এলো। পাশের কক্ষ থেকে নূরবানু আলেম সাহেবকে ডাক দিয়ে বললো— 'আব্বাজান, আম্মাজান সহকারে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ কাহিনী পুরোপুরি শুনতে তাঁরা সকলেই খুব আগ্রহী। তাই তাঁদের অনুরোধ, আজকের মতো এখানেই এ বর্ণনা স্থগিত রাখা হোক। আগামী কাল সকাল সকাল আবার শুরু করলে সবাই তা শোনার মওকা পেতেন।'

পুরুষদেরও অনেককে ঘুমে খুব কাবু করে ফেলেছিল। দুই/একজন ইতিমধ্যে ঘুমিয়েও গিয়েছিলেন। প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় এ কাহিনী এখানেই স্থগিত করা হলো।

৬

ভর দুপুরে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বাহির আঙ্গিনা বেজায় উষ্ণ হয়ে উঠলো। অনেক কণ্ঠের কথোপকথন, বুঝানো-সমঝানো, তর্ক-বিতর্ক, তম্বি-হুংকার এক কথায় আস্ত একটা হাট বসে গেল। কথা বলছেন সকলেই। কিন্তু কি নিয়ে কথা, এই গোলমাল থেকে তা সহজে কারো উদ্ধার করার উপায় নেই।

বৈঠকখানার পাশের কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন ইমাম শাহ। অল্পক্ষণ আগে তাঁকে ঘুমটা এসে শক্ত করে ধরেছে। এরই মধ্যে এই হট্টগোল। গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুম আসেনি চোখে তাঁর। কাহিনী বলা বন্ধ করে আসর ভেঙ্গে দিলে সকলেই গিয়ে নিজ নিজ কক্ষে শুয়ে পড়লেন।

ইমাম শাহও এই দহলীজের পাশের কক্ষে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ঘুম চোখে এলো না। এলোমেলো নানা কথা এসে ভিড় জমালো দীলে তাঁর। এই ভিড় ঠেলে ঘুম কিছুতেই কাছে ভিড়তে পারলো না।

বইঘর.কম ও রোকন

যে কাহিনী একটু আগে সবাইকে তিনি বর্ণনা করে শুনালেন, সেই কাহিনীর জের ধরে আরো অনেক দূরে এবং আরো অনেক গভীরে তিনি চলে গেলেন। চলে গেলেন তাঁর নিজের জিন্দেগীর শিকড়ে। কে তিনি, কি তিনি, কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন আর গড়াতে গড়াতে আজ কোথায় চলে এলেন, তাঁর স্মৃতির দ্বারে এসব এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

বোঝার উপর শাকের আঁটি। না, শাকের আঁটির উপরে আস্ত একটা বোঝার মতো এর উপর আবার ভর করলো নূরবানু।

নূরবানুর অভিব্যক্তি ?

গল্পের আসর ভাঙ্গার পর সকলেই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার এক ফাঁকে নূরবানু তাঁকে জানালো, গল্পের আসর ভেঙ্গে দেয়ার নিজের তার কোন ইচ্ছেই ছিল না। শুধু তার আম্মাজানদের অনুরোধেই এই অনিচ্ছাকৃত কাজটা তাকে করতে হলো। নইলে ইমাম শাহর কথা-কাহিনী তার কাছে মধুর মতো লাগছিল। ইমাম শাহর গল্প রাতের পর রাত ধরে শুনলেও ঘুম কখনোও চোখে তার আসবে না।

শুধুই কি তাই ? এই যে সে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে ঐ শুয়ে পড়াই হবে, ঘুম চোখে তার ধরবে না। ইমাম শাহর গল্প আর তাঁর এই ছন্নছাড়া জিন্দেগীর কথা ভাবতে ভাবতেই এটুকু রাত ফুরিয়ে যাবে।

নূরবানুর কি হলো ? তার রাত ফুরালো, না থাকলো— ইমাম শাহ জানলেন না। কিন্তু এলোমেলো ভাবনার সাথে নূরবানুর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ইমাম শাহর ঐ রাতটুকু শেষ হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে কেবলই তিনি তৃপ্তির সাথে অনুভব করতে লাগলেন, আর না হোক, তাঁকে নিয়ে একান্তে ভাবার লোক পাওয়া বোধহয় গেল একজন।

গোটা রাত ইমাম শাহর বিনে ঘুমেই কেটে গেল। নাস্তার পর অল্প একটু ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি অবশ্য। কিন্তু তা দিয়ে ঐ বিশাল ঘাটতির কিছুই পূরণ হলো না। দুপুরের আহারের পর বিছানায় গেলেন তিনি।

কিন্তু অধিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাহির আঙ্গিনায় শুরু হলো ঐ হৈ-চৈ। ক্ষণে ক্ষণে গর্জন।

ইমাম শাহ জঙ্গী লোক। মুসিবতের মধ্যে তাঁকে হরওয়াক্ত থাকতে হয়। ফলে যত ঘুমেই থাকুন না কেন তিনি, তাঁর কান থাকে সর্বদাই সজাগ। বাইরের ঐ গোলমালে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ব্যাপারটা কি, শুয়ে শুয়ে তিনি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। এর মধ্যে একজনকে ভারিক্কী চালে বলতে

বইঘর.কম ও রোকন

শুনলেন— 'এমন অমূল্যধন হাতে পেয়ে ঠেলবেন না দেওয়ান সাহেব, আখেরে পস্তাতে হবে।'

জবাবে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবকে বলতে শুনলেন— 'এত মূল্যবান ধন রাখার মতো আমার ঘরে স্থান নেই খাঁ সাহেব। পারলে আপনিই বরং এ ধনটা ঘরে তুলে নিনগে।'

খাঁ সাহেব এর জবাবে গোস্বাভরে বললেন— 'আমাকে উপহাস করছেন দেওয়ান সাহেব ?'

ঃ উপহাস করবো কেন ? আপনাকে বরং সৎযুক্তিই দিচ্ছি। ধনটা যখন অমূল্য বলেই বুঝতে আপনি পেরেছেন, তখন আর সেটা পরকে দেবেন কেন ? নিজেই ওটা তাড়াতাড়ি ঘরে তুলে ফেলুন।

খাঁ সাহেব শ্লেষভরে বললেন— 'ফেলতাম-ফেলতাম। আপনার মতো এমন একটা মারাত্মক ফাঁদ যদি আমার ঘরে থাকতো, তাহলে কি আর ছেড়ে দিতাম ? অনেক আগেই ধরে ঘরে তুলে নিতাম।

ঃ আপনার ঘরে না থাক, আপনার সাথে আর যারা এসেছেন তাদের ঘরে তো আছে ? আপনার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের ঘরেও অভাব নেই সে ফাঁদের। একই গাঁয়ের লোক, আমার না জানা কিছুই নেই। সেই ফাঁদগুলো পাতুন গে ঐ অমূল্যধন ধরার জন্যে। গণ্ডায় গণ্ডায় ছড়িয়ে দিনগে অমূল্য ধনের চারপাশে। আমার কাছে এসেছেন কেন খামাখা ?

খাঁ সাহেব তম্বি করে বললেন— 'কি ! আমাদের অপমান করছেন ?'

ঃ সে বোধটা কি আছে আপনাদের ? তা থাকলে কি আর বেশরমের মতো বাড়ীর উপর এসে এ নিয়ে কোন্দল করতে পারেন ?

ঃ বেশরমের মতো কোন্দল করছি আমরা ?

ঃ করছেন বৈকি ? বহুবার 'না' করা হয়েছে। বহুজনকে সাফ কথা শুনিয়ে দিয়েছি এর আগে। আপনারাও তা জানেন। তা সত্ত্বেও ঐ একই বিষয় নিয়ে উমেদারী করতে আসেন কোন লজ্জায় ? পেয়েছেন কি আপনারা ? দালালী করতে গিয়ে আত্মসম্মান বোধটা কি তামামই বিকিয়ে দিয়েছেন হাটে-বাজারে ?

এ প্রেক্ষিতে অন্য একজন উষ্ণকণ্ঠে বললেন— 'বটে ! আপনার মতের তাহলে আর কোন পরিবর্তন হলো না ?'

ঃ বলেছিই তো 'না'। এরপর আর কথা বাড়ান কেন ?

দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তিটি পুনরায় অভিযোগ তুলে বললেন— 'সেই জন্যে বসতে পর্যন্ত বললেন না আমাদের ?'

বইঘর.কম ও রোকন

দেওয়ান সাহেব বললেন— 'বসতে বলার মতো কোন রুচিসম্পন্ন ব্যাপার নিয়ে আসতেন যদি আপনারা, তাহলে অবশ্যই বসতে বলতাম। বারবার 'না' করা সত্ত্বেও এই রকম একটা হীন উমেদারী করতে এসে বসতে পাওয়ার আশা করেন কোন আক্কেলে ?'

প্রথমজন অর্থাৎ খাঁ সাহেব গর্জে উঠে বললেন— 'কি, এত বড় কথা ? এমন কথা বলার আপনি সাহস করেন ?'

দেওয়ান সাহেবও সরোষে বললেন— 'এতক্ষণও যে আপনাদের সহ্য করছি, জোর করে নামিয়ে দেইনি বাড়ী থেকে, এই তো ঢের !'

তৃতীয়জন কিছুটা পেছন থেকে সামনের দিকে লাফিয়ে এলো। আসতে আসতে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো— 'হুঁশিয়ার ! আমাকে চেনেন না ? আজ মাত্বরদের নিয়ে অনুরোধ করতে এসেছি বলে গায়ে লাগছে না আপনার ? কাল যখন ভিন্নমূর্তি নিয়ে আসবো, তখন যাবেন কোথায় ? মানে এমন ঘাটিতে ফেলবো যে, পায়ে ধরে তখন আর দিশে পাবেন না আপনি !'

ক্রোধে ফেটে পড়ে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'বেরোও, বেরোও আমার সীমানা থেকে!'

তৃতীয়জন ততোধিক আস্ফালন করে বললো— 'কি করবেন, না বেরুলে কি করবেন আপনি ?'

ঃ ঘাড় ধরে বের করে দেবো এখান থেকে। ইল্লোত্ কাঁহাকার!

ঃ কি, ঘাড় ধরে ? এই মাতু, এই গোঁড়া, আয় তো দেখি সামনে ? তুলুক তো দেখি গায়ে হাত ?

এরপর আর ইমাম শাহ্ শুয়ে থাকতে পারলেন না। তদুপরি তৃতীয়জনের কণ্ঠটাও চেনা চেনা মনে হলো। বিছানা থেকে তিনি ধড়মড় করে উঠে এসে দহলীজের বারান্দার নীচে নামলেন এবং শক্তকণ্ঠে বললেন— 'কি হয়েছে ? এখানে আস্ফালন করে কে ?'

সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেল ইমাম শাহর উপর নজর পড়তেই সামনে এগিয়ে আসা ঐ তৃতীয়জন আতংকে হাত দেড়েক উর্ধমুখে লাফিয়ে উঠে বললো— 'ওরে-ব্বাবা ! এ কি, হুজুর আপনি ! আপনি এখানে থাকেন ? মানে এঁরা আপনার আত্মীয় ?'

বলতে বলতে দুই হাত জোড় করে ফের সে কাঁপতে কাঁপতে বললো— 'এটা আমি জানতাম না হুজুর। আবার আমি কসুর করে ফেললাম। এ কসুরটাও

বইঘর.কম ও রোকন

আমার মাফ করে দিতে হবে হুজুর। এ বান্দাকে চিরদিনই আপনার গোলাম বলে জানবেন। এজন্যে আমার যেন কোন মুসিবত না হয় হুজুর। এ বেয়াদবী আর আমি করবো না।'

ইমাম শাহ এগিয়ে এসে বললেন— 'করবে না ?'

পিছু হতে হতে সে সভয়ে বললো— 'না-না, কখ্খনো না হুজুর, কখ্খনো করবো না। আসুন খাঁ সাহেব। মাতু, গোঁড়া, শেখ সাহেব, কালু মিয়া-সবাই আপনারা চলে আসুন। আমি ভুল করে ফেলেছি। বুঝতে না পেরে যারপরনাই অপরাধ করে ফেলেছি। হায়-হায় ! হুজুর নারাজ হলে আর আমার রক্ষে নেই। হুজুরের দয়ার উপর এখন আমার মরা-বাঁচা। এ খবর হুজুর যদি দয়া করে কাউকে না দেন, তবেই---।' বলতে বলতে সে অর্থপূর্ণ করুণ নয়নে ইমাম শাহর মুখের দিকে তাকালো।

ইমাম শাহ এর জবাবে গরম কণ্ঠে বললেন— 'তাই যদি বোঝো, তাহলে আবার এখানে তম্বি করতে এসেছো কেন ?'

ঃ আর করবো না হুজুর। এই সবার সামনে ওয়াদা করছি, মানে কসম খাচ্ছি, তম্বি করা তো দূরের কথা, জীবনেও আর এ বাড়ীর সীমানায় আমি পা দেবো না হুজুর। দোহাই আপনার, আমার জানমালের কোন ক্ষতি যেন না হয় ! কোন গজব যেন আমার উপর না আসে হুজুর। আমি এখন যাই। সালাম হুজুর, সালাম!

এরপর সে প্রায় ছুটেই পালিয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে খাঁ সাহেব, শেখ সাহেব, মানে তার সঙ্গীরা সকলেই প্রথমে হতভম্ব ও পরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পেছন দিকে সরতে সরতে তারাও একদম দৌড়ের উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাহির আঙ্গিনা সাফ হতেই এক জেনানা কণ্ঠের চাপাহাসি ইমাম শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সকলের অলক্ষ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন, অদূরে দেউটিতে কয়েকজন জেনানা দাঁড়িয়ে। তাঁদের এক পাশে নূরবানু। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সে হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

রুস্তম আলী সহকারে চাকর-নফর, পাইট্‌কিষান ও আরো কয়েকজন নিজের লোক দেওয়ান সাহেবের পেছনে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণ দেওয়ান সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল তারা। আপদদের আপ্‌ছে আপ্‌ এইভাবে কেটে পড়তে দেখে রুস্তম আলী ছাড়া অন্যান্য সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ান সাহেবেরও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি তাজ্জব হয়ে ইমাম শাহকে প্রশ্ন করলেন— 'কি ব্যাপার ! এদের তুমি চেনো নাকি ?'

ইমাম শাহ স্মিতহাস্যে বললেন— 'সবাইকে নয়। ঐ উজবুকটাকে চিনি। ওর নাম চান্দ আলী মানে চন্ডালী ডাউন।'

বইঘর.কম ও রোকন

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'আশ্চর্য ! ওর ঐ বেহুদা নামটাও জানো দেখছি।'

www.boighar.com

রুস্তম আলী দেওয়ান সাহেবকে সে কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে শুনালো। সেই সাথে সে বললো— 'আমাদের এই বাপজান যে আসলেই মজনুবাবার লোক, এই চন্ডালী তা জানে না। সে জানে, শাহ মজনুর লোকদের সাথে এই বাপজানের খাতির আছে। পুরো পরিচয় জানলে কি আর চন্ডালী এখান থেকে সরে পালাতে পারতো। বোধ হয় মূর্ছাই যেতো বিলকুল।'

রুস্তম আলী হাসতে লাগলো। সে হাসিতে অনেকেই যোগ দিলো।

এবার ইমাম শাহ এখানের এই ঘটনার কথা জানতে চাইলে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। সংকুচিত কণ্ঠে তিনি বললেন— 'এ এক বড় জিল্লতির কথা বাপজান। পরে এক সময় বলবো।'

দেওয়ান সাহেবের সংকোচ দেখে ইমাম শাহও সংকুচিত হয়ে গেলেন। আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

সকলের আগ্রহের প্রেক্ষিতে ইমাম শাহ সেদিনও দেওয়ান সাহেবের মকানে রয়ে গেলেন। স্থগিত কাহিনীটা পুনরায় বর্ণনা করতে আগে থেকেই সম্মত ছিলেন তিনি। এতেকরে নৈশভোজনের পরেপরেই তাগিদ এলো নূরবানুর। সাজুর মাধ্যমে সে তাগিদ দিয়ে ইমাম শাহকে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিলো এবং নিজে এসে দুই কক্ষের মাঝখানের দরজার আড়ালে বসে পড়লো।

কিন্তু পুরুষ-মহিলা তখনও কেউ আসরে এসে হাজির হননি। সাজু এসে দুই কক্ষে কুরসী ও পাটি পেতে বসার আসন করে দিলো। কাজশেষে সে চলে গেলে বৈঠকখানায় ইমাম শাহ আর পাশের কক্ষে নূরবানু চুপচাপ চসে রইলেন। তাঁরা শ্রোতামণ্ডলীর আগমন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শ্রোতামণ্ডলীর আগমনের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। জেনানাদের অনেকেরই খাওয়া তখনও হয়নি। বৃদ্ধা বিমারীটার পাহারায় আজ রাতে কে বসে থাকবে, তখনও তা নির্দ্ধারণ করা হয়নি। কেবলমাত্র নূরবানুর আগ্রহেই আর তার উদ্যোগেই আসরের এই অগ্রিম অনিয়ম করা হলো। শ্রোতাদের অপেক্ষায় বৈঠকখানায় বক্তা একা বসে রইলেন, পাশের কক্ষে বসে রইলো নূরবানু।

কিন্তু কোকিল না ডাকলে বসন্ত আসতে পারবে না-এটা যেমন কথা নয়, তেমনি কাহিনী বলা না গেলে কথা বলা যাবে না-এটাও তেমনি কথা নয়। উভয়ের মধ্যে শুরু হলো বাৎচিৎ।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর নূরবানু ইমাম শাহকে মস্করা করে প্রশ্ন করলেন— 'কি, ঘুমিয়ে গেলেন নাকি ?'

বইঘর.কম ও রোকন

জবাবে ইমাম শাহ্ বললেন— 'কেন ঘুমিয়ে যাবো কেন ?'

ঃ একদম চুপচাপ। কোন কথা বলছেন না যে ?

ঃ না, মানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে কি না, মানে আলেম সাহেব পরে বলবেন বললেন---।

ঃ কি কথা ?

ঃ কথা মানে, আচ্ছা আগে বলুন তো, আপনি তখন ওভাবে হাসছিলেন কেন ? ঐ যে দুপুর বেলায় আপনাদের ঐ দেউটিতে ?

নূরবানু হেসে বললো— 'ও। তা ঐ অবস্থা দেখলে কার না হাসি পায়, বলুন ?'

ঃ ঐ অবস্থা ! কার অবস্থা ?

ঃ ঐ চন্ডালীর আর তার সঙ্গীদের। সিংহের মতো গর্জন করতে করতে চোখের পলকে ভেজা বেড়ালের মতো চুপ্সে যাওয়া দেখলে হাসি আর থামিয়ে রাখা যায় ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ সেই সাথে আপনাকেইবা কম বলবো কি ? এত জাদু আপনার মধ্যে ? আপনাকে দেখামাত্রই মানুষ যে এতটা কাবু হয়ে যায়, মানে একদম দাস বনে যায় তাতো কখনও জানতাম না ?

ইমাম শাহও হেসে বললেন— 'জানতেন না, এবার জেনে নিন।'

ঃ জেনে তো নিলামই। আর তাই তো ভয় হচ্ছে এখন।

ঃ কেন, ভয় কেন ?

ঃ ভয় হবে না ? আমাকেও আবার কখন আপনি কাবু করে ফেলেন তার ঠিক কি ? যাঁরা জাদু জানে তাঁদের তো বিশ্বাস নেই। দাসী হয়ে আমাকে ঐ রকম হুজুর-হুজুর করতে যদি হয় তাহলে আমি মরেছি।

ঃ ভয় নেই। আপনাকে কাবু করে সাধ্যি কার ?

ঃ কি রকম ?

ঃ উস্তাদের উপর উস্তাদ আছে বলে একটা কথা আছে না ?

ঃ আপনি তো সেই উস্তাদের উপর উস্তাদ।

ঃ ওমা ! কি করে ?

ঃ আমাকেই তো বিলকুল আপনি কাবু করে ফেলেছেন। অন্যের কথা যেমন তেমন, আপনার জিদের জন্যেই তো আমার ডেরায় ফেরা হলো না। গল্প শুনানোর জন্যে আমাকে এখানে আটকে থাকতে হলো। এই যে আবার এখন আমাকে একদম কাবু করে বসিয়ে রেখেছেন এখানে। আপনার হুকুমেই তো

বইঘর.কম ও রোকন

আমাকে এখানে এসে বসে থাকতে হচ্ছে। আমি কি আর আমি আছি ? বিলকুল হুকুমের দাস বনে গেছি।

ঃ ওমা ! সে কি ? তাহলে উঠুন-উঠুন। বসে থেকে আর কাজ নেই।

ঃ বললেই কি উঠা যায় ? কাবু হয়ে গেলে কি আর উঠার সাধ্য থাকে কারো ?

নূরবানু কপটরোষে বললো— 'তো বেশ। বসে থাকুন ঐভাবে। একপা নড়তে আপনি পারবেন না। যেতেও আর দেবো না আপনাকে এখান থেকে। একদম বেঁধে রাখবো দরজার পাশে। মজা কেমন বুঝিয়ে তবে ছাড়বো।

ঃ তা ছাড়লে-ছাড়লে, না ছাড়ুন, ধরে রাখুন। ওটা আমার বোঝার বিষয় নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝিয়ে দিন তো আমাকে। ঐ চন্ডালী লোকজন নিয়ে এখানে কেন এসেছিল ? কি কাজ তাদের এখানে ?

নূরবানু থমকে গেল। আচমকা একটা হোঁচট খেয়ে সে নীরব হয়ে গেল। লহমাখানেক কোন কথা বললো না।

তা দেখে ইমাম শাহও ভড়কে গেলেন। তিনি ফের বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন— 'তাজ্জব ! ব্যাপারটা তো বুঝলাম না ? আলেম চাচা, মানে আপনার আব্বাকে এ প্রশ্ন করলে তিনিও কথাটা এড়িয়ে গেলেন, এ প্রশ্নে আপনিও নীরব হয়ে গেলেন। ব্যাপার কি ! কি আছে ঐ ঘটনার মধ্যে ?'

নূরবানু ম্লানকণ্ঠে বললো— 'কি আছে ?'

ঃ জ্বি-জ্বি। কি জন্যে ওরা এসেছিল আলেম চাচার কাছে ? প্রসঙ্গটা কি ?

নূরবানু উদাসকণ্ঠে বললো— 'একান্তই তা জানতে চান ?'

ইমাম শাহ দমে গিয়ে বললেন— 'এ্যাঁ! না, খুবই গোপনীয় ব্যাপার হলে তা অবশ্য চাইবো না। তা না হলে শুধু এইটুকুই জানতে চাই, আলেম চাচার কাছে ওরা কি চায় ?'

নূরবানু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো— 'তাঁর মেয়েকে।'

ইমাম শাহ চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন— 'কি বললেন ?'

ঃ আলেম সাহেবের মেয়ে চায় ওরা।

ঃ সে কি ! তাঁর মেয়েকে চায় মানে ?

ঃ মানে, শাদি করতে চায়।

ঃ কে, ঐ চন্ডালী ?

ঃ এই তো বুঝতে পেরেছেন। ঐ ইতরটা ছাড়া আর কে ? বারবার 'না' জবাব দেয়ার পরও লোকজন নিয়ে পুনরায় ধরপাকড় করতে এসেছে। বেহুদা আর বলে কাকে ?

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ অপারবিস্ময়ে বললেন— 'ঐ বেহুদাটা শাদি করবে এলাকার এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় আর বিশিষ্ট আলেম সাহেবের মেয়েকে ? নর্দমার কীট চায় পুষ্পের আসনে অধিষ্ঠিত হতে ? আলেম চাচার মেয়ের আর বর জুটছে না বুঝি ?'

ঃ বেহায়ারা সে কথা বুঝতে চায় কবে ?

ঃ তা আলেম সাহেবের কোন্ মেয়েকে শাদি করার খাহেশ হয়েছে বাঁদরটার ?

ঃ কোন্ মেয়ে আবার ? মেয়ে তো তাঁর একটাই।

ঃ কি সর্বনাশ ! দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটামাত্র মেয়ে আর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তাকেই শাদি করবে ঐ উজবুক ? এ সাহস তার কি করে হলো ?

ঃ হবে না কেন ? ইজারাদারের কাচারীতে নকরী করে, লুটেপুটে অনেক পয়সা কামাই করে, ইংরেজদের পয়জার চেটে সাফ করে, বাপ বলে ডাকে তাদের সে আর অন্য কাউকে পরোয়া করবে কেন ? কোম্পানীর চাম্চা বলে তাকেই বরং গাঁয়ের সবাই ভয় করে চলে এখন।

ঃ ভয় করে চলে ?

ঃ দেখলেন না, গাঁয়ের কয়েকজন মাত্বরও ঐ ইতরটার পক্ষে উমেদারী করতে এসেছিল ? ওরা কেউ কি স্বগরজে আর স্বেচ্ছায় এসেছিল ? ভয় করে বলেই ঐ বেহুদাটার মন যোগাতে এসেছিল। ভাল তো করতে পারবে না কারো, ক্ষতি করতে পারে অনেক এই ভয়ে।

ঃ তাজ্জব ! তাহলে গাঁয়ের সবাই তাকে ভয় করে ?

ঃ সবাই না করলেও যারা করে তাদের সংখ্যা অনেক।

ঃ আপনার আব্বাজানকে তো দেখলাম---।

ঃ তাদের সংখ্যা খুবই কম। আব্বাজান আর গাঁয়ের নখে গোণা কয়েকজন মানীগুণী লোকই কেবল ঐ উল্লুকটাকে পাত্তা দেন না। নইলে আর সবাই ঐ উল্লুকটার তাঁবেদার।

একটু নড়েচড়ে বসে ইমাম শাহ বললেন— 'তা হোকগে। আপনার বা আপনাদের এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। যে ভয় পেয়েছে, ওর মতো ভীতু লোক এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার আর কোন সাহসই পাবে না। তবুও তা যদি পায়, ওকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমার। ওর মতো একটা চাম্চাকে গায়েব করে ফেলা আমাদের জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। এ নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না।'

নূরবানু ম্লান হেসে বললো— 'আমার মন খারাপ করার আর না করার কি আছে ? আমরা মেয়েছেলে। কোথায় আর কোন্ ইল্লতের হাতে পড়তে হবে আমাদের, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মেয়েদের তাই সর্ব অবস্থার জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হয়। আমিও তাই আছি। আমার মন খারাপ না হলেও আজকের এই

বইঘর.কম ও রোকন

ঘটনায় আমাদের মকানের অনেকেরই মন অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে। ঈমানের জোর তো আর সবার সমান নয়।'

ইমাম শাহ্ সবিস্ময়ে বললেন— 'আপনাদের মকানের মানে ?'

ঃ মানে আমার ভাই-ভাবী আর আত্মীয়-স্বজনের অনেকেরই মনটা আজ প্রফুল্ল নেই। চন্ডালীটা ঐভাবে বিতাড়িত হওয়ায় তাদের মন আজ বেশী ভারী।

ঃ সে কি ! তাঁরা তাহলে ঐ চন্ডালীর সাথেই আপনার শাদি হওয়ার পক্ষে ?

ঃ বিশেষ করে আমার ভাই-ভাবী অনেকখানি পক্ষে।

ঃ চন্ডালীকে এত ভয় তাঁদের ?

ঃ শুধু ভয়টাই কি ? সুবিধেটাও তো খুব কম নয়। চন্ডালীকে কুটুম বানাতে পারলে সেরেফ আমার ভাইজানই নন, অনেক আত্মীয়-স্বজনও সর্বত্রই হুংকার ছেড়ে ফিরতে পারেন। চন্ডালীর শাল- সম্বন্ধি আর শ্বশুরকুলের কি দাপট, তাতো উনারা হরদমই দেখছেন।

ইমাম শাহ পুনরায় বিভ্রান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'চন্ডালীর শালা-সম্বন্ধি মানে ? সে কি বিবাহিত ? মানে ঘরে কি তার বউ আছে।'

ঃ দুই দুইটে আছে।

ঃ তবুও আপনার ভাইজান---?

ঃ ভাইজান কেন ? ঐ যে বললাম, একমাত্র আব্বা-আম্মা ছাড়া সকলেরই ঐ এক ইচ্ছে। সুবিধের দিকটাই সকলে বেশী করে দেখছেন।

ঃ কি বিচিত্র এই দুনিয়া ! রুচি-অরুচি আর ন্যায়-অন্যায়ের কোন প্রশ্নই নেই ? সুবিধে আর স্বার্থটাই বড় ?

ঃ অবশ্য সাগ্রহে নয়, অনেকটা অগত্যার ব্যাপার আর কি।

ঃ তা যে ব্যাপারই হোক, আলেম চাচার মতো এমন একজন নীতিবান আর ঈমানদার লোকের ঘরে এ রকম ব্যতিক্রম খুবই দুঃখজনক ব্যাপার বৈকি ?

ঃ সেই জন্যেই তো মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। আল্লাহ না করুন, আমার আব্বা-আম্মার হঠাৎ কোন কিছু হলে, হয়তো দুর্গতির আর শেষ থাকবে না আমার।

ইমাম শাহ সোচ্চারকণ্ঠে বললেন— 'সে তো ঠিকই-সে তো ঠিকই। না-না, এমনটি হতে দেয়া যায় না। ভাল ঘর-বর দেখে আলেম চাচা জলদি জলদি আপনার একটা শাদির ব্যবস্থা করুন—এই পরামর্শই তাঁকে তাহলে দিতে হবে দেখছি।'

নূরবানুর চিন্তার গতি পাল্টে গেল। সে সজাগ হয়ে প্রশ্ন করলো— 'কি বললেন ? সে পরামর্শ আপনি দেবেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ানো না গেলে, আমাকে তা দিতে হবে বৈকি ? আমি দেবো আর তা দিয়ে তবেই আমি এখান থেকে যাবো। আপনাকে বেশীদিন এইভাবে ভাসমান রাখা তাঁর মোটেই ঠিক হবে না। আপনার একটা হিল্লে যথাসত্বর করে ফেলাটাই তাঁর উত্তম কাজ হবে। মানুষের হায়াত-মউতের কথা কি কিছু বলা যায় ?

ঃ মানে আমাকে জলদি জলদি কারো ঘাড়ে তুলে দেয়া তাঁর উচিত?

ঃ উচিত নয় কি ? আপনিই বিবেচনা করে দেখুন।

ঃ হুঁউ!

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নূরবানু থেমে গেল। সে আর কিছুই বললো না।

খানিক পরে ইমাম শাহ বললেন— 'তার মানে ! নাখোশ হলেন নাকি !'

নূরবানু উদাস কণ্ঠে বললো— 'না, নাখোশ আর কি হবো !'

ঃ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মনে হলো ?

ম্লান হাসি হেসে নূরবানু বললো— 'হ্যাঁ, ফেললামই তো !'

ঃ কেন বলুন তো ?

নূরবানু খোঁচা দিয়ে বললো— 'আমার কথা ভেবে নয়, আপনার কথা ভেবে। আমাকে অন্যের ঘাড়ে তুলে দিলে আপনার কি গতি হবে, সেই কথা ভেবে ।'

অলক্ষ্যে চমকে উঠে ইমাম শাহ বললেন— 'আমার গতি !'

ঃ রাত জেগে জেগে বন্ধুর সাথে তাহলে আর গল্প করবেন কাকে নিয়ে ? জিন্দেগীতে নাকি একটামাত্র মেয়েকেই ভাল লেগেছিল আপনার। সেটাও খরচ হয়ে গেলে আপনার আর গল্প করার পুঁজি থাকবে কি ?

ইমাম শাহও একটা নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বললেন— 'ও-এই কথা ? আগের জীবনে হলে অবশ্য এটা একটা কথাই ছিল। কিন্তু এখন এসব বিলাস আর আমার সাজে না। ছন্নছাড়া জীবন এখন আমার। অনিশ্চিত-অস্থির। এই আছি, এই নেই। কোথায় আছি-কোথায় যাচ্ছি-একদম দৌড়ের উপর দমফাটা ব্যাপার। ওসব ভাবনা ভাবার আর আমার সময় কোথায় ?'

ঃ তবু যদি কোন ফাঁকে সময় একটু জোটে কখনো ?

ঃ তখন না হয় আমর ঐ দোস্ত নেওয়াজী শাহর মতোই দুই/একটা নিঃশ্বাস ফেলবো শুয়ে শুয়ে।

একটু শব্দ করেই হেসে ফেললেন ইমাম শাহ্, ঐ একই রকম প্রাণহীন সে হাসি।

নূরবানু অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললো— 'কথাটা ঠিক কোন একটা হাসির কথা বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কেন ?

ঃ দুই/একটা হলেও নিঃশ্বাস তো ফেলবেনই তাহলে ?

ইমাম শাহও গম্ভীর হলেন। বললেন— 'তা কি করবো বলুন ? ইচ্ছে করলেই তো সবকিছু বেমালুম ভুলে যাওয়া যায় না ? কিছু কিছু স্মৃতি জিন্দেগীতে এমন দাগ কাটে, যা ইচ্ছে করলেই মানুষ মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু তাই বলে কি করবে মানুষ ? ঐ নিয়েই তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে তার চলে না ? কাজ করতে হয় তাকে। অনেক অনেক কাজ। বেশুমার কাজ করতে হয় মানুষকে তার জীবনে।

ঃ তাহলে আপনার জীবনে কাজ যেগুলো আছে, ঐগুলোই মনোযোগ দিয়ে করুনগে। এ কাজটা করতে আর যাবেন না।

ঃ কোন্ কাজটা ?

ঃ আমার আব্বাজানকে কি যেন পরামর্শ দিতে চান, সে পরামর্শ দিতে আর যাবেন না।

ঃ কিন্তু আপনার তাহলে---!

° আমার যা হয় হোক। যিনি নিজের ভাবনাই ভাবতে শেখেননি, তিনি আবার অন্যের ভাবনা ভাববেন কি ? নিজের চরকায় তেল দিনগে।

ঃ তা কথা হচ্ছে---।

ঃ নিঃশ্বাস ফেলতেই শিখেছেন শুধু, ওটা বন্ধ করা যায় কিভাবে তা ভাবতে শেখেননি !

ইমাম শাহ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ 'রা'-শব্দ করলেন না। এরপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'নূরবানু বেগম, আপনার কথা যে আমি কিছুই বুঝিনে তা নয়। কিন্তু---।'

ঃ কিন্তু কিন্তু করে আর কাজ নেই। যদি কিছু বুঝেই থাকেন, পরে আরো ভাল করে বুঝে দেখার চেষ্টা করবেন। এখন থামুন। আপনার কাহিনী শোনার লোকজন সব এসে পড়েছেন।

অদূরে কিছু কথাবার্তার মধ্যে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি হাঁক দিয়ে বলছেন— 'কই, তোমরা সব এদিক ওদিক টালবাহানা করছো কেন ? আজও রাতটা কাবার করে দেবে নাকি ? ইমাম শাহর কাহিনীটা শোনার যদি আগ্রহ কারো থেকে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি দহলীজে চলে যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

বইঘর.কম ও রোকন্

দেওয়ান সাহেবের কথা শুনে ইমাম শাহ কিছুটা নিরুৎসাহের সাথে বললেন— 'আজ আর আসরটা বোধহয় জমবে না তেমন।'

নূরবানু প্রশ্ন করলো— 'কেন, এ কথা ভাবছেন কেন ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'ঐ যে আপনি বললেন, চন্ডালীটা বিতাড়িত হওয়ার কারণে অনেকের মন খারাপ, সেই জন্যে। চন্ডালী ইংরেজদের পক্ষের লোক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জেহাদের কাহিনী তাঁদের ভাল লাগবে কেন ? বিশেষ করে আপনার ভাই-ভাবী আর---।'

নূরবানু বিস্মিতকণ্ঠে বললো— 'আরে সে কি ! আপনাকে এ ধারণা কে দিলো ? তলে তলে সবাই তাঁরা ইংরেজদের চরম বিপক্ষের লোক। ইংরেজ আর ইংরেজদের চাম্‌চারা এদেশ থেকে উৎখাত হোক, এটা তাঁরা মনে-প্রাণে কামনা করেন। এ কারণে আমাদের মতোই আমার ভাই-ভাবী আর আত্মীয়-স্বজনের কাছে আপনার এ কাহিনী অত্যন্ত প্রিয়। আপনাদের দ্বারা তাঁদের সে কামনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কিছু কিঞ্চিৎ আছে কি না-এটা জানার জন্যে তাঁরা পরম আগ্রহী।'

ঃ কিন্তু আপনি যে বললেন চন্ডালীর সাথে তাঁরা খাতির রাখতে চান ?

ঃ সেটা নিরুপায় হয়ে। ইংরেজদের কেউ তাড়িয়ে দিতে পারলো না বা ইংরেজদের বিতাড়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আদৌ দেখা যাচ্ছে না বলেই নিরুপায় হয়ে তাঁরা ঐ সুবিধের দিকে থাকতে চান। ঐ যে কথায় বলে, যে বেদনা নিরাময় হবার নয় তা সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি !

ঃ নূরবানু!

ঃ ভেতরে তাঁরা ঠিকই জ্বলে-পুড়ে মরছেন। কিছুটা সুবিধা আর আত্মরক্ষার তাগিদেই তাঁরা চন্ডালীর সাথে খাতির রাখার পক্ষপাতী। তার প্রেমে পড়ে নয়।

ঃ তাজ্জব !

ঃ আব্বাজানের মতো শক্ত ঈমান তো সবার নয় যে, খতম হয়ে যাবো তবু অন্যায়ের সাথে আপোষ করে চলবো না ! ঈমান ওঁদের তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলেই এই অবস্থা। নইলে খুব খারাপ লোক তাঁরা কেউ নন।

ঃ এ-ও তো এক আজব ব্যাপার দেখছি।

ঃ আজব কিছুই নয়। খেয়াল করেননি বলেই আপনার কাছে আজব বলে মনে হচ্ছে। খেয়াল করলে দেখতে পেতেন, আত্মীয়-স্বজন সহকারে আমার ভাই-ভাবীরা আপনার আগমনে কতটা খুশী আর আপনার পরিচয় গোপন রাখতে, আপনাকে হেফাজত করতে তাঁরা কতটা তৎপর। সেবার তো আমার ভাইজানই দুপুর রাতে গিয়ে কয়েকটা গাঁ খুঁজে খুঁজে আপনার জন্যে দাওয়াই যোগাড় করেছিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ ফের বিস্মিত কণ্ঠে বললেন— 'আমাকে আবার বলতে হয়, এই দুনিয়াটা সত্যিই বড় বিচিত্র। বিচিত্র এই---।'

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই হুড়হুড় করে শ্রোতারা এসে হাজির হতে লাগলেন।

শ্রোতারা এসে দুই কক্ষে আসন গ্রহণ করলে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের নির্দেশে ইমাম শাহ ফকির বাহিনীর অভিযানের স্থগিত কাহিনী আবার শুরু করলেন। তাঁর বলা কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

রামপুর বোয়ালিয়া কুঠির কুঠিয়ালদের শায়েস্তা করার পর ফকির নেতা মজনু শাহ ফকিরদের ছাউনি তোলার নির্দেশ দিলেন। রামপুর বোয়ালিয়া ত্যাগ করে তিনি দলবল নিয়ে ধাবিত হলেন উত্তর দিকে। একটানা সফর করে বাংলার প্রায় উত্তর সীমান্তে চলে এলেন। এই সময় এইদিকে, বিশেষ করে রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় খাজনা আদায়ের ইজারাদার ও তাদের কর্মচারীদের অত্যাচার চরমে উঠে গিয়েছিল। প্রজাদের দুর্দশার অবধি ছিল না। মানুষ বলেও প্রজাদের গণ্য করতো না এই দুরাচার ইজারাদারগোষ্ঠী। গরু-ছাগলের চেয়েও কৃষক প্রজাদের সাথে হীন আচরণ করতো তারা।

খবর পেয়ে মজনু শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে এইদিকে ছুটে এলেন। রংপুর ও দিনাজপুর পেছনে রেখে আরো খানিক উত্তরে এসে জলপাইগুড়িতে আস্তানা গাড়লেন তিনি। উদ্দেশ্য, রংপুর-দিনাজপুরে হামলা চালিয়ে এসে এখানে এই দূর এলাকায় আত্মগোপন করা। এই ইরাদায় তিনি কাদামাটি দিয়ে এখানেও এক দুর্গ নির্মাণ করলেন। দেওয়াল প্রাচীর তুলে আস্তানা খুব মজবুত করে নিলেন। এরপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে তাঁরা জনগণের মধ্যে মিশে গেলেন আর খোঁজ করে করে যেসব গঞ্জে-গ্রামে-কাচারীতে জুলুম চালানো হচ্ছে, সেসব স্থানে গিয়ে অতর্কিতে ছোট ছোট হামলা চালাতে লাগলেন।

ফকির বাহিনী এখন আর সেরেফ আধ্যাত্মিক ফকির বাহিনী রইলো না। রামপুর বোয়ালিয়ার লড়াইয়ের সময় বা তারও কিছু আগে থেকেই এই আধ্যাত্মিক ফকিরের দলে অন্য আধ্যাত্মিক মজলুমদের যোগদান শুরু হলো এবং ক্রমেই সেই যোগদানের প্রক্রিয়া প্রবলতর হয়ে উঠলো। এতে যোগ দিতে লাগলেন অত্যাচারিত কৃষক প্রজারা, সর্বহারা ব্যবসায়ীরা, বেকার আমলারা, নকরীচ্যুত সেপাই-সেনারা এবং কিছু কিছু ছিন্নমূল জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা।

উত্তরবঙ্গে ফকিরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ইজারাদারদের অনুরোধে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি শক্তিশালী সৈন্যদল দিয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জিকে পাঠালো ফকিরদের লুটতরাজ ও গণনির্যাতন বন্ধ করতে। কর্তৃপক্ষ ম্যাকেঞ্জিকে

বইঘর.কম ও রোকন

বললো— 'জনগণের উপর ফকিরেরা চরম নির্যাতন চালাচ্ছে, যেকোন মূল্যে ফকিরদের উৎখাত করা চাই।'

'ম্যাকেঞ্জি এসে রংপুরে স্থায়ীভাবে দপ্তর খুলে বসলো। তার কাজ, বাহিনী হাঁকিয়ে ফকিরদের লুটতরাজ ও গণনির্যাতন বন্ধ করা।

কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ও গণনির্যাতন রোধকল্পেই ফকিরদের আগমন। ফকিরদের লুটতরাজ কোথায় আর গণ নির্যাতন কি ? বরং লুটতরাজ ও নির্যাতন যা কিছু এ অঞ্চলে চলছে তা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। তাদেরই ইজারাদার, আমলা আর দালাল-ফোড়ে লোকেরাই জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে।

এর উপর আবার শুরু হলো কোম্পানীর সেপাই-সেনার নিপীড়ন। হাতে তেমন কাজ না থাকায় ম্যাকেঞ্জির সেপাইরাও জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভয়-ভীতির মুখে জনগণের নিকট থেকে ব্যাপক হারে অর্থাদায় করতে লাগলো। ম্যাকেঞ্জি নিজেও সূদের কারবারে লিপ্ত হলো। অত্যন্ত উচ্চহারে সূদ প্রদানের শর্তে ম্যাকেঞ্জি জমিদার ও কারবারী লোকদের টাকা হাওলাত দিতে লাগলো। সে টাকা সূদে-আসলে প্রদান করতে তাৎক্ষণিকভাবে কেউ অপারগ আর অক্ষম হলে ম্যাকেঞ্জি তাকে সেপাই দিয়ে ধরে এনে মেরে-পিটে আর কয়েদ করে রেখে তা আদায় করতে লাগলো।

এহেন নির্যাতনের ফলে জনসাধারণের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অপরিসীম বিদ্বেষ পয়দা হয়। জনসাধারণ ক্রমেই প্রতিরোধমুখী হয়ে ওঠে। ঘটনা চরমে ওঠে বাংলার পূর্ণিয়া জেলা আর নেপালের মোরাং-এর সীমান্তে। 'ফার' নামক এক জাতীয় অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের প্রচুর বৃক্ষ ছিল এখানে। সারি সারি বৃক্ষ। নিবিড় অরণ্য। লা-ওয়ারিশ নয়। জনসাধারণের মালিকাধীন ভূমিতে জনসাধারণের তদবিরে উৎপাদিত ফার কাঠের বন। মালদহের ইংরেজ প্রতিনিধি বারওয়েল কোম্পানীর জন্যে সস্তা দরে ফার কাঠ কেনার উদ্দেশ্যে মার্টেল নামক এক ব্যক্তিকে মোরাং-এর সীমান্তে প্রেরণ করলো।

মার্টেল একজন অসৎ ও দুরাচার ব্যক্তি। লোকজন সহকারে এসে সে স্থানীয় লোকজনের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার শুরু করে। ব্যক্তিগত মুনাফা কামাইয়ের অভিপ্রায়ে মার্টেল বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দরে কাঠ বিক্রয় করার জন্যে ভীতির মুখে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জনগণ অসম্মত হলে, সে জোর করে বিনা মূল্যে গাছ কেটে নিতে থাকে। জনগণ কি করবে ভাবতেই, মার্টেল স্থানীয় এক মোরাং রমনীকে জোর করে ধরে এনে ধর্ষণ করে।

ম্যাকেঞ্জির কাছে খবর ছিল, ফকিরেরা সংখ্যায় অনেক। এত ফকির হাওয়া হয়ে গেল কোথায় ? বাহিনী নিয়ে ম্যাকেঞ্জি তালাশ করতে লাগলো। জলপাইগুড়ি

বইঘর.কম ও রোকন

থেকে নেপালের সীমান্ত অধিক দূরে নয়। কিন্তু সীমান্ত এলাকাটি অরণ্যঘেরা। ভেতরে অরণ্য আরো গভীর। খুঁজতে খুঁজতে এই পর্যন্ত এসে ম্যাকেঞ্জি থেমে গেল। সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে যাওয়ার এবং অরণ্যে ঢুকে তালাশ করার দুঃসাহস সে করলো না। ম্যাকেঞ্জি বাহিনী নিয়ে রংপুরে ফিরে এলো।

ম্যাকেঞ্জি ফিরে আসার কিছুদিন পরেই মজনু শাহ্ আবার তাঁর দলবল নিয়ে জলপাইগুড়ির দুর্গে চলে এলেন এবং পূর্ববৎ অত্যাচারীদের মোকাবেলা করতে লাগলেন।

মজনু শাহর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবার লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথের অধীনে একদল বাছাই করা দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী ফকিরদের উৎখাতে প্রেরণ করলো।

লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথ্ ছিল একজন অহংকারী ও দাম্ভিক সৈন্যাধ্যক্ষ। গর্ব তার মাত্রাধিক। বিশাল বাহিনী নিয়ে যে কাজ ম্যাকেঞ্জি করতে পারেনি, সে কাজ তুড়ি মেরে সমাধা করার দম্ভে সে এসে হুংকার ছেড়ে জলপাইগুড়ির ডেরার উপর চড়াও হলো।

কিন্তু চুন পড়লো লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথের মুখেও। সে-ও উলুবনে গেল। দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর সে দেখলো, মাটির দেওয়ালগুলোর বিরুদ্ধেই তলোয়ার ঘুরাচ্ছে তারা, দুর্গের মধ্যে একটা কুকুর-বেড়ালও নেই।

কীথের আগমন সংবাদ গোপন সূত্রে পেয়ে ফকিরনেতা মজনু শাহ্ এবারও তাঁর বাহিনী নিয়ে আগেই দুর্গ থেকে সরে পড়লেন এবং মোরাং-এর পথ ধরলেন। মোরাং তথা নেপালের সীমান্তে এসে বনারণ্যের পাশে বিরাম নিতে দাঁড়ালে, তাঁর কাছে এক আবেদন এলো দলের লোকের। অন্যতম ফকিরনেতা মুসা শাহর মাধ্যমে ফকির বাহিনীর কয়েকজন অত্যন্ত তরুণ লড়াইয়া মজনু শাহর সাথে কিছু কথা বলার জন্য আরজ পেশ করলেন।

মুসা শাহর সুপারিশে মজনু শাহ্ সম্মত হয়ে একপাশে বসলেন এবং ঐ তরুণদের কাছে ডেকে বললেন— 'বলো, কি তোমরা বলতে চাও?'

তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী এক সুদর্শন লড়াইয়া সামনে এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন— 'হুজুর, আমরা যা বলতে চাই তা ধৃষ্টতার সামিল। আমাদের মতো অনভিজ্ঞ নাবালকদের মুখে এ প্রসঙ্গ খুবই বেমানান। তবু আমরা জানি, আমাদের হুজুর একাধারে দরাজদীল ও স্নেহশীল ব্যক্তি, ছোট-বড় সকলের প্রতি নজর তার সমান। এই ভরসাতেই আমরা কথা বলতে সাহস করেছি হুজুর।'

ফকির মজনু শাহ্ স্মিতহাস্যে বললেন— 'আচ্ছা বেশ, তোমার বক্তব্য তুমি বলো?'

বইঘর.কম ও রোকন

তরুণ বক্তাটি আবার সবিনয়ে বললেন— 'বক্তব্যটা আমার একার নয় হুজুর। আমার এই সঙ্গীদের সবার। সবাই বসে আলাপ-আলোচনা করার পর প্রসঙ্গটি হুজুরের কাছে পেশ করার জরুরত বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় আমরা কথা বলতে এসেছি।'

মজনু শাহ ঐ একইভাবে বললেন— 'বেশ তো, বলো।'

ঃ গোস্তাকী মাফ চেয়ে বলছি, আমরা বোধ হয় আমাদের পদক্ষেপে ভুল করছি হুজুর। ইংরেজ বাহিনীর এই হামলার প্রেক্ষিতে আমাদের বোধহয় পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

মজনু শাহর চোখের নজর তীক্ষ্ণ হলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'অর্থাৎ ?'

ঃ এই পালাই পালাই মনোভাব নিয়ে কতদিন আমরা চলবো হুজুর ? ইংরেজেরা আমাদের হামলা করতে আসবে আর অমনি আমরা এক ডেরা থেকে আর এক ডেরায় পালিয়ে যাবো-এ থেকে আমাদের চূড়ান্ত ফায়দাটা কি আসবে?

ঃ বলো, কি বলতে চাও ?

ঃ ইংরেজ সেপাইদের দীলে আতংক পয়দা না করে আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পালিয়ে বেড়াই, তাহলে তো ওদের সাহস আরো বেড়ে যাবে আর ফলশ্রুতিতে ওরা আমাদের বুযদীল মনে করে কেবলই তাড়া করতে থাকবে।

আরো অধিক গম্ভীর হয়ে মজনু শাহ বললেন— 'হুঁউ ! তাহলে কি করতে বলো তুমি ? তোমার নসিহত কি ?'

ঃ নসিহত নয় হুজুর, বিনীত নিবেদন। ওদের দীলে আতংক পয়দা করার জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পদ্ধতিটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ওরা আমাদের তাড়া করতে এলে, মওকামতো ওদের উপরও আমাদের চড়াও হওয়া দরকার।

মজনু শাহ নারাজ কণ্ঠে বললেন— 'এ আর এমন কি নতুন কথা ? মওকা পেলে তো অবশ্যই চড়াও আমরা হবো। কিন্তু সেই মওকাটা পেলাম কোথায় ?'

ঃ মওকাটা সব সময় আপ্‌ছে আপ্‌ আসে না হুজুর। সময় সময় ওটাকে তৈয়ার করে নিতে হয়।

মজনু শাহ স্তম্ভিত হলেন। শাণিত কণ্ঠে বললেন— 'তৈয়ার করে নিতে হয় ? কিভাবে তৈয়ার করে নিতে হয় তা তুমি জানো ?'

ঃ সে বিষয়ে আমার অধিক জ্ঞান নেই। তবে আমি মনে করি, এখন আমরা কোশেশ করলে এ টা মওকা তৈয়ার করতে পারি।

ঃ পারো ?

ঃ হুজুর এযাজত দিলে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ঃ যেমন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমরা এখান থেকে পালাবো না। ইংরেজেরা আমাদের তালাশে এখানে এসে হাজির হলে আমরা তাদের সাথে সামনাসামনি লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হবো। কিছুক্ষণ লড়াই লড়াই খেলা খেলে, পরে সেই মওকা আমরা তৈয়ার করে নেবো।

ঃ পারবে ?

ঃ হুজুরের দোয়া থাকলে আমাদের মনোবল আছে, আমরা পারবো।

ঃ কি আমাকে করতে বলো তাহলে ?

ঃ আমাদের বাহিনীর অধিক অংশটা আমাদের অধীনে দিতে হবে হুজুর। বাকী অংশটা থাকবে হুজুরদের অধীনে। সর্বপ্রথম এই আরজটা মঞ্জুর করতে হবে।

ঃ তারপর ?

একটা নির্দিষ্ট পথের কথা উল্লেখ করে সেই তরুণটি বললো— 'কিছুক্ষণ লড়াই করে আমরা অরণ্যঘেরা ঐ পথে পালিয়ে যেতে থাকবো। হুজুর তাঁর দল নিয়ে আগে আগে ছুটতে থাকবেন, অবশিষ্ট লড়াইয়াদের নিয়ে আমরা হুজুরদের পেছনে পেছনে আসতে থাকবো।'

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছি ভেবে দুশমনেরাও আমাদের পিছু নেবে।

ঃ তারপর ?

ঃ হুজুরেরা যখন দেখবেন পথে আমরা নেই, উধাও হয়ে গেছি, তখনই হুজুরেরা দাঁড়িয়ে যাবেন। হুজুরেরা বিজ্ঞজন। এরপরের ঘটনা দেখলেই হুজুরেরা বুঝতে পারবেন, হুজুরদের তখন কি করণীয়।

স্মিতহাস্যে তরুণটি মাথা নত করলো। মজনু শাহ গম্ভীর হয়ে মুহূর্তকাল ভাবলেন। পরিকল্পনাটির মধ্যে তিনি খানিকটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। তিনি মুসা শাহকে প্রশ্ন করলেন— 'ভাই মুসা শাহ, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ?'

মুসা শাহ প্রত্যয়ের সাথে বললেন— 'নওজোয়ানেরা সাহস যখন করেছেই একটা, ওদের সুযোগ একবার দেয়াই আমি উচিত বলে মনে করি। পারে যদি, বাহাদুরীর কাজ কিছুটা করুক না ওরা ?'

ঃ আপনিও তাহলে এটা সমর্থন করছেন ?

ঃ করছি বৈকি ? ওদের উপরও তো এই ফকির বাহিনী পরিচালনা করার কিছু কিছু ভার ছেড়ে দিতে হবে। বুড়ো হতে চলেছি আমরা। অথচ আমাদের এ সংগ্রাম দীর্ঘমেয়াদী। এককভাবে ক'দিন আর আমরা এই গোটা বাহিনী পরিচালনা করতে পারবো। কমবেশী সবাইকে এ দায়িত্ব দিনে দিনে ভাগ করে দিতে হবে আর এ কাজে তাদের তালিম দিয়েও নিতে হবে।

ঃ মুসা শাহ!

বইঘর.কম ও রোকনু

ঃ পরিকল্পনাটা এদের কাঁচা নয়। বেশ পোক্ত বলেই মনে হচ্ছে। এ ছাড়া এতে আমাদের শংকিত হওয়ারও তেমন কারণ নেই। অরণ্যপথে ঘটনা। কামিয়াব যদি একান্তই এরা না হয়, অরণ্যের আবরণে অনায়াসেই আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো।

আবেদন মঞ্জুর হলো। ঐ নওজোয়ানদের অধীনে, বিশেষ করে ঐ নির্ভীক ও প্রাণোদীপ্ত কচি লড়াইয়াটির অধীনে ফকির বাহিনীর অর্ধেকের অনেক বেশী অংশ ছেড়ে দেয়া হলো। অতঃপর লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কীথের সৈন্যবাহিনীর অপেক্ষায় ফকির বাহিনী ওখানেই অবস্থান নিয়ে রইলো।

জলপাইগুড়ির দুর্গে দম্ভভরে হানা দেয়ার পর শূন্য দুর্গ দেখে লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কীথ্‌ বড় অপমানিত বোধ করলো। মর্মদাহে দগ্ধ হয়ে সে ফকির বাহিনী খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কোম্পানীর চর-চাম্‌চাদের মাধ্যমে সন্ধান পেয়ে কীথ্‌ তার বাহিনী নিয়ে দুর্বার বেগে মোরাং-এর এই সীমান্তে চলে এলো এবং দূর থেকে ফকিরদের দেখতে পেয়ে মার মার রবে এসে তাঁদের উপর চড়াও হলো।

পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ফকির বাহিনী এদের সাথে কিছুক্ষণ সামনাসামনি লড়লেন। এরপর পরাজয়ের ভাণ করে পূর্বনির্ধারিত ঐ অরণ্যঘেরা পথ ধরে তাঁরা ছুটে পালাতে লাগলেন।

বিজয়ের গৌরবে কীথ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ফকিরদের ধাওয়া করে সে ঐ পথে সসৈন্যে ছুটতে লাগলো। আগে চললেন ফকির বাহিনীর কিছু অংশ নিয়ে ফকিরনেতা মজনু শাহ। তাঁর পেছনে ছুটতে লাগলেন ফকির বাহিনীর বাকী অংশ নিয়ে ঐ কয়েকজন তরুণ লড়াইয়া এবং সবার পেছনে লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কীথ সসৈন্যে ছুটতে লাগলো ফকিরদের তাড়া করে নিয়ে।

ছুটতে লাগলো নয়, লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ সসৈন্যে ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগলো। আঁকাবাঁকা পথ। পথের দুইপাশে নিবিড় অরণ্য। সমতল থেকে পথটি প্রায় আগা-গোড়া খালের মতো দুই/তিন হাত নীচু। পথের উঁচু দুই পাড়ে সুনিবিড় গাছ-গাছড়া ও বৃক্ষলতা পথটাকে বেড়ার মতো আগ্‌লে নিয়ে আছে। এই সুড়ঙ্গের মতো নীচু পথটাও একটানা সোজা নয়। সরলভাবে কিছুদূর গিয়েই বারবার বাঁক নিয়েছে সমকোণী রেখার আকারে।

এমনই এক বাঁকের মোড় ফকির বাহিনীর দুই অংশই যখন পার হয়ে এলো, কীথের বাহিনী তখন বাঁক থেকে অনেকখানি দূরে। মোড়ের এ পাড়ে থাকায় ফকির বাহিনী কীথের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। প্রচণ্ড বেগে ছুটে কীথও যখন সসৈন্যে বাঁকের মোড় পার হয়ে এলো তখন দেখলো, ফকির বাহিনী অনেক দূরে

বইঘর.কম ও রোকন

চলে গেছে। ফলে ফকির বাহিনীর নাগাল ধরার জন্যে কীথ্ও মরিয়া হয়ে ঐ গর্ত পথে ছুটতে লাগলো।

আসলে ওটা ফকির বাহিনীর অগ্রগামী দল, পেছনের দল নয়। খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে মজনু শাহ ও তাঁর সঙ্গীরা পেছন ফিরে দেখলেন, তাঁদের পেছনের দল নেই। বেশ কিছুটা দূরে কীথ্কে সসৈন্যে ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজনু শাহ তাঁর দল নিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথ্ তার বাহিনী নিয়ে আরো খানিক এগিয়ে আসতেই ফেরাউনের সলীল সমাধি।

মুসা (আঃ) ও তার সঙ্গীদের পথ করে দিয়ে যেমন দরিয়ার পানি দুই ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ফকির বাহিনীর পেছনের দল বাঁক পেরিয়ে এসেই রাস্তার এই উঁচু দুই পাড়ে উঠে কাতার ধরে বৃক্ষের আড়ালে ওঁৎ পেতে ছিল। কীথের বাহিনী মোড় ঘুরে সামনে কিছুদূর এগুতেই ফেরাউনের বাহিনীর উপর পানির পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো কীথ্ ও তার বাহিনীর উপর ভেঙ্গে পড়লো ওঁৎ পেতে থাকা ফকির বাহিনীর এই বিপুল অংশটি। হা-রা-রা রবে বিপুল বিক্রমে তাঁরা দুশমনের মাথার উপর হাতিয়ারের ঘা হানতে লাগলেন। প্রচণ্ড মারের মুখে গর্তপথে অবস্থিত কীথ্ ও তার সৈন্যেরা পলায়নের পথ করতে পারলো না। দুই পার্শ্বে ও পশ্চাদভাগে ফকিরদের এই দ্বিতীয় দল ঘিরে রইলো। সামনের দিকে দৌড় দিতেই মজনু শাহ তাঁর দলবল নিয়ে এসে তাদের উপর চড়াও হলেন। অল্প কিছুক্ষণ দিশেহারার মতো ছুটোছুটি করে এই আচানক ফাঁদে আর আচমকা হামলায় কীথ্ আর তার তামাম সৈন্য নিহত হলো। একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারলো না।

বাংলা আর নেপালের সীমান্তের উপর ঘটনা। ফকিরদের মোরাং-এর দুর্গ এখান থেকে অনেক দূরে। মোরাং-এর একদম গভীরে নিবিড় অরণ্যঘেরা সে দুর্গ। আশাতীত কামিয়াবীর পরম আনন্দে ফকিরনেতা মজনু শাহ যুদ্ধের পর তাঁর দল নিয়ে তখনই মোরাং-এর আস্তানায় ফিরে এলেন। নিরাপদ আশ্রয়ে এসেই তিনি সর্বাগ্রে উদ্যোগী ঐ কয়জন নওজোয়ানকে কাছে ডেকে নিলেন এবং তাঁদের অপূর্ব পরিকল্পনা, সাহস ও মেধার ভূয়ষী প্রশংসা করতে লাগলেন।

সেরেফ ফকিরনেতাই নন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহকারে দলের তামাম সদস্যই এই তরুণদের এই তোফা উদ্যোগ ও বিপুল কামিয়াবীর কলকণ্ঠে তারিফ করতে লাগলেন।

শুনতে শুনতে ঐ তরুণদের একজন মজনু শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন— 'তারিফের হকদার আমরা নই হুজুর। এই তারিফের প্রকৃত হকদার

বইঘর.কম ও রোকনু

আল্লাহ তায়ালা। তবে উপলক্ষ হিসাবে কেউ কিছুটা হকদার হলে তা-ও আমরা নই। তারিফের কুল্লে হকদার এই বাহাদুর।'

মজনু শাহর একপাশে দন্ডায়মান সেই সবচেয়ে কম বয়সী আর সুদর্শন ছেলেটির প্রতি তিনি ইংগিত করলেন।

মজনু শাহ্ সানন্দে বললেন— 'তাই ? তা তোমার নাম কি নওজোয়ান ?'

বক্তা নওজোয়ানটি বললেন— 'আমার নাম নেওয়াজী শাহ্ হুজুর। আমি আর আমরা এই কয়জন সকলেই ঐ বাহাদুরেরই পরিকল্পনা, পদ্ধতি আর নির্দেশমতো কাজ করেছি মাত্র। এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক এককভাবে ও-ই।'

মজনু শাহ্ পুনরায় খোশদীলে আওয়াজ দিলেন— 'সাব্বাস!'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিকল্পনার উদ্ভাবক ঐ কম বয়সী তরুণের দিকে নজর ফেরালেন। তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করলেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলালেন এবং সস্নেহে বললেন— 'তুমি কামাল করেছো বাপজান। তোমার নামটা কি বলো দেখি ?'

তরুণটির অবস্থা তখন কাহিল। একটানা এই তারিফের মুখে শরমে তিনি এতটুকুন হয়ে গেছেন। মাথাটা নুয়ে পড়েছে জমিনের দিকে। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে নিজের নাম বললেন।

মজনু শাহ ফের প্রশ্ন করলেন— 'এই নাম তোমার ?'

ঃ জ্বি হুজুর। এই নামেই এখন আমাকে অধিকাংশেরা চেনেন।

ঃ বহুৎ আচ্ছা। তা এই বয়সে লড়াইয়ের এই নিখুঁত এলেম আর অনন্য কৌশল তুমি কোথায় পেলে বাপজান ?

তরুণ আবার সংকুচিত হয়ে গেলেন। এ প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারলেন না। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

তা দেখে মজনু শাহ সামান্য একটু থমকে গেলেন। একটু থেমে পুনরায় প্রশ্ন করলেন— 'কোন অসুবিধা আছে কি বাপজান ?'

মাথা তুলে তরুণ বললেন— 'না, অসুবিধে নয় হুজুর। তবে কথা হলো, গরজ বড় বালাই। প্রয়োজনের তাগিদেই বচপনকালে এ এলেম আমাকে কিছুটা শিক্ষা করতে হয়েছিল।'

মজনু শাহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন— 'বচপন-মানে বাল্যকালে ?'

ঃ জ্বি হুজুর। কৈশোরেও এটা কিছুটা এস্তেমাল করার কোশেশ করি। কিন্তু বেশীদিন সে মওকা আর পাইনি।

ঃ তাজ্জব ! তাহলে তুমি কে বাপজান ? তুমি কি কোন লড়াইয়ার আওলাদ ? মানে সেনাবাহিনীর কোন ব্যক্তির সন্তান ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি না হুজুর।

ঃ তবে ?

তরুণ ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন— 'সে অনেক কথা হুজুর, অনেক দুঃখের কথাও বটে। হুজুর নারাজ না হলে অন্য একদিন বলতাম।'

ঃ হতেই হবে। দুঃখে না হলে একাজে কি কেউ আমরা সুখে এসেছি !

ঃ হুজুর !

ঃ তাই বলো। আজ আনন্দের দিন। দুঃখ-দৈন্যের সব কথা আজ বাদ। সেরেফ এই কথাটা বলো, আমাদের দলে ঠিক কবে এসে সামিল হয়েছো তুমি ?

ঃ এই তো সেবার হুজুর। দল নিয়ে হুজুর এই জলপাইগুড়ি আসার পথে আমি হুজুরের দলে সামিল হই। ঐ নেওয়াজী শাহদের সাথেই।

ঃ তাই নাকি ?

ফকিরনেতা নেওয়াজী শাহর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। নেওয়াজী শাহ্ বললেন— 'জ্বি হুজুর। আমি, ইমাম শাহ্, করম আলী শাহ্, জহর শাহ-এই কয়জন এসে পথের মাঝে হুজুরের দলে ভর্তি হই। চেরাগ আলী হুজুরই আমাদের ভর্তি করে নেন। হুজুরও তখন নিকটেই ছিলেন। এতটা হয়তো খেয়াল নেই।'

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, কিছুটা খেয়াল হচ্ছে এখন।

এই সময় পরাগ আলী ওরফে পরাগল শাহ্ এসে বললেন— 'আব্বাজান, আমাদের জোয়ানরা এই কামিয়াবীর জন্যে সমবেতভাবে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে চান। আপনাকে একটু এদিকে আসতে হয়।'

মজনু শাহ উঠতে উঠতে খোশদীলে বললেন— 'আলহামদুলিল্লাহ!'

নূরপুরের আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বৈঠকখানায় বসে ফকির বাহিনীর বিগত অভিযান ও দিনগুলির কাহিনী শোনাচ্ছেন ফকির ইমাম শাহ্। নারী-পুরুষ উভয় কিসিমের শ্রোতারা পাশাপাশি দুই কক্ষে বসে দম বন্ধ করে এ কাহিনী শুনছেন।

দম নিতে ইমাম শাহ একটু থামলেন। সুযোগ পেয়ে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন— 'জনাব, যুদ্ধের পরিকল্পনাকারী সেই বাহাদুর তরুণটির নাম তো বললেন না। আমাদের অনুমান, সেই বাহাদুর তরুণ নিশ্চয় আপনি!'

এ প্রশ্নে ইমাম শাহ একটু মুচকি হাসলেন, মুখে কিছুই বললেন না। বলা বাহুল্য, সে তরুণের নাম ইমাম শাহ উচ্চারণ না করলেও উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী 'সেই তরুণটি যে ইমাম শাহ নিজেই' এ কথা সহজেই আন্দাজ করে নিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ পরবর্তী ঘটনা আবার বলা শুরু করলেন। তাঁর বর্ণিত অবশিষ্ট কাহিনী ঃ

লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ্‌ ও তার গোটা বাহিনী ফকিরদের হাতে নিহত হওয়ায় বাংলায় অবস্থিত সমুদয় ইংরেজদের মধ্যে এক ভয়ানক আতংক পয়দা হলো। ফকিরদের হাতে তাদের কারো প্রাণ নিরাপদ নয় ভেবে তারা মনে মনে কেঁপে উঠলো। বাংলার শাসনভার হাতে নিয়ে ইংরেজেরা এই সময় বাংলাকে মোটামুটি কয়েকটা জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় সবেমাত্র একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করেছিল। জেলার সার্বিক শাসনভার ছিল এইসব সুপারভাইজারদের হাতে।

কীথ্‌ ও তার বাহিনীর এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে এই নবনিযুক্ত সুপারভাইজারগণ, বিশেষ করে পূর্ণিয়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরের সুপারভাইজারগণ মহাতংকে নিপতিত হলো। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মরক্ষার চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে উঠলো। ঈসায়ী ১৭৭০ সনের প্রথম দিকের মাসগুলিতে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট পাগলের মতো কেবলই সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাতে লাগলো। ফকিরদের হাত থেকে জেলাগুলিকে রক্ষা করার নিমিত্তে প্রত্যেকটি জেলায় অতিরিক্ত সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখারও আবেদন জানাতে লাগলো।

তাদের আবেদন যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত জেলায় যথাসম্ভব অতিরিক্ত সেনা-সৈন্য প্রেরণ করলো। কিন্তু এতেকরে জেলাগুলিতে ফকিরদের আগমন ও তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল না। ফকিরেরা যথারীতি একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণ করতে লাগলেন এবং অত্যাচারীর অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়ে ফিরতে লাগলেন।

এই বছরের শেষের দিকে এক অঘটন ঘটে গেল। ফকিরনেতা মজনু শাহর নির্দেশে ফকির ইমাম শাহ ও করম আলী শাহ ফকির বাহিনীর পাঁচশত লোক নিয়ে পূর্ণিয়া হয়ে দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সাথে গাদা বন্দুক ও কিছু অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ছিল। ফকিরদের ভয়ে জেলার সুপারভাইজারেরা এখন অনেকটা শংকিত হয়ে আছে-এ তথ্য জানা সত্ত্বেও তাঁরা সতর্কতার সাথেই পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঠেকে গেলেন পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কুশী নদীর কেন্দুয়া খেয়াঘাটে এসে। ঘাটে তখন খেয়াপারের যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। খেয়াপারের তরণীটি প্রশস্ত নয়। নদী পার হওয়া তাঁদের অনির্শ্চিত হয়ে গেল।

পাঁচশত ফকিরের ছোট একটা দল কুশী নদীর দিকে যাচ্ছে-এই সংবাদ পেয়ে পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার জি. জি. ডুকারেল চাঙ্গা হয়ে উঠলো এবং লেফ্‌টেন্যান্ট

বইঘর.কম ও রোকন

সিন্‌ক্লেয়ারের অধীনে বিশাল এক সৈন্য বাহিনী ফকিরদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলো। বললো— 'ক্যাচ্ দেম্।' অর্থাৎ ঐ ফকিরদের পাকড়াও করে নিয়ে এসো।

তবু কিছু হতো না। সিন্‌ক্লেয়ার ফকিরদের নাগাল ধরতেই পারতো না। কিন্তু এই কেন্দুয়া খেয়াঘাটে এসে ফকিরদের গতিরোধ হয়ে গেল। কুশী নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় ঘাটে তাঁরা বসে থাকতে বাধ্য হলেন। তবুও তাঁরা যদি জানতে পারতেন দুশমন পিছু নিয়েছে তাঁদের, তাহলেও তাঁরা সাবধান হতে পারতেন এবং নদীপারের বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে পারতেন। এটা না জানা থাকায়, অসতর্ক ও এলোমেলোভাবে বসে থেকে তাঁরা পরিস্থিতি মারাত্মক করে তুললেন।

অরণ্যের আড়ালে চুপি চুপি এসে লেফ্‌টেন্যান্ট্ সিনক্লেয়ার তার বিশাল বাহিনীর দ্বারা ফকিরদের দূর থেকে ঘিরে ফেললো এবং বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতে লাগলো।

দুশমনেরা ফকিরদের চেয়ে প্রায় সাত-আটগুণে বেশী ছিল। ইমাম শাহরা দেখলেন, এই অপ্রস্তুত অবস্থায় এত কমলোক নিয়ে দুশমনদের সামনাসামনি পাল্টা হামলা করতে গেলে একজনও তাঁরা জিন্দা থাকতে পারবেন না। সামনে নদী। প্রায় চারদিকেই দুশমন। বেকায়দায় আত্মরক্ষার কোন আড়াল-আশ্রয় নেই। এ অবস্থায় লড়াই করতে যাওয়া মানেই সাধ করে মউতকে ডেকে আনা। ইমাম শাহ সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার এবং কোন রকম প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না করার নির্দেশ দিলেন।

পরিস্থিতিটা অবশ্য ফকিরদেরও অনেকখানি পক্ষে ছিল। আর তা হলো ঘাটের ঐ প্রচণ্ড ভিড়টা। বর্ষার শেষের দিক হলেও তখনও বর্ষাকাল। অক্টোবর অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাস। কুশী নদী তখন কানায় কানায় ভর্তি। প্রচণ্ড স্রোত। কেন্দুয়া খেয়াঘাট বর্ষাকালের গভীর ও খরস্রোতা কুশী নদী পার হওয়ার এতদঞ্চলে এই একটি মাত্র খেয়াঘাট। ফলে পারাপারের ভিড় এই খেয়াঘাটে এই সময় বরাবরই বেশী।

এর উপর আবার যোগ হয়েছে আর এক উপসর্গ। দেশ তখন এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের) ছোবলে জর্জরিত। অনাহারে মৃত্যুর হার দিনে দিনে আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে। এক মুঠো ভাত বা এক চামচ ফ্যানের জন্যে দলকে দল মানুষ তখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। খেয়াপারের সাধারণ যাত্রীর সাথে এই দুর্ভিক্ষপিষ্ঠ শত শত যাত্রীও নদী পার হওয়ার আশায় এসে ভিড় জমিয়েছিল কেন্দুয়া খেয়াঘাটে। ফলে ফকিরেরাই এই খেয়াঘাটে কুল্লে যাত্রী ছিল না। এ ছাড়া বর্ষাকালের কর্মহীন বেশ কিছু স্থানীয় লোকেরাও ঘাটে এসে ঘাটিয়াল ও

বইঘর.কম ও রোকন

অন্যান্যদের সাথে আলাপচারিতায় রত ছিল। কেন্দুয়া খেয়াঘাট আর ঘাট নয়, যেন একটা বাজার।

বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসা সত্ত্বেও অপরপক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ না আসায় সেনাপতি সিন্‌ক্লেয়ার থমকে গেল। ঘাটে জনসাধারণের অসম্ভব ভিড় দেখে সিন্‌ক্লেয়ার তার সেপাইদের বন্দুক ছুড়তে নিষেধ করলো। ভাবতে লাগলো, তবে কোন জঙ্গী ফকির নয় এরা ? তা যদি না হয়, এই দুর্ভিক্ষের কারণে পথে-ঘাটে যেখানে হাজার হাজার ভিক্ষে করা ফকির, এরা যদি সেই ভিক্ষে করা ফকির হয়, এলোপাথাড়ি গুলী চালিয়ে ভিক্ষে করা ফকিরসহ ঘাটের এই সাধারণ লোক মারলে এর পরিণাম হবে করুণতর। ইংরেজ শাসনের ভিতটাই কেঁপে উঠবে থর থর করে। এমনিতে এক ফকির বিদ্রোহেই ইংরেজ শাসন তটস্থ, এরসাথে যদি দেশের সাধারণ লোক ক্ষেপে গিয়ে একযোগে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে ইংরেজ শাসনের সমাধি তো হবেই, তারাও এদেশ থেকে ফিরে যেতে পারবে না।

কীথের ঐ পরিণতির পর ইংরেজদের মধ্যে এই চিন্তা এখন জোরদার।

তাই এলোপাথাড়ি গুলী চালিয়ে সাধারণ মানুষ মারার দুঃসাহস সিন্‌ক্লেয়ার করলো না। হাতিয়ার তাক করে নিয়ে সে সতর্কতার সাথে সসৈন্যে নিকটে এগিয়ে এলো এবং ঘাটের জনতার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললো—'ফাকির কৌন্ হায়, ফাকির ? তামাম ফাকির ইধার আও, আওর পাবলিক উধার যাও।'

সিন্‌ক্লেয়ারের ধারণা ছিল, ফকির পরিচয় দিয়ে কেউ স্বেচ্ছায় এদিকে আসবে না। এই জনতার মধ্য থেকে ফকিরদের বাছাই করে টেনে আনতে হবে। কিন্তু সিনক্লেয়ারের ধারণা পাল্‌টে গেল। ইমাম শাহর ইংগিতে তামাম ফকির 'আমি ফকির—'আমি ফকির' বলে আত্মপরিচয় দেয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করলেন এব উপস্থিত জনসাধারণ কিছু বুঝে উঠার আগেই তাঁরা সকলেই খোশদীলে ঠেলাঠেলি করে এসে নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হলেন।

সিনক্লেয়ার আর একবার হোঁচট খেলো। এরপর বললো—'হাতিয়ার ইধার ঢালো-সাবমিট্ হেয়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে ফকিরেরা হাতিয়ার জমা দিলো।

সিনক্লেয়ার বললো—'আভি হ্যান্ড্‌স্ আপ্ ! হাট উপরে টোলো আওর সিঢা হাঁটো। টুম্ লোগ বিলকুল হামার কোয়েডী।'

ফকিরেরা তখনই হাত উপরে তুলে নিদিষ্ট পথে হাঁটা দিলো। হাঁটতে শুরু করে ইমাম শাহ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—'আমাদের কোথায় যেতে হবে সাহেব ? কিধার যানে হোগা ?'

বইঘর.কম ও রোকন

সিন্ক্লেয়ার বললো—'সুপারভাইজারকো পাস্। এহি ডিস্ট্রিক্ট্কো সুপারভাইজার।'

ইমাম শাহ খোশদীলে বললেন—'বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছ। উধার খানা তো মিলেগা জরুর ?'

সিন্ক্লেয়ার সবিস্ময়ে বললো—'খানা !'

ইমাম শাহ বললো—'হ্যাঁ সাহেব। মুলুক আভি ভুখা মুলুক। এহি পেট্মে আভিতক্ কুচু নেহি গিয়া। ম্যায় তামাম আদমী ভূখা হুঁ। জো সুপারভাইজার হ্যায়, উও মালেক হ্যায়। খানা উন্কো দেনা হোনা জরুর। জলদি চলিয়ে।'

সিন্ক্লেয়ার হতবাক। বলে কি ! তবে কি সবাই এরা ভিক্ষে করা ফকির ? তাইবা হয় কি করে ? সাথে এদের হাতিয়ার কেন ? সিন্ক্লেয়ার ভাবলো, যা হয় হোকগে। তার পাক্ড়াও করে নিয়ে যাওয়ার কথা, সে পাক্ড়াও করে নিয়ে যাবেই। পরবর্তী ভাবনা সুপারভাইজার ভাববে।

সিন্ক্লেয়ার ফকিরদের নিয়ে সুপারভাইজারের কাছে হাজির হলে সুপারভাইজার জি. জি. ডুকারেল আনন্দে নেচে উঠলো। এতগুলো ফকিরকে কয়েদ করতে সক্ষম হওয়ায় সিন্ক্লেয়ারকে সে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো।

www.boighar.com

কিন্তু সিন্ক্লেয়ার এই ধন্যবাদ থেকে তেমন একটা তৃপ্তির রস আস্বাদন করতে পারলো না। সে আমতা আমতা করে জানালো, এগুলো মজনু শাহর জঙ্গী ফকির কি না, এ নিয়ে সে অনেকখানি সন্দিহান।

ডুকারেল দমে গেল। সবিস্ময়ে সে জানতে চাইলো, এগুলো কি তাহলে ভিক্ষে করা ফকির ?

জবাবে কিন্ক্লেয়ার জানালো, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয় বা তার ধারণা এদের নিয়ে সুস্পষ্ট নয়।

জি. জি. ডুকারেল হতবুদ্ধিভাবে ফকিরদের প্রশ্ন করলো—'টুম্ লোগ্ কৌন্ আছে ? বেগার ? আই মিন, ভিখ মাঙ্গনেকো ফাকির ?'

জবাবে ইমাম শাহ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললো—'নেহি-নেহি। ভিখ মাঙ্গনেকো কভ্ভি নেহি। হাম্ লোগুঁ আল্লাহর জিকির কর্না ফকির, ভিখ্ মাঙ্গনা নেহি।'

ঃ দেন্ স্পিরিচুয়্যাল, আই মিন টুম লোগ্ ডরভিশ্ ?

ঃ হ্যাঁ সাহেব, দরবেশ। আমরা আধ্যাত্মিক ফকির।

ঃ আই সি ! আঢ্যাট্মিক ? টব্ টুমহারা পাস হাটিয়ার হ্যায় কেঁউ ? এট্না ফাকির এক সাট্মে কেঁউ ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আত্মরক্ষার জন্যে সাহেব। সন্যাসী আর নাগা দস্যুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। ওরা আমাদের সাথে বহুত দুশমনি করে। পথে একা পেলে সবকিছু লুটে নেয়। আমাদের হত্যা করে।

ঃ হট্যা ! আইমিন মার্ডার ? খুন ?

ঃ বিলকুল খুন। এই কিছুদিন আগেই তো ওরা আমাদের একজনকে দিনে দুপুরে খুন করলো। সাহেবের এই এলাকাতেই আর আলবত সাহেবের তা জানা।

ঘটনা সত্য। জি. জি. ডুকারেল নিজে এই ঘটনা জানে। সে দমে গেল। কথাটা মিথ্যা নয়। তার উপর ডুকারেল আরো শুনেছে, ইংরেজদের সাথে আগে এই আধ্যাত্মিক ফকিরদের কোন দুশমনি ছিল না। এদের কিছু লোককে ইংরেজেরা মেরে ফেলেছে বলেই এরা ক্ষেপে গেছে। এদের অনেকেই গিয়ে মজনু শাহর পেছনে জোট বেঁধেছে। একমাত্র মজনু শাহর জঙ্গী ফকির ছাড়া অন্যকোন ফকির নিয়ে টানাটানি করা আর মোটেই তাদের চলবে না। তাতে মজনু শাহর দলই বেড়ে যাবে। চাইকি, একারণে জন সাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

ডুকারেল নরম হলো। বললো—'অলরাইট। আভি বাটাও, টুম লোগ্ কেয়সা মাফিক আঢ্যাট্মিক্ ফাকির হ্যায় ? টুমহারা সেন্ট্, আইমিন পীর কৌন্ আছে ?'

ইমাম শাহ বললেন—'শাহ মাদার আমাদের পীর। আমরা মাদারী গোত্রের ফকির।'

ডুকারেল সপুলকে বলে উঠলো—'কেয়া বাট্ ! টুম লোগ্ মাদারী ফাকির হ্যায় ? উও নাম হামি বহুট্ শুনিয়াছে। 'শ' মাডারকা ডরগা ভি ডেখিয়াছে। মাডারী ফাকির পাবলিক কো সাঠ্ কুয়ী ডুশমনী করে না। নাগা ডেউশা উও কাম করে-হামি জানে।'

ঃ এই তো সাহেব, তাহলে তো সবই বোঝো।

ঃ ডেউশা মাজুনু 'শ' আউর উস্‌কো ফাইটিং লোগ্ ভি বহুট্ ডেঞ্জারাস আডমী আছে। লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথ্ আউর হিজ্ অল্ সোলজার্স্ মাজুনুডের হাটে খটম হইয়া গেল।

ডুকারেলের চোখে-মুখে ভীতির আভাস ফুটে উঠলো।

তা লক্ষ্য করে ইমাম শাহ মনে মনে হাসলেন। ডুকারেলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'না সাহেব, মজনু শাহ আর তাঁর জঙ্গী লোকেরা আসলে খারাপ মানুষ নন। ভাল মানুষের সাথে তাঁদের কোন দুশমনী নেই। কেবল খারাপ লোকদেরই তাঁরা শায়েস্তা করে বেড়ান। আমরা পথে পথে ঘুরি, সব খবর রাখি।'

বইঘর.কম ও রোকন

অবচেতনভাবে সমর্থন দিয়ে ডুকারেল বললো—'হোবে হোবে। এহি বাট্ ভি ঠোড়া ঠিক হোবে। কুয়ী পাবলিক আভিটক্ ডেউশা মাজুনু কো কুছু বডনামী করিলো না। ফরিয়াড্ ভি আনিলো না। টুম্ লোগ্ ভি উহার টারিফ করে।

ঃ করি এই জন্যে যে, মজনু শাহ ডেউশা, মানে দস্যু নন। উনি সৎ লোক। তবে এটা ঠিক যে, উনি ভালোর কাছে ভালো, মন্দের কাছে মউত।

ঃ হাঁ-হাঁ, উও আড্‌মী বহুট হিম্মটডার আছে।

ঃ নিরপেক্ষ নজর দিয়ে তুমি তাঁর কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করতে থাকো সাহেব, দেখবে, কেবল শয়তানদেরই উনি দমন করে চলেছেন, ভাল লোকের গায়ে কখনোও হাত তুলছেন না।

ঃ হামি টাঁহা দেখিটে পাইবে না। জলডি জলডি হামি ডুস্‌রা কামে চলিয়া যাইবে, এহি পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট্ মে বহুট ডিন ঠাকিবে না।

ঃ তা যেখানেই থাকো সাহেব, লক্ষ্য করলেই দেখবে, মজনু শাহ একমাত্র জুলুমকারীরই দুশমন। ঐ লেফ্‌টেন্যান্ট্ কীথ্ যদি তাঁকে হামলা করতে না আসতো, তাদের ঐ করুণ পরিণতি হতো না।

সুপারভাইজার ডুকারেল মনে মনে আবার একটু কেঁপে উঠলেন। সে তড়িঘড়ি বললো—'উও বাট্ ছোড় ডো। উও বাট্ বড়া বাট। আভি বাটাও, টুম লোগ্ হামার ডিস্ট্রিক্ট্ আইমিন জেলায় কেনো আসিলো ?'

ঃ এখানে আসিনি তো সাহেব ! আমরা এইদিক দিয়ে যাচ্ছি।

ঃ ইজ্ ইট ? কাঁহা যাইটেছে ?

ঃ দরগাহ শরীফে। শাহ মাদারের দরগাহ শরীফে। মালদহের কাছে দরগাহ আছে, ঘোড়াঘাটের ওদিকে দরগাহ আছে, আমরা ঐসব দরগাহ শরীফে যাচ্ছি।

ঃ সাচ বাট্ ?

ঃ বিলকুল সাচ। উধার আমাদের কাম আছে।

ঃ টবে যাও। লেকিন জিম্মাডার রাখিয়া যাইটে হোবে। টুমহারা ফাইভ-সিক্‌স্ আড্‌মী জিম্মাদার ঠাকিবে।

ঃ জিম্মাদার !

ঃ আওর কুয়ী হাটিয়ার পাইবে না। উহা বাজেয়াপ্ট ঠাকিবে।

ঃ তা থাকুক। তবে---!

ঃ কুয়ী টবে না আছে। টুম লোগ্ পিস্‌ফুলী, আইমিন শান্তি ভঙ্গ না করিয়া হামার ডিস্ট্রিক্ট্ ছাড়িবে টো, দেন এ্যান্ড দেয়ার টোমার জিম্মাডার ভি মুক্তি পাইবে। হামি উহাডের ছাড়িয়া দেবে। সমঝা ?

ঃ বুঝেছি সাহেব। আমাদের উপর কোন লোক হামলা না করলে আমরা শান্তি ভঙ্গ করবো না।

ঃ কুয়ী হামলা না হোবে। 'টুম লোগ্ আচ্ছা আড্মী-পিস্ফুল আড্মী'- এহি বাট্ হামি হামাডের টামাম সুপারভাইজার লোগুঁকো জানাইয়া ডেবে। বলিবে, ইহাডের উপর হামলা মাট্ করো। কুয়ী ডেউশা ইহাডের হামলা করিবে টো ডেউশাকে পাকড়াও করো।

ঃ বহুত আচ্ছা সাহেব। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ !

ঃ আভি যাও। বাই-বাই !

হাতিয়ারসহ পাঁচ/ছয় জনকে জামিন রেখে ইমাম শাহ্ ও তাঁর অন্যান্য সকল সঙ্গীদের ছেড়ে দেয়া হলো। ইমাম শাহ্ তাঁর দল নিয়ে নির্বিবাদে পূর্ণিয়ার সীমান্ত পার হয়ে যায় কি না তা দেখার জন্যে লোক নিয়োগ করা হলো।

নিযুক্ত লোকেরা ইমাম শাহদের শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাওয়ার কথা ফিরে এসে জানালে ডুকারেল জিম্মাদারদেরও ছেড়ে দিলো।

জিম্মাদারেরা ফিরে এলে সকলে একত্র হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে এলেন।

করম আলী শাহ্ এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। দম বন্ধ করে কেবলই সব দেখে গেছেন। এবার তিনি বিহ্বল কণ্ঠে ইমাম শাহকে বললেন—'সত্যিই ভাই, আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমান। আপনার বুদ্ধির তারিফ আমি কিভাবে করবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। মারহাবা মারহাবা।'

ইমাম শাহ হেসে বললেন—'আমার বুদ্ধি এমনকিছু বেশী নয়। তবে একটা কথা আমাদের খেয়াল রাখতেই হবে যে, শক্তির চেয়ে বুদ্ধি সব সময়ই বড় আর কঠিন মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। ঐ সময় অধৈর্য হয়ে আমরা হাতিয়ার হাতে তুলে নিলে একজনও জিন্দা এখন থাকতাম না।'

যে চিন্তা করেই হোক, সুপারভাইজার জি.জি. ডুকারেলও তার কথা রাখলো। অন্যান্য সুপারভাইজারদের কাছেও সে ঐ মর্মে পত্র প্রেরণ করলো। এরপর ডুকারেল তা উপরওয়ালাদের জানালো—'এই ফকিরের দল কোন সন্যাসীও নয়, নাগা দস্যুও নয়। এরা মুসলমান ফকির এবং মাদারী গোত্রের ফকির। এরা খুব ভাল লোক। শান্ত মানুষ। সন্যাসীরা ইদানিং এদের হত্যা করছে বলেই এরা হাতিয়ার নিয়ে দলবদ্ধভাবে বেড়াচ্ছে। ভাল লোক জেনেই এদের আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেইসাথে, সন্যাসী ও নাগা দস্যুদের হাতে এরা যেন নির্যাতীত না হয় আর আমাদের লোকেরা যেন এদের নির্যাতন না করে, এই মর্মে আমি রংপুর, দিনাজপুর ও মালদাহের কর্মকর্তাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেছি।'

বইঘর.কম ও রোকন

'জি.জি. ডুকারেলের এটি সরলতা না নির্বুদ্ধিতা আর তার উপরওয়ালারা এটাকে কিভাবে গ্রহণ করলো তা জানা যায়নি। তবে ডুকারেলের এই পদক্ষেপগুলির খবর যখন ফকির নেতা মজনু শাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছলো, তাঁদের কাছে ইমাম শাহ্র কদর ও গুরুত্ব এবং তাঁর প্রতি তাঁদের স্নেহ আর টান শতগুণে বেড়ে গেল।

সে যা-ই হোক, জিম্মা থাকা ফকিরেরা ফিরে এলে সবাইকে নিয়ে ইমাম শাহ আবার দিনাজপুরের পথ ধরলেন। ফকিরের সংখ্যা পথে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং এই পাঁচশত ফকির গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচ হাজারে উপনীত হলো।

ফকিরনেতা মজনু শাহ ইতিমধ্যেই এই দলের নেতৃত্বে এসে গেলেন। দুর্ভিক্ষের কারণে এই সময় ফকিরের দলে যোগ দেয়ার জন্যে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল এবং কয়েক মাসের মধ্যে এ সংখ্যা পাঁচ হাজারেও থাকলো না, তার অনেক উপরে চলে গেল।

দিন কেটে যেতে লাগলো। ঈসায়ী ১৭৭২ সনের প্রথম দিক। এতগুলো ফকিরের একসঙ্গে অবস্থান ইংরেজ সরকারের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এই সংবাদ পেয়ে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো এবং রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার সুপারভাইজাদের উপর তম্বি শুরু করলো।

কাউন্সিল এদের সবাইকে গরম কণ্ঠে হুকুম করলো—'রাজমহলের সেনাঘাঁটি থেকে যত সৈন্য দরকার তা সংগ্রহ করো এবং যেভাবেই হোক, ফকিরদের আমাদের সীমানার বাইরে বিতাড়িত করো।'

হুকুম মাফিক ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে তামাম সৈন্য একত্র করে নিয়ে সুপারভাইজারেরা সকলেই ফকিরদের পেছনে আবার ছুটলো।

কিন্তু সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করার পরও তারা ফকিরদের কোন নাম-নিশানা পেলো না।

তার কারণ, ফকিরেরা তখন আর এক জায়গায় ছিলেন না। এতবড় বাহিনী নিয়ে তাঁরা একত্রেও ছিলেন না। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে এক এক দল এক এক দিকে গিয়েছিল। একটি দল আগেই পাবনার উত্তর-পূর্ব এলাকা হয়ে ময়মনসিংহ গিয়েছিল। আর একটি দল ও কিছু নেতৃবৃন্দ নিয়ে ফকির নেতা মজনু শাহও পাবনা হয়ে ময়মনসিংহে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু পাবনায় লেফ্টেন্যান্ট্ টেইলর ও ক্যাপ্টেন রেনেলের বাহিনী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মজনু শাহ তাঁর দল নিয়ে আবার ঘোড়াঘাট অর্থাৎ দিনাজপুরের

বইঘর.কম ও রোকন

দিকে ফেরত পথ ধরলেন। পথে কাজীপাড়ায় রেনেল আর টেইলর অতর্কিতে তাঁদের ঘিরে ফেললে, বাধ্য হয়ে তাঁরা সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন।

দুশমনের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম হওয়ায় আর অতর্কিতে হামলা হওয়ায়, মজনু শাহর ফকিরদল এ লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে পিছু হঠলেন। তাঁদের কয়েকজন জোয়ান এ লড়াইয়ে শাহাদত বরণ করলেন।

দলের এক অংশ ও নেতৃবৃন্দ নিয়ে ফকির মজনু শাহ মস্তানগড়ে চলে গেলেন। কিছু লোক চারপাশের গাঁয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গা-ঢাকা দিলেন।

খানিকটা জখম হয়ে ফকির ইমাম শাহ সেদিনের সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় নূরপুরে এসে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের মকানে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে আলেম সাহেবের পিতৃসুলভ স্নেহ মমতা লাভ করলেন।

এর পরবর্তী ঘটনা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৭

নূরপুর থেকে বিদায় নিয়ে ইমাম শাহ মস্তানগড়ে ফিরে চললেন। কিন্তু আগের মতো উল্কাবেগে নয়, লড়াইয়ার একাগ্রতা আর অমিত বিক্রম নিয়ে নয়, এবার তিনি ফিরে চললেন স্থবির পদক্ষেপে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পথ চলতে লাগলেন তিনি। দীল তাঁর আগা-গোড়াই আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। আচ্ছন্ন করে রাখলো আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের গৃহের মনভেজানো আমেজ। পারিবারিক জীবনের অনুপম আস্বাদ হাতছানি দিয়ে তাঁকে পিছু টানতে লাগলো।

এর একটা অপূর্ব নেশা আছে। দক্ আছে ভিন্নতর। আকর্ষণ এ জিন্দেগীর নিয়তই দুর্বার। আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড। আটকে গেলে অচলায়তন। স্নেহ-মমতার বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন। লোহার শেকলের চেয়েও মজবুত। হিয়ার বাঁধন তারচেয়েও বড়। টানলে ছেঁড়ে না। জোর করে ছিঁড়তে গেলে দেহে আঘাত লাগে না, অন্তর কেটে রক্ত ঝরে ফোঁটা ফোঁটা।

দু'দিনেই বদলে গেলেন ইমাম শাহ। আলেম বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘটনাই অক্ষয় স্মৃতি হয়ে দীলে তাঁর গেঁথে গেল। গেঁথে গেল স্পর্শকাতর তারের মতো। হাত দিলেই ঝনঝন করে ওঠে। মনে পড়ে তার নূরপুরে দেওয়ান সাহেবের বাড়ীর স্মৃতি।

এক দিন নিরিবিলি মুহূর্তে দেওয়ান সাহেব পরম আগ্রহে ইমাম শাহর পাশে এসে বসলেন। দরদভরা কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—'বাপজানের সব কথাই

বইঘর.কম ও রোকন

শুনলাম, তাঁর সুবিমল অন্তরের পরিচয়ও পেলাম। কিন্তু বাপজানের আসল খবর এখনও পেলাম না।'

ইমাম শাহ্ স্মিতকণ্ঠে বললেন—'আসল খবর !'

ঃ বাপজানের মকান কোথায়, কোন্ পরিবারের ছেলে, কোন পেশার লোক, এই পরিচয় পেলাম না।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে ইমাম শাহ্ ম্লানকণ্ঠে বললেন—'পরিচয় আর কি জনাব ! বদ্নসীব মানুষ, ভবঘুরে লোক। অতীতে কিছু-কিঞ্চিৎ যা-ই থাক, আজ আর দেয়ার মতো পরিচয় কিছু নেই।'

ঃ তা বললেই কি হয় বাপজান ? অতীতের ঐ কিছু-কিঞ্চিৎ পরিচয়ই জানতে চাচ্ছি আমি। আজকেরটা তো জানিই।

ঃ কিছু-কিঞ্চিৎ মানে বড়ই দিগ্দারীর ব্যাপার জনাব। ওসব নিয়ে টানাটানি করতে আর মন আমার চায় না।

ঃ এড়িয়ে যাচ্ছো বাপজান ?

ঃ জ্বি না, ঠিক এড়িয়ে নয়। তবে যা অবাঞ্ছিত আর অপ্রীতিকর তার পুনরাবৃত্তি করাটা---।

দেওয়ান সাহেব থমকে গেলেন। সচকিত হয়ে উঠে পরক্ষণেই তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেম—'আচ্ছা থাক-থাক। ওটা আর জানতে চাইনে। ওটা বলার দরকার নেই। মানুষের জন্মটাই বড় নয়, কর্মটাই বড়।'

এ কথায় ইমাম শাহ্ও সজাগ হয়ে উঠলেন। দেওয়ান সাহেবের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই দেওয়ান সাহেব ফের বললে—'কে তুমি, কোথায় জন্ম, কি তোমার অতীত-এসব আসলে খুবই মামুলী ব্যাপার। তুমি কি, কি তোমার বর্তমান, কোন্ কাজে আছো তুমি-এইটেই আসল বিষয়।'

ইমাম শাহ্ বললেন—'তা ঠিক। তবে---।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইমাম শাহ্ এবার কিছু বলতে চাইলেন। দেওয়ান সাহেবের কথাতেই নিজের পরিচয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলার তিনি গরজ অনুভব করলেন।

কিন্তু দেওয়ান সাহেব তাঁকে সে সুযোগ দিলেন না। সাথে সাথেই তিনি আবার বললেন—'সে দিক দিয়ে তুমি একদম অনন্য আর অদ্বিতীয়। তোমাকে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত করে নিতে কোন লোকের কোন রকম বিপত্তিই নেই।'

অলক্ষ্যে চমকে উঠে ইমাম শাহ্ বললেন—'জ্বি ?'

বইঘর.কম ও রোকনু

দেওয়ান সাহেব আপনভাবেই বলে চললেন—'এক্ষণে যেটা আমি জানতে চাই, সেই জবাবটা দাও তো দেখি। তোমার সাথে এই মহান কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন, তাঁরা কি সবাই ভাসমান মানুষ ? মানে আত্মীয়-স্বজন-ঘর-সংসারের সাথে কারো কি কোন সম্পর্কই নেই ?

ঃ হ্যাঁ, অনেকেরই তা নেই। যাঁরা এ কাজের উদ্যোক্তা আর যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ মূলকর্মী, তাঁরা সবাই গৃহত্যাগী ঠিকানাহীন মানুষ। ছিন্নমূল লোক। মন্ত্রের সাধনই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আর তাঁদের জিন্দেগীর একমাত্র বাঁধন। অন্য কোন বাঁধন-সম্পর্ক কোথাও তাঁদের নেই

ঃ বাপজান !

ঃ তবে অন্যরকম লোকও আছেন অনেক। যাঁরা কাজের সময় আমাদের সাথে কাজ করেন, অবসরে ঘর-সংসারের খবর করেন, এমন লোকও অনেকেই আছেন আমাদের সাথে।

ঃ আচ্ছা !

ঃ একেবারেই সংসারী লোকও অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে এসে মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে শরিক হন। স্থানীয়ভাবে দুই/একটা তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে আবার তাঁরা স্থায়ীভাবে ঘর-সংসারে ফিরে যান। কত রকম লোকই আছেন আমাদের এই জঙ্গীদলে। এসব লোকের সমন্বয়েই মাঝে মাঝে দল আমাদের বিশাল আকার ধারণ করে। তাই সবাই আমাদের শক্তি।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা ! তা তুমি কোন্ দলে বাপজান ? ঐ প্রথম দলেই বোধহয় ?

মলিন হাসি হেসে ইমাম শাহ বললেন—'সে তো অবশ্যই হবে। চাল নেই, চুলো নেই, ঘর-সংসারের বাঁধন নেই- আমি আবার আমরা কোথায় ?'

ঃ নেই তো কি হয়েছে ? ইচ্ছে করলেই তো তুমি ঘর-সংসারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারো।

ঃ জনাব !

ঃ প্রকাশ্যে না হোক, গোপনে একটা ঠিকানা অর্থাৎ ঘর-সংসারের সাথে বাঁধন একটা থাকাতে তো লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু দেখিনে। একেবারেই ছিন্নমূল অবস্থান কি ভাল ?

পুনরায় জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে ইমাম শাহ বললেন—'জ্বি ?'

দেওয়ান সাহেব বললেন—'আর না হোক, বিমার-ব্যাধি আছে, বার্ধক্য আছে, কাজেও তোমার বড় রকমের জখম-আঘাতের প্রশ্ন আছে। চরায়-আস্তানায়

বইঘর.কম ও রোকন

একা একা পড়ে থেকে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটানোর চেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে নিজের জনদের মধ্যে দিন কাটানো কি অধিক আরাম আর অধিক আনন্দের নয় ?

ইমাম শাহ্ স্মিতহাস্যে বললে—'এমন ঘর কোথায় পাবো জনাব ? সুদিনে আর সুস্থ্ থাকতে ঘরে আমি থাকবো না, ঘরের কাজে লাগবো না বা ঘর সামলাতে আসবো না, কেবল মাত্র দুর্দিনে আর দুরবস্থায় এসে আশ্রয় নেবো ঘরে, এমন ঘর আমার জন্যে কে তৈরী রাখবে ? শুধুমাত্র বোঝা টানার জন্যে আমাকে ঘর-সংসারে সম্পৃক্ত করবে কে ?'

www.boighar.com

দেওয়ান সাহেব উৎসাহভরে বললেন—'অনেকেই করবে-অনেকেই করবে। পুণ্য অর্জনের জন্যে মানুষ বনবাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে যায় আর গিয়ে প্রাণপাত করে বেড়ায়। সেখানে এটুকু করতে কে চাইবে না বাপজান ? যারা পুণ্য অর্জনে আগ্রহী তারা পরম উৎসাহে এ কাজে এগিয়ে আসবে।'

ঃ পুণ্য অর্জন !

ঃ অশেষ সওয়াব। আখেরাতের পাথেয়। তোমরা নিজের স্বার্থে নয়, দেশ ও কওমের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছো। বেদ্বীনের হাত থেকে দ্বীনকে হেফাজত করতে, অন্যায় আর জুলুমের প্রতিবিধান করতে নিজেদের সুখ-শান্তি তোমরা নির্দ্বিধায় কোরবান করে দিচ্ছো। তোমাদের মতো লোকের কিছুটা খেদমত করতে পারাটাও অনেক বড় ইবাদত। একমাত্র জাহান্নামীরা ছাড়া তোমাদের দুর্দিনে ঈমানদারেরা যে কেউ তোমাদের খেদমত করতে পারাকে খোশ্ কিস্মতি মনে করবে।

ইমাম শাহ্ খোশকণ্ঠে বললেন—'আমাদের নিয়ে আপনি এতটাই ভাবেন জনাব ?'

ঃ কেন ভাববো না বাপজান ? এদেশে আমাদের এই মুসলমান কওমটার সামনে যে ক্রমেই ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তা কি আর দেখতে পাচ্ছিনে ? তোমরা সেই অন্ধকারটা সরিয়ে দিয়ে আলোর পথ উন্মুক্ত করতে নিজেদের যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছো। তোমাদের নিয়ে ভাববো না তো ভাববো আর কাদের নিয়ে বলো ? এর উপর, তোমার প্রতি দীলে আমার বিশেষ একটা দরদ পয়দা হয়েছে। আখ্লাকে আর আচরণে তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছো। তোমার কথা পুনঃ পুনঃ না ভেবে যে পারছিনে।

ঃ আপনি সত্যিই বড় পবিত্র দীলের মানুষ জনাব। আপনি আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছেন।

ঃ সে যা-ই করি, যদি এযাজত দাও তো আমি তোমাকে ঘর-সংসারের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করি জলদি-জলদি। তোমার একটা গোপন ঠিকানা রচনা করে ফেলি।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জনাব !

ঃ সুদিন-দুর্দিন যে সময়েই হোক আর যেদিনই হোক, যখন তখন যাতে করে তুমি নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিজের জনের সান্নিধ্যে আসতে পারো সেই ব্যবস্থা করি।

এ প্রস্তাবের মুখে ইমাম শাহ কিছুক্ষণ বিবস হয়ে বসে রইলেন। এই আহ্বানের কি জবাব দেবেন তিনি তৎক্ষণাৎ তা হাতড়িয়ে পেলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন—'মেহেরবানী করে আমাকে এ নিয়ে একটু ভেবে দেখার সময় দিতে হবে জনাব। জিন্দেগীতে কোনদিন কোন ঘর-সংসার পাতার চিন্তা করিনি। আজকে হঠাৎ করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া আমার ঠিক হবে না মোটেই। দয়া করে আমাকে সময় দিন। এ ব্যাপারে আমার মতামত পরে আমি জানাবো।'

দেওয়ান সাহেব কিছুটা দমে গিয়ে বললেন—'পরে কবে বাপজান ?'

ঃ এখন আমি আমার কাজে ফিরে যাই। পরে আবার আসবো যখন, তখন আমি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবো।

ঃ এখন তাহলে---?

ঃ অনুগ্রহ করে আমার কসুর নেবেন না জনাব। আপনি আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। এটাকে আমার বেআদবী মনে না করে আমাকে একটু চিন্তা করার সময় দিন। সবকিছুই ভাল করে ভেবেচিন্তে করা ভাল।

নূরপুর থেকে ইমাম শাহ মস্তানগড়ে ফিরে যাচ্ছেন আর এসব কথা ভাবছেন। ভাবছেন, এরপর দেওয়ান সাহেব আর পীড়াপীড়ি করেননি সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরের বারে এসে জানাবেন শুনে দেওয়ান সাহেব যেভাবে বিমর্ষ হয়ে গেলেন, দেওয়ান সাহেবের মুখমণ্ডলে হতাশার যে গভীর কালো ছায়া নেমে এলো-তা ভোলার নয়। সে দৃশ্য তিনি এখনো দেখতে পাচ্ছেন। বেকায়দায় পড়ার ভয়ে দেওয়ান সাহেব তাঁর জন্যে কোথায় ঘর রচনা করতে চান, কার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে সংসারী করতে চান, একথা তিনি দেওয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেননি ঠিকই, তবে বুঝতেও তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয়নি যে, সে ঘর নিজের মকানেই দেওয়ান সাহেব রচনা করতে চান আর যার সাথে সম্পৃক্ত করে রচনা করতে চান, সে জন ঐ নূরবানু।

সেই সাথে ইমাম শাহ আরো পুলক-বেদনায় ভাবতে লাগলেন, তাঁর পরিচয় জানার শক্ত জিদ ধরেও দেওয়ান সাহেব অকস্মাৎ ঐ জিদ্ ছেড়ে দিলেন যে কারণে তা-ও তাঁর কাছে দুর্বোধ্য কিছু নয়। অনেক দুঃখ-বেদনার দীর্ঘ কাহিনী বলে তিনি

বইঘর.কম ও রোকন

তা বলার আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু দেওয়ান সাহে বুঝলেন, তাঁর অতীত আসলেই খুবই কিঞ্চিৎকর বা খানিকটা কলঙ্কময় বোধেই হয়তো তিনি তা জানাতে অনাগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই বিবেচনাতেই দেওয়ান সাহেব জিদ্ থেকে অকস্মাৎ সরে গেলেন।

কত কথাই উদয় হচ্ছে ইমাম শাহর অন্তরে। মস্তানগড় অধিক দূরে নয়। চারদিকে মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইমাম শাহ্ পথ বেয়ে যাচ্ছেন আর ভাবছেন। ভাবছেন, নূরবানুইবা কম কিসে ? এ ব্যাপারে বোঝা গেল, নূরবানুও একপায়ে খাড়া। বিদায়ের পূর্বক্ষণে বিষাদক্লীষ্ট বদনে এসে নূরবানু জানতে চাইলো, আবার তিনি কবে আসবেন। জানতে চাইলো, এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া কি না, আর তাঁদের জিন্দেগীতে দেখা হবে কি না এবং ফিরে এলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা কিছু আছে কি না—এম হাজারটা কথা।

হতাশাব্যঞ্জক জবাব দেয়া সত্ত্বেও নূরবানু ক্ষান্ত হয়নি। তাঁরা জঙ্গীলোক, যখন তখন তাঁরা খুন-গুম হতে পারেন, কয়েদ হতে পারেন, ইংরেজদের কারাগারেই তাঁর জীবনের আলো নিভে যেতে পারে, তাঁর ফিরে আসার ব্যাপারটা তাই একেবারেই অনিশ্চিত এবং তার মতো ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর লোকের প্রতি কারো কোন গভীর দরদ পয়দা হওয়া অনুচিত-এসব কথাও বলা সত্ত্বেও নূরবানু নিরুৎসাহ হয়নি।

চন্ডালীর প্রসঙ্গ ধরে কথায় কথায় শাদির কথা উঠলে সে স্পষ্ট কণ্ঠে জানালো, সৎ ও কীর্তিমান লোকের স্ত্রী হয়ে আজীবন বিরহ-বেদনা ভোগ করাও তার কাছে গৌরবের ও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হীনমন্য, অসৎ আর দুষ্টুলোকের প্রশ্নই তো ওঠে না, সাদামাটা কোন লোককে নিয়ে একসঙ্গে ঘর করার মধ্যেও সে জীবন ধারণের আদৌ কোন সার্থকতা দেখে না।

নূরবানুর এ কথার অর্থ যে কি, ইমাম শাহ তা যথার্থই বোঝেন। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন না, দুর্নিবার এই হাতছানীর প্রেক্ষিতে তাঁর করণীয়টা কি ? যে নিয়ত আর দুরন্ত মনোবল নিয়ে এসে তিনি এই জঙ্গী কাজে যোগ দিয়েছেন, তার মুখে এই আকর্ষণকে প্রশ্রয় দেয়ার আদৌ কোন অবকাশ তাঁর আছে কি না।

নূরপুরে এসে দু'দিনেই বদ্‌লে গেলেন ইমাম শাহ। মস্তানগড়ের ডেরায় এসে হাজির হলেন এই দুর্নিবার দোলায় অবিরাম দোল খেতে খেতে।

কিন্তু ডেরায় এসেই ইমাম শাহর মোহমুক্তি ঘটলো। জঙ্গী পরিবেশের নিদারুণ বৈপরীত্যে নড়বড়ে দীল তার অটল পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে গেল। তামাম দুর্বলতা বিদূরিত করে কর্তব্যনিষ্ঠা অন্তরে তার চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

বইঘর.কম ও রোকন

মস্তানগড়ে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, ফকিরনেতা মজনু শাহ অনেকখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁকে জোরদারভাবে তালাশ করছেন।

কাছে এসে দাঁড়ালে ফকির নেতা তাঁকে পাশে বসিয়ে বললেন—'বাপজান, আবার একটা বড় দায়িত্ব আমি তোমার উপরে দিতে চাই আর সেইজন্যেই তোমাকে খুব খোঁজাখুঁজি করছি।'

ইমাম শাহ সবিনয়ে বললেন—'হুকুম হোক হুজুর। আমি তৈয়ার।'

ঃ নেওয়াজী শাহসহ তোমার পছন্দমতো আরো কয়জন নওজোয়ান সহকারে ছোট একটা দল নিয়ে তোমাকে পান্ডুয়ার বড় সোনা মস্‌জিদে যেতে হবে আর সেখানে গিয়ে অবস্থান নিয়ে থাকতে হবে। জঙ্গী তৎপরতার চেয়ে গোয়েন্দাগিরীর কাজটাই বড় হবে তোমাদের।

যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক ফকির হিসাবেই ঐ মসজিদে অবস্থান করবে তোমরা। আর চারদিকে লোক পাঠিয়ে খবর নেবে, কোথাও কোন বড় রকমের জুলুম-অত্যাচার হচ্ছে কি না। যদি হয় আর তার প্রতিকার করা আশু প্রয়োজন বলে বিবেচনা করো, তখনই সে খবর আমাদের মোরাং-এর দুর্গে পাঠাবে। নিজে আমি অসুস্থ। অন্যেরাও একটানা ছুটোছুটি করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাজীপাড়ার লড়াইয়ের পর মস্তানগড়, মস্তানগড় থেকে পান্ডুয়া, পান্ডুয়া থেকে রাজশাহীর নাটোর আবার নাটোর থেকে এই মস্তানগড়—একটানা দৌড়ের উপর আছেন সবাই। সবারই তাই কিছুদিন বিরাম নেয়ার দরকার। সুতরাং মোরাং-এর ঐ দুর্গে আমরা সবাই গিয়ে কিছুদিন থাকবো-এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঃ বহুৎ আচ্ছা হুজুর !

ঃ আমাদের একটা দল জহুরী শাহদের নেতৃত্বে পূর্ণিয়ার দিকে আছে আর সেখানে তৎপরতা চালাচ্ছে তাতো জানোই। জরুরত হলে তাদের মাধ্যমেও খবর পাঠাতে পারো।

ঃ জ্বি, জরুরত হলে তাই হবে হুজুর।

ঃ বিশ্রাম তোমাদেরও প্রয়োজন আছে, বুঝি। কিন্তু বাপজান, তোমরা এখনও নওজোয়ান। একেবারেই তরুণ। তাই তোমরা কয়জন আর কিছুদিন এই তকলিফটা করো। এরপর আমরা ফিরে এলে তোমরা আবার বিরামে যাবে পালাক্রমে। এতে কোন অসুবিধে হবে কি ? মানে তোমার---?

ইমাম শাহ শশব্যস্তে বলে উঠলেন—'জ্বি না হুজুর, মোটেই না। হুকুম হলে এখনই আমরা পান্ডুয়ার দিকে রওনা হবো।'

বইঘর.কম ও রোকন

মজনু শাহ হেসে বললেন—'না বাপজান, এত বেশী তাড়াহুড়ো নেই। কাকে কাকে সঙ্গে নেবে সেটা আগে স্থির করে নাও আর মানসিকভাবে তৈয়ার হয়ে নাও। দু'চারদিন পরে আমরা যখন মোরাং-এ রওনা হবো, তখন তোমরা সেখানে গেলেই চলবে।'

ঃ হুজুর !

ঃ আসলে তোমাদেরও সাথে নিতে পারতাম। কিন্তু এই বাংলাটাকে একেবারেই দুশমনের মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে রেখে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এর খবর-বৃত্তান্ত করার জন্যে আমাদের কিছু প্রতিনিধি এখানে থাকা প্রয়োজন।

ঃ জ্বি হুজুর, জরুর তা প্রয়োজন। এখনই আমি দল গুছিয়ে নিয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখছি।

ঃ সাব্বাস ! তোমার এই সম্মতি পাওয়ার এন্তেজারেই ছিলাম আমি। কোন কারণে তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না হলে দুস্‌রা কাউকে খোঁজার গরজ ছিল আমার। এ ছাড়া অন্য কোন নওজোয়ানের উপর এ দায়িত্ব দিয়ে আমি এতটা নিশ্চিন্ত হতেও পারতাম না।

ইমাম শাহ স্মিতহাস্যে বললেন—'আমার প্রতি হুজুর বড়ই মেহেরবান।'

মজনু শাহও হেসে বললেন—'আমার মেহেরবানীর কি মূল্য আছে বাপজান? যাঁর কণামাত্র মেহেরবানীও আমাদের জন্যে অশেষ কল্যাণকর, সেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী তোমার উপর বর্ষিত হোক এই দোয়াই করি।'

ইমাম শাহ নতমস্তকে বললেন—'আমিন !'

রাজশাহীর নাটোর অঞ্চলে অবস্থানকালে রাণী ভবানীর ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজ চারদিক দিয়ে ফকিরদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলো। ফকির নেতা মজনু শাহ সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে তাঁর ফকির বাহিনী নিয়ে এই মস্তানগড়ে চলে এলেন এবং এখানেই এখনও আছে।

চারদিক থেকে ধেয়ে আসা কোম্পানীর সেপাইরা নাটোরের নিকটবর্তী ঐ নির্দিষ্ট স্থানে এসে ফকিরদের না পেয়ে হতবাক হয়ে গেল। নাটোর ও রাজশাহীর সমুদয় এলাকা তারা তালাশ করে ফিরতে লাগলো এবং খুঁজে খুঁজে নেতিয়ে পড়ে অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিলো।

কিন্তু সেপাইরা হাল ছেড়ে দিলেও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হাল ছাড়তে পারলো না। তারা বরং এ খবরে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এত ফকির হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল, এ কখনও ভাল লক্ষণ নয় ! এ নিয়ে তারা তুলকালাম কাণ্ড

বইঘর.কম ও রোকন

জুড়ে দিলো। ফকিরেরা সন্তর্পনে তাদের মুর্শিদাবাদের দপ্তরটাই ঘিরে ফেলতে এলো কি না কে জানে? মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের মধ্যে কম্পন শুরু হলো।

রাগটা পড়লো গিয়ে নাটোরে। রাজস্ব কাউন্সিল রাজশাহীর সদরদপ্তর নাটোরের সুপারভাইজারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। একটা নয়/ দুইটে নয়, কয়েক হাজার ফকির তার এলাকা থেকে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল আর সুপারভাইজার তা জানলো না, কাউন্সিল এটা কিছুতেই মেনে নিতে চাইলো না। সুপারভাইজারের উপর কড়া হুকুম হলো, এত ফকির গেল কোথায় সে খবর সুপারভাইজারকেই দিতে হবে। যেখান থেকে হোক, এ খবর উদ্ধার করে কাউন্সিলকে জানানো তার চাই-ই।

সুপারভাইজারও নীরব হয়ে ছিল না। এ ব্যাপারে সে-ও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলো। কাউন্সিলের হুকুমের জবাবে সে জানালো, এইমাত্র খবর পাওয়া গেছে, ফকিরদের নিয়ে ফকিরনেতা মজনু শাহ উত্তরদিকে গেছে। কিছু বিশ্বস্ত লোক তা স্বচক্ষে দেখেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে, মজনু শাহর দলের সাথে দুইটি উট, চারটি রকেট (পট্‌কা জাতীয় বিস্ফোরক ক্ষেপণ অস্ত্র), গাদাবন্ধুকধারী চারশত জোয়ান, কিছু সুয়িভ্‌ল্ (ঘূর্ণমান ক্ষুদ্র কামান জাতীয় অস্ত্র) এবং প্রায় এক হাজারের মতো অস্ত্রধারী লোক আছে। মজনু শাহ নিজে একটি খুবই সুন্দর ও শক্তিশালী ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। তার কিছুসংখ্যক সঙ্গীসাথী সওয়ার ছিল টাট্টু ঘোড়ার উপর। অস্ত্রেশস্ত্রে এমনইভাবে সজ্জিত হয়ে মজনুর দল উত্তর দিকে গেছে। রংপুর, দিনাজপুর বা পূর্ণিয়াতেও যেতে পারে তাঁরা, চাইকি পথ বদলিয়ে মোমেনশাহীর (ময়মনসিংহের) দিকেও যেতে পারে।

এ খবর সত্য। প্রায়শঃই এখন এইভাবেই সজ্জিত থাকেন ফকিরেরা। সর্বঅস্ত্রে আর সর্বোতভাবে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সামনা-সামনি মোকাবেলা করতে হলে এটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। স্থান ও পরিবেশ অনুকূল নয় বোধেই তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে যাননি। অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব-উট নিয়ে এক একজন এক একপথে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে ফকিরেরা অনেকেই আবার একত্রিত হয়েছিলেন এবং উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত এ খবর সত্য। কিন্তু তাঁরা যে মস্তানগড়ের জঙ্গলে এসে দলবেঁধে বসে রইলেন—এখবর কেউ জানলো না। সবাই জানলো, তাঁরা রংপুর, দিনাজপুর বা পূর্ণিয়ার পথ ধরেছেন।

সুসজ্জিত দল নিয়ে মজনু শাহও এসে মস্তানগড়ে আশ্রয় নিলেন অনেকটা নিশ্চিন্তেই। কারণ নিবিড় জঙ্গলঘেরা মস্তানগড় দুর্গ তাঁদের অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গ,

বইঘর.কম ও রোকন

নাটোর এলাকার মতো ফাঁকা ময়দান নয়। মস্তানগড়ে হামলা হলে ইংরেজ বাহিনীর মোকাবেলা করতে এখন যথার্থভাবেই প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া ইংরেজদেরও তাৎক্ষণিকভাবে ঢোকার সাধ্য ছিল না।

যাই-ই হোক, ফকির বাহিনী রংপুর, দিনাজপুর বা পূর্ণিয়ার দিকে ধাবিত হয়েছে শুনে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব কাউন্সিলের দৃষ্টি গেল এই তিন জেলার সুপারভাইজারের উপর। কাউন্সিল তাদের এই মর্মে কড়া নির্দেশ দিলো যে, ধাবমান ফকির বাহিনী তাদের কারো জেলার মধ্য দিয়ে যেন কোনদিকে পালিয়ে যেতে না পারে। যদি ফকিরেরা পালিয়ে যায় আর তারা ফকিরদের কোন অংশই আটক করতে না পারে, তাহলে সুপারভাইজারদের সবাইকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করা হবে।

উপরওয়ালার তরফ থেকে এইরূপ হুমকিসহ হুকুম আসায় এই তিন জেলার সুপারভাইজারগণ তটস্থ হয়ে উঠলো। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তারা হন্যে হয়ে নিজ নিজ এলাকায় মজনু শাহ ও তাঁর ফকিরদের খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু ফকির তারা পাবে কোথায়? মজনু শাহ তার ফকিরদের নিয়ে তখন বসে আছেন মস্তানগড়ে। চারদিকে তন্ন তন্ন করে ফকির খুঁজে সুপারভাইজারেরা যতই হয়রান হয়ে পড়তে লাগলো, তাদের কাছে ততই কাউন্সিলের পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসতে লাগলো, ফকিরদের ধরে নিয়ে কেন তারা মুর্শিদাবাদে এখনও আসছে না।

বিশেষ করে দিনাজপুরের সুপারভাইজারের উপরই উপরওয়ালার চাপ পড়লো বেশী। কারণ এর আগেও এই সুপারভাইজার ফকিরদের ধরতে কিছু গাফিলতি করেছিল। এবারও যদি সুপারভাইজার কোন ফকির না পাঠায় তাহলে ধরে নেয়া হবে, এবারও সে গাফিলতি করেছে। দিনাজপুর নেপালের অনেকটা নিকটে। কোথাও না গেলে, নেপালের মোরাং-এ যাওয়ার জন্যে ফকিরদের এদিকে আসার সম্ভাবনা অনেক।

চাপের মুখে দিনাজপুরের সুপারভাইজার দিশেহারা হয়ে গেল। যত কষ্ট আর মুসিবতই হোক, কিছু ফকির না ধরতে পারলে উপরওয়ালার হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে তাকে। সে মরিয়া হয়ে উঠলো।

এই সময় এই সুপারভাইজারের মন যোগানোর জন্যে এবং তার বাহবা নেয়ার খায়েশে সুপারভাইজারের সহায়তায় এগিয়ে এলো তার পেটোয়া এক ইজারাদার। খাজনা আদায়ের ইজারাদারটি যেমনই অত্যাচারী, তেমনই ধুরন্ধর ও নির্লজ্জ।

বইঘর.কম ও রোকনু

ইজারাদারটির পরামর্শে আর সক্রীয় সাহায্যে সুপারভাইজার দৌড়-ঝাঁপ করে শতেক পরিমাণ ফকির ধরে একত্রিত করলো। এরপর তাগিদের মুখে এই একশত ফকিরকেই সে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলো।

এত কম ফকির নিয়ে দিনাজপুরের সুপারভাইজার নিজে কর্তৃপক্ষের সামনে যেতে সাহসী হলো না। তার প্রতিনিধি হিসাবে ঐ ইজারদারকেই সেপাইদের সাথে ফকির নিয়ে মুর্শিদাবাদে রওনা হতে বাধ্য করলো।

হুজুরের হুকুম। আপত্তি করলে বিপদ। ইজারাদারটি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেল।

ফকিরের দল নিয়ে ইজারাদার যখন মুর্শিদাবাদে হাজির হলো, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের দপ্তরে তখন একজন সদস্য উপস্থিত ছিল। ফকির ধরা পড়েছে আর ফকিরদের এখানে এনে হাজির করা হয়েছে শুনে, সদস্যটি পরম উল্লাসে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলো। 'ব্লাডি নিগার-ফাকির ! আই শ্যাল কিল্ ইউ!' ফকিরদের সব ক'টাকে ঝুলিয়ে মারার ইরাদা নিয়ে সদস্যটি দপ্তরের সেপাই-শান্ত্রী সহকারে ছুটে এলো।

কিন্তু ফকিরদের সামনে এসেই সদস্যটির তামাম জোশ্ উবে গেল। সে হতভম্ব হয়ে গেল। দেখলো, কঙ্কালসার কতকগুলো বুভুক্ষু মানুষকে হাত-পা বেঁধে কাতারবদ্ধভাবে দাঁড় করে রাখা হয়েছে। জঙ্গী লোকের কিছুমাত্র চিহ্ন তাদের মধ্যে নেই। অস্ত্র তো কারো সাথে নেই-ই; পরিধানের বস্ত্রও তাদের নিতান্তই স্বল্প ও শতছিন্ন। তবে কাঁধে কাঁধে প্রত্যেকেরই জীর্ণবস্ত্রের ঝোলা আছে একটা করে।

কে কাদের ধরে আনলো খোঁজ করা হলে, মুখপাত্র হিসাবে সেই ইজারাদারটি সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কাউন্সিলের সদস্য সাহেবটি রোষভরে প্রশ্ন করলো— 'ইয়ে লোগ্ সব কৌন্ হ্যায় ?'

ইজারাদার সপুলকে ও সোচ্চার কণ্ঠে বললো— 'ফকির হুজুর, ফকির। দুশমন। এই ব্যাটারাই লুটতরাজ করে দেশবাসীকে তটস্থ করে তুলেছে।'

সাহেব বললো— 'লুটতরাজ !'

ঃ শুধুই লুটতরাজ ! খুন-খারাবীও এদের কাছে বিলকুল খেলা হুজুর, মামুলী ব্যাপার। যখন ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে, তাকেই খুন করে এরা তার সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। এর উপর আবার আগুন। দেশটা একদম ছারখার করে ফেললো হুজুর !'

ঃ তাজ্জব বাট্ ! হোয়্যার ইজ্ দ্যাট্ স্ট্রেংথ্ ? (সে শক্তি কোথায় ?)

ঃ হুজুর !

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ইস্ লোগুঁকো উক্ট টাকড্ কাঁহাছে আয়েগা ? অল্ পেসেন্ট্। ওল্ড গার্ড্ এ্যান্ড হাংরী পিউপল্। আইমিন বুঢ্ঢা, ভুখা আওর বিমারী আড্মী। খুন করিটে-লুট করিটে হিম্মট্ চাই। শক্ট হাট্ আওর বডি চাই। ইয়ে ওটা বিলকুল মুর্ডা আড্মী। মুর্ডা আড্মী খুন বটে পারে, হামি বিশ্ওয়াশ্ করে না।

ঃ পারে হুজুর, পারে। মজনু ডাকাতের লোকেরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা সব পারে।

ঃ মাজুনু ডাকাট্ ! ইয়ে লোক টামাম মাজুনুকা ফাইটার আড্মী ?

ঃ লড়াকু আদমী হুজুর। মজনু ডাকাতের এরাই সঙ্গী-সাথী।

ঃ হাউ স্ট্রেঞ্জ ! টাহা হইলে মাজুনু কাঁহা ? কৌন্ আড্মী মাজুনু আছে, ডেখাও। উহার সাঠে হামি বাট্চিট্ করিবে।

ঃ এদের মধ্যে নেই হুজুর। পালিয়ে গেছে। অল্পের জন্যে ঐ আসল ডাকাতটাকে ধরা যায়নি। ধরতে ধরতে পালিয়ে গেছে। এই ব্যাটারাও পালিয়ে যাওয়ার জব্বোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে মওকা দেয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এদের পাক্ড়াও করা হয়েছে।

সদস্য সাহেবটি হতভম্ব হয়ে গেল। এ কি করে সম্ভব ! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। এরপর ফকিরের কাতারের কাছে এগিয়ে এসে সামনের জনকে প্রশ্ন করলো— 'টুমি লোগ্ মাজুনুকা আড্মী ? সাফ সাফ বাটাও। ঝুট বলিবে টো হামি টুমাডের জান খটম করিয়া ডেবে।'

ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে ফকিরটি অস্ফুট কণ্ঠে বললো— 'হুজুর!'

ঃ বাটাও, টুম লোগ্ কুয়ী ডাকাট্ আছে ? ডাকাটি কোরে ?

এবার তামাম ফকির একসাথে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো— 'না হুজুর, না-না, আমরা ভিক্ষে করা ফকির। আমরা ডাকাতি করবো কেন হুজুর! জীবনে আমরা কেউ ও কাজ কখনো করিনি। নিঃসম্বল হওয়ায় ভিক্ষে করে খাই।

ঃ ভিক্ষে! আইমিন বেগিং ? টুম লোগ্ ভিক্ষুক আছে ?

ঃ ভিক্ষুক হুজুর, ভিক্ষুক। সবাই আমরা ভিক্ষুক।

জার জার হয়ে তামাম ফকির এক সাথে কান্না জুড়ে দিলো।

সাহেবটি ধমক দিয়ে বললো— 'সাইলেন্ট্ ! হল্লা মাট্ করো। এক আড্মী হামার সাঠে বাট্ বোলো। ভিক্ষুক আড্মী ঠাকিবে টো মাজুনু ডেউশাকা সাঠ্ টুম লোগ্ পালাইটে গেলো কেনো ? মাজুনু ডাকাট্ টুমাডের সাঠে ঠাকিবে কেনো ?'

কান্না বন্ধ করে কাতারের প্রথম জন বললো— 'মিথ্যা কথা হুজুর। মজনু ডাকাতকে কেউ আমরা চিনিনে। দেখিওনি কখনো। সে আমাদের সাথে থাকবে

বইঘর.কম ও রোকন

কেন আর আমরা তার সাথে পালাতে যাবো কেন ? এসব কথা আজগুবী কথা হুজুর। সব বানানো কথা। মিথ্যা কথা।'

ঃ টাহা হইলে টোম্‌রা ঢরা পড়িলো কেনো ?

ঃ আমাদের জোর করে ধরলো হুজুর। আমাদের আশেপাশের গাঁয়ে আমরা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিলাম। ঐ ইজারাদার বাবু দেখিয়ে দিলো আর এক সাহেবের সেপাই আমাদের জোর করে ধরলো।

ইজারাদারটি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললো— 'মিথ্যা কথা হুজুর। এরা মিথ্যা কথা বলছে।'

ইজারাদারকে শক্ত ধমক দিয়ে সাহেবটি বললো— 'ইউ শাট্‌আপ্। হামাকে বাট্‌চিট করিটে ডাও।'

এরপর সাহেব আবার সেই ফকিরটিকে প্রশ্ন করলো— 'টোমাডের মোকাম কাঁহা ? কোঠা হইটে টোম্‌রা ভিখ্ মাঙিটে আসিলো ?'

ঃ ওখানেই হুজুর। ঐ এলাকাতেই। যেসব গাঁয়ে আমাদের ধরেছে, ঐসব গাঁয়ের আশেপাশেই আমাদের বাড়ী।

ঃ টোবে এট্‌না আডমী একসাঠ মে বেগিং, আইমিন ভিক্ষা করিটে লাগিলে কেনো ? টুম লোগ্ এক জায়গায় জমায়েট্ হইলো কেনো ?

ঃ জ্বি না হুজুর। আমরা কেউ কারো সাথে একত্র হয়ে ভিক্ষে করিনি। সবাই আমরা এক এক গাঁয়ে একা একা ভিক্ষে করছিলাম। ঐ ইজারাদার বাবু সেপাই নিয়ে গিয়ে এক এক গাঁ থেকে আমাদের এক এক জনকে ধরেছে।

ঃ ইজ ইট ?

সাহেবের লাল মুখ ক্রোধে আরো লাল হয়ে গেল। ফকিরদের সাথে আসা এক ইংরেজ সেপাইকে সে জিজ্ঞাসা করলো— 'ইজ্ ইট্ ট্রু ? আর দে কট্ এ্যাট্ ডিফারেন্ট প্লেসেস্ এ্যান্ড্ ওয়ান বাই ওয়ান ? (ইহা কি সত্য ? তাদের কি একজন একজন করে এক এক জায়গায় ধরা হয়েছে ?)'

জবাবে সেপাইটি স্যালিউট্ করে বললো— 'ইয়েস স্যার। কোয়াইট ট্রু। দে আর নট্ কট্ এ্যাট্ ওয়ান প্লেস্ এ্যান্ড্ এ্যাট ওয়ান টাইম। ইভ্‌ন্ টু অফ দেম্ ওয়্যার নট্ কট্ এ্যাট্ এ টাইম। (হ্যাঁ স্যার। সম্পূর্ণ সত্য। তাদের এক জায়গায় আর একসাথে ধরা হয়নি। এমনকি, দুইজনকেও এক সাথে ধরা হয়নি।)'

ঃ স্ট্রেঞ্জ ! ওয়্যার দে ফ্লিয়িং বিহাইন্ড্ মাজুনু শ' ? (আশ্চর্য ! তারা কি মজনু শাহর পেছনে পেছনে পালিয়ে যাচ্ছিল ?)

ঃ নেভার, নট্ এ্যাট্ অল্। দিস্ ইজ্ কম্‌প্লিট্‌লী এক কক্ এ্যান্ড্ বুল্ স্টোরী। আই ওয়াজ অল্‌ওয়েজ উইথ দ্যাট্ অপারেশান। এ্যান্ড্ আই নো এভ্‌রিথিং।

বইঘর.কম ও রোকন

(কখখনো না, আদৌ না। এটি একটি সম্পূর্ণ বানানো গল্প। আমি সব সময় ঐ ফকির ধরা কাজের সাথে ছিলাম এবং আমি সবই জানি।)

ঃ দেন্ হোয়াই ওয়্যার দে কট্ ? (তাহলে তাদের ধরা হলো কেন ?)

ঃ ট্যাট্ আই ডোন্ট্ নো স্যার। উই সিম্প্লী ক্যারেড্ আউট দি অর্ডার অফ দি অনারেব্ল্ সুপারভাইজার। (তা আমি জানিনে স্যার। আমরা মাননীয় সুপারভাইজারের আদেশ পালন করেছি মাত্র।)

ঃ হোয়াট্ ইজ ইওর ওন্ আইডিয়া এ্যাবাউট দিজ্ পিউপ্ল্ ? (এইসব লোকদের সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি ?)

ঃ আই থিংক্, দে আর অল্ স্ট্রীট্ বেগার্স্। (আমার ধারণা, সবাই এরা পথের ভিক্ষুক।)

ঃ আই সি !

এরপর কাউন্সিলের সদস্যটি ফকিরদের কাতারের সেই প্রথমজনকে আবার প্রশ্ন করলো— 'টাহা হইলে টুমি লোগ সব স্ট্রীট বেগার, আইমিন পঠের ভিক্ষুক আছে, মাজুনুকা আড্মী না আছে— ইস বাট সুপারভাইজার সাহেবকে বাটাইলে না কেনো ?'

ফকিরটি আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো— 'বলেছিলাম হুজুর, যখন আমাদের ধরে তখনই বলেছিলাম। সাহেবও তা বিশ্বাস করতে চাইলেন। কিন্তু ঐ ইজারাদার বাবু কিছুতেই তা বুঝতে দিলেন না। তাঁর পরামর্শে সাহেব আর আমাদের কথা কানেই নিলেন না।'

সাহেবের দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে সে বললো— 'হুম্ !'

এরপর ইজারাদারের দিকে নজর ফেরাতেই ইজারাদার তড়িঘড়ি বলে উঠলো— 'ফকিরেরা মিথ্যা বলছে হুজুর, বিলকুল মিথ্যা। এই ব্যাটারা যেমনই শয়তান, তেমনই মিথ্যাবাদী।'

ঃ ইউ স্কাউন্ড্রেল। ! ব্লাডি লায়ার!

বলেই সাহেবটি বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ইজারাদারের পশ্চাদভাগে তার শক্ত বুটের পর পর কয়েকটি লাথি মারলো এবং লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিলো।

ইজারাদার মাটিতে পড়ে থেকে কোঁকাতে লাগলো।

সাহেবটি তার শান্ত্রীদের কমান্ডারকে হুকুম করলো— 'সেট্ দি বেগারস্স্ ফ্রি এ্যান্ড টেক দিস স্কাউন্ড্রেল টু দ্যাট ভ্যারান্ডা। আই শ্যাল টেক হিম টু টাস্ক মোর সিরিয়াস্লী এ মোর হোয়াইল। দিজ স্কাউন্ড্রেলস্ আর মেকিং আস আন পপুলার এ্যামং দি জেনারেল পিউপল, হুইচ ইজ ভেরী ড্যাঞ্জারাস ! ইফ দি

পিউপল্ ইন জেনারেল রিভোল্ট্ এগেনেস্ট আস্ ইন্ এ বডি, উই আর নো হয়্যার। (ভিক্ষুকদের ছেড়ে দাও আর এই শয়তানটাকে ঐ বারান্দায় নিয়ে যাও। এই শয়তানকে আমি আরো কিছুক্ষণ আচ্ছামতো বানাবো। এই বদমায়েশেরাই জনগণের কাছে আমাদের গ্রহণের অযোগ্য করে তুলছে— যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি সমস্ত জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে একসাথে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের আর এ দেশে স্থান নেই)।'

শান্ত্রিরা ফকিরদের ছেড়ে দিলো এবং ইজারাদারটাকে ছেঁচড়িয়ে বারান্দার দিকে নিতে লাগলো। যন্ত্রণায় ও আতংকে ইজারাদারটি কেবলই কাত্‌রাতে লাগলো।

ফকিরদের কেউ কোন সন্ধান করতে পারছে না দেখে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল যখন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছিল, এই সময় কাউন্সিলের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর এলো, ফকিরনেতা মজনু শাহ তাঁর ফকির বাহিনী সহকারে মস্তানগড় দুর্গে অবস্থান নিয়ে আছে। তারা প্রায় সকলেই ওখানে আছে। আর অস্ত্রেশস্ত্রে মজবুতভাবে তৈয়ার হয়ে আছে। এখন ওদের মোকাবেলা করতে হলে ইংরেজদের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে এগুতে হবে। অল্প প্রস্তুতি আর অসতর্কভাবে এগুলে তাদের একটা সেপাইও ঐ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পর পর ঐ একই খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল আবার তৎপর হয়ে উঠলো। রাজমহলের সেনানিবাস তাদের এতদঞ্চলে সর্ববৃহৎ সেনানিবাস। রাজমহলের তামাম সেপাই-সেনাসহ রাজশাহী ও বগুড়ার সেপাই-সেনাদের উপর রাজস্ব কাউন্সিল আবার হুকুম জারি করলো, চারদিক থেকে মস্তানগড় ঘেরাও করে মজনু শাহ আর তাঁর গোটাবাহিনী পাকড়াও করা চাই-ই চাই। একেবারে টাট্‌কা খবর। কোনভাবেই কোনরকম গড়িমসি করে এ সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না।

নির্দেশমতো আবার ইংরেজ ফৌজ মস্তানগড় চারদিক দিয়ে ঘিরে নিয়ে অতিশয় সতর্কতা ও বিক্রমের সাথে মস্তানগড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করলো। অতঃপর সগর্জনে ডেরায় ঢুকে দেখলো, আবার সেই পুরাতন কাহিনী। ডেরাটা আগা-গোড়াই খা-খা করছে। কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন কোথাও নেই।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঙ্গী-সাথী নিয়ে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ পান্ডুয়ায় এবং অবশিষ্ট ফকির নিযে মজনু শাহ মোরাং-এ ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছিলেন। দু'চারদিন অপেক্ষা করার ইরাদা তাঁদের থাক্‌লেও তাঁরা আর অধিক অপেক্ষা

বইঘর.কম ও রোকন

করেননি। দুশমনদের গতিবিধি আঁচ করে একদিন পরেই তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থলে চলে গিয়েছিলেন।

মস্তানগড়ের ডেরায় কাউকে না পেয়ে ইংরেজদের ঐ বিশাল বাহিনী কাঁটা-বাক্‌লার আঁচড়ে জর্জরিত হয়ে মস্তানগড়ের সমস্ত জঙ্গল তন্ন তন্ন করে তালাশ করে বেড়ালো।

কিন্তু তাদের শ্রম তামামই পন্ডশ্রম হলো। ফকিরদের একজনেরও হদিস-খবর না পেয়ে তারা প্রথমে চিন্তিত ও পরে অনেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। একেবারেই নিশ্চিত আর সদ্য খবর, ফকিরেরা সকলেই এখানে এই অরণ্যেই আছে। সংবাদদাতারা এই সেদিনও স্বচক্ষে দেখেছে। সেই ফকির গেল কোথায় ? চিন্তা করতে করতে তারা শিহরিত হয়ে উঠলো। তাদের অনেকের মনে এক বদ্ধমূল ধারণা পয়দা হলো যে, মজনু শাহ্‌র ফকিরেরা সেরেফ জবরদস্ত লড়াইয়াই নয়, এরা সত্যিই আধ্যাত্মিক ফকির এবং পরম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। এরা কিছুটা অতিমানব। ইচ্ছে করলেই এরা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এদের সাথে অধিক বাড়াবাড়ি যারা করবে, লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কীথ ও তার গোটা বাহিনীর মতো তাদেরও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে।

৮

ফকিরনেতা মজনু শাহ্‌ সদল বলে মোরাং-এর দুর্গে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। মোরাং-এ অবস্থানরত ফকিরের দল বিমর্ষ চিত্তে বসে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। ঘটনা, অন্যতম সুযোগ্য ফকিরনেতা জহর আলী জহুর ওরফে জহুরী শাহ্‌ হয় নিহত, নয় কয়েদ হয়েছেন ইংরেজ ফৌজের হাতে। কয়েদ করে ইংরেজেরা তাঁকে গুম করে ফেলেছে।

রাজশাহীর নাটোরে অবস্থানকালে ফকিরনেতা মজনু শাহ পূর্ণিয়ার কিছু জালিম ইজারাদার ও আমলাদের শায়েস্তা করার জন্যে (কয়েক জন দক্ষ নেতার অধীনে) একটি বিশেষ বাহিনীকে মোরাং-এ অবস্থান নিতে প্রেরণ করেন। সেই সাথে তিনি ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহকে মোরাং থেকে চলে আসার নির্দেশ দেন। প্রেরিত ঐ বিশেষ বাহিনীর অন্যতম দক্ষ নেতা এই জহুরী শাহ্‌।

ইমাম শাহরা মোরাং থেকে চলে এলেন। জহুরী শাহ্‌দের নেতৃত্বে ঐ বিশেষ বাহিনী মোরাং-এর দুর্গে এসে অবস্থান নিলো। এরপর থেকেই ঐ বিশেষ দল ঝটিকা হামলার (হিট্‌ এ্যান্ড্‌ রান্‌) মাধ্যমে পূর্ণিয়ার অত্যাচারী ইজারাদার আর আমলাদের শায়েস্তা করে ফিরছিলেন। কয়দিন আগে জহুরী শাহ্‌ অল্পকিছু জোয়ান

বইঘর.কম ও রোকন্‌

নিয়ে ঝটিকা হামলা চালাতে চালাতে পূর্ণিয়ার বাইরে কাটিহারে চলে আসেন এবং এখানে এসে অকস্মাৎ ইংরেজদের এক বিশাল বাহিনী দ্বারা ঘেরাও হন।

প্রাণপণে লড়াই করে তাঁর সঙ্গীরা সকলেই আত্মরক্ষা করে ডেরায় ফিরে এসেছেন, জহুরী শাহ ফেরেননি। তাঁর সঙ্গীরা কেউ কেউ দেখেছেন, লড়াই করতে করতে জহুরী শাহ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রু বাহিনীর নিবিড় আবেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়েন। সেই আবেষ্টনী থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে আর কেউ দেখেননি।

এক সপ্তাহের অধিক কাল গত হতে চলেছে, সদলবলে বেরিয়ে কাটিহারসহ সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই সবাই এখন নিঃসন্দেহ, ইংরেজ ফৌজ হয় তাঁকে কয়েদ করে গুম করেছে, নয় তিনি লড়াইয়েই শহীদ হয়েছেন। তাঁর লাশ দুশমনেরা কোন দুর্গম স্থানে ফেলে দিয়ে গেছে।

ধারণা সবার পুরোপুরি ঠিক না হলেও ঘটনাটা ঐ রকমই। তিনি মরণপথেরই যাত্রী ছিলেন। কয়েক জন মাত্র জোয়ান নিয়ে তিনি স্থানে স্থানে জালিমদের অতর্কিতে হামলা করে ফিরছিলেন। ছোট-বড় যা-ই হোক, সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে চলছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও নসীবের ফেরে ইংরেজদের এমনই এক বাহিনীদ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হলেন, যার মোকাবেলা করার জন্যে ফকির বাহিনী গোটাটারই প্রয়োজন ছিল, ঐ কয়জন জোয়ান নিয়ে সে বাহিনীর মোকাবেলা করার কোন প্রশ্নই জহুরী শাহর ছিল না।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তাঁর সঙ্গীদের বাঁচানোর ইরাদায় তিনি বিপুল বিক্রমে ইংরেজ বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং ইংরেজ ফৌজের তামাম দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নিলেন। উদ্দেশ্য, এই ফাঁকে যাতেকরে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আত্মরক্ষা করে সরে পড়তে পারেন।

হলোও ঠিক তাই-ই। দুশমনের চাপ হাল্‌কা হয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গীরা লড়াই করতে করতে ঐ আবেষ্টনী থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। কিন্তু জহুরী শাহ তলিয়ে গেলেন বিশাল ঐ ইংরেজ বাহিনীর বিপুল আবর্তে।

রাখে আল্লাহ মারে কে ? সাঁঝ ওয়াক্তের ঘটনা। হুট্‌পিট্‌ চলার মধ্যে আঁধার অনেকটা ঘনিয়ে এসেছিল। ইংরেজদের সমুদয় ফৌজ প্লাবনের মতো একমাত্র জহুরী শাহর উপর ভেঙ্গে পড়ার ফলে তারা নিজেদের প্লাবনে জহুরী শাহকে নিজেরাই হারিয়ে ফেললো এবং নিজেরাই নিজেদের মুখোমুখী হয়ে আর নিজেদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একে অন্যের মাথা কাটতে উদ্যত হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

কাটিহার শহরের পার্শ্বে ঘটনা। মাথায় ও দেহের নানাস্থানে শক্ত আঘাত লাগায় জহুরী শাহ অর্ধচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ সৈন্যরা নিজেদের নিয়ে নিজেরাই হুল্লোড় করার কালে তিনি আবার পূর্ণ চৈতন্যে ফিরে এলেন এবং ঐ ফাঁকে বুকে হেঁটে দুশমনের পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে একটু দূরে সরে এলেন।

এরপর কিঞ্চিৎ মওকা পেয়েই তিনি উঠে পার্শ্ববর্তী হাল্‌কা পাত্‌লা ছোট্ট একটা ঝোপের দিকে পড়িমরি দৌড় দিলেন। ঐ ঝোপ্‌ঝাড়ের পরেই শহর অর্থাৎ জনবসতি। ঘর-বাড়ী-ইমারত। বসতিরা অধিকাংশই ইংরেজ ও তাঁদের তাবেদার দালাল-চাম্‌চা। জহুরী শাহ দৌড় দিলে ইংরেজ ফৌজের এক অংশের নজর তাঁর উপর পড়লো। মার মার রবে তারাও তাঁর পেছনে ছুটতে লাগলো।

আগে তিনি ভীষণভাবে আহত এক লোক, পেছনে বেশুমার দুশমন। বাঁচার আর কোন আশা নেই। বেহুঁশ অবস্থায় তিনি ঝোপঝাড় পেরিয়ে ইংরেজদের ঐ বসতির মধ্যেই ঢুকে পড়লেন।

ইংরেজ ফৌজও বসতির মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারা তাঁকে ধরে ধরে অবস্থায় তিনি বসতির এক পাশে প্রাচীর ঘেরা মস্তবড় এক চত্বরের ফটকের কাছে চলে এলেন।

চত্বরের মধ্যে ছোট-বড় কাঁচা-পাকা অনেকগুলো ইমারত ও ঘর। ফটকটা খোলাই ছিল। নিরুপায় হয়ে তিনি ঐ চত্বরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং ঐসব ইমারত ও ঘর-দুয়ারের আড়াল দিয়ে দৌড়াতে লাগলেন। শক্তি তাঁর তখন প্রায় শেষ। অধিক রক্তপাতে দেহ তাঁর অবসন্ন। তাঁর হুঁশবুদ্ধিও সবই তখন বিলুপ্তির পথে।

দৌড়ানোর নামে টলতে টলতে তিনি সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট প্রধান ইমারতের পেছনে ছোট্ট একটা পাকাঘরের সামনে এলেন। ঘরটির দুয়ার খোলা দেখে তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং শ্যাটপাট হয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজ ফৌজও ফটক পেরিয়ে সশব্দে এই চত্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

এটি একটি গীর্জা। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়। অল্পদিন আগে কাটিহারে বসবাসকারী খৃষ্টানেরা প্রশস্ত এক এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে এই গীর্জা নির্মাণ করেছে। প্রাচীরঘেরা চত্বরের মাঝখানে গীর্জার মূল ইমারত। মূল ইমারতের একপাশে ও পেছনে কাঁচা-পাকা অনেকগুলো ঘর-দুয়ার এবং আর একপাশে খৃষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র। গীর্জার ফাদার, পাদ্রী আর সেবাদাস ও সেবাদাসীরা এই সমস্ত কাঁচা-পাকা ঘর-দুয়ারে বাস করে। ধর্মের প্রতি আসক্ত কিছু সংসারত্যাগী লোকও এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরী শাহ যে ঘরে ঢুকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন সে ঘরটি গীর্জার পেছনে অল্প একটু দূরে অবস্থিত। এটি এক নয়া সন্ন্যাসিনী, অর্থাৎ নান্ বা সেবাদাসীর ঘর। এক ইংরেজ তরুণী ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করে সংসার ছেড়ে সবেমাত্র এই গীর্জায় এসে উঠেছে এবং গীর্জার নান্ বা সন্ন্যাসিনী সেজেছে। এই ঘরেই সে এখন বসবাস করছে। নাম পোর্শিয়া। মিস্ পোর্শিয়া

ঘরটির এককোণে দীপ জ্বলছিলো টিম টিম করে। ঐ নয়া সন্ন্যাসিনী অর্থাৎ মিস্ পোর্শিয়া তখন ঘরের মধ্যে ছিল না। কি এক কাজে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ঘরের মধ্যে কে একজনকে ঢুকে পড়তে দেখে সে দ্রুতপদে ঘরে ফিরে এলো এবং লোকটাকে শাটপাট হয়ে মেঝেতে উপর হয়ে পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সে ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে প্রদীপটা নিয়ে এলো। আলোটা উস্কে দিয়ে সে প্রদীপটা আগন্তুকের মুখের সামনে ধরলো।

প্রদীপ ধরে আগন্তুকের মুখ দেখেই সে যারপরনাই চমকে গিয়ে আর্তনাদ করে বলে উঠলো— 'জোরী শ', মাই জোরী শ' ! (জহুরী শাহ, আমার জহুরী শাহ !)'

জোরী ওরফে জহুরী শাহর মুখের দিকে মিস্ পোর্শিয়া মুহূর্তকাল সম্বিতহীনের মতো চেয়ে রইলো। এই মুহূর্তকালের মধ্যেই পোর্শিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক প্রশস্ত অতীত।

ঈসায়ী ১৭৭০ সনের শেষের দিক। দেশ তখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে (বাংলা তেরশো ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে) চর্বিত তৃণের মতো মূহ্যমান। অনাহারে মৃত্যুর হার আকাশচুম্বি। ক্ষুধার তাড়নায় বাংলাার মানুষ দিশেহারা। এরই উপর জুলম। মানুষের দুর্দশা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে সাথে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে খাজনা আদায়ের ইজারাদারদের দৌরাত্ম। অনাহারী কৃষককে কাচারীতে ধরে এনে খাজনার জন্যে চলছে অমানুষিক নির্যাতন। ঘরে খাদ্য নেই, পেটে দানা নেই, এক মুঠো ভাতের জন্যে বৌ-বাচ্চারা মূর্ছা যাচ্ছে মুহুর্মুহুঃ। ইজারাদারের খাজনা তবু চাই-ই। যেখান থেকে পারো টাকা এনে শোধ করো খাজনা।

এর সাথে বেড়ে গেছে দুস্যু-তস্করের উৎপাত। আরো অধিক পতন ঘটেছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। বুভুক্ষু মানুষ পেটের দায়ে অনেকেই ডাকাতের জীবিকা পরিগ্রহণ করেছে। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরাও এই সুযোগে লুটপাটে নেমেছে। পাশাপাশি দেখা দিয়েছে আর এক উপসর্গ। বখাটে, লম্পট ও খন্নাস লোকদেরও এই সুযোগে বৃদ্ধি পেয়েছে খন্নাসপনা। দাঁও দেখলেই শূদ্র-ভদ্র-ক্ষমতাধর-যেখানেই হোক সেখানেই হাত বাড়াচ্ছে তারা।

বইঘর.কম ও রোকন

এসব কারণে না হলেও ইজারাদারদের নির্মম অত্যাচারের ফলে ফকির ঝাহিনীর কাজ খুব বেড়ে গেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশব্যাপী। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র।

এই সময় জহুরী শাহর দায়িত্বে ছিল মালদহ। দলসহ ছদ্মবেশে তিনি একদিন এক বাজারে বিচরণ করছিলেন। মালদহ শহর থেকে অনেকখানি দূরে এক নদীঘাট। সেই ঘাটের উপর বন্দরের মতো এক গঞ্জ বা বাজার। ঘাট থেকে একটা কাঁচা সড়ক সরাসরি মালদহের সদরে অর্থাৎ প্রশাসনিক দপ্তরের দিকে গেছে।

বাজারের লোকজনদের মধ্যে দলের জোয়ানদের মিশিয়ে রেখে জহুরী শাহ সেদিন ঐ কাঁচা সড়ক বেয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। গায়ে এক আধময়লা চাদর, তার নীচে লম্বাঝুলের সাদামাটা এক পিরহান, তার নীচে তলোয়ার। বাহ্যিকভাবে দেখলে সাধারণ এক পথচারী ছাড়া তাঁকে অন্যকিছু ভাবার কারো কোন কারণ নেই। তবে তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা, দপদপে গায়ের রং আর সুদর্শন মুখমণ্ডল অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ে। অবশ্য সে দৃষ্টিতে তৃপ্তির আমেজ ছাড়া ভীতি বা সন্দেহের কিছু থাকে না।

জহুরী শাহ সড়ক বেয়ে যাচ্ছেন। সড়কের একদিকে খোলা মাঠ, অন্যদিকে পাত্‌লা পাত্‌লা বসতি, ঝোপঝাড় আর ঘন বন। পথচারীদের আনাগোনা তখন তেমন ছিল না। যেতে যেতে জহুরী শাহ দেখলেন, একটা টাঙ্গায় চড়ে এক ইংরেজ মেয়ে ঐ পথ বেয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাটা তাঁর পিছে ছিল। তাঁর পাশ দিয়েই আগে গেল। তিনি ভ্রুক্ষেপ তেমন করলেন না। তবে উড়ো নজরে দেখলেন, টাঙ্গাওয়ালা ছাড়া চড়নদার একজন মাত্র মহিলা। মহিলাটি ইংরেজ। খুব সম্ভব বয়সটা তার কাঁচা।

অল্প একটু এগিয়ে টাঙ্গাটা যখন গভীর এক জঙ্গলের ধারে এলো, তখন ঐ সড়কে পাঁচ/ছয় শো গজ আগে-পিছে এক জহুরী শাহ ছাড়া পথচারী বা আর অন্য কেউ ছিল না। সূর্য তখন নেমে এসেছে দিগন্তের একদম শেষ প্রান্তে। ডুবু ডুবু অবস্থা। ডুবে না গেলেও আঁধারের একটা হালকা আবরণ দুনিয়াটা ঢেকে নিচ্ছে।

জহুরী শাহ বেরিয়েছিলেন পথঘাটসহ এলাকাটা দেখার জন্যে। এখন তিনি ফিরবো ফিরবো করছিলেন। এরমধ্যে এক প্রচণ্ড হৈ চৈ শুনে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। চমকে উঠে দেখলেন, চার/পাঁচজন খন্নাস লোক লাঠিশোটা নিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে টাঙ্গাটাকে ঘিরে ফেলেছে।

ডাকাত-দস্যুর দল ভেবে টাঙ্গাওয়ালা ভয়ে টাঙ্গা থেকে লাফ দিয়ে নেমেছে এবং মুক্ত মাঠের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। খন্নাস লোকেরা ঐ মেয়েটাকে টাঙ্গা

থেকে টেনে নামাচ্ছে এবং মেয়েটি আতংকে তার দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করার নামে কেবলই আবোল তাবোল বকছে। www.boighar.com

জহুরী শাহ থেকে ঘটনাটা শ' দেড়েক গজ দূরে। জহুরী শাহ দেখলেন, মেয়েটাকে খন্নাসেরা টাঙ্গা থেকে নামালো এবং তাকে টেনে-হেঁচড়ে জঙ্গলের দিকে নিতে লাগলো। আর অপেক্ষা করার সময় নেই, জহুরী শাহ ক্ষিপ্রবেগে তার তলোয়ার টেনে বের করলেন এবং বিদ্যুৎ বেগে ঐ দুর্বৃত্তদের সামনে গিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

একজন মাত্র লোক দেখে দুর্বৃত্তেরা তাঁকে তেমন পাত্তাই দিতে চাইলো না। মেয়েটিকে নিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে পড়ে-এই অবস্থা তখন। খন্নাসদের দুইজন মেয়েটাকে টেনে জঙ্গলের মধ্যে নিতে লাগলো আর জনাতিনেক লাঠিশোটা হাতে নিয়ে জহুরী শাহকে আক্রমণ করতে এলো। কিন্তু তাঁরা তিনজনই চোখের পলকে জহুরী শাহর তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল এবং মুমূর্ষ অবস্থায় জঙ্গলের দিকে টলতে টলতে দৌড় দিলো।

ঘটনাটা বুঝে উঠার আগেই জহুরী শাহ অপর দুইজনকে পর পর তলোয়ারের দুই খোঁচা মারতেই গগণভেদী আর্তনাদ তুলে তারাও দৌড় দিলো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

খন্নাসদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মেয়েটি কেবলই থরথর করে কাঁপছিলো। সে তখন প্রায় সম্বিতহীন।

জহুরী শাহ কাছে এসে বললেন— 'কে আপনি ? এদিকে ফাঁকে ঐ রাস্তায় আসুন।'

মেয়েটির সম্বিত তখনও ফেরেনি। জহুরী শাহর কথায় সে বিড়বিড় করে বললো— 'রাফিয়ান-ডেকোইট-লুটেরা !'

জহুরী শাহ অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বললেন— 'তারা কেউ নেই। সব পালিয়েছে। আপনি আসুন।'

মেয়েটির হুঁশ কিছুটা ফিরে এলো। সে কম্পিত কণ্ঠে বললো— 'এ্যাঁ! পালিয়েছে অলগান ?'

ঃ হ্যাঁ, পালিয়েছে। আপনি এই জঙ্গলের ধার থেকে ঐ রাস্তার দিকে আসুন। মানে ঐ রাস্তায় গিয়ে উঠুন।

ঃ ও ইয়েস। হাঁ-হাঁ।

মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার দিকে এগুলো। জহুরী শাহও তার সাথে সাথে রাস্তায় এসে উঠলেন। এই ফাঁকে মেয়েটিকে তিনি ভাল করে দেখলেন। একেবারেই কম বয়সের মেয়ে। বছর বিশেকের উপরে তার বয়স কিছুতেই হবে

বইঘর.কম ও রোকন

না। ইংরেজ তরুণী। এদেশের রোদ-হাওয়ায় তার শ্যাক্‌শেকে সাদাবরণ দুধে-আলতায় মনোরম হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তার মুখশ্রী অপূর্ব। সে অত্যন্ত সুন্দরী। স্বাভাবিকভাবেই খন্নাসদের চোখে পড়ার মতো।

রাস্তায় উঠে এসে মেয়েটি পুরোপুরি হুঁশে ফিরে এলো। তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এতক্ষণে সে জহুরী শাহকে শতকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগলো।

জবাবে জহুরী শাহ্ বললেন— 'আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজ নেই। তামাম ধন্যবাদ পাওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই, যিনি এই সারে জাহানের মালিক। অর্থাৎ আমার-আপনার সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাকে এখানে এনে জুটিয়েছিলেন বলে আমার পক্ষে এটা করা সম্ভবপর হলো।'

মেয়েটি বললো— 'হাঁ-হাঁ, উও বাট্ ঠিক। দ্যাট্স্ ট্রু। লেকিন---!'

ঃ লেকিন ?

ঃ হামার বয় করে, ডর লাগে। উও বড়্মায়েশ লোগ্ ফিন্ হামলা করিটে পারে। হামি জলডি জলডি ইখান হইটে যাইটে চায়।

ঃ হ্যাঁ, তা পারে বৈকি ? তবে ওদের আর সে সাধ্য নেই। দলে ওদের আরো লোক থাকলে, মানে বেশী লোক থাকলে তারা আবার হামলা করতে আসতে পারে।

মেয়েটি ফের কেঁপে উঠলো। বললো— 'টবে ? টবে টো ড্যাঞ্জারাস্ ! বহুট বিপডের কঠা !'

ঃ আপনার টাঙ্গাওয়ালা তো ভেগেছে। আপনি এখন একা যেতে পারবেন ?

মেয়েটির কম্পন আরো বৃদ্ধি পেলো। সে চমকে উঠে বললো— 'নো, নেভার-নেভার ! হামি টাহা পারিবে না।'

জহুরী শাহ বললেন— 'তা না পারলে তো উপায় নেই। অবশ্য রাস্তায় এখন কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। একটু তাহলে দাঁড়ান। কাউকে ডেকে আপনার সঙ্গে দেই।'

ঃ ও-নো-নো। হামি ডুস্‌রা কাহাকে বিশ্‌ওয়াস করিটে পারে না। শুঢু টুমাকে বিশ্‌ওয়াস করিটে পারে। টুমি হামাকে সেভ্ করিয়াছে, হামাকে বাঁচাইয়াছে।

ঃ তাহলে ?

ঃ টুমি হামার সাঠে চলো। প্লীজ্! শহর বহুট্ ডুরে না আছে। হামাকে উঢার ভেজিয়া ডাও।

ঃ আমি ?

ঃ প্লীজ, হামি হাপনাকে অনুরোঢ করিটেছে। কাইন্ড্লী হামাকে ডয়া করুন।

মেয়েটি আকুলি বিকুলী করতে লাগলো।

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরী শাহ দেখলেন, এ ছাড়া আর উপায় নেই। তলোয়ার তিনি ইতিমধ্যেই লেবাসের তলে সামলে নিয়েছিলেন। অগত্যা রাজী হয়ে বললেন— 'আচ্ছা, তাহলে চলুন।'

এতক্ষণে মেয়েটির মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। সে পরম খুশী হয়ে বললো— 'ও থ্যাংক ইউ-থ্যাংক ইউ। বহুট বহুট ঢন্যবাড !'

দুইজন পাশাপাশি পথ চলতে লাগলেন। সূর্যটার অর্ধেকটা অস্তাচলে চলে গেল আর অর্ধেক দিগন্তের কোলে টক্‌টক্‌ করতে লাগলো। সন্ধ্যেটা হয়ে গেল দেখেই বোধ হয় লোকজনের চলাচল বৃদ্ধি পেলো। পথে এখন বেশ কিছুটা জনসমাগম হলো। এ ছাড়া সামনে আর জঙ্গল নেই। হেথাহোথা পাত্‌লা পাত্‌লা জনবসতিও পাশে আছে এখন। এতেকরে মেয়েটার ভয়টা দূরিভূত হলো। সে এখন স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

কথায় কথায় জহুরী শাহ বললেন— 'আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি আমার ।'

মেয়েটি সোচ্চার কণ্ঠে বললো— 'ও ইয়েস-ইয়েস ! হামার নাম পোর্শিয়া আছে। মিস পোর্শিয়া।'

ঃ শহরে আপনি কোথায় যাবেন ?

ঃ প্রশাসক কা মাকানমে। মালডহে হামাডের ইংলিশ রেসিডেন্ট্ মিঃ বারওয়েল কো মাকানমে। উও আডমী হামার রিলেটিভ, আইমিন রিস্টেডার আছে।

ঃ এদিকে কোথা থেকে এলেন ?

ঃ রাজমহল হইটে। রাজমহল মে ভি হামার ঠোড়া রিস্টেভার আছে বাই বোট্, আইমিন নডীপঠে আসিলো।

ঃ আপনার বাপ-মা কোথায় ? তাঁরা কি এদেশে আছেন, না লন্ডনে ?

পোর্শিয়ার মুখ আবার মলিন হয়ে গেল। তার মুখমণ্ডলে ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠলো। সে বললো— 'উও বাট্ বহুট টকলিফ কী বাট্ আছে জেন্টলম্যান। হামার ফাদার-মাদার, আইমিন বাপ-মা ইস্ মুলুকমে থা। ইস্ মুলুকে ছিল। টাহারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকো কাম করিটে ইস্ মুলুকে আসিলো। লেকিন হার্ডলাক ! বহুট বড়নসীব ! ঠোড়া বোজ আগারী বোথ্ অফ্ দেম্ ডায়েড্ অফ্ কলেরা। কলেরা বিমারে টাহারা ডোনো আড্‌মী মরিয়া গেল। হামি এটিম্ হইয়া গেল।

জহুরী শাহ ব্যথিত কণ্ঠে বললেন— 'পোর্শিয়া!'

ঃ কুয়ী ডকটর, আইমিন হেকিম কুছু করিটে পারিলো না। ওয়ান আফটার এ্যান আদার-একের পর এক ডোনো আডমী খটম হইয়া গেল।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ বড় দুঃখের ব্যাপার। তা আপনি এখন কি করবেন ? দেশে ফিরে যাবেন, মানে আপনার নিজ দেশে ?

ঃ নো গুড-নো গুড। হামার টামাম রিলেটিভ আওর পরিচিটো আডমী এহি মুলুকে রহিয়াছে। উটার যাইটে হামার মন না টানে।

ঃ পোর্শিয়া ! মানে মিস পোর্শিয়া !

ঃ বোলো-বোলো। টুমি হামাকে সেরেফ পোর্শিয়া বোলো। নো হার্ম। কুয়ী ক্ষেটি না আছে।

ঃ তাই ? খুব ভালো। তাহলে আপনি আর দেশে যাবেন না ?

ঃ হামার ফাদার-মাদার ইস্ মুলুক কো জমিন কী অন্ডর বহিয়া গেল। হামি ডেশে যাইবে কেনো, বাটাও ? ডুস্‌রা কোঠাও হামি যাইবে না।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ টুমি লোগ্ কৌন্ আছে জেন্টলম্যান ? টুমার পরিচয় কি আছে ?

জহুরী শাহ ঈষৎ সেহে বললেন— 'আমি একজন ফকির। গৃহত্যাগী লোক।'

পোর্শিয়া সবিস্ময়ে বললো— 'হোয়াট ? গৃহট্যাগী ! টুমি টো বিলকুল নওজোয়ান। কোয়াইট্ ইয়ংম্যান। টুমি গৃহট্যাগ করিবে কেনো ?'

ঃ গৃহে আমার কেউ নেই। তাই ঘর ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়েছি। আধ্যাত্মিক পথে।

ঃ আল্লাহর পঠে ! টাহা হইলে টুমি লোগ সেন্ট, আইমিন সন্ন্যাসী ?

ঃ হ্যাঁ, সন্ন্যাসীই বলতে পারেন। তবে আমরা মুসলমান। তাই সন্ন্যাসী নই, আমরা ফকির। আল্লাহর পথের লোক।

ঃ টাহা হইলে টুমহারা পাস্ সোর্ড আইমিন টলোয়ার কেঁউ ?

ঃ এই যে এখন যা ঘটলো, এই জন্যে। পথে-ঘাটে এখন দস্যু-ডাকাত আর খন্নাস লোক খুব বেশী তো তাই আত্মরক্ষার জন্যে হাতিয়ার সাথে রাখতে হয়। আমরা ফকির, পথে-ঘাটে থাকি।

পোর্শিয়া সোচ্চারভাবে বললো— 'ও ইয়েস-ইয়েস। জরুর টাহা রাখিটে হইবে। বিলকুল ঠিক হ্যায়। আভি বাটাও জেন্টলম্যান, টুমার নাম কি আছে, ওহি বাট বাটাও।'

ঃ আমার নাম জহর আলী জহুর। জহুর শাহ। সবাই বলে জহুরী শাহ।

ঃ কেয়া ? জোরী শ' ?

ঃ জহুরী শাহ।

ঃ হাঁ-হাঁ, সমঝলিয়া। জোরী শ'-জোরী শ'। ঠিক নেহি ?

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরী শাহ হেসে বললো— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক।'

পোর্শিয়াও হাসলো। এরপর সে হাসি মুখে বললো— 'টুমি বহুট হ্যান্ডসাম নওজোয়ান আছে জোরী শ'। টুমার সুরাট বহুট উম্‌ডা। বহুট সুন্ডর টুমহারা ফেস্‌-আইমিন টুমহারা চোখ, মুখ, নাক-এভরিথিং।'

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ হামার বহুট বালো (ভাল) লাগে। ডেখিটে খায়েশ হয়। টুমাকে ডেখিটে হামার মন চায়।

জহুরী শাহ অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। এসব কথা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি ঝুটমুট বললেন— 'তাই ? বেশ-বেশ ! এই তো আমরা শহরের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি।'

তার কথায় কান না দিয়ে পোর্শিয়া ফের বললো— 'আওর একঠো টাজ্জব বাট আছে। উও বাট ভি হামাকে এট্রাকট করিটেছে। টানিটেছে।'

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ টুমহারা ক্যারেকটার, আইমিন চরিট্র বহুট আচ্ছা আছে। আনপ্যারাল্যাল্‌ অটুলনীয়। এয়সা হামি কভভিং না ডেখিয়াছে।

জহুরী শাহ মুচকি হেসে বললেন— 'কি করে বুঝলেন ?'

পোশিয়া বিস্ময়ের সাথে বললো— 'টুমি লোগ হামাকে কিস করিটে চাহিলো না! আইমিন চুম্বন করিটে চাহিলো না- হামার বডি ভি টাচ করিলো না পরশ করিলো না ! কেয়া টাজ্জব ! কটো কাছে আছে হামি টুমার !'

জহুরী শাহ শরমিন্দা হয়ে বললেন— 'ছিঃ ! তা করবো কেন ?'

ঃ হামাডের কুয়ী ইংলিশম্যান হামাকে এটো কাছে পাইলে জরুর কিস্‌ করিটে চাহিটো।

জহুরী শাহ কিছুটা বিব্রত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন— 'তারা প্রায়ই আপনাকে চুম্বন করে?'

ঃ ও-নো, নেভার-নেভার ! হামি উহাডের পাত্তা ডেয় না। উও কাম হামি লাইক করে না। পছনড করে না।

ঃ তাহলে আর আমাকে ও কথা বলছেন কেন ?

ঃ হাপনি হামাকে সেভ করিয়াছে। বিপডমুকটো করিয়াছে। হামার উপর হাপনার কুছু ডাবী বটিয়ে গিয়াছে। হাপনি ডাবী করিটে পারে।

ঃ আমি দাবী করলেই আপমি রাজী হবেন ?

ঃ হামি মাফ চাইবে। ক্ষমা চাইবে। হামি লাইক করে না-ইস বাট হাপনাকে সমঝাইবে। লেকিন ডাবী টো হাপনি করিটে পারে জরুর !

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরী শাহ এ কথায় খুশী হলেন। তিনি খোশকণ্ঠে বললেন— 'তা পারিনে পোর্শিয়া। এই যে আপনার এত কাছে কাছে আছি, এটাও ঠিক নয়।'

ঃ কেনো-কেনো ?

ঃ আমরা মুসলমান। শাদি না হওয়া পর্যন্ত কোন বেগানা আউরাতকে অর্থাৎ পরনারীকে আমরা ইচ্ছে করে স্পর্শ করতে পারিনে। চুম্বনের প্রশ্নই তো ওঠে না।

ঃ ইজ ইট ? (সত্য ?)

ঃ হ্যাঁ। আমাদের ধর্মের বিধানই এই।

ঃ ছো নোবল এ্যান্ড ছো হলী ? আইমিন টুমার ঢর্মের বিঢান এত্তো জিয়াডা পবিট্র ?

ঃ শুধু এইটেই নয়, ইসলামের সব বিধানই পবিত্র।

ইতিমধ্যে দূরের এক বসতি থেকে আজান ধ্বনী ভেসে এলো। সচকিত হয়ে উঠে জহুরী শাহ বললেন— 'এহ্ হে, আজান শুরু হয়ে গেল। আর আমি এগুতে পারবো না পোর্শিয়া।'

ঃ জোরী শ'!

ঃ এই তো শহরে প্রায় ঢুকে গেছি। এখন একা যেতে পারবেন না ?

সম্বিতে ফিরে এসে পোর্শিয়া বললো— 'এ্যাঁ ! হ্যাঁ, টা এখোন আলবট পারিবে। কিন্টু?

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ টুমার সাঠে আওর হামার মোলাকাট না হোবে জোরী শ' ?

পোর্শিয়ার কণ্ঠস্বর ভারী হলো।

জহুরী শাহ বললেন— 'সে সম্ভাবনা খুবই কম পোর্শিয়া। আপনি এক জগতের মানুষ, আমি আর এক জগতের।'

কথার মাঝেই পোর্শিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠেলো— 'টাহা কেনো হোবে জোরী শ' ? টুম এটনা উমডা আড্মী, এয়সা পবিট্র লোগ, টুমার সাঠে ফের মোলাকাট হামার না হোবে কেনো, বাটাও ?' www.boighar.com

ঃ এর তো কোন জবাব নেই পোর্শিয়া। পবিত্র-অপবিত্র যা-ই হই, ঘটনাচক্রে ছাড়া আমাদের আর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?

ঃ লেকিন হামি টো টুমাকে ভুলিটে পারিবে না। টুমাকে হামি অলওয়েজ রিমেম্বার করিবে। টুমার কঠা হরওয়াকটো হামার ইয়াডে আসিবে!

ঃ তা এলেও কিছু করার নেই পোর্শিয়া। খামাখা অবাস্তব কিছু নিয়ে কারো ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জোরী শ' !

ঃ পারলে আমার ভালাইয়ের জন্যে তোমার ঈশ্বরের কাছে দুই/একবার প্রার্থনা করো। চলি পোর্শিয়া।

পোর্শিয়া ধরা গলায় বললো— 'মে গড সেভ হউ ! ঈশ্বর টুমাকে রক্ষা করুন জোরী শ'। বাই-বাই!

ঃ আল্লাহ্ হাফেজ!

জহুরী শাহ্ ফেরত পথ ধরলেন।

•

আবারো দেখা হলো। তবে দুই/একদিনের মধ্যে নয়, বছর দেড়েক পরে। কোন মধুচন্দ্রিমা বা মধুলগ্নে নয়, এমনই এক আতংক আর অস্থিরতার মধ্যে।

ঈসায়ী ১৭৭২ সনের প্রথম দিক। ফকির নেতা মজনু শাহ্ তাঁর ফকির বাহিনী নিয়ে পান্ডুয়া থেকে রাজশাহীর নাটোরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কতকগুলো অত্যাচারী ইজারাদার, আমলা আর কুঠিয়ালদের শায়েস্তা করতে করতে মালদহের পাশ দিয়ে তিনি রাজশাহীর নাটোরের দিকে অর্থাৎ ঐ রাণী ভবানীর এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন।

মালদহের সদরের অল্প একটু দূরেই ইংরেজদের এক বড়োসড়ো বাণিজ্যকুঠি। অত্যাচার আর জুলুমের এটি আর এক মস্তবড় ঘাঁটি। মালামাল বেচা-কেনার সময় এই কুঠির কুঠিয়াল ও তার দালাল-ফোড়েলদের হাতে গরীব কৃষক প্রজাদের, বিশেষ করে মুসলমান কৃষক প্রজাদের ভোগান্তির অন্ত নেই। কুঠিয়াল জাতে ইংরেজ আর দালাল-ফোড়েল বা সবাই অমুসলমান। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও অমুসলমান। ছোট ছোট মুসলমান ক্রেতা-বিক্রেতাদের পক্ষে কথা বলার একটা লোকও এই কুঠিতে আর কুঠির আঁওতার মধ্যে নেই। ফলে তাদের সীমাহীন দুর্ভোগ আর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তাদের মালের দাম দেয়া হয় সবচাইতে কম আর মাপ-গণনার সময় চলে চরম কারচুপি।

এর উপর একটু সুযোগ হলেই গায়েব হয়ে যায় মাল তাদের। গাঁইট গাঁইট সূতা, কাপড়, পাট, রেশম চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়। কোন সময় মেপে-গুণে মাল নিয়ে তা আবার অস্বীকার করাও হয়। একদলের কাছে ব্লাডি-নিগার, অন্যদলের কাছে ম্লেচ্ছ-যবন। এদের কে পরোয়া করে ? কেনার বেলাতেও ঐ একই দুর্ভোগ। অনেক সময় দাম নিয়ে মাল দেয়ার বদলে ঘাড়ে হাত দিয়েও বিদায় করা হয় এই ক্রেতাদের। প্রতিবাদ করলেই লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। প্রতিবাদ অধিক হলে পঙ্গু হয়ে ঘরে ফিরতে হয় এইসব অভাগাদের।

বইঘর.কম ও রোকন

এমন নজীর অনেক। অভিযোগ ঘরে ঘরে। প্রতিকারের কেউ নেই। কুঠিয়াল নিজেও এক দুরাচারী লম্পট। মালদহের প্রশাসক, মানে ইংরেজদের মালদহের আবাসিক প্রতিনিধি বারওয়েলের কিছুটা খাতিরের লোক হওয়ায় কুঠিয়াল আর মানুষ বলেই গণ্য করে না এদেশের মানুষকে। লুণ্ঠন, ধর্ষণ-খুন, সব কাজেই এ কুঠিয়াল সিদ্ধহস্ত। ইদানিং ফকির দমনের ব্যাপারেও উৎসাহী হয়ে উঠেছে। 'আস্ত গুদাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ব্যাটারা, এদের শায়েস্তা করা চাই-ই চাই। ফকিরেরা লড়াই-এর কি জানে? এদের সাবাড় করে তবেই আমার কথা'—এমনই সব তম্বি-তম্বার সাথে কুঠির সেপাইশান্ত্রী নিয়ে সে হুংকার দিয়ে ফিরছে।

সদলবলে রাজশাহী যাওয়ার পথে ফকিরনেতা মজনু শাহ কৃষক প্রজাদের এইসব অশেষ দুর্ভোগের কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলেন। মালদহের কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তিনি আগেও শুনেছিলেন। এর প্রতিকারে আসার ইরাদা আগেও তাঁর ছিল। এক্ষণেই সে প্রতিকারে এগুবেন কি না ভাবছিলেন।

কিন্তু ভাবতে তাঁকে হলো না। কুঠিয়ালের অদূরদর্শিতাই তাঁকে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিলো। মালদহ সদরের কিছুটা কোল ঘেঁষে যেতেই ফৌজ নিয়ে এসে কুঠিয়াল ফকিরদের উপর চড়াও হলো। শুরু হলো লড়াই।

কিন্তু ফকির বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে কুঠিয়ালের সম্যক ধারণা ছিল না। সংঘবদ্ধ ফকির বাহিনীর কয়েক মুহূর্তের আঘাতেই কুঠিয়াল বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হলো। পিছু হঠে এসে কুঠিয়াল তার কুঠিতে অবস্থান নিলো। এখনই এই ব্যাটাকে শায়েস্তা করা প্রয়োজন বোধে মজনু শাহও সদলবলে এসে কুঠিতে হানা দিলেন।

এখানেও অধিক সময় লাগলো না। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই কুঠিয়ালের সেপাই-সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুঠি ছেড়ে ঊর্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল। কুঠিয়ালও পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিলো। কুঠি বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সল্প সময়ের ঘটনা। অন্য কোথাও থেকে কোন বড় বাহিনী কুঠিয়ালের সহায়তায় আসার অবকাশ ছিল না। ফকিরনেতা মজনু শাহ হুকুম দিলেন, আর কাউকে দরকার নেই। কুঠিয়ালকে বেঁধে আনো।

ফকিরেরা ক্ষিপ্রবেগে কুঠির আনাচে কানাচে ও বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তল্লাশী চালাতে লাগলেন। কুঠিয়াল এই কুঠিতেই বাস করতো। ফকির বাহিনীর একদল কুঠিয়ালের বাস ভবনে তালাশ করতে এলেন। কিন্তু বাসভবনের দহলীজের (ড্রয়িংরুমের) বারান্দার কাছে আসতেই অকস্মাৎ দহলীজের জানালা দিয়ে দ্রুম-দ্রুম শব্দে বন্দুকের কয়েকটি গুলী বর্ষণ হলো। আচমকা এই গুলীতে

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরদের কয়েকজন জোয়ান বেশ কিছুটা আহত হয়ে বারান্দার এক পাশে বসে পড়লেন।

অন্যান্য জোয়ানেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দহলীজের বন্ধদুয়ার ভেঙ্গে ফেললেন। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনজন মাত্র ইংরেজ মহিলা বন্দুক হাতে ঘরের মধ্যে অবস্থান নিয়ে আছে। গুলী ছোড়ার মশলা তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফের তারা বন্দুকে মশলা ভরার চেষ্টা করতেই জোয়ানেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হাত থেকে বন্দুকগুলো কেড়ে নিলেন এবং মহিলা তিনটিকে টেনে ঘর থেকে বাইরে আনতে লাগলেন।

● সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো চিৎকার—'সেভ-সেভ, সেভ আস (বাঁচাও-বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও)।

চিৎকার করার মধ্যেই মহিলারা ফকিরদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো— 'ডোন্ট্ টাচ, ডোন্ট ক্যাচ। হামাডের ঢরিবে না-হামাডের ছাড়িয়া ডাও-যাইটে ডাও!'

প্রথমে গর্জন ও পরে মহিলা অনুনয় করতে লাগলো। ফকির বাহিনীর এই দলের অধিনায়ক জহুরী শাহ এই সময় এই দহলীজের এদিকে এসেছিলেন। নারীকণ্ঠের শব্দে তিনি ছুটে এসে দহলীজে ঢুকে পড়লেন। মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে দেখে তিনি তাঁর জোয়ানদের ধমক দিয়ে বললেন— 'এ কি ! এ কি হচ্ছে ? জেনানাদের নিয়ে আপনারা টানাটানি করছেন কেন ?'

জোয়ানদের একজনের নাম আলাউদ্দীন। সঙ্গীরা আহত হওয়ায় আলাউদ্দীন মিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিলেন। তিনি রুষ্টকণ্ঠে জবাব দিলেন— 'জেনানা কোথায় জনাব ? এগুলো বাঘিনী, শয়তানী, দুশমন।'

জহুরী শাহ বললেন— 'দুশমন !'

আলাউদ্দীন বললেন— 'ঐ দেখুন বারান্দার ও ধারে আমাদের কয়েকজন সঙ্গী পড়ে থেকে কাতরাচ্ছেন। এই কমিনারা আমাদের উপর গুলী বর্ষণ করেছে। এদের আমরা বেঁধে নিয়ে যাবো।'

বলেই আলাউদ্দীন মিয়া তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন— 'আনো, হারামীদের টেনে আনো!'

জহুরী শাহ বললেন— 'টেনে আনো মানে ?'

ঃ শয়তানীদের কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মারবো!

মেয়ে তিনটি আঁতকে উঠে বললো— 'ও গড !'

এরপর জহুরী শাহর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে তারা বললো— 'হাপনি হামাডের বাঁচান। ফর গডস সেক, হামাডের বাঁচান।'

বইঘর.কম ও রোকন

আলাউদ্দীন ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন— 'চোপরও ! ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখোনি ! এখনই তা দেখানো হবে তোম্মাদের।'

জহুরী শাহ বললেন— 'তার মানে ! এরা জেনানা !'

ঃ এরা দুশমন। এরা খৃষ্টান। ইংরেজ। এরা আমাদের মারতে চায়। জেনানা হলেও সে বিবেচনা এখানে অচল জনাব। জেনানা-মর্দান বাছ্-বিচার লড়াইয়ের ময়দানে চলে না।

ঃ এ কি বলছেন !

ঃ সেরেফ এই তিনটেই নয়, এই মকানে জেনানা আর যেখানে আছে কাউকে আজ ছেড়ে কথা নেই। টেনে আনো কমিনাদের!

জহুরী শাহ এবার গর্জে উঠে বললেন— 'খামুশ। অনেক বদজবান আপনার মুখে শুনেছি। ফের বদজবান আওড়ালে---!'

আলাউদ্দীন মিয়া চমকে উঠে হুঁশে এলেন। তাঁদের অধিনায়কের সাথে তিনি বেসামাল হয়ে কথা বলছেন বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে বললেন— 'জনাব !'

ঃ জাত-ধর্ম যা-ই হোক আর যে আচরণই করে থাকুক, এরা জেনানা। এদের সাথে দুর্ব্যবহার করার এলেম কোথায় পেলেন আপনি ?

ঃ কসুর মাফ হয় জনাব।

আলাউদ্দীন মিয়া মাথা নীচু করলেন।

জহুরী শাহ বললেন— 'যান, সবাই গিয়ে আসল দুশমনের তালাশ করুন। নিরস্ত্র করার পর কোন জেনানা আমাদের লক্ষ্য নয়।'

দ্বিরুক্তি না করে সকলেই নত মস্তকে ও দ্রুতপদে দহলীজ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছাড়া পেয়ে মহিলা তিনটি জহুরী শাহকে লক্ষ্য করে বললো— 'থ্যাংক ইউ-থ্যাংক ইউ ! মে গড ব্লেস্ ইউ ! ঈশ্বর হাপনার ভালাই করুন!'

বলতে বলতে মহিলা তিনটি অন্দরের দিকে দৌড় দিলো। জহুরী শাহ অতঃপর নিজেও বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাঁর কানে এলো এক অস্পষ্ট আওয়াজ— 'জোরী শ'!'

চমকে উঠে জহুরী শাহ দেখলেন দহলীজের একদম এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোর্শিয়া। মিস পোর্শিয়া।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে জহুরী শাহ বললেন— 'এ কি আপনি !'

নড়েচড়ে উঠে পোর্শিয়া আর একটু স্পষ্ট কণ্ঠে বললো— 'জোরী শ'! মাই জোরী শ' !'

জহুরী শাহ তার কাছে ছুটে গেলেন। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'সে কি ! আপনি এই ঘরেই আছেন, তবু এতক্ষণ কথা বলেননি কেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

পোর্শিয়া ঢোক চিপে বললো— 'আই হ্যাড নো সেন্স। হামার কুয়ী হুঁশ ঠাকিলো না।'

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ বহুট বয়-জব্বোর ডর ! ডেখিটে পাইলে হামাকে ভি ঢরিয়া লইটো, কয়েড করিটো !

পোর্শিয়া কাঁপতে লাগলো।

জহুরী শাহ বললেন— 'কিন্তু আমি যখন এলাম, তখন আপনি কথা বলেননি কেনো ?'

পোর্শিয়া গলায় হাত দিয়ে বললো— 'বয়ে হামার থ্রোট (গলা) একডম ড্রাই, আইমিন শুকাইয়া গেল। উসকি বাড, হামি টুমাকে ডেখিলো। লেকিন কঠা বলিটে পারিলো না। হামার টাং (জিহ্বা) কাম করিলো না।'

ঃ বলেন কি !

পোর্শিয়া এবার একটু ক্ষুণ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলো— 'টুমি লোগ ডাকু আছে জোরী শ' ? টুমি ডেউশা আডমীর ডলে ঠাকে ?'

জহুরী শাহ প্রতিবাদ করে বললেন—'ডেউশা, মানে দস্যু কোথায় দেখলেন ? আমাদের লোকেরা সবাই ফকির। আমরা কেউ দস্যু-ডাকাত নই।'

ঃ টবে হামলা করিলো কৌন্ ?

ঃ আমরাই করেছি। এ কুঠির কুঠিয়াল বড় বজ্জাত লোক। আমাদের দেশের গরীব লোকদের উপর সে জব্বোর জুলুম চালাচ্ছে। তাই তাকে একটু শায়েস্তা করতে এসেছিলাম। ফকির হলেও কোন জুলুম-অন্যায় দেখলে আমরা চুপ থাকতে পারিনে।

ঃ ইজ ইট ? শায়েস্তা করিটে আসিলো ? নট টু প্লান্ডার ? আইমিন লুট্টরাজ করিটে না আসিলো ?

ঃ না। লুটতরাজ আমাদের পেশা নয়। জালিমদের আর খন্নাসদের শায়েস্তা করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের একমাত্র কাজ।

ঃ আই সি ! লেকিন হামাডের বহুট মুসিবট হইলো জোরী শ'। টুমি না আসিলে হামরা টামাম লেডী খটম হইয়া যাইটো।

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ টুমার গ্রেটনেস, আইমিন মহট্ট ডেখিয়া হামি ডুসরাবার বহুট খুশী হইলো। টুমি জেনানাডের বেইজ্জট করিলো না। টুমি রিয়্যালী বহুট উম্ডা আডমী আছে জোরী শ' ! টুমি জেনানাডের ইজ্জট করে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঈমানদার, মানে খাঁটি মুসলমান সবাই জেনানাদের ইজ্জত করেন। তাঁরা জেনানাদের বেইজ্জত করেন না।

ঃ টাহা হইলে টুমার লোক হামাডের কয়েড করিটে আসিলো কেনো ? উও আডমী ঈমানদার না আছে ?

ঃ জরুর ঈমানদার আছে।

ঃ জোরী শ' !

ঃ আপনারা গুলী ছুঁড়তে গেলেন কেন ? আমাদের কয়েকজন জোয়ানকে আহত করলেন কেন ? গুলী না ছুঁড়লে তো তাঁরা আপনাদের কয়েদ করতে আসতেন না ? আপনারা গুলী ছুঁড়লেন কেন পোর্শিয়া। যেখানে কুঠিয়ালের তামাম ফৌজ ভয়ে পালিয়ে গেল, সেখানে আপনারা তিনচার জন মহিলা গুলী ছুঁড়তে এলেন কেন ?

ঃ হামি না আছে জোরী শ'। উও তিন লেডী, আইমিন জেনানা গুলী ছুঁড়িলো। হামি উহাডের নিষেঢ করিলো। বাঢা ডিলো। লেকিন উহারা মানিলো না। লড়াই করিটে লাগিয়ে গেল। জব্বোর লড়াই।

ঃ তাহলে ? তাহলে আর আমাদের লোকদের দোষ কি পোর্শিয়া ? তাঁরা বেঈমান হবেন কেন ? লড়াই করতে গিয়ে কেউ পরাজিত হলে সে তো নিহত, কয়েদ, এসব হবেই। পরাজিত দুশমনকে তো অপরপক্ষ কয়েদ করতে আসবেই। আমার লোকদের কসুর কি ?

ঃ ঠিক ঠিক। ইস বাট টুমি কায়েমী বাট বলিয়াছে। ডিফিটেড (পরাজিত) হইলে কয়েড টো জরুর হইটে হোবে। বেইজ্জট হইটে হোবে। জানভি যাইটে পারে। রাইট-রাইট।

www.boighar.com

ঃ তবে ?

ঃ টুমি আসিয়া ফিন হামাকে বাঁচাইয়া ডিলে জোরী শ'। হামি গুলী ছুঁড়ে নাই, কসুর করে নাই, টুবু হামি বেইজ্জট হইটো। উহাডের সাঠে হামাকে ভি ঢরিয়া লইয়া যাইটো। ডুবাইয়া মারিটো। টুমি ফিন হামাকে সেভ করিলে।

ঃ অতটা ঠিক করতো না। তবু---।

ঃ টবু বহুট কুচ হইটে পারিটো। এগেন এ্যান্ড এগেন (বারবার) টুমি হামাকে বাঁচাইয়া যাইটেছে আওর টুমার কুয়ী খেডমট হামি করিটে পারে না। কামে লাগার মওকা পায় না। ইট ইজ ভেরী স্যাড জোরী শ'। হামার বহুট টকলিফ কী বাট আছে।

ঃ এসব কথা থাক পোর্শিয়া। এখন বলুন, আপনি এখানে কেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ইস কোঠিমে মিসেস বারওয়েল কী এক রিলেটিভ (আত্মীয়) কাম করে। উও মিসেস বারওয়েল, আইমিন বারওয়েলকা স্ত্রী ইস রিলেটিভ্‌কা সাঠ মোলাকাট করিটে আসিলো আওর হামাকে সাঠে লইয়া আসিলো।

ঃ তারপর ?

ঃ ইস মোকান মে হামরা বেড়াইটে আসিলো আওর সাঠ সাঠ লড়াই বাটিয়া গেল। হামরা আটক হইয়া গেল।

ঃ ও আচ্ছা। তা বারওয়েলের স্ত্রী এখন কোথায় ?

ঃ অনডর মে হ্যায়। বয়ে ডরওয়াজা বনড করিয়া ডিয়াছে।

ঃ এরা কারা ? এই যে এখানে যে তিনজন মেয়ে গুলী ছুঁড়লো, এরা কারা ?

ঃ ইস্‌ কুঠিয়ালকো ডটার আওর সিষ্টার। আইমিন কন্যা আওর বহিন আছে।

কুঠির ফটকে বহুকণ্ঠে 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনী হলো। লড়াইয়ের এত পরে এ ধ্বনী সবাইকে একত্র করার ধ্বনী। বিদায় হওয়ার সংকেত।

জহুরী শাহ চমকে উঠে বললো— 'এইরে ! আমি চলি পোর্শিয়া। আমাদের লোকজন সব চলে যাচ্ছেন।'

পোর্শিয়া অনুনয় করে বললো— 'নেহি জোরী শ,' নেহি। ঠোড়া টাইম ডাঁড়াও। আওর কুচু বাট আছে।'

ঃ পোর্শিয়া!

ঃ হামি টুমাকে এগেন, আইমিন ফিন ডেখিটে চায়। কোঠায় ড়রশন হোবে, বাটাও।

জহুরী শাহ বিব্রতকণ্ঠে বললেন— 'পাগলামী করবেন না মিস পোর্শিয়া। আমার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই-ঠিকানা নেই। আবার এমনিভাবে হঠাৎ দেখা হলে হবে, না হলে আর হবে না।'

ঃ আই লাভ ইউ জোরী শ'। আমি টুমাকে বালোবাসে।

জহুরী শাহ চমকে উঠে বললেন— 'আহ্‌হা! আপনি তো বড় বেকায়দা করলেন! আমাকে ভালবাসা আপনার ঠিক নয়, এটা কেন বুঝতে পারছেন না?'

ঃ জেরী শ' !

ঃ আমি যাই।

ঃ যাইবে ?

ঃ আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কি আপনি বিপদে ফেলতে চান ?

পোর্শিয়া চমকে উঠে বললো— 'ও নেহি-নেহি। কভ্‌ভি নেহি। টবে টুমি যাও, চলিয়া যাও।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ চলিয়া যাও, লেকিন ফরগেট মী নট। হামাকে বলিয়া যাও, টুমি হামাকে বুলিয়া যাইবে না। হামার কঠা ইয়াডে রাখিবে-স্মরণে রাখিবে।

ঃ জরুর জরুর। ভুলবো না পোর্শিয়া। মুখে যতই বলি, এতটার পরও কি আর আপনাকে ভোলা আমার সহজ ? আপনার কথা চিরদিন আমার স্মরণে থাকবে, কখখনো ভুলবো না।

জহুরী শাহ্ ঘুরে দাঁড়ালেন।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পোর্শিয়া বললো— 'জোরী শ', মাই সুইট জোরী শ' !'

এগুলো সবই অতীতের কাহিনী। কাটিহারের গীর্জায় পোর্শিয়ার কক্ষে ভূলুণ্ঠিত ও সজ্ঞাহীন জহুরী শাহর মুখের দিকে প্রদীপ ধরে চেয়ে আছে পোর্শিয়া। গীর্জার নয়া সন্ন্যাসিনী পোর্শিয়া।

প্রদীপ ধরে জহুরী শাহর মুখ দেখেই সে প্রথমে চমকে উঠে 'জোরী শ' মাই জোরী শ' বলে আওয়াজ দিলো এবং অতঃপর সম্বিতহীনের মতো মুহূর্তখানেক জহুরী শাহর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এই মুহূর্তকালের মধ্যেই এই প্রশস্ত অতীত তার মানসচক্ষে ঝিলিক দিয়ে গেল। অতীতের এই ঘটনাবলী তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু সম্বিতহীনের মতো চেয়ে থাকার অধিক সময় মিস পোর্শিয়া পেলো না। যেসব ইংরেজ সেপাই জহুরী শাহকে ধাওয়া করে তার পিছে পিছে এসেছিল এবং গীর্জার চত্বরে ঢুকেছিলো তারা একদম পোর্শিয়ার কক্ষের কাছে চলে এলো। তাদের গর্জন ও হুল্লোরে পোর্শিয়া সম্বিতে ফিরে এলো।

সম্বিতে ফিরে এসেই সে বুঝতে পারলো, মস্তবড় এক সৈন্য বাহিনী তার কক্ষের কাছে এসেছে এবং এ বাহিনী নিশ্চয়ই জহুরী শাহকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে। জহুরী শাহর ক্ষত-বিক্ষত দেহই প্রমাণ করে যে, সে লড়াই করে লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছে এবং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এই কক্ষে এসে ঢুকেছে।

একথা চিন্তা করেই পোর্শিয়া ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিলো এবং দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

তার ধারণা ঠিক হলো। নিমিষের মধ্যেই সেপাই-সেনারা এসে তার কক্ষের দুয়ারে ভিড় করে দাঁড়ালো এবং দরজায় করাঘাত করে বাহিনীর কমান্ডার (অধিনায়ক) বললো— 'হু ইজ দেয়ার ইন দা রুম ? ওপেন দি ডোর। (ঘরে কে আছো, দরজা খোলো।)'

তৎক্ষণাৎ কোন কথা না বলে পোর্শিয়া চুপচাপ বসে রইলো।

বইঘর.কম ও রোকন

আরো জোরে দরজায় করাঘাত করে অধিনায়ক আরো অধিক উচ্চকণ্ঠে বললো— 'ডু ইউ হেয়ার ? আই সে এগেন, গেট দি ডোর ওপেন ! (শুনতে পাচ্ছো ? আমি আবার বলছি, দরজা খুলে দাও ।)'

পোর্শিয়া এবার বিরক্তির সাথে বললো— 'আহ্ ! হু আর ইউ ? হোয়াই ডু ইউ ডিসটার্ব মি ইন দিস ডার্কনেস ? (আহ ! কে আপনি? এই অন্ধকারে কেন আমাকে বিরক্ত করছেন ?)'

ঃ আই এ্যাম এ কমান্ডার অফ দি ইংলিশ আর্মি। আই হ্যাভ কাম হেয়ার ইন সার্চ অফ এ ডিফিটেড ফো। (আমি ইংরেজ বাহিনীর একজন অধিনায়ক। এক পরাজিত শত্রুর খোঁজে আমরা এখানে এসেছি।)

ঃ হাউ স্ট্রেঞ্জ ! ইন সার্চ অফ এ ডিফিটেড ফো, ইউ হ্যাভ কাম ইন দি চার্চ এ্যান্ড্ এ্যাট দি রুম অফ এ ইয়ং নান ? নট ইন দি ব্যাটল ফিল্ড অর এলস হোয়্যার ? হোয়াট এ ফান ! (কি আশ্চর্য ! পরাজিত শত্রুর খোঁজে তুমি গীর্জায় আর একজন তরুণী সন্ন্যাসিনীর ঘরে এসেছো ? যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্য কোথাও নয় ? তামাসা আর বলে কাকে ?)

একে মেয়েছেলে তার উপর আবার তরুণী সন্ন্যাসিনী-একথা শুনে অধিনায়কটি দমে গেল। সে ঢোক চিপে বললো— 'আই এ্যাম সরি ম্যাডাম। উই স দ্যাট ফো কামিং ওভার হেয়ার ইনফ্রন্ট অফ দিস বিল্ডিং। উই ওয়্যার রানিং ক্লোজ্লী আফটার হিম। বাট কামিং ওভার হেয়ার, হি ইজ সাডেন্লী ভ্যানিশড্। (আমি দুঃখিত ভদ্রে। আমরা শত্রুটাকে এখানে এই দালানটার সামনে আসতে দেখলাম। আমরা তার পেছনে পেছনেই আসছি। কিন্তু এখানে এসেই সে অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেল।)'

ঃ দ্যাট ডাজন্ট মীন, হি ইজ ইন দিস রুম। দেয়ার ইজ এ্যান আদার গেট্ অফ দিস চার্চ বিহাইন্ড মাই রুম। হি মাইট হ্যাভ ফ্লেড বাই দ্যাট গেট ইন দি মীনটাইম। (তার অর্থ এই নয় যে, সে এই কক্ষে আছে। আমার ঘরের পেছন দিকে এই গীর্জার আর একটা ফটক আছে। ঐ ফটক দিয়ে সে হয়তো ইতিধ্যেই পালিয়ে গেছে।

ঃ বাট- (কিন্তু) ?

ঃ দেয়ার্স নো বাট। নাউ আই হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর মোটিভ। সাম হাউ ইউ হ্যাভ কাম টু নো দ্যাট, আই রিজাইড ইন দিস রুম এলোন। নোয়িং ইট ফুল্লী ওয়েল, ইউ হ্যাভ কাম টু কিডন্যাপ মি। (আর কোন কিন্তু নেই। এখন আমি বুঝতে পারছি তোমার কি মতলব। যেভাবেই হোক তুমি জানতে পেরেছো যে, এই ঘরে আমি একা থাকি। এটা ঠিকমতো জেনে নিয়েই তুমি আমাকে অপহরণ করতে এসেছো।)

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ম্যাডাম !

ঃ ইফ ইউ ডোন্ট ভ্যাকেট দিস প্লেস ইনস্টান্টলী, আই শ্যাল শাউট্ ফর হেল্প এ্যান্ড, আই শ্যাল লজ কমপ্লেন এগেস্ট ইউ টু ইওর সুপিরিয়র থ্রু দি ফাদার অফ দিস চার্চ। (যদি তুমি এই মুহূর্তেই এই স্থান ত্যাগ না করো, আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার দেবো এবং এই গীর্জার ফাদারের মাধ্যমে আমি তোমার উপরওয়ালার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবো।)

সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়কটি চমকে উঠে বললো— 'ফরগিভ মী ম্যাডাম। উই আর লিভিং দিস প্লেস জাস্ট নাউ। (মাফ করে দিন ভদ্রে। আমরা এক্ষুনি এ স্থান ত্যাগ করছি।)'

বলেই অধিনায়কটি তার সেপাইদের উদ্দেশ্যে বললো— 'লেট গো ইন এ হারী বাই দি সেকেন্ড গেট। দি ফো হ্যাজ ফ্লেড বাই দ্যাট গেট বিহাইন্ড। কুইক! (শিগ্গির ঐ দ্বিতীয় ফটক দিয়ে আমরা যাই চলো। দুশমনটা ঐ পেছনের ফটক দিয়ে পালিয়ে গেছে। শিগ্গির চলো!)'

অধিনায়ক তৎক্ষণাৎ তার দল নিয়ে পেছনের ফটকের দিকে ছুটলো এবং ঐ ফটক দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেনাবাহিনী বিদায় হলে পোর্শিয়া আস্তে করে দুয়ার খুলে বাইরে এলো। কেউ কোথাও ওঁৎ পেতে আছে কি না সন্ধান করে দেখলো। কোথাও কেউ নেই দেখে সে নিশ্চিন্ত হলো এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে দিলো। এরপর সে জহুরী শাহর কাছে এসে বসলো এবং ক্ষিপ্রহস্তে আলো জ্বাললো।

জহুরী শাহর তখনও জ্ঞান ফিরেনি। তিনি শাটপাট হয়ে পড়ে আছেন। কোন নড়ন-চড়ন নেই। পোর্শিয়া চমকে উঠে তাঁর নাকের কাছে হাত নিলো। দেখলো, নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিকভাবেই যাওয়া-আসা করছে। এতে কিছুটা আশ্বস্ত হলেও, কি করবে ভেবে পোর্শিয়া দিশেহারা হয়ে গেল। পানি এনে চোখে-মুখে ছিটা দিতে লাগলো। পাখা এনে মাথায় বাতাস করতে লাগলো।

এই প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ চলার পর জহুরী শাহর জ্ঞানটা আস্তে আস্তে ফিরে এলো। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। এরপর হুঁশটা ফিরতেই 'কে-কে' বলে তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

মুখে আঙ্গুল দিয়ে পোর্শিয়া তাঁকে চুপ থাকার নির্দেশ দিলো।

পোর্শিয়াকে দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পোর্শিয়ার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

পোর্শিয়া অনুচ্চ অথচ ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'জোরী শ', মাই ডিয়ার জোরী শ', টুমি কি হামাকে চিনিটে পারিটেছে ?'

জহুরী শাহও অনুচ্চকণ্ঠে বললেন— 'পোর্শিয়া আপনি ! এ আমি কোথায় পোর্শিয়া ?'

জহুরী শাহকে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে দেখে পোর্শিয়া পুরোপুরি আশ্বস্ত হলো এবং জবাবে সে সঙ্গে সঙ্গে বললো— 'বলিবে-বলিবে, হামি টামাম বলিবে। আভি উঠো। হামি টুমাকে হেলপ করিটেছে, টুমি উঠো।' বলেই পোর্শিয়া জহুরী শাহকে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো।

জরুরী শাহ দ্বিরুক্তি না করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। পোর্শিয়া তাঁকে বিছানার কাছে এনে বললো— 'হিঁয়াপর লেট যাও-শুইয়া যাও।'

জহুরী শাহ এবার আপত্তি তুলে বললেন— 'না-না, তা কি করে হয় ? আমার গায়ে অনেক রক্ত, অনেক ধূলোমাটি। আপনার বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে।'

ঃ নো ম্যাটার। টুমি শুইয়া যাও।

ঃ কিন্তু?

ঃ আহ ! ডিয়ার জোরী শ' ডোন্ট আর্গু। টর্ক করিবে না। টুমি শুইয়া যাও। বেডশিট ওয়াশ করিবে টো সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ঃ পোর্শিয়া!

ঃ টুমি উইক আছে, ডুর্বল আছে। পড়িয়া যাইবে জোরী শ'। শুইয়া যাও, প্লীজ!

জহুরী শাহ অগত্যা বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লেন। এরপর পোর্শিয়া নেকড়া ভিজিয়ে এনে জহুরী শাহর গায়ের ধূলোবালী ও রক্ত মুছে সাফ করতে লাগলো

জহুরী শাহ আবার কিছুটা আপত্তি তুললেন। কিন্তু পোর্শিয়ার একাগ্রতার মুখে তিনি হার মেনে নীরব হয়ে গেলেন।

পোর্শিয়া তাঁর হাত-পা-গা অর্থাৎ তামাম শরীর মুছে সাফ করলো। আধ পুরানা একটা গাউন ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে সেঁক দেওয়ার পর সে উঠে গিয়ে দুধ গরম করলো এবং এক বাটি গরম দুধ এনে জহুরী শাহর মুখের সামনে ধরলো।

বাধা দিয়ে ফায়দা নেই দেখে অবাক বিস্ময়ে এবং পরম তৃপ্তির সাথে জহুরী শাহ এতক্ষণ পোর্শিয়ার সব খেদমত নীরবে কবুল করে গেলেন। এই মুহূর্তে এগুলো তাঁর প্রয়োজনও ছিল

কিন্তু দুধ এনে মুখের কাছে ধরলে তিনি আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন— 'আরে-আরে। এ কি করছেন ?'

পোর্শিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'হারাম কুছু না আছে। মিল্‌ক্ অফ দি কাউ। গাভী কী ডুড। টুমি খাও।'

ঃ না, মানে কথা হলো, আমি খেলে আপনি খাবেন কি ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ডোন্ট ওরি। চিন্টা করিবে না। একডিন ডুঢ না খাইলে হামার কুছু হইবে না। টুমি খাও টো!

জহুরী শাহ্ আবার বুঝলেন, দ্বিরুক্তি অর্থহীন। ক্ষুধাও পেটে দুর্বার। বাটিটা হাতে নিয়ে তিনি ঢকঢক করে সবটুকু দুধ খেয়ে নিলেন।

রিক্ত বাটি রেখে এসে পোর্শিয়া প্রশ্ন করলো— 'আভি কেয়া মালুম হোটা হ্যায় ? কুছু আরাম বোঢ হইতেছে ?'

জহুরী শাহ সাগ্রহে জবাব দিলেন— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন বেশ সুস্থবোধ করছি আর গায়ে শক্তিও পাচ্ছি।'

পোর্শিয়া খুশী হয়ে বললো— 'গুড। আভি বাটাও, টুমি লড়াই করিয়া আসিলে ?'

জহুরী শাহর সবকথা খেয়াল হলো। খেয়াল হতেই তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে তো একদল ইংরেজ সেপাই তাড়া করে এলো, তারা গেল কোথায় ?'

পোর্শিয়া স্মিতহাস্যে বললো— 'হামি উহাডের ভাগাইয়া ডিয়াছে। লেকিন টুমি লোগ হিয়া পর কি করিয়া আসিল?'

জহুরী শাহ সংক্ষেপে পূর্ব-পর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন।

শুনে পোর্শিয়া ফের বললো— 'কেয়া গুডলাক। টুমি হামার কামরা মে আসিয়া যাইবে, হামি উহা চিন্টা করিটে পারে না।'

জহুরী শাহ এবার তামাসা করে বললেন— 'আপনি বারবার আমার দর্শন কামনা করেন তো, তাই একটু দর্শন দিতে এলাম।' জহুরী শাহ মুচ্কি হাসতে লাগলেন।

পোর্শিয়াও ফের হেসে বললো— 'কেয়া টাজ্জব ডরশন ! লড়াই-জং-টেরার ! কুয়ী আচ্ছা টাইম মে টুমি ডরশন দিটে পারিলো না ? আইমিন, শান্টো সময়ে ?'

ঃ কি করে পারবো ? আপনার ঠিকানা কি আমি জানতাম ?

ঃ এখন ঠিকানা কোঠায় পাইলো ?

ঃ আপনার টান আমাকে টেনে আনলো। টান দুর্বার হলে ঠিকানা জানা লাগে না।

ঃ টবে এখন কেন ? ইন গুড টাইম, আইমিন বালো সময়ে হামার টান ডুর্বার হইলো না?

ঃ তা হয় না। এ টান দীলের টান। আধ্যাত্মিক ব্যাপার-স্যাপার। হুঁশে থাকলে এ টান কাজ করে না। বেহুঁশ হলে তবেই এটা জাদুর মতো কাজ করে।

পোর্শিয়া ফের হেসে বললো— 'মাই লাভ্লী জোরী শ' ! টুমি জব্বোর হিউমারিস্ট, আইমিন রসিক আড্মী আছে।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ মুহব্বত মুর্দাকেও রসিক করে তোলে পোর্শিয়া।

ঃ কিয়া কাহা ?

ঃ কিছু নয়। এবার আপনি বলুন, আপনি এই কাটিহারে আর এই গীর্জার চত্বরে কেন ?

www.boighar.com

আঁড়চোখে চেয়ে পোর্শিয়া বললো— 'কেনো না হোবে ? হামার জোরী শ' আদ্ঢ্যাট্মিক পঠে ঠাকিবে, গৃহট্যাগ করিরে টো হামি গৃহে ঠাকিবে কেনো ?'

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ হামার জোরী শ' ফকির-ডরবেশ ঠাকিবে টো হামি ভি নান, আইমিন, সন্ন্যাসীনী ঠাকিবে। হামি এখোন সন্ন্যাসিনী আছে।

ঃ আচ্ছা। তা আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ এতে আপত্তি করলো না ?

ঃ জরুর করিলো। হামার ফাদার-মাদার না আছে, কুয়ী নির্টারিটো গার্ডিয়ান, আইমিন অভিভাবক না আছে। ইস্লিয়ে টাহারা হামার শাড়ি ডিটে চাহিলো। বহুট ইংলিশম্যান হামাকে শাড়ি করিটে খায়েশ করিলো। লেকিন হামি রাজী না ঠাকিলো।

ঃ কেন, রাজী থাকলেন না কেন ?

ঃ টুমার জন্যে। আই লাভ ইউ। হামি টুমাকে বালোবাসে। ডুস্রা আড্মী হামার হাজব্যান্ড, আইমিন খসম হইবে কেনো ?,

জহুরী শাহ চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'এ কি বলছেন আপনি ? আমার সাথে তো আপনার শাদি কখনো হবে না। যে কাজে আছি আমি, তাতে করে শাদি করা আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। বারবার বলা সত্ত্বেও এ কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন ?'

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে পোর্শিয়া বললো— 'নো প্রব্লেম। টুমি ডরবেশ ঠাকিবে, হামি সন্ন্যাসিনী ঠাকিবে। কুয়ী ঝামেলা না আছে।'

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ টুমার কাম টুমি করিবে, হামার কাম হামি করিবে। মুহব্বট ডীলে ঠাকিবে। বাহার মে আসিবে না। ব্যাস ! অল ঝামেলা গান। টামাম প্রব্লেম খটম। চিন্টার কি আছে ?

এর জবাবে কি বলবেন জহুরী শাহ সঙ্গে সঙ্গে তা চিন্তা করে পেলেন না। অবাক বিস্ময়ে তিনি পোর্শিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর ধীরে ধীরে বললেন— 'মানুষকে ভালবেসে আপনি আপনার গডকে ভালবাসবেন কি করে পোর্শিয়া ? সব সময় যদি আমারই কথা ভাবেন ---!'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কোশেশ টো করিটে ডাও, পরের চিন্টা পরে। টবে হামি মালুম করে, গড সেলফিস না আছে। জিয়াডা মহট আছে। হামাকে জরুর কবুল করিয়া লইবে।

গড তাকে কবুল করবে কি না, জহুরী শাহ্ সে চিন্তায় গেলেন না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন পোর্শিয়ার মনোবল আর মানসিকতার কথা।

ক্ষণিক নীরব থেকে জহুরী শাহ্ প্রসঙ্গ বদল করে বললেন— 'তারপর কি হলো ? আপনার আত্মীয়েরা আপনাকে সন্ন্যাসিনী হতে দিলেন ?'

ঃ হামি জিড ধরিলো, টাহারা কি করবে ? বাঢ্য হইয়া হামার রিলেটিভ মিঃ বারওয়েল হামাকে ইস কাটিহার কা গীর্জা মে ভেজিয়া দিলো।

ঃ আচ্ছা ! তারপর ?

ঃ হামি সন্ন্যাসিনী হইলো।

ঃ সাব্বাস !

ঃ ঠিক কাম নেহি ?

ঃ জিয়াদা ঠিক কাম। কিন্তু---!

ঃ কিন্টু কি আছে ?

ঃ আপনার এই সন্ন্যাসিনীগিরী তো কাল সকালেই ছুটে যেতে পারে পোর্শিয়া ? সকালে সবাই যখন দেখবে সন্ন্যাসিনীর ঘরে একজন জোয়ান পুরুষ মানুষ আছে, তখনই তো আপনার এই সন্ন্যাসিনী জীবন খতম হয়ে যেতে পারে।

পোর্শিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বললো— 'ও নো, হামি উহা চিন্টা করিয়া লইয়াছে। জিয়াডা টাইম হাপনি হামার কামরামে ঠাকিবে না।'

কিঞ্চিৎ বিস্মিতকণ্ঠে জহুরী শাহ বললেন— 'সে কি ! আমি মহলে কোথায় থাকবো ? রাত তো অনেক হলো। নাকি আমাকে চলে যেতে বলছেন ?'

ঃ নেহি-নেহি। ঠাকার ব্যবস্ঠা হামি আভ্ভি করিবে। টুমি এখোন ঠোড়া হাঁটিটে পারিবে ?

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারবো।

ঃ অলরাইট !

জহুরী শাহ্কে চুপচাপ বসে থাকতে বলে পোর্শিয়া দুয়ার খুলে বাইরে এসে দুয়ার আবার ভেজিয়ে দিলো এবং কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলো— 'পিটার-মিঃ পিটার!'

একটু দূর থেকে আওয়াজ এলো— 'ইয়েস ম্যাডাম!'

পোর্শিয়া বললো— 'প্লীজ কাম হেয়ার। কুইক-! তাড়াতাড়ি একটু এখানে এসো।)'

বইঘর.কম ও রোকন

পিটার নামের লোকটি হন্তদন্ত হয়ে পোর্শিয়ার কাছে এসে বললো— 'ইয়েস ম্যাডাম ! (বলুন ম্যাডাম।)'

ঃ হয়্যার হ্যাড্ ইউ বিন সো লং ? (এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ?)

ঃ ইন মাই রুম ম্যাডাম। (আমার ঘরে ম্যাডাম।)

ঃ এ গ্রুপ অফ সোলজারস কেম্ ওভার হেয়ার, ডু ইউ নো দ্যাট ? (একদল সৈন্য এখানে এসেছিল, তুমি তা জানো ?)

ঃ ইয়েস ম্যাডাম। আই শাট মাই ডোর আউট অফ ফিয়ার। (হ্যাঁ ভদ্রে। ভয়ে আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।)

ঃ ইজ ইট ? (সত্যি ?)

ঃ অল অফ আওয়ার নেইবারস্ ডিড সো। নান অফ দেম হ্যাজ কাম আউট সিন্স দেন। (আমাদের প্রতিবেশীরা সবাই তাই করেছিল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত তাদের একজনও আর বাইরে বেরিয়ে আসেনি।)

পোর্শিয়ার ঘরের ব্যাপার তাহলে কেউ টের পায়নি বুঝে পোর্শিয়া খুব খুশী হলো। অতঃপর সে বললো— 'আই সি ! নাউ লিস্ন্ মিঃ পিটার। আই হ্যাভ নো ফায়ার উড। আই লাইক টু স্পিক উইথ দা উডম্যান, সাব্বির খাঁ। উড ইউ কাইন্ডলী গো দেয়ার এ্যান্ড আস্ক্ হিম টু সি মী জাস্ট নাউ ? (আচ্ছা। এখন শুনো মিঃ পিটার। আমার ঘরে জ্বালানী কাঠ নেই। আমি লাকড়ীওয়ালা সাব্বির খাঁর সাথে কথা বলতে চাই। তুমি দয়া করে সেখানে গিয়ে এখনই তাকে কি আমার সাথে একটু দেখা করার জন্যে বলতে পারো ?'

ঃ ও ইয়েস ম্যাডাম। আই এ্যাম গোয়িং এ্যাটওয়ান্স। (হ্যাঁ ভদ্রে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।)

পিটার দ্রুতপদে রওনা হলো। জহুরী শাহ এদের সব কথা শুনতে পেলেন।

পোর্শিয়া ঘরে ফিরে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন— 'মিঃ পিটার লোকটা কে ?'

পোর্শিয়া বললো— 'গার্ড, পাহারাদার।'

ঃ আর ঐ সাব্বির খাঁ ?

ঃ লাকড়িওয়ালা। বস্তি কা আদ্মী।

ঃ বস্তির লোক ?

ঃ হ্যাঁ। ইস গীর্জা কো উঢার উও বস্তি। জিয়াডা ডূর না আছে।

ঃ তাকে এ সময় ডাকলেন কেন ?

ঃ উসকো মকান মে হাপনি ঠাকিবে।

ঃ ঐ সাব্বির খাঁর মকানে ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হাঁ। সাব্বির খাঁ বহুট আচ্ছা আডমী। ঈমানডার লোগ। হামাকে জব্বোর পেয়ার করে।

জহুরী শাহ্ ফের রসিকতা করে বললেন— 'সাব্বির খাঁ-ও আপনাকে পেয়ার করে?'

পোর্শিয়া মুচ্‌কি হেসে বললেন— 'মাট ঘাবড়ইয়ে। ওল্ডম্যান। বুঢ্‌ঢা আডমী। হামাকে ডটার লাইক, আইমিন কন্যা মাফিক ডরড করে।'

একটু পরেই সাব্বির খাঁ এসে হাজির হলো।

পোর্শিয়া তাকে তামাম ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো। সেই সাথে তাকে ডাকার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলো। এরপর সে বললো— 'সুষ্ঠ হইটে যটো ডিন লাগিবে টটোডিন ইয়ে মেহমান টুমার মকানমে ঠাকিবে খাঁ সাহাব। হেকিম ডাকিবে, ডাওয়াই আনিবে আওর রিচ ফুড, আইমিন পুষ্টিকর খাড্য ডেবে। টামাম খরচা হামার।' বলেই পোর্শিয়া অনেকগুলো টাকা সাব্বির খাঁর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো।

সাব্বির খাঁ আসলেই খুব ভাল লোক। ঘটনাটা বুঝতে পেরে সে খুশী হয়ে জহুরী শাহকে আশ্রয় দিতে রাজী হলো। টাকা নিতে কিছুতেই সে রাজী হইতে চাইলো না। কিন্তু সে গরীব লোক বলে পোর্শিয়া খুব জিদ ধরলে, সে আর না করতে পারলো না। টাকাগুলো গ্রহণ করলো।

অতঃপর পোর্শিয়া জহুরী শাহকে বললো— 'টীরে টীরে টুমি খাঁ সাহেবকো সাঠ উসকো মকানমে যাও জোরী শ'। টুমি ওখানে ঠাকিবে। কুয়ী টকলিফ না হোবে। হররোজ হামি খাঁ সাহাবকো মকান মে যাইবে আউর টুমার সাঠে মোলাকাট করিবে।'

সাব্বির খাঁ জহুরী শাহকে বললো— 'চলুন জনাব।'

পোর্শিয়া সাব্বির খাঁকে পুনরায় বললো— 'খরচা করিটে কুয়ী কম্‌টি করিবেনা খাঁ সাহাব। যটো রুপেয়া লাগিবে, টামাম হামি ডেবে।'

জহুরী শাহ্ আর চুপ থাকতে পারলেন না। সবিস্ময়ে বললেন— 'আপনি মেয়েছেলে পোর্শিয়া! এত অর্থ কোথায় পাবেন আপনি?'

পোর্শিয়া সপুলকে জবাব দিলো— 'ও মাই ডিয়ার! আই হ্যাভ এনাফ মানি। হামার জিয়াডা অর্ঠো আছে। হামার ফাদার-মাদার হামার জন্যে বহুট মানি (অর্থ) সেভ করিয়া গিয়াছে। উসকি বাড, কোম্পানী হামাকে মাসোহারা ডেয়। হামার ফাদার-মাদার কোম্পানীর নকরী করিলো। উসলিয়ে হামি বালো এ্যালাউন্স পায়।'

ঃ তাই নাকি?

ঃ ইয়ে মানি, আইমিন রুপেয়া টুমি কবুল করিলে আওর টুমার খেডমটে লাগিলে হামি জব্বোর খোশী হোবে জোরী শ’। ইয়ে মানি টুমহারা মানি ভাবিয়া লইবে। আভি যাও।

জহুরী শাহকে নিয়ে সাব্বির খাঁ পেছনের ফটক দিয়ে গোপনে বেরিয়ে এলো। পোর্শিয়াও বেরিয়ে এসে তাঁদের কিছুদূর এগিয়ে দিলো। তাঁরা নিরাপদে বাসায় এসে পৌঁছলেন।

সাব্বির খাঁর মকানে এসে জহুরী শাহ দেখলেন, মকানটি বস্তিতে অবস্থিত হলেও আর সাব্বির খাঁ গ্রীব লোক হলেও মকানটি খুব ছিমছাম, রুচিশীল ও সম্ভ্রান্ত মকান। কথায় কথায় সাব্বির খাঁর কাছে জহুরী শাহ তাঁর ব্যাপারে যা শুনলেন, তাতে তিনি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

সাব্বির খাঁ আসলেই কোন লাকড়ীওয়ালা নন। তিনি একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক। গঞ্জে তাঁর মস্তবড় বাড়ী ছিল, ব্যবসা ছিল, আড়ত-গুদাম-দোকানঘর ছিল। মোটা বেতনের অনেক কর্মচারী তাঁর ব্যবসায় কাজ করতো। কিন্তু তিনি ইংরেজ বিরোধী লোক হওয়ায় এবং এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিরোধিতা করায় তাঁর সবকিছু বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। এই বাসাটা তাঁর এক কর্মচারীর জন্যে তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় কর্মচারীর নকরীও থাকলো না। অন্য জায়গায় নকরী নিয়ে সে চলে গেছে। আশ্রয়হীন সাব্বির খাঁ বাধ্য হয়ে বিবি-বাচ্চা নিয়ে এসে এই ছোট্ট বাড়ীতে উঠেছেন। আয়-উপায়ের পথ নেই, তাই নিরুপায় হয়ে লাকড়ী বেচে খাচ্ছেন।

সাব্বির খাঁ একসময় আফসোস করে বললেন— ‘এই আশ্রয়টুকুও যে কবে আবার বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় বাপজান, কে জানে ? এখন তবু পাইকারী দরে বেলাকাঠ কিনে নিয়ে তা আবার খুচরা দরে বিক্রি করে যা মুনাফা পাচ্ছি তাই দিয়ে সংসার চালাচ্ছি। একদিন হয়তো বনে গিয়ে নিজের হাতেই কাঠ কাটতে হবে আমাকে আর বনে গিয়ে খড়পাতা দিয়ে ঘরবেঁধে থাকতে হবে। কি দুর্দিনেই যে পড়লাম আমরা!’

সাব্বির খাঁর বুক ফেঁড়ে ধীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। জবাবে জহুরী শাহ তাঁকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। জহুরী শাহরা নিজেরাও অনেকেই এই রকমই ছিন্নমূল, সর্বহারা-পথহারা মানুষ। তাঁদের সাথে এদেশের সিংহভাগ মানুষই ভগ্ননীড়-ভাসমান। পা রাখার স্থানটাও অধিকাংশের নেই। কাকে তিনি কি সান্ত্বনা দেবেন। জহুরী শাহও নিঃশ্বাস চাপলেন গোপনে।

বইঘর.কম ও রোকন

সাব্বির খাঁর মকানে তিনি যে কয়দিন থাকলেন, পরম আদরে থাকলেন। পুত্রবৎ দরদ দিয়ে সাব্বির খাঁ জহুরী শাহর সেবা-শুশ্রূষা করলেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা এমনকি সাব্বির খাঁর স্ত্রী-ও তাঁর খুবই যত্ন নিলেন। জহুরী শাহ বুঝতেই পারলেন না, তিনি কোন অনাত্মীয় বা অপরের বাড়ীতে আছেন।

সুস্থ হয়ে উঠতে জহুরী শাহর সপ্তাহকাল কেটে গেল। পোর্শিয়া প্রতিদিন দুইবেলা এসে জহুরী শাহর খবর ও খেদমত করে যেতে লাগলো। অন্তরের অনেক কথা ও অনেক আবেগ ব্যক্ত করে সে প্রায়শঃই জহুরী শাহকে বোঝাতে লাগলো, পোর্শিয়া আর কিছুই চায় না, জহুরী শাহর দীলে তার জন্যে একটু স্থান থাকলেই সে বর্তে যাবে।

বিদায়ের দিন সাব্বির খাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর একটু আড়ালে পোর্শিয়ার সামনে এসে জহুরী শাহ এবার অনেকখানি মুষড়ে পড়লেন। তাঁর চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিলো। তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত ঘন হলো।

তিনি পোর্শিয়াকে বললেন— 'আমার একটা মস্তবড় লাভ হলো পোর্শিয়া। আপনাকে শাদি করে আমি ঘর বাঁধতে পারবো না-এটা ঠিক। কিন্তু সব সময়ই আমার মনে হবে, আমি একেবারেই বান্ধবহীন নই-ছিন্নমূল নই। আমারও অদৃশ্য একটা ঠিকানা আছে। আমারও একজন আছে যে একান্তে ও নির্ভৃতে বসে হরওয়াক্ত আমার কথা দরদের সাথে ভাবছে। আমারও এমন একজন আছে, যে আমাকে ভালবাসে, পেয়ার করে। উঃ! এটা যে জিন্দেগীভর কি আনন্দ দেবে আমাকে, দীলটা যে আমার কতখানি সজীব করে রাখবে তা আমি এক্ষণে বোঝাতে পারবো না পোর্শিয়া !'

পোর্শিয়ার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে বিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। সে বাক হারিয়ে ফেললো। বিহ্বলকণ্ঠে সে কোনমতে বললো— 'জোরী শ' ! মাই হার্ট-মাই কিং জোরী শ' !'

জহুরী শাহ মোরাংয়ে ফিরে চললেন। তিনি চেরাগ আলী শাহর ভাতিজা। মস্তানগড় থেকে মোরাং-এর ডেরায় এসে পৌঁছে জহুরী শাহর খবর শোনে যেদিন ফকিরের দল, বিশেষ করে ফকির নেতা মজনু শাহ ও চেরাগ আলী শাহ মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

বিষণ্ণ পরিবেশ তৎক্ষণাৎ আবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো। আনন্দে ও উল্লাসে মোরাং-এর ডেরা আবার ভরপুর হয়ে গেল।

'এতদিন কোথায় ছিলেন?'—সকলের এই উৎসুক প্রশ্নের জবাবে তিনি রেখে-ঢেকে বললেন— 'এক লাকড়ীওয়ালার মকানে।'

বইঘর.কম ও রোকন

৯

জঙ্গীবেশ পরিহার করে ফকির ইমাম শাহ, নেওয়াজী শাহ ও তাঁদের ক্ষুদ্র দলটি পান্ডুয়ার বড় সোনা মসজিদে দরবেশ সেজে রইলেন। ফকির নেতা মজনু শাহ অবশিষ্ট তামাম ফকিরদের নিয়ে মোরাং-এ বিশ্রামে চলে গেলেন। তবু ইংরেজ সরকার এতেকরে আপদমুক্ত হলো না। তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসলো আর এক আপদ তথা আর এক আতংক ও ঝঞ্ঝাট !

শুধু ইংরেজদের ঘাড়েই নয়, গোটা দেশবাসীরও বুকের উপর চেপে বসলো এ আপদ ও আতংক। মজনু শাহর ফকিরেরা আতংক ছিলেন ইংরেজ সরকার ও জালিম-অসৎ লোকদের। সৎ লোকদের বন্ধু ছিলেন ফকিরেরা। কিন্তু এ আতংক পয়দাকারী দল ইংরেজ সরকার সহকারে এ দেশের সৎ-অসৎ তামাম লোকের চোখের ঘুম কেড়ে নিলো।

এরা সন্ন্যাসী। অর্থাৎ সন্ন্যাসী নামের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হিসাবে ভাড়া খাটা এবং ডাকাতি ও লুটতরাজ করা জঙ্গী লোক। পাশাপাশি সংখ্যায় কিছু কম হলেও নাগা সন্ন্যাসী নামের একদল উগ্র দস্যুদের উৎপাতও এদেশে বৃদ্ধি পায় এ সময়।

ফকিরের দল বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন। এদেশে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে ইমাম শাহ-নেওয়াজী শাহরা পান্ডুয়ায় রয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক ফকিরের বেশে তাঁরা গোয়েন্দাগিরী করতে নেমে দেখলেন, তাঁদের চিন্তিত বা ব্যস্ত হওয়ার তেমন কিছু নেই। সন্ন্যাসীদের হাতে বাংলার সৎ ও সর্বহারা জনগণের দুঃখ একটা ঘটছে ঠিকই, তবে তাঁদের (ফকিরদের) অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারেরা সৎ ও সর্বহারাদের অধিক নিপীড়ন করবে বলে যে ভয় তাঁরা করেছিলেন, সে ভয়টা অনেকখানি অপহৃত হয়েছে। পীড়নটা বন্ধ হয়ে না গেলেও আধিক্যে যাওয়ার ফুরসুৎ ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের তেমন একটা নেই। তাদের সামনে বিঘ্ন পয়দা হয়েছে। ইমাম শাহরা দেখলেন, যে রকম আতংকের মধ্যে ফকিরদের নিয়ে এই জালিমেরা ছিল, সন্ন্যাসীদের নিয়ে তারা তেমনই বা ততোধিক আতংকের মধ্যে রয়ে গেছে।

এই সন্ন্যাসীরা কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী সন্ন্যাসী। বানপ্রস্থে গমনকারী এবং সংসারত্যাগী যোগী, সাধু ও বাউল জাতীয় হিন্দুদের ধর্মীয় সন্ন্যাসীর পাশাপাশি তাদের তান্ত্রিক, কাপালিক, নাগা প্রভৃতি উগ্রপন্থী সন্ন্যাসীর প্রচলন হিন্দুস্থানে

বইঘর.কম ও রোকন

প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। এই সমস্ত সন্ন্যাসীর অনুকরণে কালক্রমে সন্ন্যাসী নামের এক লুটেরা ও জঙ্গীদলের উৎপত্তি হলো এই উপমহাদেশে।

এই শেষের দলের সন্ন্যাসীরা অধিকাংশেরাই বাংলার বাইরের লোক, এদেশে মাঝে মাঝেই আবির্ভাব ঘটে এদের। এরা রাজ-জমিদার ও ক্ষমতালোভীদের ভাড়াটে হয়ে লড়াই করে, ডাকাত জাতীয় জমিদারদের ভাড়াটে হয়ে ডাকাতি করে এবং অবসরে নিজেরাই স্বাধীনভাবে লুটতরাজ করে বেড়ায়। মূলতঃ এই সন্ন্যাসীদের হামলাই বাংলা মুলুকে শুরু হলো এ সময়।

বাংলাদেশে সন্ন্যাসী হামলার প্রেক্ষাপট প্রশস্ত, ইতিবৃত্ত পুরাতন। মারাঠা বর্গীদেরই এরা উত্তরসূরী। মুখ্যভাবে এদেশে সন্ন্যাসীদের হামলাটা ঐ বর্গী হামলারই জের মাত্র। সন্ন্যাসী নামের এই জঙ্গী লোকদেরই মারাঠারা তখন ভাড়া করে। বর্গী নামের মারাঠা হামলাকারীদের দল এরাই স্ফীত করে তোলে আর মারাঠাদের সাথে এক হয়ে সে সময় এদেশে এরাও হামলা চালায়। এক্ষণের এই সন্ন্যাসী হামলা বিপুলাংশে ঐ মারাঠা হামলারই উত্তরকাণ্ড।

মারাঠা হামলা বন্ধ হয়ে গেল। ভাড়াটে হিসাবে এদের উপার্জনের পথে মন্দাভাব নেমে এলো। এরা লুটতরাজে ফিরে গেল। লুটতরাজের ক্ষেত্র হিসাবে বাংলা মুলুকের দুয়ার আবার এদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। উন্মুক্ত করে দিলেন কুচবিহারে রাজা।

ফকির আন্দোলনের এই সময় অর্থাৎ ফকিরদের এই সাময়িক অনুপস্থিতির কালে এদেশে সন্ন্যাসীদের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটলো ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজ করার সূত্র ধরেই। কুচবিহারের রাজাই এদের ভাড়া করে আনলেন। সিংহাসন নিয়ে কুচবিহারের রাজা দর্পদেবের লড়াই বাঁধলো কুচবিহারের প্রধান সেনাপতি নাজির দেও রুদ্র নারায়নের সাথে। প্রায় নয়/দশ বছর আগে শুরু হয় এ লড়াই। শুরু থেকেই দর্পদেব এই সন্ন্যাসীদের ভাড়া করে আনতে থাকেন আর নাজির দেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য নিতে থাকেন।

মাঝখানে কয়েক বছর এ লড়াই স্তিমিত হয়েছিল। এই সময় অর্থাৎ এই নয়/দশ বছর পরে এ লড়াই তীব্র আকার ধারণ করলে রাজা দর্পদেব ব্যাপক হারে সন্ন্যাসী ভাড়া করলেন। তিনি পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর এক মস্তবড় দল ভাড়া করে আনলেন এবং আরো সন্ন্যাসীদের এই সন্ন্যাসী দলের সাথে এসে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন।

নাজির দেওও আগের মতো ইংরেজদের শরণাপন্ন হলেন এবং ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণ করলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

দর্পদেবের ভাড়াটে হয়ে এই সন্ন্যাসী দল পশ্চিম দিক থেকে এসে রংপুরে প্রবেশ করলো এবং কুচবিহারে যাওয়ার পথে দুই পার্শ্বের গ্রাম-গঞ্জ লুণ্ঠন ও জনগণের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করতে করতে যেতে লাগলো।

দর্পদেবের সহায়তায় এই বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসীদের আসতে দেখে নাজির দেও কেঁপে উঠলো। নাজির দেওয়ের অনুরোধে তার সহায়তাকারী ইংরেজরাও এগিয়ে এলো। তারা ক্যাপটেন টমাস্‌কে একদল সৈন্যসহ সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলো।

ক্যাপটেন টমাস্ এসে রংপুর শহরের পশ্চিমে শ্যামগঞ্জে সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করলো।

কিন্তু উল্টো ফল ফললো। এর পরিণাম হলো ফকিরদের হাতে লেফ্‌টেন্যান্ট কীথের পরাজিত হওয়ার মতোই করুণ। লড়াই করতে নেমে ক্যাপ্টেন টমাস্ সন্ন্যাসীদের হাতে সসৈন্যে নিহত হলো। টমাসের সাথে তার গোটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একজন ইংরেজ সেপাইও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারলো না।

খবর শুনে নাজির দেও মাথায় হাত দিলেন। ইংরেজ সরকারের দর্পের মুখে চুন পড়লো রাশি রাশি। তাদের সেনাবাহিনীর দর্পিত ভাবমূর্তি মাটির সাথে মিশে গেল। তুচ্ছ সন্ন্যাসীর দল তাদের একটা গোটা বাহিনী পিষে মারলো দেখে 'ইজ্জত গেল বলে' তারা কপাল চাপড়াতে লাগলো।

হৃত ইজ্জত পুনরুদ্ধারের জন্যে ইংরেজ সরকার মরিয়া হয়ে উঠলো এবং বাধ্য হয়ে নাজির দেওয়ের সাহায্যে ব্যাপকভাবে এগিয়ে এলো। নাজির দেওকে তাঁবেদারীর শর্তে আবদ্ধ করে নেয়ার পর চারদিক থেকে চার ব্যাটেলিয়ন সৈন্য তারা সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে কুচবিহারে রওনা করে দিলো।

দর্পদেবের ভাড়া করা সন্ন্যাসীরা এই সময় কুচবিহারে এবং আরও অধিক পরিমাণে জলপাইগুড়িতে ছিল। রাজমহলের গোটা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট জলপাইগুড়ির দিকে, রংপুর থেকে ক্যাপটেন জোন্স্ কুচবিহারের দিকে, বহরমপুরের ব্যাটেলিয়ান স্টুয়ার্টের পেছনে এবং চতুর্থ দল বিহার থেকে পূর্ণিয়া হয়ে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে রওনা হলো। www.boighar.com

ইংরেজেরা এবার অনেকটা সাফল্য লাভ করলো। কুচবিহারের শিবগঞ্জে একদল সন্ন্যাসীসহ রাজা দর্পদেবের বাহিনী ক্যাপ্‌টেন জোন্সের কাছে পরাজয় বরণ করলো। অতঃপর ক্যাপ্‌টেন স্টুয়ার্টের হাতে রাজা দর্পদেব ও তাঁর ভাড়াটে সন্ন্যাসীদের প্রধান দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। দর্পদেবের জলপাইগুড়ি ইংরেজেরা দখল করে নিলো।

বইঘর.কম ও রোকন

এই সময় সন্ন্যাসীদের আরো একটা মস্তবড় দল বাংলা মুলুকে প্রবেশ করে কুচবিহারে আসছিল। ইংরেজদের হাতে তাদের আগে আসা সন্ন্যাসীদের এই বিপর্যয় দেখে তারা পথ পরিবর্তন করলো এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাদের একটা অংশ অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার সন্ন্যাসীর একটা দল একশত অশ্ব ও আশিটি বলদের পিঠে অস্ত্রশস্ত্র চাপিয়ে নিয়ে বগুড়া জেলায় প্রবেশ করলো। পথে তারা গ্রাম-গঞ্জে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করতে করতে এলো এবং বগুড়ার অনেক জমিদার তথা ইজারাদারদের আক্রমণ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করলো।

ইংরেজ সরকার এদের পেছনে ক্যাপটেন এড্ওয়ার্ড্কে প্রেরণ করলে এই সন্ন্যাসীর দল রংপুর জেলার চিলমারী পরগনায় প্রবেশ করলো এবং সেখানেও ঐ একইভাবে লুট্তরাজ ও জমিদারদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে লাগলো।

বাংলামুলুকে আসতেই লাগলো সন্ন্যাসীরা। এই সময় দরিয়াগিরি ও মতিগিরি নামক দুই সন্ন্যাসী নেতার অধীনে যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও ছয় হাজার সন্ন্যাসীর বড় দুইটি দল সোজা পূর্বদিকে রওনা হলো এবং মধুপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা মোমেনশাহী (ময়মনসিংহ), আলপ্শাহী (আলপ্সিংহ), আটিয়া ও কাগমারীর জমিদারদের হামলা করে তাদের ভাণ্ডার লুটে নিলো।

অপরদিকে অনন্তগিরি নামক অন্য এক নেতার অধীনে আর একদল সন্ন্যাসী লুটতরাজ করতে করতে মীর্জাপুর পর্যন্ত পৌঁছলো এবং লুটতরাজ করার কালে সেখানের এক জমিদারের গোমস্তা ও আরো কিছু কর্মচারীদের বেঁধে নিয়ে গেল। অর্থ আদায়ে জন্যে সন্ন্যাসীরা তাদের নাজেহাল করতে লাগলো। এই সব জমিদারদের নিকট থেকে ইংরেজ সরকারের বার্ষিক কর পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

প্রায় দুই মাসকাল যাবত ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড এই সন্ন্যাসীদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ধাওয়া করে ফিরতে লাগলো। এরপর একদিন বগুড়া ও মোমেনশাহী জেলার সীমান্তে বড়বাজু নামক পরগনায় তিন হাজার সন্ন্যাসীর মোকাবেলা করতে গিয়ে ক্যাপটেন এড্ওয়ার্ড্ও গোটা বাহিনীসহ মৃত্যু বরণ করলো।

এড্ওয়ার্ড্ তো মরলোই, মাত্র বার জন সেপাই ছাড়া তার বাহিনীর আর একটা সেপাইও জীবিত রইলো না। সন্ন্যাসীদের হাতে সকলেই নিহত হলো।

এ ঘটনা ঈসায়ী ১৭৭৩ সনের পয়লা মার্চের ঘটনা। পুনরায় এই নিদারুণ বিপর্যয় ঘটায় ইংরেজেরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো। ফকিরদের মতো সন্ন্যাসীরা সগরজে তাদের হামলা করতে আসছে না দেখে তারা কিছুদিন নীরব হয়ে রইলো। মরে বাংলার মানুষ মরুক, জব্দ হয় বাংলার মানুষ জব্দ হোক, তাদের কি ?

বইঘর.কম ও রোকন

পাভুয়ার বড় সোনা মসজিদে অবস্থানকারী ছদ্মবেশী ফকির ইমাম শাহ ও তাঁর সঙ্গীরা গভীরভাবে এসব ঘটনা অবলোকন করছিলেন। পাভুয়ায় আসার সময় তাঁর ছোট্ট দলের সাথে একান্ত সহযোগী ও সঙ্গী হিসাবে যে কয়জন নওজোয়ানকে ইমাম শাহ বাছাই করে এনেছিলেন, নেওয়াজী শাহ, বুধু শাহ, বদর শাহ ছাড়াও তাদের মধ্যে আরো দুই/তিন জন ছিলেন। এদের একজন করম আলী শাহ।

সাধারণ জোয়ানের চেয়ে করম আলী শাহর অবস্থান অল্প একটু উপরে। ইংরেজদের এই দ্বিতীয় বার বিপর্যয় দেখে তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। ইমাম শাহ তাদের এই ক্ষুদ্র দলের দলপতি। করম আলী শাহ এসে উচ্ছ্বাস ভরে ইমাম শাহকে বললেন— 'জনাব, এ কি করছি আমরা ? এতবড় সুযোগ আমরা হেলায় হারাচ্ছি কেন ?'

তাঁর কথা অনুধাবন করতে না পেরে ইমাম শাহ বললেন— 'এতবড় সুযোগ মানে ?'

করম আলী শাহ বললেন— 'ইংরেজদের উৎখাত করাই আমাদের যেখানে লক্ষ্য, সেখানে এ সুযোগ আমরা কাজে লাগাচ্ছিনে কেন ?'

ঃ কোন্ সুযোগ ? কিসের কথা বলছেন আপনি ?

ঃ এই যে সন্ন্যাসীদের হাতে ইংরেজেরা আবার কুপোকাত হয়ে গেল, এই সুযোগ। এই সময় মোরাং থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে আমরাও সদলবলে গিয়ে সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দিচ্ছিনে কেন আর ইংরেজদের উপর চড়াও হচ্ছিনে কেন ?

কথাটা বুঝতে পেরে ইমাম শাহ একটু ঠেশ্ দিয়ে বললেন— 'ঐ ইংরেজদের মতোই কুপোকাত হতে চাইনে বলে।'

ঃ জনাব !

ঃ সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দিতে গেলে তারা আপনাকে তাদের সাথে নেবে কেনো আর আপনি যা চাইবেন, তারা তা করবে কেন ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সন্ন্যাসীরা এদেশে এসেছে অর্থের সন্ধানে। লুটতরাজ করে অর্থ উপায় করতে, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলের ধন-সম্পদ লুট করে নিতে। ভাল লোকদের বাদ দিয়ে মন্দদের লুন্ঠন করতে বললে ওরা তা শুনবে কেন ? এদেশের জনগণের দুঃখ মোচন করার আর ন্যায়-অন্যায় বিচার করে দেখার কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কি এদেশে তারা এসেছে ?

ঃ তা মানে---!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ এরপর তাদের নিয়ে ইংরেজ তাড়াতে যেতে চাইলে তাতেও তারা রাজী হবে কেন ? তারা কি ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে এ দেশে এসেছে, না সে গরজ তাদের কিছুমাত্র আছে ?

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ দেখতেই তো পাচ্ছেন, ইংরেজদের সাথে তারা সেধে লড়াই করতে কখনো যাচ্ছে না। হয় পয়সার বিনিময়ে কারো ভাড়াটে হয়ে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, নয় লুটতরাজে ইংরেজেরা বাধা দিতে এলে তবেই তারা ইংরেজদের সাথে লড়ছে। এ বাধা ইংরেজেরা না দিয়ে অন্য যে কেউ দিতে এলে তারা তার সাথেই লড়বে। এটা একান্তই ব্যক্তিগত মানে স্বার্থে আঘাত লাগার ব্যাপার। এর বাইরে তারা ইংরেজদের সাথে লড়তে গেল কবে আর কখন ?

ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরে করম আলী শাহ্ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন— 'তাই তো ! ঠিকই তো !'

ইমাম শাহ ফের বললেন— 'এ তো গেল বাইরে থেকে আসা সন্ন্যাসীদের কথা। বাংলার ভেতরেও সাধু-সন্ন্যাসী নামের যাঁরা কিছু আছেন, তাঁরাও কি কেউ দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ তাড়াতে আসছেন ? এমন নজীর কোথায় ? অতীতেও নেই, বর্তমানেও তো দেখিনে।'

ঃ জনাব!

ঃ নিমু গোসাই নামের নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে এক সন্ন্যাসী বা সাধু বাবার কথা তো শুনেছেন ? এক হাজার জঙ্গী শিষ্য দিয়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য করতেই চেয়েছিলেন, ইংরেজদের উৎখাত করতে চাননি।

ঃ ঠিক-ঠিক।

ঃ এই যে ইদানিং দেখছি, কিছু জমিদার আর জমিদারনীরা লোকজন নিয়ে লুটপাট করে বেড়াচ্ছেন, তাদের দলে কিছু সন্ন্যাসী আর ঐ জাতীয় লোকজনও আছে। কিন্তু তারাও কি কেউ ইংরেজ তাড়াতে লেগেছেন ? তারা আছেন তাদের তালে, অর্থাৎ লুটতরাজের ধান্দায়। ইংরেজদের দুই/একজনের সাথে তাদের চুট্‌কি-মুট্‌কি কিছু দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ হলেও তা ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে নয়। তাদের কাজে ইংরেজেরা কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, তখনই আর তাৎক্ষণিকভাবে কিছু হাতাহাতি করছেন তারা। এর অধিক কি তারা কিছু করছেন, না তাদের আওতাগত সন্ন্যাসীদের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় লাগাচ্ছেন ?

ঃ জনাব!

বইঘর.কম ও রোকনু

ঃ অনেক কষ্ট করে তারা মুসলমান শাসনটা উৎখাত করে ইংরেজদের এনে বসিয়েছেন। ইংরেজদের তাড়িয়ে আবার তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার মূর্খতা করতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?

করম আলী শাহ্ সবিস্ময়ে বললেন— 'অপূর্ব আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জনাব। আমি ভাবলাম, এই সময় সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দিলেই আমাদের উম্মিদ হাসিল হবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এ ধারণা আমার বিলকুলই ভুল।'

ইমাম শাহ্ ক্লীষ্ট হাসি হাসলেন। এরপর বললেন— 'লক্ষ্য আর ইরাদা একদম পৃথক আর বিপরীতধর্মী হওয়ায় ভেতরের-বাইরের যারাই হোক, সন্ন্যাসীরা কোনদিনই আমাদের আপন করে নেবে না। বরং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি দুশমন বলেই গণ্য করবে। ফলে এই তুফানের মধ্যে সাধ করে আমরা গিয়ে নামলে, একদিকে সন্ন্যাসী আর অন্যদিকে ইংরেজ-এই দুই দিকেরই শত্রুতার মুখে পড়তে হবে আমাদের। সন্ন্যাসীদের সাথে পিরীত যদি গড়েও ওঠে কিঞ্চিৎ, মত আর পথ পৃথক হওয়ায় মুহূর্তকালের অধিক তা টিকবে না। এতেকরে ইংরেজ দমন তো দূরের কথা, এই দুই তুফানের চাপে পড়ে আমরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। এক ইংরেজদেরই আমরা এঁটে উঠতে পারছিনে তার উপর আবার সন্ন্যাসী ! একসাথে এই দুই পক্ষকেই কি দমন করার সাধ্য আছে আমাদের ?'

ঃ না-না, তা হবে কেন ? আমাদের তাকত্ তো অসীম নয় ?

ঃ তবে ? সে তাকত থাকতো যদি তাহলে এই যে সন্ন্যাসীরা এসে জনগণের উপর সৎ-অসৎ নির্বিচারে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে এটা দেখেও কি চুপ করে বসে থাকতাম আমরা ? আসলে সন্ন্যাসী বলুন, ইংরেজ বলুন, আমাদের এদিকে কুমীর, ওদিকে বাঘ। সেধে কেন মরতে যাবো আমরা ?

ঃ ঠিক জনাব, ঠিক-ঠিক।

সবশেষে ইমাম শাহ্ ক্লান্তকণ্ঠে বললেন— 'এত কথা বলতে আমাকে হতো না। কিন্তু আপনার মতো আমাদের আরো অনেকেই একের পর এক এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসছেন। আর এ কারণেই এত কথা আপনাকে আমার বলতে হলো। এরপর এ নিয়ে ফের কথা উঠলে, বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আপনিই বুঝিয়ে দেবেন সবাইকে। আমি আর বকতে পারিনে।'

ঃ জ্বি আচ্ছা।

বলে করম আলী শাহও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

এদিকে এই বিপর্যয়ে অর্থাৎ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড্ সসৈন্যে নিহত হওয়ায়, ইংরেজরা কয়েক মাস মূহ্যমান হয়ে রইলো। ফলে এই কয়েক মাস উত্তর ও

বইঘর.কম ও রোকন

পূর্ববঙ্গে সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করতে লাগলো। তারা সমানে ও নির্বিঘ্নে এসব এলাকায় লুটতরাজ চালিয়ে যেতে থাকলো।

একেবারেই নীরব হয়ে থাকলে সার্বিক অবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে ইংরেজেরা আবার তৎপর হয়ে উঠলো। আবার তারা সন্ন্যাসীদের ধাওয়া করা শুরু করলো।

আস্তে আস্তে সন্ন্যাসীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলো। তাদের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দিতে লাগলো। এতেকরে তারা অনেকেই মোমেনশাহী ও অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করে ঘর-সংসার পেতে বসতে শুরু করলো। সন্যাসীনেতা মতিগিরি তার দল নিয়ে বাংলার পশ্চিম সীমান্তে ত্রিহুতে বসতি স্থাপন করলো। বাদবাকীরা ফিরে চললো স্বদেশে।

ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট্ উইলিয়াম এদের শেষ দলকে দিনাজপুরে আক্রমণ করে পরাজিত করলে এরা সবাই তড়িঘড়ি বাংলা ছেড়ে চলে গেল।

সন্ন্যাসীদের বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং বাংলায় তাদের পুনরাগমন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে কতকগুলি শক্ত কারণ ছিল। একটি কারণ, ভাড়াটে হয়ে উপার্জনের পথ তাদের স্ব-এলাকাতেই তৈরি হলো।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের আঘাত সামলানোর পর মারাঠাদের মধ্যে আবার এই সময় আধিপত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। একদিকে সিন্ধিয়া ও হোল্কার আর অন্যদিকে গাইকোয়ার আধিপত্য নিয়ে তলোয়ার খুলে দাঁড়ালো। এরা দুইপক্ষই আবার মোটা ভাড়ায় সন্ন্যাসীদের দলে দলে সৈন্য বাহিনীর সাথে সামিল করতে লাগলো।

হিম্মতগিরি নামের এক নাগা সন্ন্যাসী নেতাও বুন্দেলখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলো। তারও সৈন্য হিসাবে সন্ন্যাসীদের ভাড়া করার জরুরত দেখা দিলো। সর্বোপরি ইংরেজরা তাদের অধীনস্ত অযোধ্যাকে এবং তাদের তাঁবেদার চৈৎ সিংহের রোহিলাখণ্ড রাজ্যকে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলো।

মারাঠা রাজ্য আর বাংলার মাঝখানে এই দুই রাজ্যকে বাফারস্টেট্ অর্থাৎ বেড়া হিসাবে ব্যবহার করায় সন্ন্যাসীরা আর বাংলায় আসার পথ খুঁজে পেলো না। ঈসায়ী ১৭৭৪ সনের পরে বাংলায় সন্ন্যাসী হামলা যথার্থভাবেই বন্ধ হয়ে গেল।

এই হলো সন্ন্যাসী হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিবৃত্ত। পান্ডুয়ায় অবস্থানকারী ইমাম শাহরা এই দীর্ঘসময় যাবত ছদ্মবেশে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন আর তামাম ঘটনা অবলোকন করে গেলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরনেতা মজনু শাহ এরপরেও আরো কিছুদিন মোরাংয়েই রইলেন এবং ইমাম শাহরা মাঝে মাঝে মোরাং-এ এসে নেতার সাথে মোলাকাত করার মধ্য দিয়ে পাভুয়াতেই রয়ে গেলেন। অন্য কথায়, সন্ন্যাসীদের ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে ফকিরদের গ্রহণ করার মতো অনুকূল পরিবেশ পয়দা হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। www.boighar.com

দিন কেটে যেতে লাগলো। ফকিরেরা নিষ্ক্রীয়। সন্ন্যাসীরাও বিদায় হওয়ার পর ইংরেজ সরকার ও তাদের আমলা-কুঠিয়াল আর ইজারাদার কারো সামনেই আর কোন বাধা-বিঘ্ন রইলো না। তারা আবার পূর্ববৎ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলো। কেউ বিরোধী মনোভাবের লোকজনকে জব্দ করতে এবং কেউ অর্থনৈতিক ফায়দা লুটতে অত্যন্ত তৎপর হয়ে গেল। এতেকরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

পাভুয়ায় অবস্থিত ইমাম শাহরা এ ব্যাপারে ফকির নেতা মজনু শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ঐ আগের কথাই বললেন এবং ইমাম শাহদের তিনি পরিস্থিতি সরজমিনে জরিপ করে দেখার নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন দিকের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মানসিকতা এবং ইংরেজদের তৎপরতার ধরন-প্রকৃতি মাঠে নেমে যাচাই করে দেখতে বললেন। সেইসাথে জানালেন, একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই কাজে নামতে হবে এবার। ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই। শত্রুপক্ষের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে দাও। আমাদের বড় বল সাধারণ জনগণ। জনগণের মানসিকতা আমাদের স্বপক্ষে পুরোপুরি পোক্ত হয়ে উঠার আগেই অস্থির হলে চলবে না।

নেতার নির্দেশানুযায়ী ইমাম শাহ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ছদ্মবেশে মাঠে নেমে পড়লেন এবং বিভিন্নজন বিভিন্ন দিকে গেলেন। বিশিষ্ট জোয়ানদেরসহ নেতারা সকলেই বেরিয়ে পড়লেন। কয়েকজন সাধারণ জোয়ান কেবল আস্তানায় রয়ে গেলেন।

বিশ/বাইশ দিন অন্তর এক একজন এক একদিনের খবর নিয়ে পাভুয়ায় আবার ফিরে আসতে লাগলেন। দেখা গেল, তাঁরা প্রত্যেকেই একমত, তাঁদের তৎপরতা শুরু করার পক্ষে পরিস্থিতি প্রায় পুরোপুরি পোক্ত হয়ে গেছে। অধিক বিলম্বের আর জরুরত নেই।

অধিক বিলম্বের জরুরত নেই মানেই অল্প বিলম্বের জরুরত এখনও আছে। ব্যস্ততা পরিহার করে ইমাম শাহ অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে গেলেন। তাড়াহুড়া করে এখনই এ খবর মোরাংয়ে পাঠিয়ে দিতে গেলেন না। এছাড়া নেওয়াজী শাহ

বইঘর.কম ও রোকন

এখনও বাইরে আছেন। জরিপের কাজ শেষ করে তিনি ফেরেননি। তাঁর সাথে পরামর্শ না করে কিছুই করা ঠিক নয় বোধে ইমাম শাহ নেওয়াজী শাহ্‌র ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নেওয়াজী শাহ্ ছাড়া সবাই ফিরে আসার দিনগত সাঁঝ ওয়াক্তের কথা। মাগরিবের নামাজ কিছু আগেই শেষ হয়েছে। ইমাম শাহ তাঁর প্রকোষ্ঠে একা একাই বসে ছিলেন। বুধু শাহ এসে তাঁর পাশে বসলেন এবং শান্তকণ্ঠে বললেন— 'ভাই সাহেব, একটা খবর আছে।'

বুধু শাহ সেইদিনই অপরাহ্নে বাইরে থেকে ফিরে এসে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। তাই ইমাম শাহ বললেন— 'আবার কি খবর ? আপনার যা মতামত তা তো সুস্পষ্টভাবে তখন জানিয়েই গেলেন। নাকি বাদ পড়েছে কোন কথা ? মানে ভুলে গেছেন ?'

বুধু শাহ বললেন— জ্বি না ভাই সাহেব, ভুলে যাইনি। সবার সামনে সে কথাটা বলা আমি ঠিক মনে করিনি বলেই তখন তা বলিনি।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠে ইমাম শাহ বললেন— 'তার মানে ?'

ঃ কথাটা আপনার ব্যক্তিগত কথা।

ঃ ব্যক্তিগত কথা !

ঃ জ্বি। এক মুরুব্বীকে আপনার ব্যাপারে যারপরনাই আগ্রহী দেখেই বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ইমাম শাহর আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। বললেন— 'কি রকম-কি রকম ?'

ঃ আমি বগুড়ার দিকে গিয়েছিলাম আর ঐ কাজীপাড়ার পাশ দিয়ে এলাম। ঐ যে সেবার টেইলর আর রেনেলের বাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হলো সেই কাজীপাড়া।

ইমাম শাহ্ চমকে উঠে বললেন— 'তাই নাকি ?'

বুধু শাহ বললেন— 'ওখানে এক মুরুব্বীর সাথে হঠাৎ আমার দেখা আর কিছুপথ একসাথে চলতে চলতে আলাপ-সালাপ। আলাপ কিছুদূর এগুতেই বুঝলাম, ভদ্রলোক আমাদের পক্ষের লোক, মানে মনে-প্রাণে আমাদের পক্ষের লোক।'

ঃ আচ্ছা।

ঃ এতেকরে তাঁকে নিয়ে নিরালায় বসলাম আর ঐ এলাকার খবর নিতে লাগলাম। আমি ফকির মজনু শাহর লোক-এ ব্যাপারে উনি নিশ্চিত হওয়ার পরই আপনার কথা তুললেন। বললেন, আমি আপানাকে চিনি কি না, আপনার সাথে আমার কোন আলাপ-পরিচয় আছে কি না-ইত্যাদি ইত্যাদি।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন— 'তিনি কি কোন আলেম ? কোন মাদ্রাসার শিক্ষক ?'

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ঃ তাঁর নাম কি আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান ? নূরপুরে বাড়ী ?

বুধু শাহও উল্লাসভরে বলে উঠলেন— 'আরে ! এই তো ঠিক মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, উনি সেই লোক। আপনি নাকি তাঁর মকানে কয়েকদিন ছিলেনও ?

ঃ জ্বি, ছিলাম।

ঃ মাশা'আল্লাহ ! তাই বলুন ? তাই তো উনি আপনার ব্যাপারে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলেন আর এত কথা জানতে চাইলেন। আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন- এসব প্রশ্ন বারবার উনি করলেন।

ঃ আপনি কি বললেন ?

ঃ যা জানি, সবই বললাম। আপনি এখন পান্ডুয়ায় আছেন, শারীরিকভাবে ভালই আছেন, কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন-এসব কথা বললাম।

ঃ তারপর ?

ঃ আমি আপনার সাথের লোক আর একসাথেই আছি জেনে আমাকেও উনি দাওয়াত দিলেন। মেহমান করে আমাকে তাঁর মকানে নেয়ার অনেক কোশেশ করলেন। কিন্তু আমার সময় না থাকায় আমি রাজী হতে পারলাম না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনাকে নিয়ে উনি খুবই উদ্বিগ্ন দেখলাম। আগ্রহেরও শেষ নেই। তাই অনেকক্ষণ বসে বসে উনার সাথে গল্প করে কাটালাম। খুঁটিনাটি অনেক কথা হলো।

ঃ বলেন কি !

ঃ আপনার একান্ত কাছের জন জেনে উনি একসময় আপনার পরিচয় জানতে চাইলেন। আপনার অতীত সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ অবশ্য এ ব্যাপার নিয়ে তিনি আদৌ পীড়াপীড়ি করলেন না। তাঁর ভাব দেখে বুঝলাম, এ ব্যাপারে তিনি যে খুব আগ্রহী তা নয়। উড়োভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন-এই আর কি !

ঃ আপনি কি জবাব দিলেন ?

ঃ আমি যা জানি, জবাবে তাই বললাম।

ঃ যা জানি মানে ? আপনি কি আমার অতীত কিছু জানেন ? কই, আপনার সাথে তো এরকম কোন আলাপ আমার কখনো হয়নি ?

বইঘর.কম ও রোকন

বধু শাহ পুনরায় ঈষৎ হেসে বললেন— 'তবু কিছু জানি বৈকি !'

ইমাম শাহ ফের চমকে উঠলেন। সবিস্ময়ে বললেন— 'জানি মানে ? কার কাছে শুনলেন ?'

ঃ বড় হুজুরের (মজনু শাহর) কাছে। তাঁর কাছেই শুনেছি। সেরেফ আমিই নই, নেওয়াজী শাহ, বদর শাহ ভাই সাহেব সহকারে আরো অনেকেই সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও সব শুনেছেন।

ঃ আপনি কি শুনেছেন ?

ঃ সবাই যা শুনেছেন আমিও তাই শুনেছি। আপনি নাকি আপনার জিন্দেগীর সব কথাই একদিন খুলে বলেছেন বড় হুজুরকে ? কোথায় বাড়ী, কার সন্তান-সব।

ইমাম শাহ গম্ভীর হলেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'এসবও হুজুর আপনাদের বলেছেন ?'

ঃ না, এসব নয়। কোথায় আপনার বাড়ী, কি আপনার পিতার নাম- এসব আমাদের বলেননি।

ঃ তবে ?

ঃ হুজুর বললেন, আপনার অতীত জীবন নাকি খুবই দুঃখের আর দিগ্‌দারীতে ভরা। এই কারণেই আপনি আপনার পূর্ব পরিচয় বলতে চান না কাউকে। 'আমি একজন এতিম লোক, পথের মানুষ'- এই কথা বলেই বিদায় করেন সবাইকে। এর বেশী কেউ জানতে চাইলে আপনি নাখোশ হন, ব্যথা পান, এ প্রশ্ন করা আপনাকে মোটেই উচিত নয়-হুজুর এসব কথা বললেন।

ঃ এইসব কথাই বললেন শুধু ? আর কিছু বলেননি ?

ঃ আরো কিছু বলেছেন, মানে মোখতাছার কিছু কথা।

ঃ যেমন ?

ঃ আপনি নাকি বেশ একটা অবস্থাপন্ন আর সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান ? বাল্যকালে বেশ কিছুটা এলেম শিক্ষা করেছেন। স্থানীয় এক নামকরা এবং অবসরপ্রাপ্ত রণবিদের কাছে লড়াই শিক্ষা-মানে অস্ত্র শিক্ষায় শক্ত ছবক নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বিঘ্ন পয়দা হওয়ায় সে শিক্ষা আর সম্পন্ন করা হয়নি আপনার।

ঃ তারপর ?

ঃ হঠাৎ-ই নাকি এক দিগ্‌দারী নেমে আসে আপনার জিন্দেগীতে। আপনার আব্বা দ্বিতীয় বিবি ঘরে আনায় আপনি আপনার বিমাতার ষড়যন্ত্রের শিকার হন। বিমাতার চক্রান্তে আপনার আব্বা নাকি আপনার সাথে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন এবং আপনাকে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত করতে থাকেন। পিতার অমানুষিক

বইঘর.কম ও রোকন

আচরণ আর অকথ্য লাঞ্ছনা একেবারেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে আপনি একদিন গোস্বাভরে বাড়ী যাননি এবং পিতৃপরিচয়ও কারো কাছে আর দেননি। একমাত্র বড় হুজুরকেই দিয়েছেন, নইলে নাকি সে পরিচয় দিতে আপনি একান্তই নারাজ।

ইমাম শাহ্ পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'হুঁউ !'

বুধু শাহ্ ফের বললেন— 'ইংরেজদের উপর আপনার নিদারুণ বিদ্বেষের কারণও বড় হুজুর ব্যাখ্যা করে শোনালেন।'

ঃ কি কারণ ?

ঃ গৃহ ত্যাগ করে আপনি ঘুরতে ঘুরতে রামপুর বোয়ালিয়ার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন। দূর সম্পর্কের হলেও সেখানে নাকি আপনি ভাল ব্যবহারই পান। কিন্তু রামপুর বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠিয়াল বেনেটের অত্যাচারে আপনার সে আত্মীয়েরাও মিস্‌মার হয়ে যান। তাঁদের কয়েক জনকে ইংরেজেরা হত্যা করে আর বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। একা আপনি বাধা দিয়ে একদল সশস্ত্র দুশমনের হাত থেকে আপনার আত্মীয়দের রক্ষা করতে পারেন নাই। ফলে সেই পথে এসেই আবার নামতে হয় আপনাকে।

ঃ হুঁ। তারপর ?

ঃ ইংরেজদের হাতে আপনার আত্মীয়দের ঐ করুণ পরিণতি দেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনার দীলে নাকি এক দুর্বার আক্রোশ পয়দা হয়। এই কারণেই আপনি আমাদের দলে এসে সামিল হয়েছেন। ঐ যে রামপুর বোয়ালিয়ায় দ্বিতীয়বার হামলা চালিয়ে ফকির বাহিনী যখন রংপুর-দিনাজপুরের পথ ধরে, তখন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইমাম শাহ্ বললেন— 'তাহলে তো আপনি অনেক খবর জানেন আমার!'

ঃ এইটুকুই জানি ভাই সাহেব, এর বেশী জানিনে।

ঃ এর বেশী জানার আগ্রহ পোষণ করেন নাকি ?

ঃ জ্বি-না, জ্বি-না। এগুলো সত্যিই খুব করুণ আর দীলে ব্যথা পাওয়ারই ব্যাপার-স্যাপার। যে ব্যাপারে দীলে আপনি ব্যথা পাবেন তা নিয়ে আমি টানাটানি করবো কেন ?

www.boighar.com

ঃ তাই ?

ঃ আপনি বলতে চাইলেও আমি তা শুনতে আগ্রহী নই।

ঃ সাব্বাস ! আপনার এই সহানুভূতিশীল অন্তরকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এবার বলুন, ঐ কাজীপাড়ার কথা বলুন। আপনার মুখে এসব বিবরণ শুনে আলেম সাহেব কি বললেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তিনি খুবই আক্ষেপ করলেন। এটা তাঁর জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি—এই মর্মে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং কোনদিনই আর তিনি এ প্রসঙ্গ তুলবেন না বলে জানালেন।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর দেখলাম, এ খবরে আপনার প্রতি দরদ যেন তাঁর আরো অধিক বেড়ে গেল। তিনি আফসোস্ করে বললেন— 'আহা বেচারা ! দীলে এত দুঃখ চেপে রেখে সে কেমন করে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে আর বীরত্বের সাথে দেশ ও জাতির খেদমত করে যাচ্ছে-তা ভাবতেও অবাক লাগে !'

ইমাম শাহ স্মিতহাস্যে বললেন— 'উনি ঐ রকমই মানুষ !'

বুধু শাহ উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন— 'ব্যাপার কি ভাই সাহেব, উনি আপনার কে হন ? একান্তই নিজের জন না হলে তো এত দরদী অন্তর সচরাচর দেখা যায় না ? এর ভেতরে কিছু আছে না কি ভাই সাহেব ?' বুধু শাহর চাহনীতে একটা পুলকের আভাস ফুটে উঠলো।

বিচলিত না হয়ে ইমাম শাহ স্থিরকণ্ঠে বললেন—'ভেতরে যা-ই থাক, মহৎ দীলের মানুষই কি খুব একটা বেশী দেখা যায় ভাই সাহেব ? উনি এক বিরল দীলের মানুষ। মহত্বে আর পবিত্রতায় অতুলনীয়। দেশ ও জাতিকে খুবই ভালবাসেন বলেই আমাকেও উনি অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। ভেতরে কিছু থাকা না থাকার অপেক্ষা এখানে নেই।'

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ কোন একটা উদ্দেশ্য আর স্বার্থ ভেতরে থাকলেই মানে আর একটু খোলাসা করে বলি, আমার সাথে তাঁর কোন একটা সম্পর্ক থাকলেই বা তা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই কেবল তিনি আমাকে ভালবাসবেন, নইলে বাসবেন না, এমন মানুষ কখনো উনি নন।

ইমাম শাহ কথায় বুধু শাহর ঝিমিয়ে গেলেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেন না। বরং উষ্ণ সমর্থনের অভাবে বুধু শাহর পুলকটুকু শুকিয়ে গেল। তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে বললেন— 'জ্বি জ্বি, এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত। স্বদেশ, স্বজাতি আর স্বধর্মকে যে উনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসেন তা আমি একদিনেই বুঝতে পেরেছি। তা সে যা-ই হোক, আপনাকে দীর্ঘদিন না দেখে উনি কিন্তু খুবই অস্থির আছেন ভাই সাহেব। আপনি কেন এতদিন তাঁর ওখানে যাননি, কবে যাবেন, অল্পদিনের মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে কি না-এসব কথা উনি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন।'

বইঘর.কম ও রোকন

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে ইমাম শাহ বললেন— 'তা করাই স্বাভাবিক। অনেকদিন হলো আর ওদিকে যাওয়ার মওকা পাইনি তো!'

বুধু শাহ জোর দিয়ে বললেন— 'না না ভাই সাহেব, যত অসুবিধাই থাক, আপনার একবার যাওয়া উচিত ওদিকে। তাঁর কথাতেই বুঝলাম, অধীর আগ্রহ নিয়ে উনি আপনার পথচেয়ে আছেন।'

বুধু শাহ তাঁর আলাপ খাটো করলেন। এরপর দু'একটা মামুলি কথা বলে তিনি উঠে গেলেন। ইমাম শাহ উঠলেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বসে বসে ভাবতে লাগলেন, শুধুই কি উনি ? আরো একজন যে উনার চেয়ে আরো কত বেশী আগ্রহ নিয়ে পথচেয়ে আছে, এ কথা যদি বুধু শাহ সাহেব জানতেন !

অজান্তেই ইমাম শাহর বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। নূরবানুর কথা তিনি যতই ভাবতে লাগলেন ততই বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলেন। আহা বেচারী ! কি আকুতিই না নূরবানুর দীলে তিনি ঐ শেষবার দেখে এলেন ! তাঁর এই দীর্ঘদিনের নীরবতা নূরবানুর দীলে কি নির্মমভাবেই না আঘাত করে চলেছে ! তিনি ভাবতে লাগলেন, সত্যিই আর নীরব থাকা যায় না। নূরপুরে যাওয়ার একটা ফাঁক তাঁকে দেখতেই হবে অচিরে।

সে রাতে তিনি আর অন্য কাজে মন লাগাতে পারলেন না। খেতেও তেমন পারলেন না। অল্পকিছু মুখে দিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

অনেকটা বেশী রাতে ঘুম চোখে এলেও রাত্রির নিদ্রায় আর না হোক, ভারাক্রান্ত দীল তাঁর অনেকখানি হালকা হতে পারতো। কিন্তু পরের দিন প্রথম প্রহরেই সেখানে আবার ঝড় তুললেন নেওয়াজী শাহ। নিজের ব্যথা ব্যক্ত করতে গিয়ে নেওয়াজী শাহ আবার ইমাম শাহর দীলে ব্যথা তীব্র করে তুললেন।

নেওয়াজী শাহ উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। দিনাজপুর এলাকাটা গোটাই জরিপ করে দেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এদিকে আসার তাঁর একটা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও ছিল। সে কথা পরে।

দিনাজপুরে এসে নেওয়াজী শাহ দেখলেন, ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়া অর্থাৎ বাণিজ্য প্রতিনিধি ও অর্থনৈতিক যোগানদাতা দেবী সিং-এর জুলুমে রংপুর-দিনাজপুর গোটা এলাকার প্রজারাই, বিশেষ করে মুসলমান কৃষক প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দলকে দল ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দেবী সিং হিন্দুস্তানের উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ পানিপথ এলাকার লোক। ঈসায়ী ১৭৭৫ সনে পূর্ণিয়ার খাজনা আদায়ের ইজারাদার হয়ে আসার পর থেকেই হেস্টিংসের পেটোয়া এই দেবী সিং প্রজা নির্যাতন শুরু করে। হেস্টিংসেরই

বইঘর.কম ও রোকন

সহায়তায় সে ইতিমধ্যেই দিনাজপুর ও রংপুরের ইজারাদারী লাভ করেছে। এখানে এসেও সে একইভাবে প্রজা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে ফকিরেরা ময়দানে না থাকায় দেবী সিং-এর সে নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

রংপুরের জরিপে তাঁদের দলের অন্য একজন যাওয়ায় নেওয়াজী শাহ দিনাজপুর এলাকাটারই মোটামুটি সব জায়গায় ঘুরলেন এবং মানুষের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি যাচাই করে বেড়ালেন। তাঁর এই ঘুরে বেড়ানোর কালে তিনি প্রায় সর্বত্রই একই আফসোস্ শুনতে পেলেন, আর তা হলো— 'ফকির-সন্ন্যাসীরা থাকতে তবু এই দেবী সিং আর তার কর্মচারীরা, তার নায়েব-গোমস্তা-পাইকেরা অনেকখানি খামুশ ছিল। কি যে হলো, ফকির-সন্ন্যাসীরা সবাই এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল আর দেবী সিং-এর কর্মচারীদের পোয়াবারো হয়ে গেল। সন্ন্যাসীরা বিদায় হওয়াতে কিছু আমাদের আফসোস্ নেই। অত্যাচার তারাও আমাদের কম করেনি। কিন্তু ফকিরেরা আমাদের পিঠের উপর ঢালের মতো ছিল। তারাও কেন যে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল, আল্লাহই জানেন। এখন আমাদের দুঃখ দেখার আর আমাদের জন্যে একটু 'আহা' বলার একটা লোকও এ দুনিয়ায় নেই।'

দিন বিশেক ঘুরে ঘুরে নেওয়াজী শাহ জরিপের কাজ শেষ করলেন। এরপর তিনি তাঁর সেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দিকে নজর দিলেন।

দিনাজপুর জেলার একপার্শ্বে হাকিমপুর নামের বড়োসড়ো এক গাঁ। বাইরে থেকে আসা বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের এখানে বাস। স্থানীয় অর্থাৎ আদি বাসিন্দার মধ্যেও কিছু লোকের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। নেওয়াজী শাহ এই হাকিমপুরে এলেন। এই হাকিমপুরই নেওয়াজী শাহর সেই স্বপ্নঘেরা আর স্বপ্নভাঙ্গা গাঁ।

নেওয়াজী শাহও ছিলেন হাকিমপুরের বাইরে থেকে আসা এক বাসিন্দা। ফকিরের দলে যোগদানের আগে বেশ কিছুদিন তিনি এই গাঁয়ে বসত করে গেছেন। এখানে এসে তিনি অর্থনৈতিক অবস্থারও অনেকখানি উন্নতি সাধন করেন। এতেকরে এই গাঁয়েরই এক স্থানীয় বাসিন্দা আসমত আলীর নজরে পড়েন তিনি।

আসমত আলী একজন স্বার্থপর ও ধান্দাবাজ লোক। নেওয়াজী শাহর অবস্থার স্বচ্ছলতা দেখে তাকে ধর্মপুত্র বানিয়ে নিয়ে কুটম্বিতা শুরু করেন আসমত আলী। এই কুটুম্বিতা করতে এসেই আসমত আলীর কন্যা জুবাইদার প্রেমে পড়লেন নেওয়াজী শাহ।

জুবাইদার চরিত্র তার পিতার চরিত্রের বিপরীত। সে ধর্মপ্রাণ আর সৎ স্বভাবের মেয়ে। ভালবাসার খাতিরেই জুবাইদা খাতুন ভালবাসে নেওয়াজী

বইঘর.কম ও রোকন

শাহকে, স্বার্থ দেখে নয়। নেওয়াজী শাহর যেমনই মানানসই আর আকর্ষণীয় চেহারা, তেমনই পৌরষদীপ্ত মন-মানসিকতা। চরিত্রে ও স্বভাবে তিনি সর্বজনের সমাদরের পাত্র। এমন জনকে জুবাইদা খাতুন দীলের টানেই ভালবাসে। ভালবাসা গভীর হলে নেওয়াজী শাহর দীলের সাথে সে একদম এক হয়ে মিশে যায়। নেওয়াজী শাহকে ছাড়া এ দুনিয়ার আর কাউকেই সে খসম (স্বামী) হিসাবে কবুল করার কথা কল্পনা করতে পারে না।

আসমত আলীও নেওয়াজী শাহকে জুবাইদার খসম করতেই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে নেমে এলো বিপর্যয়। নেওয়াজী শাহ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তোয়াজ করে চলার অভ্যাস তাঁর বা তাঁর বংশের কোন লোকেরই ছিল না। অন্যত্র থাকার কালেও তিনি কাউকে তোয়াজ করে চলেননি আর এখানে এসেও ঐ অভ্যাস রপ্ত করতে পারেননি। ফলে তিনি খাজনা আদায়ের ইজারাদার আর তার স্থানীয় নায়েব গোমস্তার কোপ নজড়ে পড়ে গেলেন।

গাঁয়ের স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই ইজারাদার আর তার কর্মচারীদের মন যুগিয়ে চলা লোক। বাইরে থেকে আসা লোকেরা তাড়াতাড়ি এ অভ্যাস রপ্ত করতে পারলেন না। নেওয়াজী শাহ এঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। ন্যায্য সম্মান ছাড়া ইজারাদারকে অতিরিক্ত ভক্তি করতে আর ন্যায্য পাওনা ছাড়া তাকে অতিরিক্ত পয়সা দিতে নেওয়াজী শাহ কিছুতেই রাজী হলেন না।

শুরু হলো ইজারাদারের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রক্রিয়া। বানোয়াট এক দেনা আর বাকী খাজনার মিথ্যা দায়ে নেওয়াজী শাহর ভিটে-মাটি, দোকানপাট, বাড়ী-ঘর সবই তৎকালীন ইজারাদার ক্রোক করে নিলো।

প্রতিবাদ করে পরাস্ত হলেন নেওয়াজী শাহ। গাঁয়ের স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই ইজারাদারের পক্ষ নিলো। বাইরের লোকেরা অল্পবিস্তর প্রতিবাদ তুলে ইজারাদারের হাত ছাঁদতে পারলো না। নেওয়াজী শাহ পথে এসে দাঁড়ালেন। ভেঙ্গে গেল নেওয়াজী শাহর স্বপ্নে গড়া অট্টালিকা।

আসমত আলী বরাবরই ইজারাদারের সমর্থক। অনেকটা পেটোয়া। নেওয়াজী শাহকে পেটোয়াগিরীতে তালিম দিতে চাইলেন।

নেওয়াজী শাহ সে তালিম নিলেন না। ফলে উবে গেল আসমত আলীর দরদ। নেওয়াজী শাহ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় নিঃশেষে লুপ্ত হলো নেওয়াজী শাহকে তাঁর জামাই করার খাহেশ। সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। প্রথমে না-জবাব দিয়ে এবং পরে লাঠি ধরে নেওয়াজী শাহকে তাঁর চৌহদ্দি থেকে বের করে দিলেন আসমত আলী। জুবাইদা খাতুন ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

বইঘর.কম ও রোকন

বাইরে থেকে আসা নেওয়াজী শাহ্ আবার হাকিমপুরের বাইরে চলে গেলেন। এ গাঁয়ের সাথে সম্পর্ক তাঁর চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল। কিছুদিন এদিকে ওদিকে কাটানোর পর একদিন এসে এই ফকিরের দলে সামিল হলেন তিনি।

সে আজ সাত-আট বছর আগের কথা। গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আর একবার তিনি হাকিমপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে জুবাইদার খবর করতে এসেছিলেন। হাকিমপুরে আসেননি।

সাত-আট বছর পরে এসে নেওয়াজী শাহ আবার এই হাকিমপুরে ঢুকলেন। আগের বেশে নয়, আধ্যাত্মিক ফকিরের বেশে। লম্বা ঝুলের কালো জামা গায়ে, কালো পায়জামা পরণে, কালো পাগড়ী মাথায়। এর উপর মুখভর্তি মিশ্‌কালো দাড়ি-গোঁফ। নেওয়াজী শাহকে চিনতে পারে, সাধ্য কার?

গাঁয়ে এসে ঢুকে নেওয়াজী শাহ্ অবাক হয়ে দেখলেন, গাঁয়ের আর সে চেহারা নেই। পরবর্তী ইজারাদার দেবী সিং-এর অত্যাচারে এত অল্প সময়ের মধ্যেই এতবড় গাঁ'টা একদম বিরাণ হয়ে গেছে। লোকবসতি ফাঁকা হয়ে গেছে আর বড় বড় ঘর-দুয়ার কুঁড়ে ঘরে পরিণত হয়েছে। বাইরে থেকে আসা লোকেরা অনেকেই আর নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, জুবাইদার আব্বা আসমত আলীও নেই। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। জুবাইদার বৈমাত্রেয় ভাইটা গ্রাম থেকে উঠে অন্য গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেছে। আসমত আলীর ভিটেয় এখন ঘুঘু চড়ছে কয়েকটা।

ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে নেওয়াজী শাহ্ অনেকক্ষণ এ অবস্থা দেখেলেন। নিজের ভিটেয় গিয়ে দেখলেন, সেখানে ইজারাদারের কাচারীর এক পাইক ঘর-দুয়ার তুলে বৌ-বাচ্চা নিয়ে আরাম করে বসে আছে।

বাড়ীর পাশে নেওয়াজী শাহকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাইকটি 'কে-কে' বলে তেড়ে এলো।

অনর্থক ঝামেলা পয়দা না করে নেওয়াজী শাহ্ সেখান থেকে সরে এলেন এবং জুবাইদার কোন হদিস-খবর পাওয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু কাজটি বড় কঠিন। জুবাইদাকে কেন্দ্র করে একদিন তিনি এ গাঁ থেকে যারপরনাই লাঞ্ছিত হয়ে চলে গেছেন। গাঁয়ের প্রায় সবাই তা জানেন। এতেকরে লজ্জায় তিনি আত্মপ্রকাশ করে চলাফেরা করতে পারলেন না। ওদিকে আবার সরাসরি জুবাইদার খবর কারো কাছে জানতে চাওয়াও যায় না। ফলে আসমত আলীর পরিবারবর্গের খবর করার মধ্য দিয়ে কায়দা-কৌশল করে তিনি জুবাইদার হদিস্ পাওয়ার কোশেশ করলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু পারলেন না। জুবাইদার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট কথা কারো কাছেই পেলেন না। বরং এসব কথা তুলতে গিয়ে নানাজনের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে লাগলেন তিনি। কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, আসমত আলী কে হন, কেন এখানে এসেছেন, চুরি-ডাকাতির কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না-এমন হাজারো প্রশ্ন তুলে অনেকেই তাঁকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন।

নিরুপায় হয়ে তিনি গ্রাম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলেন। অনতিদূরে এক বটগাছের নীচে বসে ভাবতে লাগলেন, এখন কি করা যায় ? গাঁয়ে এসে জুবাইদার কোনই খবর করতে পারবেন না তিনি-এ কি করে হয় ? অন্ততঃ জুবাইদা বেঁচে আছে না মরে গেছে, কোথাও তার বিয়ে-শাদি হয়ে গেছে কি না-এটুকু হদিস্ তো পেতেই হবে তাঁকে ?

www.boighar.com

বসে বসে ঠিক করলেন, জুবাইদার বৈমাত্রেয় ভাই কিস্‌মত আলীর শ্বশুরের গাঁয়েই যাবেন তিনি। সেই শ্বশুরবাড়ী আর সেই পাড়ার লোকের কাছেই জুবাইদার সন্ধান পাওয়ার ভরসা অধিক। বৈমাত্রেয় হলেও ভাই তো ! বোনের খবর সেখানে থাকাই স্বাভাবিক।

বটগাছটি পুরাতন ও বিশাল। পথচারীরা প্রায়ই এখানে এসে বসে। গাছের একদিকে রাস্তা আর একদিকে মাঠ। একটা রাখাল ছাড়া এই গাছের নীচে তখন আর কেউ ছিল না।

রাখালটা মাঠের দিকে বসে গরু-ছাগল চরাচ্ছে। এই রাখালকেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন কি না ভাবতেই এমন এক ব্যক্তি রাস্তা বেয়ে ঐ গাছের কাছে এলেন, যাকে দেখে নেওয়াজী শাহ উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। এই লোকের চেয়ে আর অধিক নির্ভরযোগ্য লোক নেওয়াজী শাহর এ এলাকায় নেই।

লোকটির নাম কামাল উদ্দীন। নেওয়াজী শাহর সমবয়সী। হাকিমপুরের স্থানীয় বাসিন্দা। জুবাইদার আব্বা আসমত আলীর পড়শী। নেওয়াজী শাহর জানামতে হাকিমপুরের স্থানীয় বাসিন্দার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ কিছুটা এই একটা লোকেরই ছিল আর এতেকরে নেওয়াজী শাহর সাথে তাঁর বেশ সৌহার্দও ছিল।

গাঁয়ে ঢুকেই নেওয়াজী শাহ কামাল উদ্দীনের খোঁজ করেন। কিন্তু কামালউদ্দীন বাড়ীতে তখন ছিলেন না। বাইরের কোন্ এক গাঁয়ে কি এক কাজে গিয়েছিলেন।

কামাল উদ্দীন নেওয়াজী শাহর পাশ কাটিয়ে যেতেই নেওয়াজী শাহ বললেন— 'এই যে কামাল সাহেব ! কোথা থেকে ফিরছেন ?'

বইঘর.কম ও রোকন

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে কামাল উদ্দীন এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। নেওয়াজী শাহকে চিনতে না পেরে তাঁকে দেখেও দেখলেন না। তাঁর নাম ধরে কে ডাকলো তাই অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

নেওয়াজী শাহ হেসে বললেন— 'চিনতে পারছেন না ? আমি নেওয়াজ। আলী নেওয়াজ।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠে কামাল উদ্দীন দ্রুতপদে নেওয়াজী শাহর কাছে এলেন এবং পাশে এসে বসতে বসতে আবেগভরে বললেন— 'আরে সে কি ! নেওয়াজ সাহেব আপনি ?'

ঃ হ্যাঁ আমি। গাঁয়ে এসেই আপনার খোঁজ করলাম। কিন্তু শুনলাম, আপনি কোথায় নাকি বেরিয়ে গেছেন।

ঃ ঐ পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি-মানে আপনি এই বেশে ?

নেওয়াজী শাহ হাসিমুখে বললেন— 'আমি এখন ফকির। ফকির নেওয়াজী শাহ।'

কামাল উদ্দীন সবিস্ময়ে বললেন— 'ফকির!'

ঃ জ্বি, আধ্যাত্মিক ফকির। শাহ মাদারের ছিল্‌ছিলাভুক্ত সংসারত্যাগী লোক।

ঃ সংসারত্যাগী মানে ? তাহলে জুবাইদাকে কোথায় রেখে এসেছেন।

ভয়ানক চমকে গিয়ে নেওয়াজী শাহ বললেন— 'জুবাইদা ! জুবাইদা কোথায় ?'

কামাল উদ্দীনও বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— 'তার অর্থ ? জুবাইদা আপনার কাছে যায়নি ? মানে জুবাইদার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি আপনার ?'

ঃ আমার সাথে ! তা কি করে হবে ?

ঃ আপনার কাছেই তো গেল সে। মানে আপনার খোঁজে। আপনি তার দেখা পাননি ?

ঃ সে কি ! কই, না তো ?

নেওয়াজী শাহ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। কামাল উদ্দীন আফসোস্‌ করে বললেন— 'হায় বেচারী ! পথেই বোধহয় সে তাহলে খতম হয়ে গেছে !'

নেওয়াজী শাহ আকুল কণ্ঠে বললেন— 'এ আপনি কি বলছেন কামাল সাহেব ? কি সাংঘাতিক কথা বলছেন ? জুবাইদা আমার খোঁজে কবে গেল, কোথায় গেল ? আমার কাছে কি করে সে যাবে ?'

কামাল উদ্দীন নির্বাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না।

নেওয়াজী শাহ ফের অধীর হয়ে বললেন— 'বলুন কামাল সাহেব, বলুন। আপনি নীরব হয়ে থাকবেন না। দোহাই আপনার---!'

বইঘর.কম ও রোকন

কামাল উদ্দীন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'আপনি তাহলে আর কিছুই জানেন না ?'

ঃ না-না, আমি আর কিছুই জানিনে। আমি চলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আবার এসে ঐ যে সেবার শুনে গেলাম, জুবাইদার আব্বা জুবাইদাকে দূরে কোন্ এক আত্মীয়ের মকানে সরিয়ে রেখেছেন, এরপর আর আমি কিছুই জানিনে। তাদের সেই আত্মীয়েরও আমি খোঁজ করেছি। আমার জানামতে যেখানে যে আত্মীয় আছে, সব জায়গাতেই গিয়েছি। কিন্তু কোথাও জুবাইদার খবর পাইনি। কি ঘটনা কামাল সাহেব ? কি ঘটেছে এরপর ? বলুন, সব কথা খুলে বলুন!

ঃ আপনি স্থির হোন। সে অনেক কথা । এত অস্থির হলে কিছুই বলা যাবে না।

ঃ জ্বি আচ্ছা-জ্বি আচ্ছা। আমি আর কোন কথা বলবো না। আপনি বলুন।

কামাল উদ্দীন বললেন— 'বছর তিনেক ধরে জুবাইদার আব্বা আসমত আলী সাহেব আপনার নাগাল থেকে সরিয়ে এখানে ওখানে রেখে জুবাইদাকে শাদি দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জুবাইদাকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে কয়েকবার খুব মারধোরও করলেন। এরপর হঠাৎ একদিন আসমত আলী সাহেব কয়েকদিনের জ্বরে ইন্তেকাল করলে জুবাইদার সৎভাই কিস্‌মত আলী বাড়ীঘর ভেঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে পার হলো। এরও প্রায় বছরখানেক পরে জুবাইদার আত্মীয়েরা জুবাইদার ভার আর না টানতে চাইলে, জুবাইদা নিরুপায় হয়ে ভাইয়ের কাছেই ফিরে আসে আর ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ীতেই দাসীর হালতে বছর দেড়েক কাটায়। সংসারের তামাম কাজ করে দিয়ে দু'মুঠো ভাত আর একটু থাকার আশ্রয় পায়। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত টিকতে সে আর পারে না। কিস্‌মত আলীর সম্বন্ধীর এক লম্পট শ্যালক জুবাইদার পিছু নেয় আর তাকে জ্বালাতন করতে থাকে। ভাইয়ের কাছে নালিশ করে সে উল্টো ধমক খায়, বিহিত কিছু হয় না। অগত্যা সে পলায়নের পথ খুঁজতে থাকে।'

কামাল উদ্দীন থামলেন। একটু দম নিতেই নেওয়াজী শাহ বললেন— 'এসব কথা আপনি জানলেন কি করে ?'

কামাল উদ্দীন বললেন— 'বছর দেড়েক আগে মানে পালিয়ে যাওয়ার কয়েক দিন আগে জুবাইদা আমার চাচার কাছে এসেছিল আপনার সন্ধান করে দেয়ার কোন একটা ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে। তখন সে চাচাকে এসব কথা বললে আমি শুনেছিলাম। চাচাও ফের আমাকেই আপনার খোঁজে পূর্ণিয়ার দিকে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। আমিও সম্মত হয়ে পূর্ণিয়ার মোটামুটি গঞ্জে-বন্দরে গিয়ে আপনার খোঁজ করে আসবো ভাবছিলাম।'

ঃ কেন , পূর্ণিয়ায় কেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আপনি শেষবার যখন এখান থেকে যান, তখন আপনাকে নাকি পূর্ণিয়ার দিকে যেতেই কেউ কেউ দেখেছিল। সেই থেকেই এদিকের সবার ধারণা, আপনি পূর্ণিয়াতেই আছেন।

নেওয়াজী শাহ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'হায়রে নসীব ! আচ্ছা বলুন, তারপর ?'

ঃ এই সময় ইজারাদারের অত্যাচারে দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে আর এই এলাকা ছেড়ে এদিকে ওদিকে পালিয়ে যেতে থাকে। এমনই একটি কাফেলা একদিন পূর্ণিয়ার দিকে রওনা হয়। আমি পূর্ণিয়ায় যাওয়ার উদ্যোগ করতেই শুনি, জুবাইদা পালিয়ে গিয়ে সেই কাফেলার সাথে সামিল হয়েছে আর পূর্ণিয়ার দিকে গেছে।

ঃ কামাল সাহেব!

ঃ ঐ কাফেলাতে জুবাইদার নাকি কোন এক ফুফু ছিলেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ করেই জুবাইদা ঐ কাফেলাভুক্ত হয়েছে আর তাঁর সাথেই পূর্ণিয়ায় গেছে।

নিদারুণ বেদনায় নেওয়াজী শাহ স্বগতোক্তি করলেন— 'উঃ ! আল্লাহ !'

কামাল উদ্দীন বললেন— 'এরপর আমি আর পূর্ণিয়ায় গেলাম না। যার জন্যে আপনার খোঁজ করবো সেই জুবাইদাই উধাও হয়ে গেল, খামাখা আর কার জন্যে হয়রান হবো আমি ?'

ঃ কামাল সাহেব !

ঃ আপনি তাহলে পূর্ণিয়ায় যাননি ?

ঃ গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে তো হপ্তাকালও থাকিনি আমি !

ঃ ইশ্ ! কি যোগাযোগ বিভ্রাট ! কে কাকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছে ! আপনি কি এখানে তার খোঁজেই---?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার খোঁজেই-তার খোঁজেই। এতদিনে একটু ফাঁক পেয়ে তার খোঁজেই এসেছিলাম।

ঃ ফাঁক পেয়ে মানে ? কি করছেন ? কোথায় আছেন আপনি ?

ঃ আপনাকেই বলছি, আপনি কাউকে বলবেন না। আমি ফকিরনেতা মজনু শাহর জঙ্গী দলে আছি ! কোন সময় জুবাইদার যদি সন্ধান পান, তাকে এই খবরটা পৌঁছাবেন। এ আমার একান্ত অনুরোধ ভাই সাহেব। নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই। তবে যেকোন ফকিরের সাথে যোগাযোগ করলে, আশা করি আমার হদিস পাবে সে।

ঃ অবশ্যই তা পৌঁছাবো, অনুরোধ করতে হবে না। কিন্তু আপনি এখন তাহলে---!

ঃ ঐ পূর্ণিয়াতে যাবো। এখনই আমি ঐদিকে ছুটবো। আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই ভাই সাহেব।

কামাল উদ্দীন সাহেবের কাছে অল্প কথায় বিদায় নিয়ে ফকির নেওয়াজী শাহ পূর্ণিয়ার দিকে ছুটলেন।

পূর্ণিয়ায় এসে নেওয়াজী শাহ গোটা একটা সপ্তাহ দৌড়ের উপর কাটালেন। এ বন্দর থেকে সে বন্দর, এ গঞ্জ থেকে সে গঞ্জ তিনি দৌড়ের উপর গেলেন এবং যথাসম্ভব সর্বত্রই জুবাইদার খোঁজ করলেন। পূর্ণিয়ার সদরেও খোঁজ করলেন, পথের পাশের মোটামুটি গাঁওগুলিও বাদ দিলেন না। কিন্তু সবই তাঁর পণ্ডশ্রম হলো। জুবাইদার কোন হদিসই তিনি পেলেন না।

না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। জুবাইদা একটা মেয়ের নাম। সর্বজনবিদিত কোন স্থান-বস্তু সে নয়। না কোন ইমারত, না কোন বৃক্ষ, না কোন নদ-নদী। কোন দেশবিখ্যাত মেয়েও সে নয়। একটা সাদামাটা মেয়ে। এক্ষণে সে কাঙ্গালিনী। বেঁচে থাকার কথাই তার নয়। বেঁচে থাকলেও কোন্ অখ্যাত লোকালয়ের কোন্ কোণে সে পড়ে আছে, নগর-বন্দরে তালাশ করে নেওয়াজী শাহ তার সাক্ষাৎ পাবেন কি করে ? নগর-বন্দরে থাকলেও কোন্ চিপা গলির কোন্ ফোকরে নাম না জানা ও পরিচয়হীন জুবাইদা খাতুন ঢুকে আছে সে সংবাদ পাবেন তিনি কার কাছে ? পূর্ণিয়া একটা জেলা। ছোট একটা গাঁ বা পাড়া নয় যে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে তার খোঁজ করবেন নেওয়াজী শাহ। এ ছাড়া সে একজন জেনানা। কোন পুরুষ মানুষ নয় যে, পথে-ঘাটে দেখা হবে অকস্মাৎ।

নেওয়াজী শাহ জুবাইদার নাগাল পেলেন না। পাবেন না নেওয়াজী শাহ তা জানতেন। জানতেন, পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। 'দৈবাৎ'-'অকস্মাৎ'-'আচানক' বলে যেসব কথা আছে তা সব আচানকই। হিসেবে ধরার মতো সাধারণ কিছু নয়।

নেওয়াজী শাহ মনের তাড়নায় এলেন। মনকে প্রবোধ দিতে না পেরে সেই প্রবোধ দিতেই সপ্তাহকালব্যাপী এত কষ্ট করলেন। সময় তাঁর সংকীর্ণ। মাসব্যাপী ঘুরে ঘুরে শরীরও তাঁর অবসন্ন। এ অবস্থায় যেটুকু তিনি করলেন, মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে তা যথেষ্টই। জুবাইদা আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলেও তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সবই নসীব ! মনকে প্রবোধ দিতে দিতে নেওয়াজী শাহ পাভুয়ার পথ ধরলেন।

কিন্তু মন নামক পদার্থটি একটি অবাধ্য পদার্থ। এই মন মানে, এই আবার মানে না। প্রবোধের প্রলেপে ক্ষণকাল নীরব হয়ে থাকে, একটু নাড়া পড়লেই অমনি আবার হু-হু করে ওঠে। নাড়া পড়াও সব সময় লাগে না। চিন্তার বলয় থেকে

বইঘর.কম ও রোকন

মনটাকে টেনে সরিয়ে আনলেও নিজের অজান্তেই মন আবার গিয়ে সেই চিন্তার মধ্যেই আকণ্ঠ তলিয়ে যায়। মনের সাথে মানুষটাও লাচার হয়ে পড়ে তখন।

নেওয়াজী শাহও লাচার হয়ে পড়লেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার কালে নিজের অজান্তেই আবার জুবাইদার চিন্তার মধ্যে চলে গেলেন এবং হা-হুতাশ করতে করতে তামাম পথ পেরুলেন। কেবলই ভাবতে লাগলেন, আর একবার কেন তিনি হাকিমপুরে গেলেন না ? খেয়াতরী ঘাটে থাকতে কেন তিনি খেয়াঘাটে এলেন না ? দেড়/দুই বছর জুবাইদা তার ভাইয়ের কাছেই রইলো আর তাঁর পথচেয়ে থেকে থেকে নিঃশেষ হয়ে গেল। সেই সময় কেন তিনি তার তালাশে বেরুলেন না ? জুবাইদা যখন তাঁকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, নাগাল পেলে কোন একটা ব্যবস্থা তার করতে পারতেন তিনি। ব্যবস্থা কিছু নিতান্তই না করতে পারলে শাদি করে তাকে কোন বিশ্বস্তজনের তত্ত্বাবধানে রেখে আসতে পারতেন। শাদি করা অনেক লোকই তাঁদের দলে আছে। ঘর-সংসারও দস্তুরমতো অনেকেরই আছে। ফকিরের দলে কাজ করার এটা কোন অন্তরায় নয়। জঙ্গী কাজে যে-কোন সময় মৃত্যু ঘটতে পারে তাঁর, শাদি করার প্রশ্নে এ চিন্তারও শক্ত কোন ভিত্ নেই। হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সর্বক্ষণ ঘরের কোণে থাকলেও মউত কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। হায়াত ফুরালেই মউত এসে হাজির হয় সঙ্গে সঙ্গে। ফলে জঙ্গের ময়দান আর ঘরের কোণের মধ্যে কোন ফারাক নেই। যা প্রয়োজন তাহলে' পোষ্যের জন্যে কিছু সংস্থান রেখে যাওয়া বা রেখে যাওয়ার জন্যে যথাসম্ভব কোশেশ করা। আসলেই তো দেখার মালিক আল্লাহ। চেষ্টা করলে জুবাইদার কিছু সংস্থান করে দেয়া নেওয়াজী শাহর জন্যে একেবারেই অসম্ভব কিছু হতো না। বেঁচে থাকলে ভারী বয়সে একটা গৃহকোণের আকাঙ্ক্ষাও কার দীলে না থাকে ?

চলতে চলতে নেওয়াজী শাহ পাভুয়ায় এসে পৌঁছলেন এবং ইমাম শাহর সামনে এসে থপ্ করে বসে পড়লেন।

নেওয়াজী শাহর বিধ্বস্ত হালত দেখে চমকে গেলেন ইমাম শাহ। পথে কোন দুশমন তাকে হামলা করলো কি না, একা একা লড়াই করে প্রাণ বাঁচিয়ে এলেন কি না, ইমাম শাহ নেওয়াজী শাহকে এসব প্রশ্ন করতে লাগলেন।

জবাবে নেওয়াজী শাহ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'লড়াই করতে করতেই তামাম পথ এলাম দোস্ত্। তবে সে লড়াই কোন দুশমনের সাথে নয়, নিজের দীলের সাথে অবিরাম লড়াই করতে করতেই আমি আসছি।'

ইমাম শাহ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন— 'তার অর্থ ? ব্যাপার কি ? '

বইঘর.কম ও রোকন

নেওয়াজী শাহ ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন— 'সে কথা পরে বলছি। আগে জরিপের খবর শোনো। খামাখা অপেক্ষা করার আর কোন অর্থ নেই। জুলুমে জুলুমে দেশের জনসাধারণ আবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রাণ তাদের ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে। তারা মনে-প্রাণে আমাদের উপস্থিতি কামনা করছে। বড় হুজুরকে খবর দাও। অপেক্ষা করার আর জরুরত নেই। দলবল নিয়ে যত সত্বর সম্ভব তিনি ময়দানে নেমে আসুন।'

সমর্থন দিয়ে ইমাম শাহ বললেন— 'হ্যাঁ দোস্ত, আমারও ঠিক সেই অভিমত। তৎপরতা শুরু করার পক্ষে পরিস্থিতি পুরোপুরিই অনুকূলে এসে গেছে। আগামীকাল সবেরেই জরিপের খবর বড় হুজুরকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো। এখন তোমার খবর বলো। তোমার আবার কি ঘটলো এর মধ্যে ? দীলের সাথে কিসের লড়াই করতে করতে আসছো তুমি ?'

নেওয়াজী শাহ আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো— 'জুবাইদা দোস্ত্, আমার জুবাইদা খাতুন খতম হয়ে গেছে!'

ইমাম শাহ শংকিত কণ্ঠে বললেন— 'খতম হয়ে গেছে মানে ?'

ঃ বিরাণ হয়ে গেছে। হয় বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে, নয় কোন গলিতে-বস্তিতে অকথ্য জীবন যাপন করছে।

ঃ সে কি ! কি করে জানলে ? কার কাছে শুনলে ?

ঃ আমি ঐদিকেই গিয়েছিলাম দোস্ত্। জরিপের কাজ শেষ করে ফিরে আসার পথে আমি আমার সেই পরিত্যাক্ত গাঁয়ে আবার গিয়েছিলাম।

ঃ বলো কি ! গাঁয়ে মানে, জুবাইদা বহিনের আব্বার মকানে ?

ঃ হ্যাঁ। তবে জুবাইদার আব্বাও আর নেই, সে মকানও আর নেই।

ঃ তার মানে ?

নেওয়াজী শাহ সে কাহিনীসহ তামাম কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে শুনালেন এবং এরপর আফসোস্ করে বললেন— 'প্রায় বছর দুয়েক ধরে জুবাইদা তার ঐ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মকানেই ছিল দোস্ত। অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দেড়/দুই বছর কাল সে আমার পথচেয়ে ছিল।'

সব কথা শুনে ইমাম শাহ বললেন— 'কি তাজ্জব কথা !'

নেওয়াজী শাহ বললেন— 'এর মধ্যে একবারও যদি যেতাম আমি সেখানে, তাহলে জরুর তার নাগাল ধরতে পারতাম। আমার গাফিলতি আর নীরবতাই তাকে বরবাদ করে দিলো!'

ঃ দোস্ত!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমার খোঁজে জুবাইদা শেষে পথে নেমে পড়লো। সে পূর্ণিয়ায় চলে গেল আর তার কথা আমি খেয়াল করতেই গেলাম না। এই চরম অরাজকতার আর নিদারুণ দুর্দিনের মধ্যে বিশাল দুনিয়ার অজানা পথে বেরিয়ে সে হারিয়ে গেল দোস্ত্‌, নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল!

ঃ উঃ ! সত্যিই বড় দুঃখের কথা।

ঃ আমি বেঈমান দোস্ত্‌। আমি জাহান্নামী-বিশ্বাসঘাতক! দায়িত্বহীন, নাদান আর নিতান্তই এক বিবেকহীন ব্যক্তি আমি।

ঃ দোস্ত্‌!

ঃ মুহব্বত করে, ভালবেসে একজনকে দেওয়ানা করে দেয়ার পর আমি কেবল লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেই আমার দায়িত্ব শেষ করবো, পুরুষ হয়ে তার আমি কোনই খবর রাখবো না, তার তালাশে বেরুবো না, আর জেনানা হয়ে সে আমার খোঁজ করতে বেরুবে, খোঁজ করতে বেরিয়ে বিরাণ হয়ে যাবে— আমার এ গুনাহ্‌র মাফ নেই। আমার এ কসুরের ক্ষমা নেই। ফাঁসি হওয়া উচিত আমার।

নেওয়াজী শাহ মাত্রাধিক অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁকে শান্ত করতে ইমাম শাহর অনেক সময় লাগলো। নানাভাবে বুঝ দিয়ে নেওয়াজী শাহকে শান্ত করার পর নেওয়াজী শাহ যখন টলতে টলতে বিদায় হয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তখনই আবার ইমাম শাহ নিজেই আওয়ারা হয়ে উঠলেন এবং একা একাই ছটফট করতে লাগলেন।

বুধু শাহর কথায় যে বেদনা ইমাম শাহকে সারারাত নাজেহাল করে রেখেছিল, নেওয়াজী শাহর দুঃখের কথায় তাঁর নিজের সেই বেদনা আবার দুইগুণে বেড়ে গেল। নেওয়াজী শাহর জুবাইদা খাতুন ইমাম শাহর নূরবানু হয়ে দাঁড়িয়ে ইমাম শাহকে আওয়ারা করে তুললো। তাঁর দীলের মধ্যে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো যে, নূরবানুও তো ঐভাবেই পথচেয়ে আছে তাঁর ? চরম এই সংকটের দিনে যেকোন সময় যেকোন মুসিবত্‌ তার উপরও তো নেমে আসতে পারে ! নূরবানু আজ নূরপুরে থাকতে আর তাঁর নাগলের মধ্যে থাকতে তিনিও তো তার খবর রাখছেন না ? নেওয়াজী শাহর মতোই কেবল নিঃশ্বাস ফেলে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন । ঘুড়ির সূতো হাতে থাকতে তিনিও ঘুড়ির ভাবনা ভাবছেন না । তাঁর ঘুড়ির সূতোও তো একদিন ঐভাবেই কেটে যেতে পারে । তাঁকেও তো তাহলে ঐভাবেই হা-হুতাশ করে ফিরতে হবে পথে পথে !

ইমাম শাহ যারপরনাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। সীমাহীন অস্থিরতার মধ্যে তিনি আর্তনাদ করে স্বগতোক্তি করলেন— 'না-না, অসম্ভব ! এমনটি কল্পনা করা যায় না ! এমনটি হতে দেয়া যায় না !'

বইঘর.কম ও রোকন

১০

সদলবলে মাঠে নামলেন ফকিরনেতা মজনু শাহ। দীর্ঘদিন পরে আবার প্রশান্তির হাওয়া ছুটলো উত্তর বঙ্গের প্রান্তরে। গুমোটভাব কেটে গিয়ে স্বস্তির হাওয়া ফিরে এলো গ্রাম-গঞ্জে-লোকালয়ে। মজনু শাহর ফকির বাহিনীর ইমান, নিয়ত আর নির্ভীক পদক্ষেপে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো উত্তর বঙ্গের দিক-দিগন্ত। সাধারণ ও সৎমানুষের মুখে আবার ফুটে উঠলো হাসি! ধড়াশ করে শব্দ হলো ইংরেজ কোম্পানীর বুকের মধ্যে। কেঁপে গেল ইজারাদার, আম্‌লা, কুঠিয়াল, বেনিয়া আর কোম্পানীর তাঁবেদারদের অন্তরাত্মা !

নানা দলে ভাগ হয়ে নানা দিকে গিয়ে মজনু শাহর বাহিনী আবার সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো জালিমদের উপর। খাজনা আদায়ের কাচারীর নায়েব-গোমস্তা-পাইকেরা কাচারী ছেড়ে পুনরায় পালাতে শুরু করলো। খটাখট্ তালা পড়তে লাগলো কুঠিয়ালদের কুঠিতে ও গুদামে। অত্যাচারী রাজা-জমিদারগণ অর্গল এঁটে ঘরে বসে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ইষ্টনাম জপ্‌তে লাগলো। দেবী সিং আশ্রয় নিলো হেস্টিংসের পয়জারের কাছে।

প্রমাদ গুণলো ইংরেজ সরকার। দুরন্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছে ফকিরেরা। আগের চেয়ে এবার এরা শতগুণে দুর্নিবার। বহুগুণে শক্তিশালী এবং একদম মরিয়া। কালেকটারদের (সুপারভাইজারেরা এখন জেলা কালেক্‌টার) বাহিনী একের পর এক মার খাচ্ছে সর্বত্র। ফকিরদের গতি কেউ রোধ করতে পারছে না 'সৈন্য দাও-সৈন্য দাও' বলে সরকারের প্রতি পুনঃ পুনঃ হাঁক ছাড়ছে উত্তরবঙ্গের সকল জেলার কালেক্‌টারগণ।

একটানা কয়েক মাস উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়ালেন ফকিরেরা। কোন বাধাই তাদের গতি রোধ করতে পারলো না। ফকিরদের আতংকে বিপুলাংশে লুপ্ত হলো জালিমদের জুলুম।

বগুড়ার মস্তানগড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হলো বাৎসরিক মেলা। বিশাল এ মেলা। বিপুল জনসমাগম। দূর-দূরান্তের তীর্থযাত্রীর প্রচণ্ড ভিড়। ফকিরদের খণ্ড খণ্ড দলগুলি বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বড় বড় দলগুলির অধিকাংশই ছিল রংপুর ও দিনাজপুরে। ফকিরনেতা মজনু শাহ সমস্ত দলকে এই মেলায় এসে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

 বইঘর.কম ও ব্লোকুন

নির্দেশ মাফিক ফকিরেরা সবাই এসে মস্তানগড়ে অবস্থান নিলেন। মস্তানগড় ও মেলার দখলদারিত্ব ফকিরদের হাতে চলে গেল। কোম্পানীর সেপাই ও কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ সেখান থেকে উচ্ছেদ হলো। চমকে গেল বগুড়ার জেলা কালেক্টার এফ. গ্ল্যাডউন। ফকিরদের সংখ্যা, রণসম্ভার ও বিক্রমের খবর নিয়ে এফ. গ্ল্যাডউইন থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

গ্ল্যাডউইন ভাবতে লাগলো, না জানি কোন্ মুহূর্তে ফকির হামলার শিকার হয় সে নিজে। ফকির-সন্ন্যাসীদের হাতে সেনাপতি সহকারে পর পর কয়েকটি বাহিনীর করুণ পরিণতি ইংরেজদের মনোবল বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। বিশেষ করে কালেক্টারগণই ভীত ছিল অধিক। স্ব-স্ব শক্তি নিয়ে ফকির বাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হওয়ার সাহস তাদের প্রায় জনেরই ছিল না। কেন্দ্র, অর্থাৎ সরকারের তরফ থেকে অতিরিক্ত শক্তি আসার মুখাপেক্ষী ছিল সবাই।

আতংকিত গ্ল্যাড্উন সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুরে অবস্থিত প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে পত্র লিখে জানালো— 'তামাম ফকির এখন আমার ঘাড়ের উপর। অর্থাৎ মস্তানগড় এলাকাটা গোটাই এখন ফকিরদের দখলে। আমার হরকরা (চৌকিদার বা ডাকবহনকারী) এই খবরসহ আমাকে আরো জানিয়েছে, মেলায় তারা সবিক্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যেকোন দিকে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। খুব সম্ভব, আগামী কাল ওরা মালদহে আঘাত হানতে বেরুবে।'

ঠিক পরের দিন না হলেও দিনাজপুর থেকে গ্ল্যাডউইনের পত্রের কোন সাড়া আসার আগেই ফকির বাহিনী সত্যি সত্যিই মস্তানগড় ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে রওনা হলো। তবে তাঁরা মালদহে গেলেন না। দক্ষিণ দিকে ঘুরে রাণী ভবানীর রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

মজনু শাহর কাছে খবর ছিল, ইংরেজদের মনোরঞ্জনে রাজশাহীর নাটোর এস্টেটের মালিকা ভবানী দেবী খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। খাজনার হার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে তিনি তার বিরাগভাজন প্রজাদের তো নির্যাতন করছেনই, সেইসাথে ফকিরদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড তৎপরতা দেখিয়ে ইংরেজদের তুষ্ট করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এ কারণে মজনু শাহর ফকিরদের হাতের কাছে না পেয়ে তিনি সাধারণ ফকিরদের পেছনেই উঠে পড়ে লেগেছেন। ফকির-দরবেশ দেখামাত্র তাদের মেরে-পিটে তাঁর এলাকাছাড়া করতে বরকন্দাজ নিয়োগ করেছেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরনেতা মজনু শাহ এ খবর কৌতুকের সাথে গ্রহণ করলেন। মজনু শাহর ফকিরদের হাতের কাছে পাওয়ার রাণীর সে খাহেশ পূরণে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং ফকিরের দল নিয়ে রাণীর রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

তবে এখানে এসে তিনি রাণীর উপর কোন প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিলেন না। তাঁর কোন দপ্তরে বা কাচারীতে হানা দিতে গেলেন না। রাণীর প্রাণে ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে দলবল নিয়ে তিনি রাণীর রাজ্যে কয়েকদিন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেন।

নাটোরের তথা রাজশাহীর কালেক্টার ফকিরদের পেছনে ছুটে কেঁচো খুঁড়ে সাপ তুলতে গেল না। অর্থাৎ সীমিত শক্তি নিয়ে সেধে গিয়ে বিপদে পড়তে চাইলো না। রাণীরও সাধ্য ছিল না ফকিরদের মোকাবেলা নিজে তিনি করেন। তিনিও খামুশ হয়ে রইলেন।

ফকিরদল নিয়ে ফকিরনেতা অতঃপর নাটোরের উত্তর-পূর্বে বগুড়া জেলার সীমান্তে (বর্তমান রণবাঘা ও নন্দীগ্রাম এলাকায়) এসে অবস্থান নিলেন। এখানে থেকে কিছুদিন তিনি রাণীর ও ইংরেজদের গতিবিধি অর্থাৎ প্রজাদের সাথে তাদের আচরণ লক্ষ্য করলেন এবং এরপরে আবার সদলবলে মস্তানগড়ে ফিরে এলেন।

জালিমদের জুলুমে দেশের জনগণ যে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আর ফকিরদের আগমন মনে-প্রাণে কামনা করছে, মজনু শাহ পুনরায় মাঠে নেমেই তা বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন, ফকিরদের অবর্তমানে জালিমদের, বিশেষ করে ইজারাদারদের অত্যাচার এতই বেড়ে গেছে যে, জনগণ শুধু অতিষ্ঠ হয়েই উঠেনি, ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়েও উঠেছে। এতেকরে ফকিরের দল এই দ্বিতীয়বার ময়দানে আসার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনগণের অনেকেই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দলে দলে এসে ফকির বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। এই প্রক্রিয়া চলতে লাগলো অবিরাম।

ফকিরনেতা যখন ফকিরের দল নিয়ে নাটোর থেকে আবার মস্তানগড়ে ফিরে এলেন, তখন তাঁর দল এমনই বিশাল আকার ধারণ করলো যে, আর যেন দলে তাঁর স্থান সংকুলান হয় না।

ফকিরবাহিনীর এই বিশাল আকার দেখে বগুড়ার কালেক্টার গ্ল্যাডউইনের ভীতির মাত্রা দশগুণে বেড়ে গেল। তড়িৎ গতিতে আবার সে দিনাজপুরে অবস্থিত প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিলে লোক পাঠিয়ে এই খবর জানালো এবং অবিলম্বে ফকিরদের বিতাড়িত করা হোক-এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি প্রেরণ করার আবেদন পেশ করলো।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু কাউন্সিলেই তখন সামরিক শক্তির ঘাট্‌তি থাকায় প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিল গ্ল্যাডউইনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে পারলো না। কাউন্সিল গ্ল্যাড্‌উইনকে জানালো—'আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সেনা-সৈন্য নেই। অতীতে আমাদের যে বিপর্যয়গুলি ঘটেছে, ফকির-সন্ন্যাসীদের মোকাবেলা করতে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য-সামন্ত প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করতে না পারার কারণেই ঘটেছে। ঐ ভুল আর করা যাবে না।'

অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ সেপাই-সেনা পাঠিয়ে তাদের মিসমার করা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না বুঝে, কাউন্সিল কোন সেনা-সৈন্য পাঠালো না। এর ফলে গ্ল্যাডউইনের কম্পন আরো অধিক বৃদ্ধি পেলো। কখন বুঝি ফকিরেরা চড়াও হয় তার উপর-এই চিন্তায় গ্ল্যাড্‌উইনের মুখের আহার আর চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেল।

কিন্তু ফকিরেরা তার উপর হামলা করতে গেলেন না। যে গাঁয়ের জঙ্গলে বাঘ এসে স্থান নেয়, বাঘ নাকি সে গাঁয়ে কোন উৎপাত করে না। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। মস্তানগড় বগুড়ার মধ্যে আর বগুড়া সদরের বেশ নিকটে। বগুড়ার কালেক্‌টারকে হামলা করে বসলে, তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের চূড়ান্ত ও সার্বিক পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হবে ভেবেই বোধহয় ফকিরেরা গ্ল্যাডউইনকে আঘাত করতে গেলেন না।

সে যা-ই হোক, ফকির বাহিনী দিনের পর দিন বিশাল থেকে বিশালতর হতে থাকলো। তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী প্রায় অসহায় আর অকর্মণ্য হয়ে রইলো। জনগণ আর দেশের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। 'ইংরেজদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, ফকিরদের হাতেই এবার উৎখাত হবে ইংরেজেরা'—দেশের মধ্যে এমনই এক গুঞ্জরণ পয়দা হয়ে গেল।

ফলে অনেকেই সুর পাল্টাতে লাগলো। জনগণের মধ্যে যারা দোটানায় ছিল, তারা এবার ফকিরদের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলো। যেসব জমিদার-জোতদার ইংরেজদের পদলেহনে তখনও পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, পরিস্থিতি আঁচ করে তারা ফকিরদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত হলো এবং কেউ কেউ আবার গোপনে ফকিরদের কাছে কিছু চাঁদাপাতিও পাঠালো।

অল্প সংখ্যক হলেও এদেশইর কিছু সেপাই ইংরেজ বাহিনী ত্যাগ করে ফকিরদের দলে চলে এলো। এই সময় বগুড়ার কালেক্‌টার গভর্নর জেনারেল ও তার পরিষদকে জানালো, তার এলাকায় ও তার জানামতে কমপক্ষে পঁচিশজন সেপাই ইতিমধ্যেই ইংরেজ বাহিনী ত্যাগ করে ফকির বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

বইঘর.কম ও রোকন

অন্যান্য কালেক্‌টার আর আমলা-কুঠিয়ালরা জানালো, জমিদারেরা কেউ কেউ ইংরেজপক্ষ ত্যাগ করে ফকিকরদের সমর্থন করা শুরু করেছে। ওদিকে বাড়তেই আছে ফকির বাহিনীর কলেবর।

কেঁপে উঠলো ইংরেজ শাসনের ভিত্। ইংরেজদের গদী এবার সত্যি সত্যিই টলমলে হয়ে গেল। শুকিয়ে গেল গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদদের মুখ। চিত্ত যাদের অধিক দুর্বল, তারা তাদের পোষ্যদের গোপনে স্বদেশে পাঠিয়ে দেবে কি না গালে হাত দিয়ে এই ভাবনা ভাবতে লাগলো। এই মুহূর্তে আর এইসাথে আর একটু শক্ত ঘা পড়লেই পাততারি গুটিয়ে নিয়ে ইংরেজদের স্বমূলকে পাড়ি জমাতে হতো।

কিন্তু নসীব বরাবররই পক্ষে ছিল ইংরেজদের। ফকিরদের এ আঘাত আরো খানিক শক্ত করে দেয়ার লোক কেউ ছিল না। কেউ ছিল না পাশে এসে সাহায্য করতে তাঁদের। ফকিরদের এ উদ্যোগ একেবারেই তাঁদের একক উদ্যোগ ছিল। ফকিরেরা নিজেরাই অন্তরের টানে এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাদের পেছনে কোন নবাব-বাদশাহ বা কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তি কিছু ছিল না। কোন কেন্দ্রীয় পরিচালনাও ছিল না। ফকিরদের এ আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার কেন্দ্র হিসাবে ভেতরের বা বাইরের কোন শক্তিই ফকিরদের পেছনে দাঁড়ালো না।

এদিকে আবার জনগণও রাজনৈতিকভাবে মোটেই সচেতন ছিল না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের কখন কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত তা তারা বুঝতো না। ফকিরদের প্রতি তাদের আন্তরিক সমর্থন থাকলেও, ফকিরদের তারা আহার-আশ্রয় দিলেও এবং কিছু কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি একক গরজে ও উৎসাহে ফকিরদের দলে এসে যোগদান করলেও ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশই ছিল নীরব ও নিস্ক্রীয়। ফকিরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করার অতিরিক্ত দেশের এই আশিভাগ জনগোষ্ঠী সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করলো না। অবশিষ্ট বিশভাগের ঊনিশভাগই রইলো ইংরেজদের লালনে ও পক্ষে, কেবলমাত্র একভাগ লোক ফকিরদের পেছনে ছুটাছুটি করতে লাগলো। তা-ও আবার একসাথে নয়। সময়ে এ, সময়ে ও। সার্বক্ষণিক নয়, কেউ এই বেলা, কেউ ঐ বেলা। কেউ তাৎক্ষণিকভাবে, কেউ কিছুদিন ধরে। সার্বক্ষণিকদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অতি নগণ্য। www.boighar.com

এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ফকিরদের সাথে কোন সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করলো না মানে, গ্রহণ করা যে তাদের প্রয়োজন, দেশপ্রেমিক ও অত্যাচারিত জনগণের সকলেরই যে এখন একযোগে লাঠি হাতে বেরিয়ে আসা অত্যাবশ্যক, এ বোধ মোটেই তাদের ছিল না। ইংরেজদের বিতাড়িত করার কাজটা যেন কেবল

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরদেরই, আর তারাই তা করুক-এই ছিল দেশপ্রেমিক ও অত্যাচারিত জনগণের অনুভূতি, বোধ ও প্রত্যাশা। শুভ কামনা করা ও দোয়া প্রার্থনা করার অতিরিক্ত আর কোন বোধ তাদের ছিল না।

ফলে আসন টলটলয়মান হয়ে উঠলেও ইংরেজরা এ বিপর্যয় তরিয়ে উঠার মওকা পেলো আর তরিয়ে উঠতে সক্ষমও হলো। একটা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে পুরোপুরি কব্‌জা করতে খুঁটিহীন ও ভাসমান ফকিরেরা পারলেন না।

পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক দেখে ইংরেজ সরকারও মরণপণ করে মরণ কামড় হানলো। তারা দেখলো, সামনে তাদের এখন মরা-বাঁচার প্রশ্ন। এই মুহূর্তে ভয় পেলে চলবে না। টিকতে হলে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সেই মোতাবেক তৎপর হয়ে উঠলো তারা। গভর্নর জেনারেল ও তার পরিষদ দিনাজপুরের প্রাদেশিক কাউন্সিলে অবস্থিত সমুদয় সেনানায়কদের এবং মুর্শিদাবাদ ও রাজমহলের সেনাঘাঁটির সমুদয় সেনাপতিদের এই মর্মে নির্দেশ দিলো যে, এই মুহূর্তে ঘাঁটিতে আর এক্‌টা সেপাইও পোষার প্রশ্ন নেই। সেনাঘাঁটি খালি করে তামাম সৈন্য নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ো। কোনক্রমেই আর কোনভাবেই ফকিরদের কোন দল কোনদিক দিয়ে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মৃত্যুপণ করে আর সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফকিরদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই চাই। সেইসাথে তাদের আবার এ হুঁশিয়ারীও দিলো যে, অল্প সৈন্য নিয়ে আর অসতর্কভাবে ফকিরদের কোন দলকে হামলা করতে যাবে না। মূর্খের মতো সৈন্যক্ষয় করে ইংরেজ সরকারকে হীনবল করবে না।

নির্দেশ অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট রবার্টসন মুর্শিদাবাদ ও রাজমহলের সমুদয় শক্তি একত্র করে নিয়ে মস্তানগড়ে অতর্কিতে আঘাত হানলো।

সুশৃঙ্খল গোয়েন্দা বাহিনী দেশের সর্বত্র না থাকায়, রবার্টসনের প্রস্তুতি সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে মস্তানগড়ে পৌঁছলো না। ফকির বাহিনীর অর্ধেকটা ইতিমধ্যে মস্তানগড়ের বাইরে বিভিন্ন দিকে তৎপরতার কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে এসে রবার্টসন মস্তানগড়ে হামলা দিলে ফকিরনেতা মজনু শাহ অবশিষ্ট ফকিরদের নিয়ে রবার্টসনের এই গুপ্ত হামলা প্রতিরোধ করতে দাঁড়ালেন।

অবশিষ্ট হলেও এবং সকলেই রণবিদ্যায় পারদর্শী না হলেও ফকিরনেতার সাথে তখনও যে বাহিনী ছিল, আকারে তা-ও বিশাল। ফলে প্রথম ধাক্কায় ফকির বাহিনীর কয়েকজন জোয়ান হতাহত হলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে ও পরিণামে

বইঘর.কম ও রোকনু

ইংরেজদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা বিরাট অংকে দাঁড়ালো। আহত হলো আরো অনেক বেশী সংখ্যক সেপাই-সেনা। রবার্টসন নিজেও আহত হলো গুরুতরভাবে। প্রশিক্ষণহীন সদ্য আসা জোয়ানদের সংখ্যাই এ সময় ফকির বাহিনীতে অধিক ছিল। তা না হলে রবার্টসন আর তার বাহিনীর পরিণামও তাদের অতীত বাহিনীগুলোর মতোই করুণতর হতো। কথিত আছে, ইংরেজ বাহিনী তছনছ করে দিয়ে মস্তানগড় থেকে বেরিয়ে আসার সময় ইংরেজ সেপাইদের লাশের পর লাশ ডিঙ্গিয়ে ফকিরদের বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রাণপণ করেও রবার্টসন মস্তানগড়ে ফকির বাহিনীর কোন অংশই আটক করতে পারলো না। ফকিরেরা অতি সহজেই মস্তানগড় থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তিরস্কারের ভয়ে রবার্টসন সেই মুহূর্তে গভর্নর জেনারেলকে জানালো— 'ফকিরদের মস্তানগড়ে আটকাতে পারিনি ঠিকই, তবে তাদের বিশজন জোয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। আহত করা হয়েছে আরো অনেক বেশী জনকে। সে তুলনায় আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা খুবই কম, যদিও আমি নিজে কিছুটা আহত হয়েছি অকস্মাৎ।'

রবার্টসনের এই ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত হামলাও ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজরা আবার অনেকখানি দমে গেল। প্রত্যেক জেলার কালেক্টারদের অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করার পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেয়ার সাথে ইংরেজ সরকারের মাথা-মুরুব্বীরা ভাবতে লাগলো, এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করা যায় ? ফকিরদের রাজ্য নেই, রাজধানী নেই, নির্দিষ্ট দপ্তর বা ঠিকানা নেই যে, সেখানে তারা সসৈন্য হানা দেবে। কোথায় তাদের কোন্ দল আছে, সে হদিসও পাওয়া ভার। আজ যারা যেখানে আছে কাল গেলে দেখা যায় সেখানে তারা কেউ নেই। তদুপরি একদলকে হামলা করলেই হামলা করা হয় না, আরও দশ দল বাইরে থেকে যায়। হামলা করেও অধিক ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায় না, অনেক খেশারত দিয়ে ফিরে আসতে হয়। চিন্তা করে তারা কোন কুল করতে পারলো না।

অন্য কথায়, ফকিরেরা যেমন একক প্রচেষ্টায় ইংরেজদের পুরোপুরি কব্জা করতে পারছেন না, ইংরেজেরাও তেমনি জান-প্রাণ করেও ফকিরদের সরাসরি বাগে আনতে পারলো না।

বাগে আনার পথ-পন্থা চিন্তা করে না পেয়ে ফকিরদের ঐ খণ্ড খণ্ড দলের পেছনেই ইংরেজেরা ছুটতে লাগলো।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও তাঁদের তুলনায় হীনবল ইংরেজ বাহিনীর মোকাবেলা করে করেই ফকির বাহিনীও সারাদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বিশেষ করে

বইঘর.কম ও রোকন

রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও মোমেনশাহী জেলার অত্যাচারী জমিদার, ইজারাদার আর কুঠিয়ালদের দস্তুরমতো শায়েস্তা করে ফিরতে লাগলো। এই অবস্থা চলতে লাগলো অনেকদিন।

ফকিরনেতা মজনু শাহ তাঁর দলের একটি অংশ নিয়ে পুনরায় মোমেনশাহীতে যাত্রা করার প্রাক্কালে ফকির ইমাম শাহ, নেওয়াজী শাহ, বুধু শাহ প্রমুখ কয়েক জনকে ডেকে বললেন— 'তোমরা এবার বিরামে যাও। তোমাদের সাথে আর যারা দীর্ঘদিন পান্ডুয়াতে ছিল, তাদের সবাইকে এ এযাজত দিয়ে দিয়েছি। বিরামে তোমাদের তখনই পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু নয়া হামলা শুরু আর সফলভাবে চালু করার প্রয়োজনেই তখন তোমাদের বিরামে পাঠাতে পারিনি। এরপরও আবার অনেকদিন কেটে গেল। তোমাদের খুবই তকলিফ হলো আর তোমাদের উপর আমি অনেকটা অবিচারই করলাম। এজন্যে দুঃখিত।'

উপস্থিত সকলেই এ কথায় শরমিন্দা বোধ করলেন। এঁদের মুখপাত্র হিসাবে ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—'জ্বি না হুজুর, জ্বি না। মোটেই কোন অবিচার হয়নি আর আমরাও তকলিফ বোধ করিনি। ঐ শুরু করার সময় হুজুর আমাদের বিরাম নিতে বললেও আমরা সবিনয়ে বিরাম নিতে অস্বীকার করতাম। নয়াভাবে হামলা শুরু করার ঐ আনন্দ আর উৎসাহ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাইতাম না।'

মজনু শাহ মোহিত কণ্ঠে বললেন— 'বাপজান!'

নেওয়াজী শাহ বললেন— 'মোমেনশাহীতে যাওয়ার পথে হুজুর যদি এখনও আমাদের সাথে নেন, তাহলেও আমরা আনন্দিত হওয়া বৈ নারাজ-নাখোশ হবো না বা তকলিফ বোধ করবো না। হুজুরের সাথে থাকতে পারার একটা আনন্দই আলাদা।'

মজনু শাহ বললেন— 'তা হয় না বাপজানেরা। তোমাদের শরীরটা রক্ত-মাংসের শরীর, কোন লোহার যন্ত্র নয়। লোহার যন্ত্র হলেও তার ক্ষয়-ঘাটতি আছে। যাও, মোরাং-এ বা যেখানে খুশী গিয়ে কিছুদিন বিরাম নিয়ে এসো। আর দ্বিরুক্তি করো না।'

ইমাম শাহ বললেন— 'জ্বি আচ্ছা হুজুর। তবে---!'

মজনু শাহ বললেন— 'তবে কিছুটা কষ্টকর হলেও কর্তব্যের প্রয়োজনেই বলছি, পারতপক্ষে হপ্তা দুয়েকের অধিক কাল তোমরা কেউ বিরামে থাকবে না। পক্ষকাল পরেই চলে এসো। অবশ্য কথাটা কিন্তু পারতপক্ষে। কোনো জবরদস্তি নয়।'

ঃ হুজুর !

ঃ দেখতেই তো পাচ্ছো, আমাদের আন্দোলন আল্লাহর রহমে এখন খুব উষ্ণ হয়ে উঠেছে। একে আরো জোরদার করতে হবে। এই সময় তোমাদের মতো

বইঘর.কম ও রোকনু

উদ্যমশীল আর দক্ষ লোক দলের বাইরে থাকলে, দল আমাদের হীনবল হয়ে পড়বে। আমাদের তৎপরতা ঢিলা হয়ে যাবে।

ঃ তা ঠিক-তা ঠিক। আমরা অধিক দিন বিরামে থাকবো না হুজুর। তাড়াতাড়ি চলে আসবো।

ঃ তাই এসো। আমাদের এ জেহাদে ভাটা পড়লে চলবে না। এটাকে জোরদার করেই রাখতে হবে দীর্ঘদিন। ইংরেজেরা এক ধাক্কায় যাবে না বা তাদের মতো একটা প্রতিষ্ঠিত আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তিকে এক ধাক্কা মেরে আমরা সরাতেও পারবো না। এ জেহাদ আমাদের টানতে হবে বহুদিন।

ঃ হুজুর!

ঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে এসেছি। এই ফাঁকে তোমরা যারা নওজোয়ান আছো, তাদের একটা নসিহত করে যাই। ইংরেজদের তাড়াতে হলে আমাদের এ জেহাদ অনেকদিন ধরে তোমাদের টেনে নিয়ে যেতে হবে আর অনেকদিন ধরেই এটাকে জোরদার রাখতে হবে। জোরদারভাবে দীর্ঘদিন টানতে পারলে তবেই ক্রমে ক্রমে ইংরেজেরা অতিষ্ঠ, হীনবল এবং শেষে হতাশ হয়ে এ দেশ ত্যাগ করবে।

ঃ আপনি দোয়া করবেন হুজুর, আপনার এ নসিহত যথাযথভাবে মেনে চলার তৌফিক যেন রাহমানুর রাহিম আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেন।

ঃ সে দোয়া আমার অবশ্যই থাকবে বাপজান। এইসাথে আরো একটা কথা বলি, কোন বিপর্যয়েই তোমাদের ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। প্রত্যেকটি বালা-মুসিবতের পরে আবার তোমাদের দাঁড়াতে হবে নয়া উদ্যমে। ধৈর্য আর অধ্যাবসায় থাকলে তবেই আমরা কামিয়াবীর আশা করতে পারি।

ঃ হুজুর!

ঃ এতটার গরজ না-ও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা রাজী থাকলে কামিয়াবী আমাদের জলদি জলদিও আসতে পারে। আমি বলছি ভবিষ্যতের কথা।

ঃ জ্বি হুজুর, বুঝতে পেরেছি। হুজুরের সব কথাই আমরা ইয়াদে রেখে চলবো।

ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সার্বিক ভালাই বিধান করুন। তোমরা এখন যাও। আমার ওদিকে কাজ আছে, আর অপেক্ষা করতে পারছিনে।

ফকিরনেতা মজনু শাহ অন্যদিকে চলে গেলেন। অন্যান্যেরা সকলেই কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর ইমাম শাহ বললেন— 'কি ভাবছেন ভাই সাহেবেরা? চলুন, সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রওনা হই।'

বদর শাহ বললেন— 'হ্যাঁ, রওনা তো হতেই হবে। হুজুরের ইচ্ছের মোটেই অবমাননা করা যাবে না। আর তা ছাড়া পরিশ্রান্তও তো আমরা কিছুটা হয়ে পড়েছি ঠিকই।' • •

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ্ বললেন— 'জ্বি-জ্বি, তা বটে। তাহলে আপনারা কে কোন্দিকে যাবেন ভাবছেন ?'

বুধু শাহ বললেন— 'আমরা মোরাংয়ে-ই যাই, না কি বলেন ভাইসাহেব ?'

বুধু শাহ বদর শাহকে প্রশ্ন করলেন। বদর শাহ্ বললেন— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ মোরাংয়ে তো বটেই। মোরাং ছাড়া নিরাপদে কাটানোর স্থান আর আমাদের কোথায় ? আপনারা ?'

জবাব দিলেন নেওয়াজী শাহ। বললেন— 'আমিও ঐ মোরাংয়ে-ই যাবো। তবে সরাসরি নয়, পূর্ণিয়াতে আমার কয়েকদিন দেরী হবে।'

নেওয়াজী শাহ্র কণ্ঠস্বর কিছুটা উদাস হলো। ইমাম শাহ তা লক্ষ্য করে সজাগ হয়ে উঠলেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন— 'পূর্ণিয়ায় যাবে ?'

নেওয়াজী শাহও ইংগিতপূর্ণ নজরে চেয়ে উদাস কণ্ঠে বললেন— 'যাই দেখি, ওখানে চেনা-জানাদের কাউকে খুঁজে পাই কি না। একটানা শুধু শুধু বসে থাকা ভাল লাগে না আমার।'

ইমাম শাহ নেওয়াজী শাহর অন্তরে হালত্ বুঝলেন। নিঃশ্বাস চেপে বললেন— 'ও আচ্ছা।'

বুধু শাহ ফের ইমাম শাহকে প্রশ্ন করলেন— 'আপনি ? আপনি কি করবেন ভাই সাহেব ? আপনি কি আমাদের সাথে যাবেন ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'না ভাইসাহেব, আমি একটু নূরপুরে যাবো ভাবছি। ঐ যে আপনি সেবার---।'

খেয়াল হতেই বুধু শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। এই ফাঁকে অবশ্যই আপনার সেখানে একবার যাওয়া উচিত। আবার কতদিন পার হয়ে গেল। সেই মুরুব্বীর মধ্যে যে আগ্রহ আর আকুলতা দেখে এসেছিলাম, তাতে ভদ্রলোকের সাথে আপনি এখনও দেখা না করলে সেটা একটা খুবই গুনাহর কাজ হবে।'

ইমাম শাহ বললেন— 'হ্যাঁ, তাই একটু যাবো।'

নড়েচড়ে উঠে বদর শাহ বললেন— 'তাহলে চলুন ভাই সাহেব, যে যার দিকে রওনা হই। খামাখা আর দেরী করে ফায়দা কি ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'জ্বি, চলুন। তবে একটা কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। ঠিক কথা নয়, প্রস্তাব। হুজুরের মনের ইচ্ছে তো বুঝতে পারলেন। আমাদের তকলিফের কথা ভেবেই উনি আমাদের বিরামে যেতে বলছেন। আমাদের প্রতি স্নেহ তাঁর অপরিসীম বলেই আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উনি ছেড়ে দিচ্ছেন আমাদের। আমার মনে হয়, হপ্তাকাল বা হপ্তাদেড়েকের অধিক আমাদের কারো বিরামে থাকা ঠিক হবে না।'

বইঘর.কম ও রোকনু

বুধু শাহ পুনরায় উৎসাহ ভরে বললেন— 'জব্বোর গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলেছেন ভাই সাহেব। আমার মনে হয়, হপ্তাকাল পরেই ফিরে আসা আমাদের ঠিক হবে।'

ইমাম শাহ বললেন— 'সেই কথাই বলছি। আল্লাহ চাহে তো আমি এক হপ্তার পরেই আবার কাজে এসে যোগ দেবো।'

বদর শাহও সমর্থন দিয়ে বললেন— 'আমিও-আমিও।'

নেওয়াজী শাহ ঐ রকমই উদাস কণ্ঠে বললেন— 'আমি বোধহয় তা পারবো না ভাই সাহেব। আমার কয়েকদিন দেরী হবে।'

ইমাম শাহ উৎসাহ দিয়ে বললেন— 'বেশ তো! দেরী হলে অবশ্যই করবেন। আমি বলছি, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দলে আমাদের ফিরে আসা উচিত।'

সকলেই সমর্থন দিয়ে বললেন— 'জরুর! জরুর!'

পরস্পর পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে যে যার পথ ধরলেন।

ইমাম শাহ নূরপুরে এলেন। ভর দুপুরে তিনি আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বাহির আঙ্গিনায় এসে দেখলেন, কোথাও কেউ নেই। অন্দরেও তেমন কোন সাড়াশব্দ নেই। ঠুক-ঠাক এটা ওটার দুই একটা শব্দ, নিম্নকণ্ঠের দুই/একটা কথা শুনা যাচ্ছে কেবল।

দেউটির কাছে এসে তিনি লহমাখানেক দাঁড়ালেন। কাউকে ডাক দেবেন কি না, ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এরপর দহলীজের দিকে এগুলেন। দহলীজের বাহির দিকের বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়াই তিনি সমীচীন বোধ করলেন।

মাটির দিকে নজর রেখে হেঁটে এলেন। বাহির দিকের বারান্দার একেবারে কাছে এসে চোখ তুলেই তিনি ভয়ানক হকচকিয়ে গেরেন। একদম তাঁর চোখের সামনে নূরবানু। নূরবানুর মুখ মণ্ডল উন্মুক্ত।

দহলীজের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বারান্দাটির দেউটির দিকের দক্ষিণ প্রান্তটা মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ দেওয়ালের পাশেই দহলীজের দরজা। দেউটির দিকে এসে তাই ইমাম শাহ নূরবানুকে দেখতে পাননি।

ইমাম শাহ সংযত পদচারণায় কোন সাড়াশব্দ ছিল না। নূরবানুও তখন তেমন একটা চেতনার মধ্যে ছিল না। বৈঠকখানার খোলা দরজার চৌকাঠের উপর সে ধ্যানস্থভাবে বসে ছিল। তার নজর ছিল দূরে। দূরবর্তী মাঠের দিকে। দেওয়ান সাহেবের বাড়ীর তল দিয়ে যে কাঁচা পথ খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে গঞ্জের দিকে গেছে, সেই পথেরই দূরবর্তী একটা অংশ বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে। একা একা বসে সেই পথের দিকে স্থির নজরে চেয়ে আছে নূরবানু। মাথার ওড়নাটা যে

বইঘর.কম ও রোকন

কখন খসে পড়েছে সে খেয়ালই নেই। ঐ পথ বেয়ে কে যাচ্ছে, কে আসছে এক ধেয়ানে তাই সে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

হকচকিয়ে গিয়ে ইমাম শাহ দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। এইসময় কি খেয়ালে নূরবানু তার দৃষ্টি সামনের দিকে ফেরালো। একদম তার চোখের উপর ইমাম শাহকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখামাত্র সে থর থর করে একবার একটু কেঁপে উঠলো। তার সারা অঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠলো। এরপরেই সে আবার স্থবির হয়ে গেল। নড়নচড়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। সে ইমাম শাহর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

ইমাম শাহও তখন পুরোপুরি সম্বিতে ছিলেন না। তিনিও চেয়ে রইলেন ঐ ভাবেই। সম্বিতহীন উভয়েই। উভয়েই চেয়ে রইলেন উভয়ের মুখের দিকে। পলকখানেক নয়, বেশ কয়েকটি পলক ধরে।

মাঝখানে অনেক কয়টি বছর গত হয়ে গেছে। ঐ অবস্থাতেই ইমাম শাহ লক্ষ্য করলেন, নূরবানুর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। হাত-পা ও মুখমণ্ডল আগের চেয়ে অনেকখানি ভরাট হয়ে গেছে। অনেকখানি পুষ্ট ও ভারী হয়ে উঠেছে। যৌবন তার এখন একেবারেই তুঙ্গে। মধ্যাহ্নের চরম ক্ষণে উপনীত। আর কিছুদিন পরেই হেলে পড়বে সূর্য। সেই সাথে ইমাম শাহ লক্ষ্য করলেন, যৌবনের প্রাচুর্যে নূরবানুর রূপ বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। গোলাপের কলি পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হওয়ার পর ঝরে পড়ার অপেক্ষায় যে অবস্থায় থাকে, নূরবানুর মুখমণ্ডল সেই সৌন্দর্য ও সৌরভ ভরা গোলাপের মতোই প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। ব্যতিক্রম যা কিছু তা হলো, ফুলের উপর মেঘের ছায়ার মতো কি একটা ছায়া তার অপরূপ মুখখানা কিঞ্চিৎ মলিন করে রেখেছে।

পুরোপুরি সম্বিতে ফিরে এসেই ইমাম শাহ চমকে উঠলেন। একদৃষ্টিতে এতক্ষণ নূরবানুর মুখের দিকে চেয়ে থাকার শরমে তিনি সংকুচিত হয়ে গেলেন।

ইমাম শাহকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে দেখে নূরবানুও হুঁশে এলো। সে-ও নড়েচড়ে উঠলো।

ইমাম শাহ নিজেকে সংযত করে নিতে নিতেই লক্ষ্য করলেন, নূরবানু নড়ে উঠার সাথে সাথে তার ঠোঁট দু'টি ঝড়ের মুখে বাঁশের পাতার মতো থরথর করে কেঁপে উঠলো। ঝরঝর করে তার দুইচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। উদ্‌গত কান্নার তীব্র একটা আওয়াজ অল্প একটু বাইরে বেরিয়ে এসেই তা আবার নূরবানুর গলার মধ্যে আটকে গেল।

বইঘর.কম ও রোকন

ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়ালো নূরবানু। দুই হাতে সে মুখমণ্ডল আবৃত করলো। এরপর কোন কথা না বলে ঝড়ের বেগে বৈঠকখানার মধ্য দিয়ে অন্দরের দিকে ছুটে গেল।

কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইমাম শাহ ওখানেই আরো কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন। এরপর ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে উঠলেন। দরজা খোলাই ছিল। যন্ত্রচালিতের মতো তিনি বৈঠকখানায় ঢুকলেন এবং একটা কুরসীর উপর থপ্‌ করে বসে পড়লেন।

কত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল সে খেয়াল ইমাম শাহর ছিল না। নূরবানুর বেদনায় তখন তিনি একেবারেই বিহ্বল হয়ে গেছেন। কেবলই ভাবছেন, নূরবানুর এ বেদনা দীর্ঘদিন তাঁকে না দেখার বেদনা, না এর মধ্যে আর কিছু আছে !

পড়িমরি ছুটে এলো রুস্তম আলী। এসেই সে প্রচণ্ড আবেগে বলে উঠলো— 'আরে এই যে বাপজান ! আপনি এসেছেন ? আস্‌সালামু আলাইকুম। এতদিন পরে এলেন ? কোথায় ছিলেন এতদিন ?'

রুস্তম আলীর আওয়াজে ধ্যান ভাঙলো ইমাম শাহর। থতমত করে কোনমতো সালামের জবাব দিয়ে রুস্তম আলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। দেখলেন, রুস্তম আলীও অনেকখানি প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে গেছে। তার কানের কাছের দুই/একটা চুলে পাক ধরতে দেখে গেলেন শেষবার। এবার দেখলেন, তার দুই কানের পাশের অনেকগুলি চুল সাদা হয়ে গেছে।

রুস্তম আলীর প্রশ্নের জবাবে তিনি কি বললেন ভাবতেই রুস্তম আলী আবার আবেগ ভরে বলে উঠলো— 'হায়-হায়-হায় ! কতদিন চলে গেল, সেই গেলেন আর একবারও এলেন না‌া ? এতটাই নির্দয় আপনি বাপজান ?'

নিজেকে সামলে নিয়ে ইমাম শাহ অপরাধীর কণ্ঠে বললেন— 'হ্যাঁ চাচা, সত্যিই আমার জিয়াদা কসুর হয়ে গেছে। এর মধ্যে আরও দু'একবার অবশ্যই আসা আমার উচিত ছিল। আপনার অভিযোগ অন্যায় নয়। কিন্তু কি করবো চাচা? ইচ্ছে করে যে আসিনি, ব্যাপারটা তা নয়। যে কাজে আমি আছি, তাতে অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসৎ আমার খুবই কম।'

ঃ বাপজান !

ঃ নাওয়া-খাওয়ার কথাও সব সময় খেয়াল থাকে না চাচা। আবার খেয়াল থাকলেও সে সময় প্রায়ই জোটে না। এখানে আমি আসি কি করে ? বড়ই বেকায়দা চাচা। অল্প কথায় আপনাকে তা বোঝাতে আমি পারবো না।

রুস্তম আলীর আবেগ খাটো হলো। সে-ও এবার শান্তকণ্ঠে বললো— 'না, তা ঠিক বোঝাতেও হবে না বাপজান। আপনার মতো লোক যে ইচ্ছে করেই আসছেন না, আমাদের বিলকুল ভুলে গেছেন, আমরাও ঠিক এটা মনে করিনি।

বইঘর.কম ও রোকন

তবে দেরীটা যে একদম চিন্তার বাইরে চলে গেছে। আপনাকে যারা দরদ করে, আপনার কথা ভাবে তাদের জন্যে এটা কতটা তকলিফের ব্যাপার, একবার সোচ করে দেখুন ?'

নেহায়েতই হক কথা। বাধাটা যত বড়ই হোক, তাঁর না আসতে পারার পেছনে যত কারণই থাক, এ অভিযোগ খন্ডন করা সত্যিই বড় কঠিন।

ইমাম শাহ নির্জীবকণ্ঠে বললেন— 'হ্যাঁ চাচা, সেটা আমি জরুর বুঝতে পারছি। না আসতে পারার জন্যে আমরাও যে মনঃকষ্ট কম হয়েছে তা-ও ঠিক নয়। আমিও এ জন্যে খুবই কষ্টবোধ করেছি। কোন কোন মুহূর্তে একদম ছটফট করে উঠেছি।'

ঃ বাপজান !

ঃ ওসব কথা আপাততঃ থাক। এবার আপনাদের কথা বলুন। এদিকের খবর সব ভাল তো ?

ঃ জ্বি-জ্বি, মোটামুটি ভাল। তবে নূরবানু আম্মাজানের মায়ের অবস্থাটা ভাল নয়। অনেকদিন থেকেই উনি বিমারে ভোগছেন। ওদিকে আবার ঐ বিমারী বুড়ীবেটি, মানে হুজুরের ফুফুটা বছর তিনেক আগে ইন্তেকাল করেছেন।

ইমাম শাহ চমকে উঠে বললেন— 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন!'

রুস্তম আলী ফের বললো— 'এ ছাড়া মোটামুটি সবাই আমরা ভাল আছি। আর কারো কোন অসুবিধে নেই।'

ঃ চাচা!

ঃ গাঁয়ের অবস্থাও এখন অনেকটা ভাল বাপজান। চন্ডালীটা কেন যেন কিছুদিন হলো একটু খামুশ মেরেই আছে।

রুস্তম আলী অল্প একটু হাসলো।

সেদিকে নজর না দিয়ে ইমাম শাহ প্রশ্ন করলেন— 'নূরবানুর আম্মার হালত কি খুবই খারাপ ? মানে কাহিল ?'

ঃ জ্বি না, সব সময় কাহিল থাকে না। মাঝে মাঝে খুবই কাহিল হয়ে যায়। তবে এখন অনেকটা ভালই আছেন। হেকিম সাহেব বলেছেন, এইভাবে আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন ইনশা' আল্লাহ।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ ! তা মকানে কারো তেমন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে যে ? কোথায় গেলেন সব ?

ঃ যাননি কোথাও। এখন একদম দুপুর তো। খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন সবাই। এইমাত্র শুয়ে পড়েছেন। নূরবানু আম্মাজানের ভাই-ভাবীও

বইঘর.কম ও রোকন

শুয়ে পড়েছেন। ওদিকে নূরবানু আম্মাজানের আম্মা অসুস্থ মানুষ। তিনিও বিরাম নিচ্ছেন। বিরামে তাঁদের ব্যাঘাত ঘটতে পারে সেজন্যে সবাই আমরা এ সময় একটু নীরবে চলাফেরা করছি। সবাই বাড়ীতেই আছেন।

ঃ ও-আচ্ছা। তা চাচা, নূরবানুর কি কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে ? মানে---!

ঃ কেন কেন, অসুখ-বিসুখ হবে কেন ? তিনিই তো গিয়ে আমাকে আপনার কথা বললেন।

ঃ না-বলছি, তাঁকে যে মনমরা হয়ে ঐ দরজার উপর চুপচাপ বসে থাকতে দেখলাম ? চোখ-মুখ বড়ই মলিন !

রুস্তম আলীর মুখের আলো নিভে গেল। সে নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'হায়রে বাপজান, এটা যদি বুঝতেন, তাহলে এতদিন কোনমতেই দূরে সরে থাকতে পারতেন না।'

ইমাম শাহ শংকিত কণ্ঠে বললেন— 'কেন চাচা ? এ কথা বলছেন কেন ?'

ঃ শুধুই কি আজ ? এইটেই তো এখন একমাত্র কাজ হয়েছে নূরবানু আম্মাজানের। সকালে-দুপুরে-বিকেলে, ফাঁক পেলেই তিনি এসে ঐ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকেন দু'একদিন এই দরজায় এসে বসেন আর প্রায়দিনই জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন। কে যায়, কে আসে ধেয়ান ধরে দেখেন। ভাবেন, এই বুঝি আপনি এলেন !

ইমাম শাহ ফের চমকে উঠে বললেন— 'চাচা !'

ঃ আপনার পথচেয়ে থেকে থেকে হতাশায় তিনি এখন কেমন যেন হয়ে গেছেন। তাঁর সাথে সাহস করে কেউ কথা বলতে পারে না।

ঃ চাচা, এটা আপনারা কি করে বুঝলেন ?

ঃ কোন্‌টা ?

ঃ আমার পথচেয়েই তিনি যে বসে থাকেন, এটা কি করে বুঝলেন ? একথা তিনি কি কাউকে বলেছেন ?

রুস্তম আলী সোচ্চার হয়ে উঠলো। বললো— 'আরে সে কি ! বলেছেন মানে? এ কথা তো এ বাড়ীর সবাই জানে। মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে অথচ বছরের পর বছর ধরে আপনার কোন খবর নেই দেখে, হুজুর নূরবানু আম্মাজানের অন্যত্র শাদি দেয়ার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু নূরবানু আম্মাজান অনড়। তাঁকে কিছুতেই কেউ অন্যত্র শাদি করতে রাজী করাতে পারলেন না।'

ঃ চাচা !

ঃ সবাই যখন তাঁর উপর খুব চাপ সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন, আপনাকে ছাড়া জিন্দেগীতে আর কাউকে শাদি তিনি করবেন

বইঘর.কম ও রোকন

না। এইভাবেই যদি জিন্দেগীরভর থাকতে হয় তাই তিনি থাকবেন, তবু জান গেলেও আর কাউকে শাদি তিনি করবেন না।

ঃ বলেন কি ! নিজে তিনি তা বলেছেন ?

ঃ সাফ সাফ সবার মুখের উপর বলে দিয়েছেন। এতে অনেকেই আপনার নাম করে বললেন, 'উনি আর কখনো আসবেন না তা কি দেখতে পাচ্ছো না ? এলে এতদিন আসতেন।'

ঃ তারপর ?

ঃ নূরবানু আম্মাজান তখন জোরবিশ্বাসে তেজের সাথে বললেন— 'অবশ্যই আসবেন, জরুর আসবেন। বেঁচে থাকলে না এসে উনি কিছুতেই পারবেন না।' এতে কেউ কেউ বললেন—'বেঁচে যদি না থাকেন, তাহলে ?' জবাবে নূরবানু আম্মাজান বললেন— 'তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। এরপর আবার শাদি কি ? আমার শাদির প্রশ্ন আর উঠে কেন ?'

ইমাম শাহ তাজ্জব হয়ে গেলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—'এতটাই নূরবানু বেগম বলতে পারলেন ? মানে, কোনো শরম-সংকোচ---!

ঃ হ্যাঁ, হঠাৎ শুনতে তাই মনে হয়। কিন্তু মানুষ যখন তার জিন্দেগীর চরম সমস্যা নিয়ে, মানে চরম পর্যায় উঠে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে যায়, তখন শরম-সংকোচের বাধা আর বাধাই থাকে না বাপজান আগে না বুঝলেও, এই নূরবানু আম্মাজানের অবস্থাটা দেখেই তা বুঝলাম। তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, এসব কথা বলতে তাঁর শরম পাওয়া উচিত, এ রকম কোন প্রশ্নই কারো মনে আর জাগেনি।

ঃ চাচা !

ঃ বরং খোলাখুলি আর সাফ কথা তিনি সহজভাবে বলছেন দেখে, আমরা খুশীই হয়েছি।

ঃ ও-আচ্ছা। তারপর ?

ঃ তারপর মানে, ঐ যে তিনি জোর দিয়ে বললেন, আপনি আসবেনই। সেই থেকেই যখন সময় পান তখনই নূরবানু আম্মাজান আপনার আশায় পথের দিকে ঐভাবে চেয়ে থাকেন। এ কি এক/ দুইদিনের ব্যাপার বাপজান ? দিনের পর দিন ঐভাবে চেয়ে থাকেন। দেখে আমাদেরই বুকটা ফেটে যায় !

পাশের কক্ষ থেকে নূরবানু এই সময় রুস্তম আলীকে উদ্দেশ্য করে ধমক দিয়ে বললো— 'কাকে কি শোনাচ্ছো চাচা ? অবুঝকে বুঝ দিয়ে কোন লাভ আছে? ওসব কথা রেখে, মেহমান ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, তাঁর তয়তদবিরটা করো একটু।'

বইঘর.কম ও রোকন

রুস্তম আলী ভড়কে গিয়ে বললো— 'আম্মাজান !'

নূরবানু বললো— 'মেহমানের আহার-গোসলের কি চিন্তা করতে হবে না ? কতদূর থেকে এই দুপুর বেলা উনি এখানে এসেছেন, কে জানে ? সকাল থেকে আদৌ তাঁর পেটে কিছু পড়েছে কি না-এ খবরই বা দেবে কে ? দেখতে হবে না এসব ?'

রুস্তম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'দেখছি আম্মাজান, দেখছি। উনি কেন এতদিন আসেননি সেই কথাটাই জানতে চাচ্ছি কেবল।'

ঃ অনেক তো জানতে চাইলে, উনিও অনেক বললেন। আর কত শুনতে চাও ?

ঃ আম্মাজান !

ঃ তোমাদের সব কথাই আমি প্রথম থেকে শুনেছি। অনেক কথা হয়েছে। আর নয়।

ঃ সে কি আম্মাজান ? আপনি কখন শুনলেন ?

ঃ তোমার পিছে পিছেই তো এ ঘরে আমি এলাম চাচা ! সেই থেকেই তো কথা বলতে শুনছি তোমাদের। আর কত ?

ঃ আম্মাজান !

ঃ খাহেশ থাকলে পরে আবার সময় করে এসে অবুঝকে যত খুশী বুঝ দিও। এবার এসো তো দেখি, মেহমানের আহার-বিরামের ব্যবস্থাটা সবাই মিলে একটু দেখি।

ঃ চলুন-চলুন। বাপজানের গোসলের ব্যবস্থাটা আমি আগে করি, আপনি অন্যদিকে দেখুন---।

বলতে বলতে রুস্তম আলী ছুটে এলো।

নূরবানু আর রুস্তম আলীরা মিলে উপস্থিত খানা দিয়ে মেহমানের মেহমানদারী করতেই দিবানিদ্রা শেষ হলো সকলের। বিরাম থেকে উঠেই সবাই ইমাম শাহর আগমন সংবাদ পেলেন। সবাই এতে যারপরনাই খুশী হলেন। হৃষ্টচিত্তে এসে তাঁরা ইমাম শাহকে ঘিরে ধরলেন।

আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব খবর শুনেই শশব্যস্তে দহলীজে ছুটে এলেন এবং অপরিসীম খোশ প্রকাশ করে ইমাম শাহকে দোয়া-খায়ের করলেন। এরপর ইমাম শাহর শরীর-স্বাস্থ্য সহকারে প্রাথমিক কিছু খবরবার্তা করেই তিনি তাড়া দিয়ে আগন্তুকদের ভিড় ভেঙ্গে দিলেন এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত মেহমানকে আহারান্তে বিরামে পাঠিয়ে দিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

সাঁঝের পরেই আবার সবাই ঘিরে ধরলেন ইমাম শাহ্‌কে। আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবও এসে তাঁদের সাথে বসলেন। শুরু হলো আলাপ। প্রথমে দু'চারটি মামুলী কথাবার্তা। অতঃপর ইমাম শাহ্ কেন এতদিন আসেননি, কোথায় কোথায় ছিলেন তিনি, কি হালতে ছিলেন, কোথায় তাঁরা কোন্ জঙ্গ করলেন, কোন জঙ্গে জিতলেন, কোন্ জঙ্গে হারলেন, কয়জন ইংরেজ মারলেন, নিজেরা কয়জন মরলেন— ইত্যাদি ইত্যাদি চমকপ্রদ ও লোমহর্ষক কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে সময় গড় গড় করে গড়িয়ে যেতে লাগলো। বেড়ে চললো রাত। কিন্তু সেদিকে কারো খেয়ালই তখন ছিল না।

খেয়াল হলো শামসুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের ডাকে। আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের ছেলের নাম শামসুদ্দীন। শামসুদ্দীন দেওয়ান। তিনিও এই বৈঠকে অনেকক্ষণ ছিলেন। এরপর উঠে অন্দরের খবর করতে গিয়েছিলেন। তা ও বেশ কিছুক্ষণ আগে। ফিরে এসে সবাইকে একই রকম মশ্‌গুল দেখে শামসুদ্দীন সাহেব রস করে বললেন— 'আরে আরে, আপনারা তো গল্প দিয়েই সেই থেকে সমানে পেট ভরিয়ে যাচ্ছেন ! মেহমানের পেটটা যে খালি পড়ে আছে, সে খেয়াল করছেন না ?'

ধ্যান ভাঙলো সকলের।

কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব বললেন— 'এ্যাঁ ! কি বললে ?'

শামসুদ্দীন বললেন— 'অসময়ে এসে দু'মুঠো পোড়া-হাঁচ্‌ড়া শুকনো খাবার খেয়ে আছেন মেহমান। সে কথাটা খেয়াল করবেন না আপনারা ?'

খেয়ালে এসে দেওয়ান সাহেব বললেন— 'ও হ্যাঁ, তাই তো তাই তো! রাতও বুঝি অনেকখানি হয়ে গেছে ?' www.boighar.com

ঃ হয়ে গেছে মানে ? আশ্‌পড়শী সকলেই খেয়ে-দেয়ে খিল্ দিয়েছেন দুয়ারে। উঠুন-উঠুন, খাবার-দাবার তামাম ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আজকের মতো গল্প-কাহিনী এখানেই বন্ধ থাক। আল্লাহ্ চাহে তো আগামী কাল আবার শোনা যাবে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লেন সকলেই। মেহমানকে নিয়ে নৈশভোজন শেষ করে তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং এরপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। টুকিটাকি দুই/একটা সাধারণ কথা ছাড়া, ইমাম শাহর সাথে বিশেষ আলাপ করার সেদিন আর নূরবানুর কোন মওকা হলো না।

মওকা হলো পরের দিন দুপুরে। দ্বিপ্রহরের আহারান্তে আবার সকলের ঐ বিরামে যাওয়ার পর। দিবানিদ্রায় ইমাম শাহ্ অভ্যস্ত ছিলেন না। সে ফুরসুৎ তাঁর জঙ্গী জীবনে নেই। নেহায়েত রাত্রি জাগরণ আর চরম ক্লান্তি ছাড়া তাঁর দিবাভাগে ঘুম চোখে আসে না। আজও এলো না। বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি

বইঘর.কম ও রোকন

দিয়ে তিনি উঠে এলেন এবং বৈঠকখানার বাইরের দরজার পাশে একটা কুরসী পেতে বারান্দায় বসলেন।

তা দেখে নূরবানুও বৈঠকখানায় এলো। দরজার পাল্লা ঠেলে দিয়ে পাল্লার আড়ালে আর একখানা কুরসী পেতে সে বসলো। এরপর ইমাম শাহকে উদ্দেশ্য করে বললো— 'ঘুম চোখে ধরলো না?'

ইমাম শাহ সবই লক্ষ্য করলেন। নড়েচড়ে বসে স্মিতহাস্যে বললেন— 'না! কিছুতেই ধরলো না।'

ঃ কেন, আবার উড়াল দেয়ার ধান্দা মাথায় এসে গেছে?

ঃ মানে?

ঃ মানে জঙ্গে যাওয়ার চিন্তা। সে চিন্তা এখনই আবার মাথায় এসে ঢুকলো নাকি?

ঃ না-না, এত তাড়াতাড়ি সে চিন্তা মাথায় এবার নেই! এবার কয়েক দিন থাকবো।

নূরবানু নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'সে চিন্তা থাকলেও তাজ্জব কিছু হবো না। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব।'

সজাগ হয়ে উঠে ইমামম শাহ বললেন— 'জ্বি?'

ঃ কি আশ্চর্য! এক মাস নয়, দুই মাস নয়, দুই/একটা বছরও নয়। পরপর এতগুলো বছর এইভাবে গায়েব হয়ে থাকতে পারলেন আপনি? আপনার এত জ্ঞানগর্ভ আর ভরসাভিত্তিক কথা, এত দরদের অভিব্যক্তি-সবই তাহলে ভূঁয়া? নূরবানু নামের কোন কেউ দীলে আপনার তাহলে একবিন্দুও দাগ কাটতে পারেনি?

ঃ নূরবানু!

ঃ আমি তাহলে কেবলই খোয়াব দেখছি বসে বসে?

ঝরঝর করে পুনরায় কেঁদে ফেললো নূরবানু।

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠে ইমাম শাহ বললেন— 'আরে-আরে, করেন কি-করেন কি? আপনি এত অবুঝ হলে তো আমি বড় লাচার! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার তো আর করার বা বলার কিছু থাকে না।'

নূরবানু চোখ মুছে বললো— 'কিন্তু---!'

ঃ কিন্তুর অবকাশটা কোথায় এখানে? গতকাল সাঁঝরাতে আমার ব্যস্ততার কথা সবই আপনাদের শুনালাম। আমার বিপত্তির কথা রুস্তম আলী চাচাকে বুঝিয়ে বলার সময়ও তো আপনি তা শুনেছেন। যে লোক নাওয়া-খাওয়ার সময়টাই পায় না তার কসুরটা আপনারা এমনভাবে ধরলে আমি দাড়াই কোথায়?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সেটা না হয় বুঝলাম। বুঝলাম, সত্যিই আপনার দম নেওয়ার ফুরসুৎটাও ছিল না। কিন্তু এই ছয়/সাতটা বছর ধরে একটা লোক যদি বিলকুল নিখোঁজ হয়ে থাকে, তার কোন বার্তা-বাতাস কিছুই না পাওয়া যায়, তাহলে সে লোকটা যে বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস অন্যে করবে কিসের বলে, বলুন ?

ঃ নূরবানু !

ঃ আপনি বেঁচে আছেন-এই খবরটা যদি কাউকে দিয়ে এখানে একটু পাঠাতেন, তাহলে তো আর এত তকলিফ হয় না আমার ? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম। বুকভরে হাওয়া-বাতাস টেনে আমি বাঁচতে পারতাম। কাউকে দিয়ে এ খবরটা পাঠানো কি খুবই কঠিন ছিল আপনার ?

ইমাম শাহ্ থতমত করে বললেন— 'না, তা নয়। তবে---।'

ঃ তবে এতটা টান বা গরজ আপনার ছিল না !

ঃ নূরবানু !

ঃ এদিকে যে আমি কি প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছি, কি পরিস্থিতি পয়দা করেছি এখানে, রুস্তম চাচার কথায় তার কিঞ্চিৎ আভাসটুকুই পেয়েছেন। পুরোটা যদি জানতেন---!

নূরবানু থেমে গেল। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসায় কথা সে শেষ করতে পারলো না।

ইমাম শাহ পেরেশান হয়ে বললেন— 'নাহ্। আপনাকে আমার সমঝানো আর সম্ভব নয়। কেবল নিজের দিকটাই দেখবেন আর নিজের ব্যথাই বুঝবেন, অন্যের দিক আর অন্যের ব্যথা বুঝবেন না! এমন হলেও তো আমার মতো অসহায় এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই।'

ধ্যানভঙ্গের মতো নূরবানু বললো— 'জ্বি ?'

ঃ এই জন্যেই তো আপনাকে আমি বারবার বলেছি আর আজও আবার বলছি, আমার এই উৎসর্গ করা জীবন আর জিন্দেগীর সাথে নিজের জিন্দেগী আপনি জড়াবেন না। দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের মানসে যে নিয়ত নিয়ে আমি এই পথে এসেছি এবং আছি, তা দীলের আবেদনকে লালন করার মোটেই অনুকূল নয়। এ ছাড়া আপনি যা আশা করেন, অর্থাৎ আপনাদের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ রক্ষা করে চলা-এটাও সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নূরবানু ক্রুদ্ধ হলো। সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো— 'হায়রে নসীব ! শেষমেষ এই বুঝলেন আপনি ? এই কথাই কি বলছি আমি আপনাকে ? কে বললো আপনাকে অনুক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলতে হবে ?'

ঃ নূরবানু !

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আপনি যুগযুগ ধরে লড়াই-জঙ্গে থাকেন আর দশবছরে একবারও এদিকে না আসতে পারুন তা নিয়ে পেরেশান হচ্ছে কে ? এর আগের বারও আপনাকে আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, তা নিয়ে আমার অভিযোগ কিছু থাকবে না। সুযোগ-সুবিধে ছাড়া আপনি তকলিফ করে আমার জন্যে কিছু করুন, এটা কখনই আমি চাইবো না। কিন্তু মরে গেছেন, না বেঁচে আছেন, এটুকুও যদি জানা না থাকে আমার, তাহলে মনকে আমি প্রবোধ দেই কি দিয়ে ?

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু---!

নূরবানু বলেই চললো— 'আল্লাহ না করুন, মরে গেলে খবর না পাওয়ার আফসোস কিছু থাকে না। মনকে সেভাবে পোষ মানিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু বেঁচে থেকে একেবারেই না এলে, বা বেঁচে আছেন সে খবরটাও না জানালে, আফসোসটা পয়দা হয় তখনই। তখনই মনে হয়, এ প্রতীক্ষা কেবলই এক তরফা। অন্য তরফে এর স্বপক্ষে সাড়া কিছুই নেই।

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইমাম শাহ বললেন— 'নূরবানু বেগম, সাড়া কিছু আছে কি না, আল্লাহই তা জানেন ! আমার দোস্ত নেওয়াজী শাহর নামটা তো শুনেছেন ? তার জুবাইদার ব্যাপারে তাকে যখন আফসোস করতে দেখি, তখন আপনাদের কথা, মানে খোলাখুলিই বলি, আপনার কথা মনে হয়ে আমার যে কি অবস্থা হয়, তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। ঐ আল্লাহর কাছেই তখন আকুল কণ্ঠে আবেদন জানাতে থাকি, আল্লাহ ! এমনটি আমার যেন কখনও না হয়। নেওয়াজী শাহ শক্ত মানুষ, তিনি সামাল দিতে পারছেন। জুবাইদার মতো নূরবানুর কিছু হলে, আমি সামাল দিতে পারবো না।'

ইমাম শাহর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। নূরবানু বদলে গেল। সে অনুতাপের সাথে বললো— 'আমার কসুর হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিন।'

ঃ জ্বি ?

ঃ আর আমার কোন অভিযোগ নেই। কোন দুঃখও আর নেই। তামামই আমার সাফা হয়ে গেছে।

কপাটের আড়ালে সলজ্জ মুখে নূরবানু নিজে নিজেই মাথা নীচু করলো।

ইমাম শাহ থমকে গিয়ে বললেন— 'নূরবানু !'

ঃ বুঝতে আমার যেটুকু ফাঁক ছিল তা তামামই পূরণ হয়ে গেল এখন। না বুঝে আপনাকে আমি অনর্থক তকলিফ দিলাম, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। মেহেরবানী করে মাফ করে দিন আমাকে।

নূরবানুর কণ্ঠে অনুতাপ, দরদ ও আবদার একসাথে মূর্ত হয়ে উঠলো।

বইঘর.কম ও রোকন

ইমাম শাহ তৃপ্ত হলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন— 'আপনার দীলে বুঝ এসেছে, এই আমার চরম আনন্দ। এর মধ্যে আর মাফ-মার্জনা টেনে আনন্দটা ম্লান করে দেবেন না।'

ঃ তাই ?

ঃ হ্যাঁ। আপনি আরো একটু নিরিবিলিতে আর শান্তদীলে আমাকে বোঝার চেষ্টা করবেন। তখন দেখবেন, আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগগুলির আসলেই কোন ভিত নেই।

নূরবানু এবার সহাস্যে বললো— 'আল্লাহ তায়ালা যেন তাই করেন। আপনাকে নিয়ে আমার যে মনঃকষ্ট তা যেন একেবারেই অমূলক হয়। এবার ওঁদের কথা বলুন। কি হয়েছে ওঁদের ? মানে, ওঁদের ব্যাপারে আর আপনি কি জেনেছেন ?

ঃ কাদের ব্যাপারে ?

ঃ ঐ জুবাইদা বহিন আর নেওয়াজী শাহ ভাইসাহেব। ওঁদের ঘটনাটা কি পুরোপুরি জানতে পেরেছেন আপনি ?

ঃ জ্বি- জ্বি। পেরেছি বৈকি ? মোটামুটি সবই এখন জেনেছি।

ঃ কি ব্যাপার, বলুন তো ?

নেওয়াজী শাহ আর জুবাইদা খাতুনের কাহিনীটা ইমাম শাহ বর্ণনা করে শুনালেন। এই শেষ বারে গিয়ে যে নেওয়াজী শাহ আরো বেশী আঘাত পেয়ে আরো অধিক উতলা হয়ে এসেছেন, এসব কথাও সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। এরপর তিনি বললেন— 'সেই থেকেই দোস্তের আমার অস্থিরতা আরো বেশী বেড়ে গেছে। তার আফসোসের আর সীমা অবধি নেই।'

নূরবানু নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'আহা! ড়ই করুণ ব্যাপার তো!'

ঃ করুণ বলে করুণ ? এই যে আমি এখানে এসে বিরাম নিচ্ছি, কিন্তু দোস্তের আমার কোন বিরাম নেই। তিনি এখন পূর্ণিয়ার অলি-গলি আর গ্রাম-গঞ্জে হন্যে হয়ে জুবাইদা বহিনের খোঁজ করছেন আর বুক চাপড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। জুবাইদা বহিনের হালত যে কি হয়েছে, তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, দোস্ত আমার সে খবর কিছুই করতে পারছেন না।

আবার ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলে নূরবানু বললো— 'ইস ! খুবই করুণ ব্যাপার। তবে এক দিক দিয়ে বলবো, জুবাইদা বহিনের নসীব বড়ই উমদা। তাঁর জীবনটা ধন্য। পথে-প্রান্তরে আফসোস করে ফিরলেও খাঁটি সোনাকে ভালবেসেই উনি আফসোস করে ফিরেছেন বা ফিরছেন।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কি রকম ?

ঃ ঐ নেওয়াজী শাহ ভাই সাহেবের মতো আমার জন্যেও কেউ যদি অমনই হা-হুতাশ করে বেড়ায়, তাহলে আমি জুবাইদা বহিনের ঐ হালত কবুল করতে সাগ্রহে রাজী আছি।

নূরবানুর কথার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ইংগিত ও আবেদন ছিল। তা অনুভব করে ইমাম শাহ থেমে গেলেন। খানিক পরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'সেক্ষেত্রে আপনার অভিলাষ যথার্থই পূরণ হবে নূরবানু বেগম। হা-হুতাশ করে বেড়ানোর লোক ঠিকই আপনি পাবেন। তবে কৌতুক করে হলেও এমন জীবন কামনা করা ভাল নয়। দেশ এখন যে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে চলছে, তাতে কখন যে কার নসীবে কোন্ মুসিবত নেমে আসবে, কিছুই বলা যাবে না।'

ঃ তা ঠিক। তবে কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান আমারও ঐ দশা হোক, তাহলে আমি কামনা করলেও তা হবে, না করলেও হবে।

ঃ সে তো ঠিক কথাই। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কিছুই হতে পারে না। তবু অমন জীবন সেধে কামনা করবেন না। ও জিন্দেগী শুনতে যতই সহজ মনে হোক, বাস্তবে তা বড়ই কষ্টকর। কতটা কষ্টকর তা জুবাইদা বহিনকে জিজ্ঞাসা করার মওকা থাকলে তবেই জানতে পারতেন। থাক এসব কথা। আমার খবরটা কি এর মধ্যে কিছুই পাননি আপনি ? বুধু শাহ নামের আমাদের একজন তো সেবার আপনার আব্বার সাথে---।

নূরবানু খোশ দীলে বললো— 'জ্বি জনাব, জ্বি। ঐটুকুর জন্যেই তো আজও স্থির হয়ে আছি। আপনি বেঁচে আছেন-সহিসালামতেই আছেন-এসব খবর আব্বাজান এসে জানানোর পরই তো দীলে আমার শক্তি ফিরে এলো। পাশাপাশি, দেশের অবস্থাও একটু ভালর দিকে যাচ্ছে দেখে সাহসটা আর একটু বেড়ে গেল। দুর্দিনটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে বুঝেই না মনকে অনেকখানি প্রবোধ দিতে পারলাম।'

ইমাম শাহ প্রশ্ন করলেন— 'দেশের অবস্থা ভালর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আপনার ?'

ঃ তাই তো হচ্ছে। তা না গেলে গাঁয়ের অবস্থার এ রকম খানিকটা উন্নতি হবে কেন ? ঐ চন্ডালী আর তার সঙ্গোপাঙ্গোরা অনেকখানি শান্ত হয়ে গেছে।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে ইমাম শাহ বললেন— 'অমনি কি আর শান্ত হয়ে গেছে ? ওদের ঐ ইংলিশ্ বাবাদের উপর শক্ত ঘা পড়েছে বলেই ঐ এক চন্ডালী নয়, দেশের তামাম চন্ডালীরাই খামুশ হয়ে গেছে। চন্ডালীদের আব্বারা এখন

বইঘর.কম ও রোকন

চন্ডালীদের হেফাজত করতে অনেকখানি কমজোর হয়ে পড়েছে তো, তাই ওরা খামুশ মেরে আছে।'

ঃ আচ্ছা ! এই ব্যাপার ? তাই তো বলি, কুকুর এমন হঠাৎ করেই ভদ্রলোক হয়ে গেল কি করে ?

ঃ এরা একটা বিশেষ জাত। বিপদ দেখলেই এরা ঝাঁপির মধ্যে মুখ লুকোয় আর সুবিধের একটু ভাব দেখলেই আবার ফণা তুলে ফোঁস করে ওঠে। কখন যে ওদের আবার সুদিন আসে আর ওরা আবার ফোঁস করে ওঠে, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে ?

বাড়ীর ভেতরে লোকজনের কথাবার্তা শুনা যেতে লাগলো। সচকিত হয়ে উঠে নূরবানু বললো— 'ঐ বুঝি বিরাম নেয়া হয়ে গেল সকলের। আমি যাই। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা বিশেষ করে বলে যাই, ঐ শাহ সাহেবের আর জুবাইদা বহিনের অবস্থা থেকে কিন্তু যথেষ্ট এলেম আর সবক নেয়ার ব্যাপার আছে। সময় থাকতে যা করণীয় তা সম্পন্ন না করলে, অসময়ে কিন্তু ঐ নেওয়াজী শাহ ভাই সাহেবের মতোই আফসোস করে ফিরতে হবে-এ কথাটা স্মরণ রাখবেন।'

নূরবানু দ্রুতপদে দহলিজ থেকে বেরিয়ে গেল।

পরপর ছয়দিন ইমাম শাহ নূরপুরেই রয়ে গেলেন। সপ্তম দিনের দিন তিনি আবার ফিরে চললেন কর্মক্ষেত্রে। বিদায়ের আগে একদিন আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেব ইমাম শাহকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন— 'বাপজান, একটা ব্যাপারে কিন্তু কিছু আলাপ বাকী থেকে যাচ্ছে। সে আলাপটা সেরে ফেলতে চাই।'

ইমাম শাহ সবিনয়ে বললেন— 'জ্বি জ্বি, বলুন।'

ঃ গতবার যাওয়ার আগে তোমাকে আমি যে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম, তা তোমার খেয়াল আছে বোধ হয় ? মানে, সংসারের সাথে তোমাকে কিছুটা সম্পৃক্ত করার কথা। তোমার মতামত তুমি ফিরে এসে জানাবে, এই কথাই বলে গিয়েছিলে। সে ব্যাপারে কিছু কি চিন্তা-ভাবনা করেছো ?

মাথাটা নীচু করে ইমাম শাহ সাগ্রহে বললেন— 'জ্বি-জ্বি, করেছি।'

ঃ তোমার কি অভিমত ?

নতমস্তক আরো খানিক নত করে ইমাম শাহ সলজ্জ কণ্ঠে বললেন— 'জ্বি, আমি রাজী।'

দেওয়ান সাহেব ফের বললেন— 'তাহলে আর একটু খোলাসা হওয়া প্রয়োজন এখানে বাপজান ? তোমাকে সেই সম্পৃক্ত করার চিন্তাটা আমি

বইঘর.কম ও রোকন

নূরবানুকে কেন্দ্র করেই করেছিলাম। নূরবানুর সাথেই তোমার শাদির কথা ভেবেছিলাম। এ ব্যাপারে তোমার যদি নতুন করে ভেবে দেখার থাকে কিছু তা তুমি দেখতে পারো। এখনই তোমাকে মতামত দিতে বলছিনে। ভেবে-চিন্তে দেখে নিয়ে তুমি তোমার মত দু'একদিন পরেও প্রকাশ করতে পারো।'

ঃ জনাব!

ঃ সেইসাথে একথাও বলে রাখি, তোমার মতামতটা একান্তই 'না' বাচক হলে, আমি নাখোশ হবো ভেবে তা বলতে তুমি ইতস্ততঃ করবে না। কারণ তোমার আগ্রহের বিরুদ্ধে এ শাদি হোক, এটা আমি কখনই চাইবো না। আর শাদি না হওয়ার কারণে তোমার সাথে আমার হৃদ্যতার কোন ব্যতিক্রমও ঘটবে না।

নত মস্তক না তুলে ইমাম শাহ্ বললেন— 'আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি অনেক আগেই স্থির করে রেখেছি জনাব। আর নূরবানুই সেই কেন্দ্রবিন্দু এই আশাতেই স্থির করে রেখেছি। নতুন করে ভাবতে কিছু হবে না। আমি রাজী।'

দেওয়ান সাহেবের চোখ-মুখ খুশীর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি খোশকণ্ঠে বললেন— 'বাপজান !'

ঃ জনাব অনুগ্রহ করে এ কথা আজ আমাকে না বললে, দু'একদিনের মধ্যেই মানে আমার চলে যাওয়ার আগেই এ প্রসঙ্গ জনাবের কাছে নিজেই আমি তুলতাম।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ ! তাহলে বাপজান শুভ কাজটা কবে আর কিভাবে সুসম্পন্ন করা যায়, এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করলে---।

ঃ জ্বি-জ্বি, সেটাও আমি ভেবে রেখেছি। এবার গিয়ে আল্লাহ্ চাহে তো শিগ্গিরই আমি ফিরে আসবো আর শাদি করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আসবো।

ঃ বাপজান !

www.boighar.com

ঃ এখনই এ কাজটা সেরে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু আমার হুজুরের অর্থাৎ আমাদের নেতা মজনু শাহ্ সাহেবের অনুমতিটা নিয়ে রাখতে পারিনি। তাঁর সাথে সম্পর্কটা আমার দিনে দিনে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, শাদি তো শাদি, আমার ব্যক্তিগত জিন্দেগীর যা কিছুই করিনে কেন, তাঁর অজ্ঞাতে করলে সেটা আমার চরম অকৃতজ্ঞতার আর গুনাহর কাজ হবে।

দেওয়ান সাহেব হতাশ কণ্ঠে বললেন— 'তাহলে তো বাপজান, ব্যাপারটা আবার ঐ অনিশ্চিয়তার মধ্যেই রয়ে গেল। তিনি তো অনুমতি না-ও দিতে পারেন। জঙ্গীকাজের মধ্যে সংসারের সাথে সম্পৃক্ত হতে যেতে চাইলে---!'

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে ইমাম শাহ্ বললেন— 'জ্বি না-জ্বি না ! এমন চিন্তা ভুলেও করবেন না। তিনি এক কথায় অনুমতি দিয়ে দেবেন।'

বইঘর.কম ও রোকন

সংশয়াকুল চিত্তে দেওয়ান সাহেব বললেন—'কিন্তু--?'

ঃ 'কিন্তু'র কোন মওকাই নেই এখানে। উনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আমার এতটুকু ইচ্ছে-আকাঙক্ষার বিরোধিতা কখনো তিনি করেন না, এটাও করবেন না। বিয়ে-শাদি করা অনেক লোকই দলে আমাদের আছেন। সে ইচ্ছে কেউ প্রকাশ করলে, তিনি নিজে উপযাচক হয়ে এতে উৎসাহ দেন।

ঃ তবু তিনিও তো মানুষ। যদি প্রার্থনা তোমার না মঞ্জুর করেন ? একেবারেই বেঁকে বসেন ?

ইমাম শাহ্ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'জনাব, আমি তো দায়বদ্ধ কারো কাছে নই। তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাঁর দেশপ্রেম আর মহত্বের জন্যে, আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত দরদের জন্যে। আমি তাঁকে ভক্তি করি, ভালববাসি। তাঁকে না জানিয়ে শাদির মতো এতবড় একটা গুরুত্ববপূর্ণ কাজ করে বসলে, দীলে তিনি ব্যথা পেতে পারেন আর তাতে আমার জিয়াদা গুনাহ হবে। বাধাটা এখানেই। জানাতে পারলে এ দায় আর আমার থাকে না। এ ছাড়া উনিও জানেন, কারো ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর যুক্তিহীন জুলুম করলে ভক্তিও উনি হারাবেন, লোকটাকেও হারাবেন।'

দেওয়ান সাহেবের দুঃশ্চিন্তা কেটে গেল। তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন— 'সত্যি ?'

ঃ তাঁর এযাজতটা এখানে আসার আগেই নিয়ে রাখবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় সে মওকা পেলাম না। পরে যখন আবার তাঁর সান্নিধ্যে এলাম, অমনি ধুমধাড়াক্কা লড়াই শুরু হয়ে গেল। লড়াই নিয়ে এমনই সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, আর এমনই সব বিপদ-আপদ ও শংকার মধ্যে রইলাম যে, সেই মুহূর্তে শাদির প্রসঙ্গ তোলার প্রশ্নই কিছু ছিল না। তুললে, আমার নিয়ত আর সেইসাথে আমি নিজে সকলেরই উপেক্ষার পাত্র হতাম।

ঃ বাপজান !

ঃ আগের চেয়ে ব্যস্ততা এখন একটু কমেছে। মানে লাগাতার লড়াইটা একটু ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে গেছে। কিছুটা ফাঁক পাওয়া যাচ্ছে। এই ফাঁকটাই গিয়ে কাজে লাগাবো এবার।

দেওয়ান সাহেব চাপ দিয়ে বললেন—'তাহলে তা-ই করো গিয়ে বাপজান। মেয়ের বয়সটা অনেক হয়ে গেছে। মেয়েটা শেষে কুল-কিনারাহীন না হয়ে যায় !'

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জনাব। শরাশরিয়ত মাফিক আমি তাকে শাদি করে রেখে যেতে না পারলেও তার দায়-দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। যতদিন বেঁচে আছি এ দায়িত্ব আমি ঈমানের সাথে পালন করবো ইন্‌শা'আল্লাহ !

ঃ হ্যাঁ, তাই এখন একমাত্র পথ।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, হুজুরের এযাজত আমি পয়লা মওকাতেই সংগ্রহ করে নেবো, আর নিতান্তই দুর্ভাগ্য না হলে, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।

ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমার ইচ্ছে পূরণ করুন এই দোয়াই করি। সেই সাথে আমিও বলে রাখি, কোন কারণে তোমার যদি বিলম্ব হয় আর হায়াত-দারাজের কথা কিছু বলা যায় না, আমরা যদি এ দুনিয়ায় আর না থাকি, নূরবানুর দায়িত্ব আমি তোমার উপরই দিয়ে রাখলাম। তার কুশলাকুশলের তামাম চিন্তা তোমাকেই করতে হবে-এ কথা যেন কখনো ভুলে যেও না।

ঃ জনাব !

ঃ নূরবানুর ইচ্ছেটাও তা-ই। এর মধ্যে এ সত্যের সন্ধান তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছো !

ঃ জ্বি জনাব। দোয়া করুন আমার দ্বারা জাররামাত্র গাফিলতি বা বেঈমানী যেন এ ব্যাপারে সংঘটিত না হয়।

ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হেফাজত করুন।

এরপর দেওয়ান সাহেব এ প্রসঙ্গ আর টানেননি।

১১

নিতান্তই দুর্ভাগ্য না হলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে নূরপুরে আবার ফিরে আসবেন-এই ইরাদা নিয়ে ইমাম শাহ তাঁর দলের কাজে বেরুলেন। ফকিরনেতা মজনু শাহ তাঁর দল নিয়ে আলপ্‌শাহী হয়ে মোমেনশাহী যাবেন, এই কথা ছিল। ইমাম শাহ মোমেন শাহী যাওয়ার পথে বগুড়ার মস্তানগড়ে এসে সেখানেই ফকির দলের সাক্ষাৎ পেলেন। সাক্ষাৎ পেয়েই ইমাম শাহ সেই দুর্ভাগ্যেরই আবর্তে পড়ে গেলেন।

দলের সাথে সামিল হয়ে ইমাম শাহ দেখলেন, দলের দশ/বার জন জোয়ান গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে আছেন। নিহত হয়েছেন পনের জন এবং সাধারণভাবে আহত হয়েছেন তিরিশ জনের বেশী ফকির। ঘটনা ঃ

ফকিরনেতা মজনু শাহর মোমেন শাহীতে যাওয়া হয়নি। দল নিয়ে তিনি যাওয়ার জন্যে রওনা হন। কিন্তু বগুড়া জেলার মধ্যে থাকতেই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এ দেশে ও ত্রিহুতে বসবাসকারী একদল নাগা সন্ন্যাসী এসে অকস্মাৎ চড়াও হয় তাঁর ফকির বাহিনীর উপর। এতেকরে প্রাথমিক ধাক্কায় ফকির

বইঘর.কম ও রোকন

বাহিনীর এই পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তড়িৎগতিতে ফকিরেরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালে, নাগাদেরও বেশকয়েক জন নিহত হয়, অনেক লোক আহত হয় আর তিন জন নাগা কয়েদ হয়। অল্পক্ষণ লড়াই করেই টিকে থাকতে না পেরে নাগা সন্ন্যাসীরা তড়িঘড়ি পিছু হঠে ঐ উত্তর-পশ্চিম দিকেই আবার পালিয়ে যায়। ধাওয়া করে আরো কয়েক জন নাগাকে আহত করেন ফকিরেরা।

ফকিরদের দলে অল্প অল্প আহতদের মধ্যে করম আলী শাহও ছিলেন। তিনি বিরামে যাননি। সংসার পেতে সংসারী হলো যে নাগারা, তারা কেন আবার দল বেঁধে ফকিরদের হামলা করতে এলো, এর কারণ কিছু জানা গেছে কি না করম আলী শাহকে এ প্রশ্ন করলে তিনি ইমাম শাহকে জানালেন, এটি একটি সুগভীর চক্রান্তের ফসল। দিনাজপুরের জমিদার রাজা বৈদ্যনাথ থেকে শুরু করে সে এলাকার এবং আলপ্‌শাহী, মোমেনশাহী আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমুদয় অত্যাচারী ও তাঁবেদার জমিদারেরা দীর্ঘদিন থেকে এই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আসতে থাকে।

অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের হস্তে ইংরেজদের কয়েকটি বাহিনীর বিপর্যয় লক্ষ্য করে সন্ন্যাসীদের দ্বারা ফকিরদের ঘায়েল করা যায় কি না-এইসব জমিদারেরা পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। ইদানিং ফকিরদের দ্বারা এই জালিম জমিদার-ইজারাদারেরা পুনরায় আক্রান্ত হতে থাকলে, তারা তাদের সেই ষড়যন্ত্র নিয়ে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংরেজেরা এক্ষণে ফকিরদের বিরুদ্ধে কমজোর হয়ে পড়ায়, তারা এই নাগা সন্ন্যাসীদের উস্কানী দিতে থাকে।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে নাগারাই অধিক উগ্র ও বেপরোয়া। তাই বিভিন্নভাবে উস্কানী দিয়ে এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে তারা নাগাদের আবার উত্তেজিত করে তোলে। ভাড়াটে হয়ে অর্থ উপায়ের অভ্যাস সন্ন্যাসীদের আগে থেকেই ছিল। এই সব জমিদারেরা চাঁদা তুলে এই সন্ন্যাসীদের প্রচুর অর্থ প্রদান করে এবং ফকিরদের হামলা করতে রাজী করে।

সন্ন্যাসীদের এক্ষনের এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় আলপশাহীর জমিদার। মজনু শাহ্ তার দল নিয়ে এবার আলপ্‌শাহীর দিকে আসবে এই আভাস আগে থেকেই পেয়ে সে তটস্থ হয়ে ওঠে। কারণ ইতিমধ্যেই প্রজা নির্যাতনের তালিকায় সে অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। ফলে মোটা অর্থ দিয়ে আলপ্‌শাহীর জমিদার এই নাগা সন্ন্যাসীদের ভাড়া করে। নাগাদের সাথে তার চুক্তি হয়, মজনু শাহর বাহিনীটা পথেই মিসমার করে দিতে পারলে এবং সর্বোপরি মজনু শাহর মাথাটা এনে দিতে পারলে, যে পরিমাণ অর্থ তাদের দেয়া হয়েছে, এর আরো দ্বিগুণ অর্থ তাদের বকশীস দেয়া হবে।

বইঘর.কম ও রোকন

এখানেই শেষ নয়। নাগারা জাতে অমুসলমান। অর্থের সাথে নাগাদের বোঝানো হয়, মুসলমান ফকিরবাহিনী ধ্বংস হলে তাদের স্বজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন হবে। নইলে ফকিরেরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে আর দেশের প্রভুত্ব ফকিরেরাই হাতে নিয়ে নেবে। তাদের স্বজাতি এখন যে প্রভুত্ব করছে আর সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছে, ইংরেজেরা না থাকলে এ প্রভুত্ব বা প্রাধান্য তাদের আর থাকবে না। তাদের আবার মুসলমানদের গোলামী করতে হবে।

এই পর্যন্ত বলে করম আলী শাহ্ অল্প একটু থামলেন। এর পর বললেন—'খানিকটা স্বজাতির টানে আর অধিকটা অর্থের লোভে এই নাগা সন্ন্যাসীরা এসে আড়াল থেকে অকস্মাৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।'

ইমাম শাহ্ সবিস্ময়ে বললেন—'বলেন কি !'

করম আলী শাহ্ বললেন—'হামলা করার সাথে সাথেই সন্ন্যাসীদের গতিবিধি দেখে বুঝলাম, তাদের বিশেষ লক্ষ্য বড় হুজুরের (মজনু শাহর) উপর। হঠাৎ হামলা হওয়ায় কিছু বুঝে উঠতে না পেরে আর অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় বড় হুজুরের উপর চাপটা রোধ করতে গিয়ে এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হলো আমাদের। যাঁরা শাহাদত বরণ করলেন, তাঁদের অনেকেই আত্মরক্ষার বদলে বড় হুজুরকে আগ্‌লে দাঁড়াতে গিয়েই মূলতঃ শাহাদত বরণ করলেন।'

ঃ কি তাজ্জব! এমন ঘটনাই ঘটলো ?

ঃ ঐ আলপ্‌শাহীর জমিদারই এই ঘটনা ঘটিয়ে দিলো। আপনারা যাঁরা মজবুত লোক, কি বদনসীব, এই সময় তাঁরা কয়েক জন দলের বাইরে রইলেন।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ আমাদের অন্য দলে অনেক মজবুত লোক আছেন। এই বড় হুজুরের দলে মজবুত লোক, মানে শক্ত লড়াইয়ার সংখ্যা কম। তার মধ্যে আবার আপনারা সেরা কয়েক জন বাইরে রয়ে গেলেন। সবই আমাদের নসীব!

করম আলী শাহ্ নিঃশ্বাস ফেললেন। www.boighar.com

ইমাম শাহ প্রশ্ন করলেন—'আমি ছাড়া আর কেউ কি ফেরেননি ? মানে আমরা যারা বিরামে গেলাম ?'

ঃ না, তখন আর ফিরে আসার প্রশ্ন কোথায় ? আপনারা বিরামে যাওয়ার পরে পরেই ঘটনা। এই আজকে আপনি আসার একটু আগে বদর শাহ আর বুধু শাহ সাহেব ফিরে এসেছেন। আর কেউ এখনও ফিরেননি।

ইমাম শাহ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এরপর খেয়াল হতেই তিনি প্রশ্ন করলেন—'ও-হ্যাঁ, এসব কথা কোথায় পেলেন আপনি ? মানে জমিদারদের

বইঘর.কম ও রোকন

দীর্ঘদিনের এই পরিকল্পনার কথা আর আলপ্‌শাহীর জমিদারের এই শয়তানীর খবর আপনি কি করে জানলেন ?'

ক্লীষ্ট হাসি হেসে করম আলী শাহ্ বললেন—'সেরেফ আমি নই, আমরা সবাই এখন এটা জেনে গেছি।'

ঃ কি করে ? কার কাছে ?

ঃ কয়েদীদের কাছে। যে তিনজন সন্ন্যাসীকে আমরা কয়েদ করে এনেছিলাম, তাদের কাছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ তাদের পিঠে লাঠি ফেলা শুরু করলে তারা প্রাণ ভিক্ষার বিনিময়ে সমুদয় কথা খুলে বললো।

ঃ প্রাণ ভিক্ষা ?

ঃ মৃত্যু তাদের নিশ্চিত জেনে তারা প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হলে তাদের এই হামলার পেছনে যা কিছু আছে তা সব তারা জানাবে, এই ওয়াদা করলো। তাদের প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো আর তারাও অকপটে সব ঘটনা খুলে বললো।

ঃ আচ্ছা ! তারপর ? তাদের প্রাণভিক্ষা দিলেন আপনারা ?

ঃ জরুর। প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর 'না' করবো কি করে ?

ঃ তা ঠিক-তা ঠিক। অন্যেরা তা অনায়াসে পারলেও আমরা তা পারিনে।

ঃ জনাব !

ঃ ওয়াদা খেলাপ করতে একজন মুসলমান কখনো পারে না। ইচ্ছে করে যে ওয়াদা খেলাপ করে, তাকে কেউ ঈমানদার বলে না।

ঃ জ্বি-জ্বি, সে তো অবশ্যই।

ঃ এবার বুঝতে পারলেন, এই সন্ন্যাসীদের দেশপ্রেম কতখানি ?

ঃ জ্বি ?

ঃ ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে এইসব সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দেয়ার কথা সেবার আপনি বলেছিলেন না ? সন্ন্যাসীদের হাতে ইংরেজদের একটা বাহিনীর বিপর্যয় দেখে আপনি বলেছিলেন, আমরাও গিয়ে সন্ন্যাসীদের সাথে এখন যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, ইংরেজেরা এদেশ থেকে উৎখাত হবে। মনে আছে এ কথা ?

ঃ জ্বি-জ্বি, আছে।

ঃ এবার দেখলেন, সন্ন্যাসীরা আমাদের প্রতি কতখানি সহনশীল ? বুঝতে পারলেন, আমাদের সাথে একমতে কাজ করতে কতখানি আগ্রহী লোক তারা ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি জনাব। তখনই বুঝেছিলাম, এবার একদম ঘা খেয়ে বুঝেছি।

ঃ ইংরেজেরা না থাকলে প্রাধান্য তাদের থাকবে না-এই যাদের আর যে জাতির বোধ, তারা তাড়াবে ইংরেজ ? ইংরেজ তাড়ানোর আগ্রহ আর গরজ সন্ন্যাসীদের কি আদৌ কখনও ছিল, না আজও আছে ?

ঃ জ্বি জনাব, আপনি তখন ঠিকই বুঝেছিলেন।

ঃ সে আগ্রহ তাদের যদি থাকতো, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাও যদি মাঠে এসে নামতো, তাহলে কি আর ইংরেজেরা এদেশে টিকে থাকতো এতদিন ? কিন্তু তা তো তারা নামেনি। তারা এসেছে লুটতরাজ করতে আর তা তারা নির্বিচারে চালিয়েছেও।

ইতিমধ্যে ফকিরনেতা মজনু শাহ সেখানে এসে হাজির হলেন। ইমামশাহকে দেখে তিনি খোশকণ্ঠে বললেন—'আরে এই যে বাপজান ! এত জলদি জলদি এসে গেছো ?'

সালাম বিনিময় অন্তে ইমাম শাহ্ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'জলদি জলদি কোথায় হুজুর ? গোটা একটা হপ্তা কাটিয়ে তবেই আমি এলাম। যাতায়াতে আরো দু'একদিন গেল। কি নিদারুণ দিগ্‌দারী ! বাহিনীর এই চরম দুর্দিনে বাহিনীতে থাকতে আমি পারলাম না।'

ঃ সবই নসীব বাপজান ! এমনটি যে হবে, তা কি কেউ আমরা কল্পনা করতে পেরেছি !

ঃ হুজুর!

ঃ সবই শুনেছো বোধ হয় ইতিমধ্যে ?

ঃ জ্বি হুজুর। এই করম আলী ভাই সাহেবের কাছে তামাম ঘটনা শুনেছি।

ঃ এই হামলার পেছনের ইতিহাস ?

ঃ জ্বি-জ্বি, তা-ও সব শুনলাম।

ঃ আমাদের দুশমন আরো বেড়ে গেল। ইংরেজ আর তাদের তাঁবেদারেরা তো ছিলই, এবার আবার যোগ হলো এই সন্ন্যাসীরা।

ঃ হুজুর !

ঃ এ অবস্থায় আমাদের কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত ? মানে তুমি কি মনে করো ?

ঃ বদলা নেয়া হুজুর। সবার আগে বদলা নেয়াই আমাদের আশু করণীয় বলে আমরা মনে করি।

ঃ বদলা নেবে কার উপর ? সন্ন্যাসীদের উপর ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জ্বি না হুজুর। সন্ন্যাসীরা তো এখানে আসল ব্যাপার নয়। তারা গুটি মাত্র। যেদিকে চালানো হয় সেইদিকে চলে। ভাড়াটে হয়ে ওরা ভাড়া খাটতে এসেছিল। উস্কানী পেয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যারা তাদের ভাড়া করেছে আর উস্কানী দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছে, আমাদের মূল লক্ষ্য তারাই হওয়া উচিত।

ঃ বাপজান !

ঃ ভাগে বরাদ্দে পড়লে সন্ন্যাসীদেরও ছেড়ে কথা নেই। তাদের দীলেও ভীতি সঞ্চার করতে হবে আমাদের। কিন্তু সেধে আগে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে সময় আর শক্তি খরচ করলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে হুজুর। ওদের রেখে আগে ঐসব ষড়যন্ত্রকারী তাঁবেদার ও জমিদারদের দীলে ভীতি সঞ্চার করাই আমাদের আশু প্রয়োজন বলে মনে করি। সবার আগে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঐ আলপ্‌শাহীর জমিদার।

অত্যন্ত প্রীত হয়ে মজনু শাহ বললেন—'সাব্বাস ! এই জন্যেই তো তোমার এত কদর দেই বাপজান ? আসলেই তুমি কদর পাওয়ার হকদার।'

ঃ হুজুর !

ঃ ঐ জমিদারদের বিরুদ্ধেই আরো অধিক তৎপর হতে হবে আমাদের। ওদের পেছনেই কিছুদিন উঠে-পড়ে লেগে থাকতে হবে। ইংরেজ তাড়ানোর আগে ইংরেজদের ঐ ফেউগুলোকে দমন করা না গেলে, ইংরেজ তাড়ানো যাবে না। সবার অধিক আমাদের লক্ষ্যবস্তু হবে ঐ আলপ্‌শাহীর জমিদার। তবে তোমার সাথে এখানে আমি একটু ভিন্নমত পোষণ করতে চাই।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে ইমাম শাহ বললেন—'হুজুর!'

ফকিরনেতা বললেন—'এই মুহূর্তে আমরা গিয়ে আলপ্‌শাহীতে হানা দিলে, আলপ্‌শাহীর জমিদারকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। সে নিশ্চয়ই বোঝে, কয়েদী নাগাদের দ্বারা আসল তথ্য ফাঁস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর সেক্ষেত্রে আমাদের নজর সর্বাগ্রে তার উপর পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে সে কিছুদিন আত্মগোপন করে বাইরে বাইরে থাকবে। আমি তাই মনে করি, ওদিকে আমরা এই মুহূর্তে যাবো না। ওদিকে না গিয়ে আমরা আগে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর কুচক্রী জমিদারদের আতংকিত করে বেড়াবো। এরপর একদিন অতর্কিতে চড়াও হবো আলপ্‌শাহীর জমিদারের উপর।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে ইমাম শাহ বললেন—'কি তাজ্জব-কি তাজ্জব ! ঠিক হুজুর ঠিক। আমি তো এদিকটা আদৌ ভাবিনি। তাই তো লোকে বলে, 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে'— মানে গুরুজন আর মুরব্বীদের চিন্তা-ভাবনাই আলাদা। এর তুলনা হয় না।'

বইঘর.কম ও রোকন

মজনু শাহ বললেন— 'সে যা-ই হোক, পুনরুদ্যমে ময়দানে নামার জন্যে তোমরা আবার মানসিকভাবে তৈয়ার হয়ে নাও।'

অল্প আহত জোয়ানদের কয়েকদিন বিরাম দিয়ে সুস্থ করে নেয়া হলো। গুরুতরভাবে আহতদের সহানুভূতিশীল ও সহায়তাকারী জনগণের হাওলায় দিয়ে ফকির বাহিনী পুনরায় বিপুল উদ্যমে মাঠে নেমে পড়লো।

শুরু হলো একটানা অভিযান। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর ষড়যন্ত্রকারী জমিদারদের উপর একের পর এক চলতে লাগলো হামলা।

আতংকগ্রস্ত হয়ে এইসব দাগী জমিদারেরা গৃহবাস ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে ইংরেজদের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন। ফকিরেরা তাঁদের কাচারী ও দপ্তর তছনছ করে ফিরতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন এইভাবে এইসব জমিদারদের আতংকিত করে তোলার পর, মজনু শাহ একদিন দলবল নিয়ে হানা দিলেন বগুড়া ও মোমেনশাহীর সীমান্তে অবস্থিত আলপ্শাহীর জমিদারের বাসগৃহে।

ফকিরনেতা মজনু শাহর ধারণাই ঠিক। আলপ্শাহীর জমিদারকে গৃহে পাওয়া গেল না। দীর্ঘদিন থেকেই তিনি গৃহবাস ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, গৃহের দাসদাসী ও কর্মচারীদের মুখে তা জানা গেল। গৃহে ছিলেন জমিদারপুত্র চন্দ্রশেখর আচার্য। ফকিরেরা অবশেষে চন্দ্রশেখরকেই বেঁধে নিয়ে গেলেন।

জমিদারগৃহে শোকের ছায়া নেমে এলো। গৃহবাসীরা আহাজারী করতে লাগলো। খবর পেয়ে হায় হায় রবে গৃহে ফিরলেন আলপ্শাহীর জমিদার। পুত্রশোক বড় শোক। ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, তাকেও ধরে ধরুক। পুত্রশোকে জমিদার ভয়ভীতির ঊর্ধে চলে গেলেন। ধরা পড়ার ভয়-ডর দীলে তাঁর আর রইলো না। গৃহে ফিরে এসে তিনি পুত্রকে উদ্ধার করার পথ খুঁজতে লাগলেন।

ষড়যন্ত্রকারী জমিদারদের মধ্যে দিনাজপুরের জমিদার রাজা বৈদ্যনাথ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'দাদা, আমি এখন করি কি' বলে আলপশাহীর জমিদার বৈদ্যনাথের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

রাজা বৈদ্যনাথ নিজে কোন উপায় করতে পারলেন না। বল প্রয়োগে চন্দ্রশেখরকে উদ্ধার করার সাধ্যও তাঁর ছিল না। অগত্যা তিনি ইংরেজদের শরণাপন্ন হলেন। পূর্ণিয়ায় অবস্থিত প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিলের কাছে তিনি চন্দ্রশেখরকে উদ্ধার করে দেয়ার জন্যে আবেদন পেশ করলেন।

কিন্তু পূর্ণিয়ার রাজস্ব কাউন্সিলের ইংরেজদের তখন নিজেদেরই 'ইয়া নফ্সী' অবস্থা। রাজা বৈদ্যনাথকে তারা সাফ সাফ জানিয়ে দিলো—'আমরা নিজেরাই

বইঘর.কম ও রোকন

এখন অসহায়। এ ব্যাপারে আমাদের এখন কিছু করার নেই। যা পারো, চন্দ্রশেখরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা তোমরাই করো।'

বৈদ্যনাথও নিরুপায় হয়ে ঐ একই কথা আলপ্‌শাহীর জমিদারকে বলে দিলেন। বলে দিয়ে তিনি দায় এড়িয়ে গেলেন।

কিন্তু আলপ্‌শাহীর জমিদারের নিজের পুত্র শোক। তাঁর আর দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। অবশেষে প্রাণের মায়া ত্যাগ করলেন জমিদার। তিনি এসে মজনু শাহর পায়ের উপর শাটপাট হয়ে পড়ে গেলেন। জোড় হাত করে ওয়াদা করলেন—'জিন্দেগীতেও আর তিনি ফকিরদের বিরুদ্ধে যাবেন না। বরং ফকিরদের মঙ্গলের জন্যেই তিনি মনে-প্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবেন। এ ছাড়া সন্ন্যাসীদের আবর্তের মধ্যে তাঁর বসবাস। তাঁর নিজের জমিদারী ও আশেপাশের সমুদয় জমিদারীর মধ্যেই সন্ন্যাসীরা বসতি স্থাপন করে আছে। এদের সবাইকে তাড়িয়ে দেয়ার সাধ্য তাঁর নেই। তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই উচ্ছৃঙ্খল ও লুটেরা জাতির সংশ্রব থেকে নিজেই তিনি সরে যাবেন। দয়া করে চন্দ্রশেখরকে ফেরত দেয়া হোক।'

চরম আকুতি-মিনতির সাথে জমিদার সাহেব অঝরে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

তা দেখে ফকির নেতার দয়া হলো। তিনি চন্দ্রশেখর আচার্যকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ফকিরদের জন্যে ভগবানের কাছে মনে-প্রাণে প্রার্থনা তিনি করলেন কি না তা ভগবানই জানেন, তবে আলপ্‌শাহীর জমিদার আলপ্‌শাহী থেকে তাঁর বাসভবন মোমেনশাহীর মুক্তাগাছায় পার করলেন।

আল্‌পশাহী হয়ে মজনু শাহ তাঁর দল নিয়ে মোমেনশাহীতে এলেন এবং ঝটিকা অভিযান শুরু করলেন। ঝড়ের বেগে মোমেনশাহীর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন জালিমদের মোকাবেলা করার পর তিনি আবার তাঁর দল নিয়ে উত্তরবঙ্গে পার হলেন।

এখানে এসে পুনরায় তিনি একের পর এক পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় বিভিন্ন জালিমদের, ইংরেজ আমলা ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে ঝটিকা অভিযান চালালেন। এইসাথে তিনি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত তাঁর বিভিন্ন দলের খবরা-খবরও করলেন।

বগুড়ার কাজ শেষ হলে আবার তিনি মোমেনশাহীতে ফিরে এলেন এবং কিছুদিন এই এলাকাতেই কর্মরত রইলেন।

মতলববাজ জমিদারেরা টাকা-পয়সা ও উস্কানী দিয়ে ফকিরদের বিরুদ্ধে সেরেফ নাগা সন্ন্যাসীদেরকেই উত্তেজিত করে তোলে না, আলপ্‌শাহী,

বইঘর.কম ও রোকন

মোমেনশাহী ও তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য সন্ন্যাসীদেরও উত্তেজিত করে তোলে। এতেকরে শান্ত হয়ে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরা কেবল ফকিরদের বিরুদ্ধেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে না, এদের অনেকের মধ্যে আবার সেই পুরাতন নেশাও জাগ্রত হয়ে ওঠে। দল বেঁধে কেউ কেউ ফের লুটতরাজ চালাতে শুরু করে।

ফকিরনেতা মজনু শাহ্ তাঁর দল নিয়ে এবার মোমেনশাহীতে থাকাকালে এইসব এলাকায় বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের বিরাট একদল আবার আচম্বিতে এসে ফকিরদের উপর হামলা করে বসলো।

কিন্তু ফকির বাহিনী এবার সর্বোতভাবে প্রস্তুত ছিল। হামলা হওয়ার সাথে সাথে ফকিরেরা বিপুল বিক্রমে সন্ন্যাসীদের পাল্টা হামলা করলেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড মার দিয়ে সন্ন্যাসীদের দল ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। সন্ন্যাসীদের চল্লিশ জনেরও অধিক লোক নিহত হলো এবং বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী আহত হলো গুরুতরভাবে। তারা আতংকিত হয়ে উঠে পড়িমরি পালিয়ে গেল।

উল্লেখ্য যে, ফকিরদের পক্ষে এবার প্রাণহানি তো কিছু হলোই না, দু'চার জনের কিছু কিঞ্চিৎ কাটাছেঁড়ার অধিক গুরুতরভাবে আহত কেউ হলেন না।

সন্ন্যাসীরা পলায়ন করার পর প্রতিশোধ গ্রহণের ইরাদায় ক্রুদ্ধ ফকির বাহিনী সন্ন্যাসীদের বস্তিতে আঘাত হানতে গেলেন। কিন্তু এ উদ্যোগে তাঁরা বিফল মনোরথ হলেন। কারণ নিজস্ব বস্তি বলে সন্ন্যাসীদের ভিন্ন কোন চাকবন্দি বসতবাটি ছিল না। বনে-জঙ্গলে এক এক বাড়ী এক একখানে ছিল আর অধিকাংশ বাড়ীই জনবসতির ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত ছিল। সন্ন্যাসীরাও এ সময় তেমন একটা ঘরে কেউ ছিল না। সন্ন্যাসীদের এক বাড়ীতে আঘাত হানলে নিরীহ গৃহস্থের দশটি বাড়ী তছনছ হয়ে যায়। আক্রান্ত হয় কেবল মাত্র সন্ন্যাসীদের অসহায় জেনানা আর শিশুরা। ওদিকে আবার, শান্তিপূর্ণ গৃহবাস ত্যাগ করে সব সন্ন্যাসীই দস্যুতায় প্রত্যাবর্তন করেনি। ফলে আসল দাগী কারা, তা-ও সনাক্ত করা দায় হলো। সব বুঝে-সুঝে ফকিরেরা এ প্রচেষ্টা বাদ দিলেন এবং সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে অধিক সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন।

এই সময় চমকপ্রদ আর এক ঘটনা ঘটলো। দল নিয়ে রংপুরে অবস্থিত অন্যতম ফকিরনেতা মুসা শাহ এবং দল নিয়ে লুটতরাজরত সন্ন্যাসীনেতা মোহন গিরি, রংপুরের সেনানায়ক লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোল্যান্ডের ফৌজের হাতে ঘটনাচক্রে একই সাথে ধৃত হলেন। এতেকরে যে পরিস্থিতি পয়দা হলো, তাতে ফকির ও সন্ন্যাসীরা এবার এক হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লেগেছে বলে জোর গুজব ছড়িয়ে গেল।

বইঘর.কম ও রোকন

এই গুজব বা জনরবে থরথর করে কেঁপে উঠলো রংপুরের কালেকটার গুডল্যাড।

ঘটনাটি চমকপ্রদই। সংঘর্ষের মাধ্যমে হোক আর অমনি অমনি হোক, ফকির মুসা শাহ আর সন্ন্যাসী মোহন গিরি এই দুই নেতাকে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোল্যান্ডের ফৌজ দুই জায়গা থেকে পৃথক পৃথকভাবে কয়েদ করে এবং লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোল্যান্ডের কাছে এনে হাজির করে।

ম্যাকডোল্যান্ড বিচারের জন্যে এদের কালেকটার গুডল্যাডের কাছে সোপর্দ করে।

খবর পেয়ে একদিক থেকে ফকিরের দল ও অন্যদিক থেকে সন্ন্যাসী দল তাদের নিজ নিজ নেতাকে উদ্ধারকল্পে মার মার রবে কালেকটার গুডল্যাডের আবাসের দিকে ধাবিত হয় এবং ইংরেজ ফৌজের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়।

মুসা শাহ আর মোহন গিরির মধ্যে দোস্তী কিছু ইতিমধ্যে হয়ে থাকুক আর না থাকুক, এতদৃশ্যে চারদিকে গুজব ছড়িয়ে যায় যে, ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে দোস্তী হয়ে গেছে এবং ফকির-সন্ন্যাসীরা একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর ইংরেজদের এদেশে ভাত নেই।

এই গুজব রংপুরের কালেকটার মিঃ গুডল্যাডের কানে পড়তেই সে ভয়ানক চমকে উঠলো। আতংকগ্রস্ত হয়ে সে ভাবলো, সর্বনাশ ! এই দুই শক্তি একত্র হলে আর এই দুই নেতাকে সাজা দিয়ে এদের এই দোস্তী নিবিড় হওয়ার কারণ ঘটিয়ে দিলে ইংরেজ রাজত্ব শেষ। তাই কয়েদীদের বিচারের ব্যাপারে রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে সে সংগে সংগে দুই নেতাকে খালাস করে দিলো। এরপর সে রাজস্ববোর্ডকে জানালো, ফকির-সন্ন্যাসীরা একত্র হয়ে লুটতরাজে নেমেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে এদের খালাস করে দেয়া হয়েছে।

গুজবটা যে আসলেই গুজব তার প্রমাণ, ফকির-সন্ন্যাসীরা একযোগে আর কোন উল্লেখযোগ্য অভিযান কখনও চালায়নি এবং মুসাশাহ ও মোহন গিরিকে দোস্তী করতেও দেখা যায়নি। www.boighar.com

যাক এ কথা। ফকির নেতা মজনু শাহ অতঃপর মোমেনশাহীতেই রয়ে গেলেন এবং ইংরেজ ও অন্যায়কারীদের আতংক হয়ে পরগনা থেকে পরগনায় ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

ইংরেজেরাও নীরব দর্শক হয়ে একেবারেই চুপ করে রইলো না। বেশী কিছু না করতে পারলেও, অনেক আগে থেকেই তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল। এবার তারা তাদের তৎপরতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিলো।

বইঘর.কম ও রোকন

মজনু শাহ এই সময় সদলবলে ভাওয়ালের দিকে যাচ্ছিলেন। মোমেনশাহীতে অবস্থিত কোম্পানীর প্রতিনিধি হেরী লজ বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করাসহ আটিয়া, কাগমারী ও ভাওয়ালের ইজারাদারদের (ইজারাদারেরা অনেকেই আগে জমিদার ছিল এবং পরে প্রায় সকলেই জমিদার হলো) ফকির বাহিনীকে আটক করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার নির্দেশ দিলো। এই উদ্দেশ্যে রাজশাহী থেকেও ফৌজ এলো এবং নাটোরের রাণী ভবানী বিরাট এক বরকান্দাজ বাহিনী ফকিরদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলো।

এই সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ফকির বাহিনীর লড়াই হলো রানভাওয়াল পরগনার ইন্নাতপুরে। দুশমনদের তুলনায় ফকির বাহিনী সংখ্যায় অনেক কম হওয়ায়, তাঁরা এখানে পরাজিত হয়ে ভাওয়ালের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। এই সংঘর্ষে ফকিরদল বিশজনেরও অধিক লোক নিহত হলেন।

অকস্মাৎ এই বিপর্যয়ে ফকিরনেতা থমকে গেলেন। বিপর্যয়টি সামলে নেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বাহিনীসহ কিছুদিন এই অরণ্যেই আশ্রয় নিয়ে রইলেন।

প্রতিপক্ষের সৈন্যরা ফকিরদের সন্ধানে এই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হলো না। কিছুদিন অরণ্যের বাইরে অপেক্ষা করার পর তারা ফিরে গেল। হেনরী লজ অসহায় কণ্ঠে উপরওয়ালাকে জানালো— 'ফকিরদের বাগে আনা সম্ভব নয়। ফকিরদের সাথে বিশাল জনগোষ্ঠীর এতই নিবিড় সম্পর্ক যে, অরণ্যের মধ্যেই ফকিরদের জন্যে বাজার খোলা হয়েছে। জনগণের নিকট থেকে অনায়াসেই রসদ পাচ্ছে ফকিরেরা। অথচ আমাদের বিশাল সেনাসৈন্যের বহরকে প্রতিপালন করতে দিনের পর দিন আমাকে মোমেনশাহী থেকে গাড়ী গাড়ী চাউল পাঠাতে হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া আর কতদিন চলে ?'

ঘটনার সত্যতা ইংরেজদের সর্বাধিনায়ক গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি নিজেও একসময় খেদোক্তি করে বসলেন—'নাহ্! এই ফকিরদের নিয়ে আর বাঁচিনে। ব্রহ্মপুত্রের ওপার থেকে মাঝে মাঝে তারা এমনই ঝড়ের বেগে এসে এপারে হানা দেয় আর সবকিছু তছনছ করে দিয়ে আবার এমনই ঝড়ের বেগে পালিয়ে যায় যে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রায় অসহায়ই হয়ে গেলাম। কোথায় তারা যায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।'

ওয়ারেন হেস্টিংস অতঃপর বগুড়ার কালেকটার আর ঢাকার ইংরেজ প্রধানকে যেভাবেই হোক, মজনু শাহ আর তাঁর ফকিরদের পাকড়াও করার কড়া নির্দেশ দিলেন। নির্দেশই কেবল দিলেন না, বিরাট চাপ সৃষ্টি করলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

তদানুযায়ী তারাও ফকিরদের পাকড়াও করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে লাগলো। ওয়ারেন হেস্টিংস আবার তাদের তাগিদ দিলে ঢাকার প্রধানও হতাশ কণ্ঠে জানালো— 'মজনু শাহর দলকে পাকড়াও করা বড়ই কঠিন কাজ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের পক্ষে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে জেলায় আর যে পরগনায় গিয়ে সে হানা দিচ্ছে, সেখানেই সে দলে তার নতুন নতুন লোক পাচ্ছে। তার জোয়ানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া বৈ, আহত-নিহত হওয়ার ফলেও ঘাটতি-কমতি ঘটছে না।'

এ কথাও সর্বৈব সত্য। অত্যাচারীদের অত্যাচারে সর্বত্রই অনেক লোক ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। ফকিরদের দল সামনে পেলেই এই ক্ষিপ্তদের অনেকেই বদ্‌লা নেয়ার ইরাদায় ফকিরদের দলে এসে ভর্তি হতো।

রানভাওয়ালের ঐ বিপর্যয়ের পরও ফকিরনেতা দল নিয়ে মোমেনশাহীতেই রয়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে রইলেন। বস্তুতঃ নাগাদের সাথে সংঘর্ষের পর থেকেই ফকিরনেতা এমনই নিরন্তরভাবে তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন যে, এতে যেমন একদিকে ইংরেজেরা অস্থির হয়ে উঠলো, অন্যদিকে তিনি আর তাঁর জোয়ানেরাও তেমনি দিন কোন্ দিক দিয়ে যাচ্ছে তার হদিস করতে পারলেন না। দুই/তিনটি বছরের মধ্যে আরামে বসে নিঃশ্বাস ফেলারও বড় একটা অবকাশ তাঁরা পেলেন না। এতদসত্ত্বেও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, ফকিরনেতা নিজে বা তাঁর দলের কেউ এতে ক্লান্তি বোধ না করে নিত্য নতুন উদ্যমে তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন ফকির ইমাম শাহও। তাঁরও উদ্যমের অভাব কিছু ছিল না এবং মাঝখানে তিনি খানিকটা অস্বস্থিতে পড়েছিলেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নূরপুরে আবার ফিরে যাবেন বলে কথা দিয়ে এসে ফিরে যেতে না পেরে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অস্তস্তি বোধ করছিলেন। এই অস্বস্তিটা প্রকট হতে পারতো। হলো না নূরবানুরই প্রেরণায়।

আবার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও ইমাম শাহ্ এবার আর গায়েব হয়ে রইলেন না। কষ্টেশিষ্টে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক যোগাড় করে নূরপুরে বার তিনেক বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যস্ততার কথা জানিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে দেরী হওয়ার জন্যে তিনি অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

বার্তাবাহক শুধু ইমাম শাহর খবরই নূরপুরে পৌঁছালো না, মওকামতো গিয়ে সেখানকার খবরও ইমাম শাহকে এনে দিলো বার দুয়েক।

বইঘর.কম ও রোকনু

শেষবারে, অর্থাৎ মাস তিনেক আগে নূরপুরের খবরের সাথে নূরবানুর ক্ষুদ্র একটা পত্রও পেলেন ইমাম শাহ। নূরবানু জানিয়েছে—

'দেরীর জন্যে দুশ্চিন্তায় থাকার প্রয়োজন নেই। আপনার অবস্থা উপলব্ধি করে আমরা সবাই নিশ্চিন্তই আছি। জোর তৎপরতা চালিয়ে আপনারা ইংরেজদের অতিষ্ঠ করে তুলেছেন-এ খবরে আব্বাজান খুব খুশীই আছেন। দেশের জন্যে আপনি একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী, এই মর্মে আব্বাজান প্রায়ই আপনার তারিফ করেন। আমি এ জন্যে গর্ববোধ করি। কাজেই কাজ যখন হাল্‌কা হবে তখন আপনি আসবেন-তা যতদিন পরেই হোক। এ জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থেকে আপনি অন্যমনস্ক হবেন না। আর অন্যমনস্কভাবে লড়াই করতে নেমে নিজের কোন মুসিবত ঘটাবেন না-এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

এরপর ইমাম শাহর অস্বস্তিটা একদম হাল্‌কা হয়ে গেছে। তিনিও একাগ্রচিত্তে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু কিছু নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিচ্ছেন। দলের মনোবল ও একাগ্রতা উজ্জীবিত করছেন। মজনু শাহর একান্তই নির্ভরযোগ্য লোক হিসেবে তাঁর পাশে পাশে থাকছেন।

মজনু শাহ মোমেনশাহী ত্যাগ করলেন।

ইংরেজ সরকার সহকারে মোমেনশাহী, রাজশাহী ও অন্যান্য স্থানের জমিদারবর্গ মজনুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে মোমেনশাহীতে সমবেত হতে লাগলো।

একেবারেই তারা মরিয়া হয়ে উঠায় এবং এক জায়গাতেই দুশমন শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ায়, ফকিরনেতা আর এই অধিক বিড়ম্বনায় থাকলেন না। তিনি মোমেনশাহী ত্যাগ করলেন এবং দলবল নিয়ে মালদহে পার হলেন।

মালদহে আগে থেকেই ফকিরদের কিছু লোক কর্মরত ছিলেন। ফকিরনেতা মজনু শাহ এবার নিজে যে দল সাথে নিয়ে এলেন, তা ইতিমধ্যেই বিশাল আকার ধারণ করেছিল। মালদহে এসে তিনি তাঁর এই বিশাল দলকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করলেন এবং তৎপরতা চালানোর জন্যে মালদহের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন।

ফকিরদের হামলায় দিশেহারা হয়ে মালদহে ইংরেজদের আবাসিক প্রতিনিধি চার্লস গ্র্যান্ট উপরওয়ালাকে লিখলো— 'মজনু শাহর ফকিরে মালদহ গোটা জেলা ছেয়ে গেছে। তারা সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলছে। ছয়-সাত শো ফকিরের একটা দল বামনগোলা থানার শিকারপুরের রাজস্ব দপ্তর আর নিশ্চিন্তপুরের কোম্পানীর আড়ং (আড়ত) হামলা করে তছনছ করেছে। পাঁচশো ফকিরের আর এক দল কালীগ্রামের আড়ং-এ হানা দিয়েছে। আশিটি

বইঘর.কম ও রোকন

গোড়াওয়ালা সাতশো ফকিরের অন্য একটি দল হুকাদানতলায় হামলা করে ফিরছে। ওদিকে খোদ মজনু শাহ আরো অধিক লোক-লস্কর নিয়ে পূর্ণিয়ার নিকটবর্তী বাদল এলাকা প্রকম্পিত করে তুলেছে।'

এর কয়দিন পরেই গ্র্যান্ট আবার লিখলো— 'মালদহ সদরের কাছে যে দল ছিল তা পাথরঘাটার মোয়াজ্জেমপুরে গেছে। বাদল ও নিশ্চিন্তপুরের মাঝখানে চৌখাটে মুসা শাহ তার দল নিয়ে আমাদের লোকজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারা এখন মস্তানগড়ে কিংবা দিনাজপুরের নেকমর্দে যাবে। আমার গোপন সংবাদদাতারা জানিয়েছে, এই দুই জায়গাতেই সভা বসবে তামাম ফকিরদের। ছয়শত ফকিরের অন্য একদল মজনু শাহর এক সাগরেদ বুরহান শাহ পরিচালনা করছে। দুই হাজার ফকির নিয়ে মজনু শাহ কিছুদিন বাদলে ছিল। সে এখন তার অর্ধেক লোক অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়ে আত্রাই নদী পার হয়েছে এবং মস্তানগড়ের দিকে যাচ্ছে।'

টিকে থাকার প্রয়োজনে বিগত দিনগুলিতে ইংরেজ প্রশাসন অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার কাজেই ব্যাপৃত হয়ে থাকে। এদেশে তাদের দেশীলোকের সংখ্যাও দিন দিন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দেশী-বিদেশী লোক মিলিয়ে তারা সৈন্য সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে নিয়েছিল। একমাত্র বন্ধুহীন ফকিরের দল ছাড়া ইংরেজদের আর কোন দুশমন বা প্রতিবন্ধক না থাকায় এ মওকা তারা পেয়ে গেল।

মালদহের প্রতিনিধি চার্লস গ্র্যান্টের সংবাদ অনুযায়ী ইংরেজরা এবার আরো ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। খণ্ড খণ্ড সৈন্যবাহিনী এখানে ওখানে না পাঠিয়ে এবার তারা অত্যন্ত বড় পরিকল্পনা গড়ে তুললো। মেজর বুকাননের অধীনে তারা ইংরেজ সৈন্যের ছয়-ছয়টি কোম্পানী মস্তানগড়ে পাঠিয়ে দিলো। রংপুরের কালেকটার ও রাজস্ব কাউন্সিল ক্যাপটেন আলেকজান্ডারের অধীনে চার কোম্পানী সৈন্য দিনাজপুরের নেকমর্দে প্রেরণ করলো।

ফকিরদের পদ্ধতি 'হিট এন্ড রান'। অর্থাৎ গেরিলা পদ্ধতিতে আঘাত হেনে সরে পড়া। নেহায়েতই প্রয়োজন না হলে, সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া। তাঁদের দল বিধিগতভাবে কোন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল নয়। কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাপতি দ্বারা পরিচালিত নয় যে, যখন তখন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায়। ফকিরদের বড় শক্তি তাদের মনোবল ও নিয়ত। দেশের সৎ জনগণ তাঁদের শুভানুধ্যায়ী আর এটা শক্তি হলেও, লড়াইয়ের ময়দানে তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই। তাই এবারের এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক সম্মুখযুদ্ধ অবধারিত দেখে ফকিরনেতা মজনু শাহ ফকিরদের সমুদয় দলকে মোরাং-এ সরে পড়তে

বইঘর.কম ও রোকন

বললেন। এরপর তিনিও তাঁর নিজের দল গুছিয়ে নিয়ে ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে মোরাং-এ চলে গেলেন।

ফুরসুৎ পেলেন ইমাম শাহ। দলের কাজ আপাততঃ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, মোরাং-এ যাওয়ার প্রাক্কালে ইমাম শাহ ফকিরনেতা মজনু শাহর কাছে তাঁর শাদির প্রসঙ্গ তুললেন এবং বিনীত কণ্ঠে ফকিরনেতার এযাজত প্রার্থনা করলেন।

ফকিরনেতা এ প্রস্তাবে উল্লাসিত হয়ে উঠে খোশকণ্ঠে বললেন— 'মাশা আল্লাহ ! বহুত উমদা বাত ! জরুর তুমি শাদি করবে আর শাদি করার এইটেই উত্তম সময়। দলের কাজ আমাদের আপাততঃ বন্ধ থাকবে। ইংরেজদের এই তোড়জোরের মুখে সেরেফ ছাই দেয়াই নয়, সবাই আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েও পড়েছি। বিরাম চাই কিছুদিন। মোরাং-এ বেশ কিছুদিন থেকে আমরা জিরিয়ে নেবো। এই ফাঁকে শাদি করে তুমিও সময়টা আনন্দ-ফূর্তির মধ্য দিয়ে খোশহালে কাটিয়ে এসো। দুলাহ-দুলহীনের মধ্যে গভীর মুহাব্বত পয়দা হোক, রাহমানুর রাহিমের কাছে আমি এই আরজই রাখি।'

ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে ইমাম শাহ বললেন— 'হুজুর মেহেরবান ! বড়ই দরাজদীল !'

ফকিরনেতা এবার হেসে দিয়ে বললেন— 'উঁহুঁ-উঁহুঁ ! শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভেজালে চলবে না। মোরাংয়ে ফেরার কালে শুকুর মিঠাই সাথে থাকা চাই জরুর।' তাঁর চোখে-মুখে খুশীর আমেজ নিবদ্ধ হয়ে রইলো।

নেওয়াজী শাহর কাছে এসে ইমাম শাহ একথা পাড়তেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন— 'ওরে আমার শেয়ান ঘুঘুর ছা ! তলে তলে এত ?'

ইমাম শাহ হেসে বললেন— 'তা তলে 'তলে যতই থাক, আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে।'

ঃ আমাকে !

ঃ সেরেফ তুমি একাই নও, যে কয়জন আমরা একসাথে কাজ করছি বরাবর, তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে যাবো।

ঃ সে কি-! সে তো পঁচিশ-ত্রিশ জন কমপক্ষে !

ঃ তা হলো তো কি হলো ? বড়যাত্রী লাগবে না ? তাছাড়া আমরা হবু শ্বশুরও কাঙ্গাল নন। এমন একশো জনের আনযাম এক লহমায় করার সাধ্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়েছেন।

ঃ আচ্ছা ! তা আমার কথা ফললো ? ঐ যে মোরাংয়ে যখন আমরা দুইজন একসাথে ছিলাম, রাতে ঘুম আসে না কারো চোখে তখন তোমার কথা শুনেই বলেছিলাম, তুমি মুহব্বতে পড়ে গেছো, আমি এ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তুমি

বইঘর.কম ও রোকন

তখন উড়িয়েই দিলে সে কথা। এখন ? এ বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ-মানে উস্তাদ কি না এবার বোঝো ?

নেওয়াজ শাহ ইতস্ততঃ করে বললেন— 'কিন্তু হুজুরের সাথে মোরাংয়ে যাবো আমরা, মোটামুটি এই চিন্তাই---।'

ঃ তাতে কি ? হুজুরের কাঁধে অনেক দায়িত্ব। দল ছেড়ে তাঁর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের বাধাটা কি ? হুজুর কি এযাজত দেবেন না ?

ঃ না, তা অবশ্যই দেবেন। তবে---।

ঃ ঘাবড়াইয়ে মাৎ ! বেশীদিন তোমাদের রাখবো না। শুভকাজটা হয়ে গেলেই ছেড়ে দেবো তোমাদের। তোমরা তখন মোরাংয়ে চলে যেও।

নেওয়াজী শাহ কটাক্ষ করে বললেন— 'আর তুমি ? তুমি আমাদের সাথে যাবে না ?'

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ইমাম শাহ হেসে জবাব দিলেন— 'নেহি-নেহি, কভ্‌ভি নেহি।'

ঃ একা তাহলে থাকবে কোথায় ?

ঃ বলা যাবে না। বলতে মানা।

ঃ ওরে আমার দোস্ত্। তলে তলে এত ?

ঃ কত এবার তা হিসেব করে দেখো।

ইমাম শাহ হাসতে লাগলেন।

নেওয়াজী শাহ ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'তোমরা সুখী হও দোস্ত্। তোমাদের জীবনটা সুখের হলেও আমার পরম আনন্দ। তোমাদের সুখ দিয়ে আমি আমার নিজের দুঃখ ভুলতে পারবো।'

ঃ দোস্ত্ !

নেওয়াজী শাহ পরক্ষণেই উৎসাহ ভরে বললেন— 'ঠিক হ্যায়, আমি তৈয়ার। তুমি অন্যদের দেখো।'

অন্যেরাও এক কথায় রাজী হলেন।

বন্ধুবান্ধব সহকারে ইমাম শাহ যথা সময়ে নূরপুরের পথ ধরলেন। ইমাম শাহর দীলে তখন অনন্ত খোয়াব আর অপূরন্ত আবেগ।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। নূরপুর এখন আর সে নূরপুর নেই। মাস দুয়েক আগে অকস্মাৎ এক কল্পনাতীত দুর্যোগে নূরপুরের গাঁ'টা ছারখার হয়ে গেছে। এই দুর্যোগের হোতা চাঁদ আলী দেওয়ান ওরফে চন্ডালী ডাউন।

বইঘর.কম ও রোকন

পাইক পাঠিয়ে গঞ্জের কাচারীতে ডেকে এনে চন্ডালী ডাউন একদিন নূরপুরের কয়েকজন সৎ ও আত্মসম্মান সচেতন মাত্বরদের যারপরনাই অপমান করে বসলো। কারণ তাঁরা তোয়াজ করেন না ইংরেজদের আর ইংরেজদের চামচাদের।

একটা না-লায়েক ত্যান্দরের এ আচরণ সহ্য করতে না পেরে মাত্বরদের একজন চন্ডালীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

আর এতেকরেই ঘটে গেল বিপর্যয়। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো চন্ডালী। সাঙ্গোপাঙ্গো ও পাইক-পেয়াদা নিয়ে সে মাতবরদের আক্রমণ করে বসলো।

গঞ্জের মাদ্রাসা নিকটেই। খবর পেয়ে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ানসহ মাদ্রাসার কয়েকজন মুদাররেস (শিক্ষক) ও কিছু তালেবে এলেম (ছাত্র) মাতবরদের উদ্ধারে ছুটে এলেন। তাঁরা এসে চন্ডালীদের ঘিরে দাঁড়াতেই শুরু হলো চন্ডালীদের চিৎকার— 'বাঁচাও-'বাঁচাও, কাচরীতে ডাকাত পড়েছে, কাচারী লুট হচ্ছে---!'

নসীবের মার ! ফকিরদের তালাশে ইংরেজদের মস্তবড় এক বাহিনী সেই এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে সেই সময় এই কাচারীর কাছে এসে পৌঁছেছিল। কাচারী লুট হচ্ছে শুনেই তারা হুংকার ছেড়ে ছুটে এলো সেখানে এবং চিৎকাররত চন্ডালীরা সনাক্ত করে দেয়ামাত্র ইংরেজ সেপাইরা কিছু বোঝার চেষ্টা না করেই ঐ মাতবরদের সহকারে কয়েকজন তালেবে এলেম, অন্য একজন মুদাররেস ও আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ানকে গুলী করে হত্যা করলো।

এরপর ইংরেজ ফৌজ ফিরে যেতে উদ্যত হলে সাঙ্গাপাঙ্গো সহকারে চন্ডালী ডাউন কাতর কণ্ঠে বললো— 'স্যার, এখন আমাদের কি হবে স্যার ?'

ফৌজের অধিনায়ক প্রশ্ন করলো— 'কিয়া হোগা ?'

চন্ডালী ডাউন বললো— 'গাঁয়ে যে আমার দুশমন রয়ে গেল হুজুর। তারা তো আমাদের জ্যান্তই পুঁতে ফেলতে পারে।'

অধিনায়ক বললো— 'দুশমন। আইমিন, ফাকির ?'

চন্ডালীরা বললো— 'হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার ফকির। ঠিক ফকির না হলেও ফকিরদেরই অনুগত চেলা। ওরাই ফকিরদের আশ্রয় দেয় আর ফকিরদের জোরে ওরাও লুটতরাজ করে।'

ঃ ইজ ইট (তাই) ?

চন্ডালী ডাউন মৃতদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো— 'এই তো হুজুর, এরাই সেই চেলা। আমাদের কাচারী লুট করতে এসেছিল। এমন চেলা আরো কিছু রয়ে গেল যে গাঁয়ে আমাদের ?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আই সি ! দেন প্রাসড়-চলো, আভ্ভি চলো।

ইংরেজ ফৌজ সঙ্গে করে নিয়ে এসে চন্ডালী ও তার স্যাঙ্গাতেরা গাঁয়ের অপর কয়জন সৎ ও চন্ডালী বিরোধী মাতবরদের ঘরবাড়ী দেখিয়ে দিলো।

ইংরেজ সৈন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে সেসব ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিলো। পালিয়ে যাওয়ার আগেই যেসব মাতবরদের ধরতে পারলো, স্ত্রী-পুত্র সহকারে ইংরেজেরা তাদের সবাইকে হত্যা করলো।

এই নিহতদের দলে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের পুত্র শামসুদ্দীন দেওয়ান ও তাঁর স্ত্রীও ছিলো। আলেম সাহেবের স্ত্রী অর্থাৎ নূরবানুর আম্মা তাঁর ঐ পুরাতন বিমারে কিছুদিন আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। পরিস্থিতি আঁচ করে বাড়ীর অন্যান্য চাকরেরা আগেই পালিয়ে গেল।

রুস্তম আলী সহকারে শামসুদ্দীন দেওয়ানও তাঁর স্ত্রী এবং নূরবানুকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। চন্ডালীর তৎপরতায় তাঁরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাহির আঙ্গিনায় আসতেই ইংরেজ ফৌজ তাদের দিকে ছুটে এলো এবং শামসুদ্দীনকে ধরে ফেলে তম্বি করতে লাগলো।

বেকায়দা দেখে রুস্তম আলী শামসুদ্দীনের স্ত্রী ও নূরবানুকে ঠেলে নিয়ে ফের অন্দরের দিকে ছুটে এলো। একটু পরে চন্ডালীও নূরবানুর খোঁজে বাড়ীর মধ্যে ছুটে এলো।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে এসেই রুস্তম আলী নূরবানুকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। শামসুদ্দীনের স্ত্রীকেও তারা ডাকতে লাগলো। কিন্তু স্বামীর কি হালত হলো তা না জেনে আর স্বামীকে ফেলে তিনি তাদের সাথে গেলেন না।

নূরবানুরা চলে গেল। এর পরে পরেই চন্ডালীটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। দৌড়ের উপর সে এ ঘরে ও ঘরে নূরবানুর খোঁজ করলো। নূরবানুকে না পেয়ে সে শামসুদ্দীনের স্ত্রীর উপর চড়াও হলো। নূরবানু কোথায় তা বলে দিতে না পারায় চন্ডালী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শামসুদ্দীনের স্ত্রীর পেটে ছুরি চালিয়ে দিলো।

আর্তনাদ করে উঠে শামসুদ্দীনের স্ত্রী পেট চেপে ধরে পাশের বাড়ীতে ছুটে আসতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। পথের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন এবং লহমা কয়েক একটু নড়াচড়া করে ওখানেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

অপর দিকে ইংরেজেরা তখন শামসুদ্দীনকে বাহির আঙ্গিনাতেই হত্যা করে গৃহে তার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বাড়ীটাও পুড়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

জনা তিরিশেক বন্ধুবান্ধব সহকারে সূর্যাস্তের একটু আগে এসে ইমাম শাহ নূরপুরে পৌঁছলেন। পথেই তাঁরা এসব কথা কিছু কিছু শুনতে পেলেন। নূরপুরে এসে গাঁয়ের অবস্থা দেখেই চমকে উঠলেন সকলে। মাঝে মাঝেই পোড়া বাড়ী। আগুনের তাপে গাছের কাঁচা পাতা আজও ঝলসে আছে। দৌড়ের উপর তাঁরা আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে এসে দেখলেন, বাড়ী বলতে হেথা-হোথা দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় কয়েকটা আধপোড়া খুঁটি।

দেখামাত্রই ইমাম শাহ আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে তার একটুও আওয়াজ বেরুলে না। অন্যদেরও মুখে কোন বাক্যস্ফূরণ হলে না। হতবাক হয়ে সবাই পোড়াবাড়ী ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

www.boighar.com

লাঠির উপর ভর দিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধলোক। তিনি ইমাম শাহকে চিনতেন। ইমাম শাহর শক্তির খবরও রাখতেন। চন্ডালীর নিষ্ঠুরতায় তিনি মর্মদাহে জ্বলছিলেন। অভিযোগ নিয়ে এসে তিনি তামাম ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম শাহদের শুনালেন। সবশেষে বললেন— 'আমি এখন কবরদেশের যাত্রী। চন্ডালীকে নিয়ে আমার আর মাথা ব্যথা কি বাপজান ? পারলে এর কিছু প্রতিকার আপনারা করুন।'

তামাম কাহিনী শোনার পর আবার সবাই বোবা হয়ে গেলেন। বৃদ্ধের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কি জবাব দেবেন তাঁরা, ভাষা খুঁজে পেলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর নেওয়াজী শাহ বৃদ্ধটিকে প্রশ্ন করলেন— 'আচ্ছা মুরব্বী, রুস্তম আলীর সাথে যে নূরবানু বেগম সাহেবা পালিয়ে গেলেন, তা আপনি জানলেন কি করে ?'

নিজের বাড়ীর দিকে ইংগিত করে বৃদ্ধটি বললেন— 'ভয়ে আমার বাড়ীরও সবাই পালিয়ে গেল। বৃদ্ধ অচল মানুষ আমি। আমি আর যাই কোথায় ? ঐ যে আমার দেউটির ওপাশে একটা কলার ঝাড় দেখছেন, ঐ কলার ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখলাম। রুস্তম আলীরা বাড়ীর পেছন দিকের দুয়ারটা খুলে রেখে চলে গেল। ঐ খোলা দুয়ার দিয়ে ভেতরে কি হচ্ছে, তাও দেখতে পেলাম। চন্ডালীটা খুবই দৌড়ের উপর ছিল। ইংরেজেরা ডাক-হাঁক শুরু করলে সে আবার তখনই বাহির আঙ্গিনায় ছুটে গেল। ঐ খোলা দরজাটা নজরে তার পড়েনি।'

নেওয়াজী শাহ ফের প্রশ্ন করলেন— 'এরপর কি আর রুস্তম আলীদের কোন খবরই পাওয়া যায়নি ?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কে করবে বাপজান ? আর কোথায় তারা গেল, সে খবর আমিইবা জানবো কি করে ?

ঃ তা ঠিক। আচ্ছা আপনার কি ধারণা, রুস্তম আলী নূরবানু বহিনের সাথেই এখনও আছে ? পথে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে সে যায়নি ?

ঃ জান গেলেও তা যাবে না বাপজান। সে বেঁচে থাকতে নূরবানুর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগতে সে দেবে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ নূরবানু যে প্রায় ঐ রুস্তম আলীরই মেয়ে। নিজের মেয়ে না হলেও নিজের মেয়ের চেয়ে কম নয়।

অর্থাৎ ?

ঃ নূরবানুর আব্বা বালক রুস্তম আলীকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করলো, শাদি দিলে। কিন্তু দীর্ঘদিন রুস্তম আলীর কে না ছেলে-মেয়ে হলে না। এরমধ্যে নূরবানুর আম্মা নূরবানুকে প্রসব করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রুস্তম আলীর স্ত্রী তখন নূরবানুকে কোলে তুলে নিলো। ব্যাস ! অতঃপর নূরবানুকেই তারা নিজের মেয়ে বানিয়ে সন্তানের অভাব পূরণ করে নিলো।

নেওয়াজী শাহ তাজ্জব হয়ে বললেন— 'মুরবাবী!'

ঃ এরপর একদিন রুস্তম আলীর স্ত্রীও মারা গেল। কিন্তু নূরবানুর মায়ায় রুস্তম আলী আর কোথাও যেতে পারলে না। নূরবানুকে কেন্দ্র করে জীবনভর এই বাড়ীতেই রয়ে গেল।

ঃ বলেন কি ?

ঃ বেঁচে থাকলে রুস্তম আলী নূরবানুর সাথেই আছে আর রুস্তম আলীর গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকতে নূরবানুর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

ঃ এতটাই বিশ্বাস আপনার ?

ঃ জানা ঘটনা বাপজান। দীর্ঘদিন দেখে দেখে এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।

ঃ মুরুব্বী !

ঃ তবে পথে-বিপথে কত মুসিবতই হতে পারে তাদের। এ সম্বন্ধে আর আমি কি বলবো ? রুস্তম আলী তো আর সর্বশক্তিমান নয় ?

ইমাম শাহ এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। এবার তিনি সশব্দে আর্তনাদ করে উঠলেন। নেওয়াজী শাহকে জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বললেন— 'দোস্ত্, এ কি সর্বনাশ হলো আমার !'

নেওয়াজী শাহ্ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— 'নিদারুণ এক বদনসীব আদমী যার বন্ধু, তার নসীব আর উজালা হবে কি করে দোস্ত্ ? এমনটি যে ঘটবে---!' বলতে বলতে নেওয়াজী শাহ্ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

তাঁদের সঙ্গীসাথীদের তখন নিজের অজ্ঞাতেই হাত গেছে হাতিয়ারে।

সেই রাতেই নূরপুরের বাসিন্দারা চমকে উঠে দেখলো, চন্ডালী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বাড়ী-ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। গঞ্জের লোকেরা দেখলো, চন্ডালীদের খাজনা আদায়ের কাচারীবাড়ী ভস্মিভূত হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন সকালে নূরপূর ও তার আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা ভিড় জমিয়ে দেখলো, নূরপুরের তে-রাস্তার আমগাছের ডালে ডালে চন্ডালী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ঝুলছে। সকলেরই পা-দুটো উপর দিকে বাঁধা এবং চন্ডালী ডাউন সহকারে সকলেই মাথাগুলো ডাউন, অর্থাৎ নীচের দিকে ঝুলছে। দেহে তাদের প্রাণ নেই। কারো জোড়া হাড় জোড়া নেই। বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সব।

১২

বদলা নেয়া শেষ করে ইমাম শাহর সঙ্গী-সাথীরা মোরাং-এ চলে গেলেন। ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহ বেরুলেন নূরবানুদের খোঁজে।

নেওয়াজী শাহ ইমাম শাহর সঙ্গী হলেন দুই কারণে। শোকাহত বন্ধুকে একা ছেড়ে দেয়া তিনি যেমন সমীচীন বোধ করলেন না, তেমননি খোঁজ করার প্রয়োজন তাঁর নিজেরও ছিল। সমস্যা দুই দোস্তের এখন একদম এক। নূরবানু আর জুবাইদা খাতুন দুইজনই নিখোঁজ। একজনকে তালাশ করতে অন্যজনকে পেয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এর উপর আরো যা ঘটনা তা হলো, ইমাম শাহ জুবাইদাকে চেনেন না, নেওয়াজী শাহও নূরবানুকে বা রুস্তম আলীকে চেনেন না। চেনে না নূরবানুও নেওয়াজী শাহকে। জুবাইদার নিকটও ইমামশাহ্ একজন অচেনা লোক। চেনা থাকলে দুই জন দুই দিকে খোঁজ করতে পারতেন। তা নেই বলেই একসঙ্গে বেরোনো তাঁরা বেহ্তর বোধ করলেন। একসঙ্গে বেরুলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

নূরবানু আর রুস্তম আলী জানতো ইমাম শাহ ফকির বাহিনীর লোক। নেওয়াজী শাহও ফকির বাহিনীতে আছেন, বেঁচে থাকলে জুবাইদাও এতদিন সে খোঁজটা পেয়ে থাকতে পারে। নেওয়াজী শাহর অন্য কোন পেশা-নেশা ছিল না যে, সেই মোতাবেক খোঁজ করবে জুবাইদা। একমাত্র ফকির বাহিনীতে যোগ

বইঘর.কম ও রোকন

দেয়ার খবরটা কোনমতে সে পেয়ে থাকবে, তবেই জুবাইদার খোঁজ করার একটা রাহা তৈয়ার হয়ে থাকবে। অন্যথায় অন্ধকারে হাত্ড়িয়ে বেড়ানোর কাজ অধিক দিন সে চালিয়ে যেতে পারবে না। শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে সে। অপর দিকে আবার নেওয়াজী শাহ্ নিজেও পূর্ণিয়ার প্রায় সকল অলি-গলিতে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়েছেন। খোঁজ করার কোন নির্দিষ্ট দিক তাঁর আর নেই। এখন বন্ধু যে দিকে যায়, সেই দিকই তাঁর দিক।

এদিকে ইমাম শাহও বিশাল এই দুনিয়ার সর্বত্র খুঁজে বেড়ানো সম্ভব নয় দেখে, ফকিরদের আস্তানাগুলো আর তার আশে-পাশের স্থানগুলোতেই খোঁজ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। কারণ রুস্তম আলী ও নূরবানু ফকিরদের অনেক আস্তানার নাম-নিশানার কথা ইমাম শাহর মুখে শুনেছে। ইমাম শাহকে খুঁজে বেড়ালে, তারাও ঐসব দিকেই খুঁজবে, এইটাই স্বাভাবিক।

বেরিয়ে পড়ে দুই দোস্ত্ ফকিরদের এক আস্তানা থেকে অন্য আস্তানায় ফিরতে লাগলেন। মস্তানগড় ও পান্ডুয়া সহকারে বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়ার সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করে বেড়ালেন। অবশেষে মোরাং-এ যাওয়ার পথে তারা নেকমর্দ ও জলপাইগুড়ির ডেরাতেও গেলেন। কিন্তু কোথাও রুস্তম আলী, নূরবানু বা জুবাইদা-কারো হদিস পেলেন না। তাদের চেহারা-আকৃতি বর্ণনা করার পরও কেউ কোন সন্ধান দিতে পারলো না। তারা ব্যর্থ হলেন। হয়তো এমনও হতে পারে, ঐ চেহারা আর আকৃতির লোকদের যারা দেখেছে, তাদের সাথে ইমাম শাহদের সাক্ষাৎই হলো না। ঘটনা যা-ই হোক, ইমাম শাহরা ব্যর্থ হলেন এবং পরিশ্রান্ত ও হতাশ হয়ে মোরাং-এ ফিরে গেলেন।

নূরপুর থেকে ফেরত আসা ইমাম শাহর সঙ্গীদের মারফত ইমাম শাহর দুর্ভাগ্যের কথা ইতিমধ্যেই মোরাং-এর আস্তানায় পৌঁছেছিল। ফকিরনেতা মজনু শাহ্ সহকারে আস্তানার সকলেই এ খবর জানতেন। এই প্রসঙ্গে নেওয়াজী শাহর বদনসীবের কিছু কিছু কথাও আস্তানার সবাই জেনেছিলেন। ফলে ইমাম শাহ্ ও নেওয়াজী শাহ ফিরে এলে আফসোস-আক্ষেপের সাথে সকলেই তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

দল নিয়ে আবার বাংলা মুলুকে ফিরে এলেন ফকিরনেতা মজনু শাহ। কালেকটারদের সতর্ক নজর সত্ত্বেও মুসা শাহ তাঁর দল নিয়ে মোমেনশাহী এবং মজনু শাহ তাঁর দল নিয়ে মালদহ ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকা পুনরায় চষে বেড়াতে লাগলেন।

বইঘর.কম ও রোকনু

আগের ঐ ছয় ও চার মোট দশ কোম্পানী ফৌজের বিপুল অংশ নিয়োগ করে রাখার পরও ইংরেজ সরকার আরো এক ব্রিগেড ফৌজ বগুড়ার সেলবর্স নামক স্থানে সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করে দিলো।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বর্ষা নামার পূর্ব পর্যন্ত ফকির বাহিনীর তৎপরতা ঐ একই রকম দুর্বারভাবে চললো। মাঝে মাঝেই এসে তাঁরা পাণ্ডুয়ার ঐ বিখ্যাত মসজিদে একত্রিত হতে লাগলেন এবং অভিযানের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা তৈয়ার করতে লাগলেন।

ব্যর্থতার কারণ হিসাবে রাজস্ব কাউন্সিল ও জেলার কালেকটারগণ তাদের উপরওয়ালাকে বারবার ঐ একই কথা জানাতে লাগলো— 'জনগণের ব্যাপক সমর্থন থাকার দরুন তারা ফকিরদের দমন করতে পারছে না। ফকিরেরা চোখের নিমেষে জনগণের মধ্যে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে আর নির্ধারিত স্থানে গিয়ে আবার একত্রিত হচ্ছে। তাদের পেছনে দৌড়িয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। দৈবাৎ ভাগে-বরাদ্দে না পড়লে তাদের ছায়া মাড়াতে পারছি না।'

এই অবস্থায় আরো দুই/তিন বছর গত হয়ে গেল। বিপুল তোড়জোড় ও আয়োজন সত্ত্বেও ফকিরেরা ইংরেজদের এক দুর্নিবার আতংক হয়ে রয়ে গেলেন। তাঁরা ইংরেজদের আহার-নিদ্রা হারাম করে রাখলেন। ইংরেজ শাসনের ভিত্ কমবেশী আগের মতোই টলমলে হয়ে রইলো।

কিন্তু ঘটনা ঐ একই। নসীব বরাবরই ইংরেজদের পক্ষে ছিল। জনগণের পরোক্ষ সহানুভূতি ও সাহয্যটুকু ছাড়া প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে কোন শক্তিই লাঠি হাতে ফকিরদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না। তাদের এই একক জেহাদ এককই রয়ে গেল। ফলে দিন যতই অতিবাহিত হতে লাগলো, পরিস্থিতি একটু একটু করে বদল হতে লাগলো আর ইংরেজরোও একটু একটু করে শ্বাস ফেলার অবকাশ পেতে লাগলো। এর একটা বড় কারণ মজনু শাহর বার্ধক্য। মজনু শাহ ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। তাঁর জোয়ানীর সেই দুর্নিবার উদ্দামে ভাটা নেমে এসেছিল। এ ছাড়া প্রায় বিশ/বাইশ বছর যাবত একটানা পরিশ্রমের দরুন এক্ষনে বিভিন্ন আধিব্যাধি তাঁকে আঁকড়ে ধরতে লাগলো।

এ কারণে লাগাতার কয়েক বছর অব্যাহতভাবে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পর তিনি উপর্যুপরি দুই/তিনটে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। ঈসায়ী ১৭৮৫ সনে সেল্‌বর্সে অবস্থিত লেফটেন্যান্ট ক্রোয়ের বাহিনীর সাথে মস্তানগড়ের নিকটবর্তী এক যুদ্ধে মজনু শাহ পরাস্ত হলেন। তাঁর দলের সাত জন লোক নিহত হলো।

এ সময় কুচবিহারের সিংহাসন নিয়ে সেই পুরাতন গোলযোগ আবার দেখা দিলে কুচবিহারের রাজপুত্র পূর্ববৎ এদেশে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের ভাড়া

বইঘর.কম ও রোকন

করলেন। এই সন্ন্যাসীরা কুচবিহারে যাওয়ার পথে অকস্মাৎ হামলা করে মজনু শাহর আরো কয়েক জন সঙ্গীকে হত্যা করলো।

ঠিক এই মুহূর্তেই লেফটেন্যান্ট ইনসী কয়েক কোম্পানী ফৌজ নিয়ে এসে ফকির বাহিনীকে আক্রমণ করে বসলে এই সম্মুখযুদ্ধেও বৃদ্ধ মজনু শাহ সুবিধে করতে পারলেন না। দলের অধিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আগেই তিনি তড়িৎ গতিতে পিছু হঠে সদলবলে আত্মগোপন করলেন।

বৃদ্ধ হলেও মজনু শাহ তবু দমার পাত্র ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও শীঘ্রই তিনি দিনাজপুরে অবস্থিত মুসা শাহর বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে আবার ইংরেজদের মোকাবেলায় নামলেন। এক/দেড় বছর যাবত আবার তিনি ইংরেজদের বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলার আস্তানা ও কুঠিগুলো তছনছ করে বেড়ালেন।

কিন্তু শরীর তাঁকে আর এগুতে দিলো না। ইতিমধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলে তিনি তাড়াতাড়ি মোরাং-এ চলে এলেন।

কিন্তু দিন তাঁর শেষ হয়ে এসেছিল। মোরাং-এ আসার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে ইন্তেকাল করলেন। ঈসায়ী ১৭৮৭ সনে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রথম ও একনিষ্ঠ সালার ফকিরনেতা মজনু শাহ সংগ্রামের দায়িত্ব মুসা শাহর কাঁধে দিয়ে পরলোকে চলে গেলেন।

শোকের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে মজনু শাহর অগণিত শিষ্য-সাগ্‌রেদ মজনু শাহর নশ্বর দেহ তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে গিয়ে দাফন করে এলেন।

মজনু শাহর মৃত্যুতে ফকির বাহিনীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেল। তিনিই এই আন্দোলনের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তিনিই ছিলেন ফকির দলের মূল ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আদি নেতা। তাঁর মৃত্যুতে ফকির বাহিনীর সকলেই বিহ্বল হয়ে গেলেন। ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেন। বিশেষ করে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহর অবস্থা হলো কর্তিত কদলী বৃক্ষের মতো। মজনু শাহর মৃত্যুতে তাঁরা একেবারেই বেহাল হয়ে গেলেন। একদিকে বুকে তাঁদের নূরবানু ও জুবাইদাদের নিয়ে নিদারুণ আফসোস এবং সে আফসোস কিছুটা উপশম হতে না হতেই অপরদিকে তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা মজনু শাহর এই মৃত্যু। শোকের উপর শোকে তাঁরা একদম শয্যা নিলেন। কয়েকদিন আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

এই অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালে ইমাম শাহ একদিন সাঁঝরাতেই নিদের মধ্যে খোয়াব দেখতে লাগলেন। খোয়াবে তিনি প্রথমে মজনু শাহকে দেখলেন। দেখলেন, তাঁকে শাদি করার এযাজত দিয়ে ফকিরনেতা হাসিমুখে বলছেন,

বইঘর.কম ও রোকন

মুখের কথায় চিড়ে ভেজালে হবে না বাপজান, আসার সময় শুকুর মিঠাই আনতে হবে জরুর।

এরপর তিনি হাসলেন। হাসার পরেই হারিয়ে গেলেন। মাঝে কিছুক্ষণ এলোমেলো স্মৃতি। উল্টাপাল্টা দৃশ্যপট।

এরপর দেখলেন, তিনি নূরপুরে এসেছেন। দেখলেন, বৈঠকখানার দরজায় বসে নূরবানু তার অপেক্ষায় পথের দিকে চেয়ে আছে। এর মাঝে রুস্তম আলী এসে বললো, কেবল আজকেই তো নয় বাপজান, নূরবানুর এখন এইটেই তো কাজ। বছরের পর বছর ধরে তিনি আপনার পথ চেয়েই বসে আছেন। এরপর রুস্তম আলীও মিলিয়ে গেলো। আবার নূরবানুর মুখ ভেসে উঠলো। ইমাম শাহ নূরবানুর কাছে আসতেই নূরবানু তাঁকে দেখে হু হু করে কেঁদে উঠলো। দুই চোখের পানিতে নূরবানুর বুকের বসন ভিজে যেতে লাগলো। ইমাম শাহ আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনিও ফুঁপিয়ে উঠলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অর্থাৎ কাঁদার নামে ঘুমের মাঝে ক্ষীণস্বরে গোঙ্গাতে লাগলেন।

রাত তখন মোটেই বেশী হয়নি। সকলেই শয্যা গ্রহণ করেননি। ঘরে আলো জ্বলছে তখনও। এই সময় করম আলী শাহ কি এক কাজে তাঁর কাছে এলেন। শব্দ শুনে ইমাম শাহর গায়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন— 'এই যে জনাব, কি হলো ? খোয়াব দেখছেন নাকি ?'

ইমাম শাহ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সম্বিতহীনভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

করম আলী শাহ ফের বললেন— 'খোয়াব দেখছিলেন, মনে হলো ?'

ইমাম শাহ সম্বিতে ফিরে এলেন। আবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। এরপর তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'জ্বি হ্যাঁ ভাই সাহেব।'

ঃ খুব কি খারাপ খোয়াব ?

ইমাম শাহ ম্লান কণ্ঠে বললেন— 'খারাপ আর কি ? খারাপের দরিয়ার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছি। এখন যা দেখা যায়, তাই ভাল। ঐ টুকুই লাভ।'

ঃ কিন্তু মনে হলো, আপনি যেন কাঁদছিলেন ?

আবার নিঃশ্বাস ফেলে ইমাম শাহ খোয়াবের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন— 'হুজুর হারিয়ে যেতেই নূরবানুর ঐ কান্না। আমি আর সামলাই কি করে ?'

করম আলী শাহও একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন— 'দগ্‌দগে স্মৃতি জনাব। কোন্‌টাইবা ভোলা যায় সহজে ? একদিকে নূরপুরের ঐ আঘাত, আর একদিকে হুজুরের এই ওফাত। প্রায় লাগালাগি ঘটনা। হুজুরের এই এক শোকই আমরা

বইঘর.কম ও রোকন

সামলাতে পারছিনে, আপনার তো আবার বুকে-পিঠে ঘা। দীলে আপনার দুই দিকের দুই ক্ষত। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই জনাব।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ইমাম শাহ্ বললেন— 'হুজুর চলে গেলেন। এজন্যে আফসোস থাকবেই তো দীলে আমাদের। তাঁর অভাব আমাদের আর কখনও পূরণ হবে না আর এত স্নেহও এ দুনিয়ায় আর আমি কোথাও পাবো না। তবু এখানে একটা কথা আছে ভাই সাহেব। সান্ত্বনার ফাঁক আছে।'

ঃ জনাব !

ঃ মানুষ মরণশীল। হুজুরও মারা গেলেন। এখানে দীলে একটা সান্ত্বনা দেয়ার পথ আছে। কিন্তু নূরবানু ? সে মারা গেছে-এটা নিশ্চিত হতে পারলেও মনকে সেইভাবে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। কিন্তু বেঁচে থাকলে, কোথায় সে আছে, কি হালতে আছে, এটা ভাবতে গেলেও যে দমটা আমার বন্ধ হয়ে আসে ভাই সাহেব। আমি আর সহ্য করতে পারিনে। কি দুর্গতিই যে তার হচ্ছে বা হয়েছে!

ইমাম শাহর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। করম আলী শাহও জবাব খুঁজে না পেয়ে নীরব হয়ে গেলেন।

কিছু বিত্ত সাথে থাকলেও নূরবানুর দুর্গতি আর ভোগান্তির সত্যিই কোন সীমা অবধি ছিল না। তাঁকে নিয়ে পেরেশানীর শেষ ছিল না রুস্তম আলীরও। নূরবানুকে নিয়ে বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো রুস্তম আলী। একটু ফাঁকে এসেই শামসুদ্দীন ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার খবর তারা শুনতে পেলো। বাড়ীতে আগুন জ্বলতেও দূর থেকে দেখতে পেলো। শুনতে পেলো, নূরবানুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চন্ডালী। এরপরেই শুরু হলো দৌড়। এ বাড়ী সে বাড়ীর আড়াল-কিনার দিয়ে তারা সামনের এক ঝোপে এসে ঢুকলো। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে ছোট্ট একটা মাঠে এসে নামলো। মাঠটা পেরিয়ে সামনের গাঁ পেছনে ফেলে আবার তারা সামনের দিকে ছুটতে লাগলো।

দুইজনের বগলে দুই পোঁটলা। হাঁটুর উপর থেকে নূরবানুর মাথা পর্যন্ত কালো বোরকায় ঢাকা। এই অবস্থায় মাঠ-ময়দান আর বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তিন/চার গাঁ পেরোনোর পর সামনের গাঁয়ের কাছাকাছি এক পুরাতন পুকুরপাড়ে এসে 'ও-মাগো' বলে নূরবানু থপ্ করে বসে পড়লো। বগলের পোঁটলাটা পাশে রেখে মাথার বোরকা ক্ষিপ্রহস্তে খুলে ফেললো। ঘামে ভিজে তখন চুপ্সে গেছে সে। একসাথে এর সিকি পথও সে কখনো হাঁটেনি। ভয়ানক আতংকের উপর থাকার জন্যেই এতটা পথ একটানা তার আসা সম্ভব হয়েছে। শ্রান্তি-ক্লান্তি-কষ্ট কিছুই খেয়াল হয়নি। এখন কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে এসেই সে বুঝতে পারলো,

বইঘর.কম ও রোকন

শক্তি তার একদম ফুরিয়ে গেছে। পায়ে ভীষণ ব্যথা। আর কদম ফেলার সাধ্য নেই। ভাই-ভাবীর জন্যে সে আফসোস করার মওকাও পায়নি। এখানে এসে বসার পরেই তার দুই চোখে অশ্রুর ঢল নামলো।

রুস্তম আলী থম্‌কে গিয়ে প্রশ্ন করলো— 'কি হলো আম্মাজান ? বসে পড়লেন যে ?'

চোখ মুছতে মুছতে নূরবানু বললো— 'আর পারিনে চাচা। আর আমার হাঁটার সাধ্য নেই।'

রুস্তম আলী ভড়কে গেল। সে অসহায় কণ্ঠে বললো— 'তা বললে তো চলবে না আম্মাজান ? আরো তিন/চারটে গাঁ আমাদের পেরুতে হবে।'

ঃ ওরে বাবা ! আরো তিন চারটে গাঁ ?

ঃ হ্যাঁ আম্মাজান। এই গাঁয়ের আর তিনটে গাঁ পর আমাদের এক পরিচিত জনের বাড়ী আছে। আপনাদের কিছুটা আত্মীয়ই হন ওঁরা। অনেকবার ওঁরা আপনাদের মকানে গিয়েছেন, থেকেছেন, খেয়েছেন আর পরিবারবর্গ সহকারে তাঁদের মকানে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে আপনার আব্বাকে দাওয়াত দিয়েছেন বারবার। দূরে আর এদিকটা মফস্বল দিক বলে আপনার আব্বার সাথে আমিই দুই/একবার এসেছি। সপরিবার বেড়াতে আসার মওকা কখনও হয়নি।

ঃ চাচা!

ঃ সাঁঝের আগেই আমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে। ওঁদের ওখানে গিয়েই আমরা আপাততঃ উঠবো আর থাকবো। এরপরে পরের চিন্তা করবো। কিন্তু বেলা তো আর বেশী নেই।

নূরবানু করুণ কণ্ঠে বললো— 'তাহলে একটু জিরিয়ে নিই চাচা। আর যে পারিনে।'

ঃ আম্মাজান!

ঃ তেষ্টায় গলাটাও ফেটে যাচ্ছে।

ঃ তেষ্টা তো আমারও পেয়েছে আম্মাজান। কিন্তু সামনে আর খাওয়ার মতো ভাল পানি কই ? এ পুকুর তো মজা পুকুর !

ঃ হোক চাচা। তবু গলাটা আর না ভেজালে পারছিনে।

ঃ একটু তাহলে থেমে নিন। এই ঘামের উপর পানি খেলে সর্দিগর্মি হতে পারে।

অল্প একটু থেমে নিয়ে ঐ মজা পুকুরের পানিই তাঁরা কয়েক আঁজলা পান করলো এবং এরপর আবার পথ ধরলো।

নূরবানুর কারণে পুনঃ পুনঃ বসে বসে তারা যখন সেই নির্দিষ্ট গাঁয়ে আর নির্দিষ্ট বাড়ীতে এসে পৌঁছলো, তখন সাঁঝওয়াক্ত পেরিয়ে গেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

খবর পেয়েই গৃহস্বামী অন্দর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। বহুদিন যাওয়া-আসার কারণে আলেম কমরুদ্দীন দেওয়ান সাহেবের পরিবারের সবাইকে তিনি চেনেন। রুস্তম আলীকে দেখেই তিনি উল্লাসিত হয়ে উঠলেন।

আপাদমস্তক বোরকা ঢাকা নূরবানুকে চিনতে না পেরে তিনি প্রশ্ন করতেই রুস্তম আলী বললো— 'চিনতে পারছেন না। ইনি নূরবানু আম্মাজান। হুজুরের মেয়ে।'

আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো বর্তে গিয়ে গৃহস্বামী বিপুল বেগে নেচে উঠে বললেন— 'আরে সে কি-সে কি ! খোদ আম্মাজান এসেছেন ? কি খোশ্‌খবর, কি খোশ্‌নসীব ! আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন।'

পরম সমাদরে ভেতরে নেয়ার পর গৃহস্বামী আবার রুস্তম আলীকে প্রশ্ন করলেন— 'তা রুস্তম ভাই, আপনারা সেরেফ দুইজন এইভাবে ? ও মকানের আর কেউ আসেননি ?'

রুস্তম আলী ব্যথিত কণ্ঠে তাদের দুর্ভাগ্যের তামাম ঘটনা বর্ণনা করার পর বললো— 'তাই নিরুপায় হয়ে ছুটতে ছুটতে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের আর আশ্রয় কোথাও নেই।'

বিচিত্র এই দুনিয়া আর এই দুনিয়ার মানুষ। এ কাহিনী শোনার পর মামুলী একটু শোক প্রকাশ করার সাথেই গৃহস্বামীর তামাম আগ্রহ মিলিয়ে গেল। রুস্তম আলীদের প্রতি তাঁর এত সমাদর আর এদের দেখে তাঁর এত উল্লাস বুদবুদের মতো একদম অদৃশ্য হয়ে গেল। এই মাত্র গৃহস্বামী যাদের আসমানের চাঁদ বলে মনে করলেন, চোখের পলকেই তারা আবার গৃহস্বামীর কাছে এক আপদ আর অবাঞ্ছিত ঝামেলায় পরিণত হলো। তাঁরা এ সময় তার মকানে আসায় তিনি চরম অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই রাত্রিকালে তাদের মুখ ফুটে বিদায় করতে পারলেন না বলেই কোনমতে আশ্রয় দিলেন। এরপর তাদের প্রতি আর কোনই মনোযোগ দিলেন না। বরং তাদের নিকট থেকে সরে যাওয়ার সময় গৃহস্বামী যথেষ্ট বিরক্তির সাথেই বললেন— 'খামাখা আবার আমাকে বিপদে ফেলতে কেন এলেন আপনারা ?'

www.boighar.com

এরা এক ভিন্ন প্রকৃতির লোক। চরম স্বার্থবাদী না বলা গেলেও এরা ভীষণ সুবিধাবাদী মানুষ। ইংরেজদের পক্ষের লোক না হলেও এরা ইংরেজদের বিপক্ষের লোকও নয়। ইংরেজদের তো কথাই নেই, ইংরেজদের কোন চেলা-চামচা নাখোশ হতে পারে, এমন কাজ এই গৃহস্বামী কখনো করতে রাজী নন। ফকিরেরা জয়ী হলে, সবার আগে পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসবে এঁরাই। ইংরেজেরা জয়ী হলে, সে পতাকা তো হাতে এদের আছেই।

বইঘর.কম ও রোকন

ইংরেজদের নজর পড়েছে যাদের উপর তাদের আশ্রয় দিয়ে ইনি ইংরেজ প্রেমিকদের নাখোশ করতে নারাজ।

ফলে দুটো দিন না পেরুতেই নূরবানু রুস্তম আলীকে বললো— 'আর নয় চাচা, এখানে আর একদন্ডও থাকা সম্ভব নয়। এদের আচরণ এমন তিতে হয়ে উঠেছে যে, মানে মানে সরে না পড়লে আর দুই/একদিনের মধ্যে এরা জোর করেই আমাদের তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে।'

জবাবে রুস্তম আলীও করুণ কণ্ঠে বললো— 'তা কি আর আমিও কিছু বুঝতে পারছিনে আম্মাজান ? মানুষের যখন দুঃসময় আসে, তখন তার মিত্র কেউ থাকে না। কিন্তু কেবলই ভাবছি, এখন আবার যাই কোথায় ?'

ঃ দরকার হলে জঙ্গলে গিয়ে থাকবো চাচা, এখানে আর নয়।

ঃ আম্মাজান !

ঃ তা ছাড়া আশ্রয় পেলেও তো কোথাও আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না চাচা। শাহ্ সাহেব কেমন করে জানবেন আমরা কোথায় আছি ? তাঁকে কি খুঁজে পেতে হবে না ?

ঃ কে ? ইমাম শাহ্ বাপজানের কথা বলছেন ?

ঃ জ্বি-জ্বি। তাঁরই তালাশ করতে হবে এখন। নইলে আর আশ্রয় কোথায় আমাদের ?

ঃ জ্বি আম্মাজান। ও চিন্তা জরুর আমার আছে। আপনার দায়দায়িত্ব বহন করার খোলা ওয়াদা করে রেখেছেন তিনি। তাঁর কাছে আপনাকে পৌঁছে দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর আশ্রয় কিছু নেই। আত্মীয়-স্বজন বলতে আপনার নিকটজন কেউ নেই। যাঁরা আছেন, দু'দিন বৈ আপনার দায়িত্ব অধিকদিন কেউ তারা বইবেন না। বিশেষ করে ইংরেজ পক্ষের কোপ্‌নজরে আমরা যখন পড়েছি।

ঃ চাচা !

ঃ তার নমুনা তো এখানে এসেই দেখতে পাচ্ছেন। এখন ঐ বাপজানের কাছে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু ---!

ঃ কিন্তু কি চাচা ?

ঃ আপনাকে রাখিইবা কোথায় আর ঐ বাপজানকে খুঁজিইবা কোন্‌খানে ? কোথায় এখন আছেন উনি---!

ঃ কোথায় আবার ? উনাদের আস্তানাগুলোতেই খুঁজতে হবে আমাদের। কোন না কোন আস্তানায় গেলেই সন্ধান পাওয়া যাবে। উনাকে সরাসরি না পাওয়া গেলেও উনার দলের কাউকে পেলেই উনাকে পাওয়ার উপায় একটা হয়ে যাবে।

রুস্তম আলী ইতস্ততঃ করে বললো— 'তা হয়তো হবে। কিন্তু উনাদের আস্তানাগুলো তো অনেক দূরে দূরে আম্মাজান। মস্তানগড়-পান্ডুয়া-মোরাং উঃ!

বইঘর.কম ও রোকন

এক মস্তানগড় ছাড়া ওসব স্থানের আশেপাশেও জিন্দেগীতে কখনও যাইনি। কোথায় আর কোন্‌দিকে, তা-ও বলার উপায় নেই।'

ঃ পুছ্‌তে পুছ্‌তে নাকি মক্কাশরীফ যাওয়া যায় ! অসুবিধে কি চাচা ?

ঃ অসুবিধে তো আপনিই বেটি। আপনাকে আমি রাখি কোথায় ?

নূরবানু চমকে উঠে বললো— 'কোথায় রাখবে মানে ? তোমাকে ছাড়া আমি একা কার বাড়ীতে থাকবো চাচা ? আমি মেয়েছেলে। মুসিবতের ভয় নেই আমার ?'

মুসিবত যে তাতে চূড়ান্তই আছে রুস্তম আলীও তা বোঝে। তাই সে অসহায় কণ্ঠে বললো— 'কিন্তু ?'

ঃ কিন্তুর কিছু নেই চাচা। আমি একা কোথাও থাকবো না। তোমার সাথেই থাকবো। এছাড়া আমার এই পোঁট্‌লাটা---!

ঃ এত পথ হাঁটতে পারবেন আপনি ?

ঃ তা না পারলেও আমি একা কোথাও থাকবো না।

রেখে যাওয়ার জায়গাও কোথাও নেই। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে রুস্তম আলী ও নূরবানু পরের দিনই এ বাড়ী ত্যাগ করে পথে নামলো। সাব্যস্ত হলো, মস্তানগড় অপেক্ষাকৃত নিকটে। সবার আগে মস্তানগড়েই যাবে তারা। আর ওখানে গিয়ে খোঁজ করবে ইমাম শাহর।

কথায় বলে, পথে নারী পরিত্যাজ্যা। কোন উপায় না থাকায় রুস্তম আলী নূরবানুকে সাথে নিয়েই পথ চলতে লাগলো। কিন্তু নূরবানু তো সেরেফ একজন নারী নয়, পরমা সুন্দরী নারী। এখন সে যৌবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হলেও আর সে কারণে তার সৌন্দর্যের আগে সেই প্রখরদীপ্তি কিছুটা ম্লান হয়ে এলেও, নূরবানু এক অনন্যা নারী। বার্ধক্যেও তার তামাম সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাবার নয়। বোরকা ঢাকা আছে বলে, আর পথের ধূলায় অঙ্গ-বসন বিবর্ণ হয়ে গেছে বলেই হঠাৎ করে নজরে কারো পড়ছে না। কিন্তু পথে-প্রান্তরে কোন খন্নাস আদমী অনুসন্ধানী নজর দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে গেলেই মহা মুসিবত।

এমন একজন নারীকে সাথে নিয়ে রুস্তম আলী পথ চলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সদা সর্বদাই তাকে শংকিত থাকতে হচ্ছে। তার উপর আবার পথের শ্রান্তি। একসাথে নূরবানু আধা ক্রোশ পথও অতিক্রম করতে পারে না। যেখানে সেখানে বসে পড়ে।

এর উপর আবার গোদের উপর বিশ ফোঁড়াই নয়, আগুনে পোড়া যন্ত্রণা। সবচেয়ে তাদের বড় আতংক ডাকু-লুটেরার আতংক। নূরবানু ব্যক্তিটিকে নিয়ে যে আতংক তারচেয়ে অনেক বেশী আতংক নূরবানুর পোঁটলাটাকে নিয়ে। রুস্তম

আলীর পোঁটলা সেরেফ কাপড়-চোপড়ের পোঁটলা। পোঁটলার দাম এ বাজারে অনেক টাকা।

পিতার হত্যার খবর বাড়ীতে এসে পৌঁছার দন্ডকাল পরেই ইংরেজ ফৌজ এসে নূরপুরে প্রবেশ করলে, নূরবানুর ভাই শামসুদ্দীন দেওয়ান নূরবানুদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। এ কারণে শামসুদ্দীন দেওয়ান কাপড়-চোপড় সহকারে মূল্যবান দ্রব্যাদি ও নগদ অর্থ পোঁটলা করে বেঁধে নিলেন। নিজ নিজ দ্রব্যাদি ও কাপড়-চোপড়ের একটা করে পোঁটলা প্রত্যেকের সাথেই ছিল।

নূরবানুর পোঁটলার মধ্যে কাপড়-চোপড়ের সাথে ছিল কিছু নগদ অর্থ ও একগাদা মূল্যবান অলংকার। সবই সোনার। তার শাদির জন্যে তার আব্বা নানাবিধ স্বর্ণালংকার গড়িয়েছিলেন। নূরবানুর মায়েরও ছিল অনেক সোনার গয়না। মায়ের মৃত্যুর পর এ গয়নাগুলো সবই নূরবানুর কাছে ছিল। নূরবানু তার পোঁটলার মধ্যে এই গয়নাগুলি তামামই জড়িয়ে নিয়েছিল। ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যেতে না পেরে সে যখন দৌড়ের উপর রুস্তম আলীর সাথে বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে এলো, এ পোঁটলা তখনও তার বগলেই ছিল।

সেই পোঁটলা এখনও সাথেই আছে নূরবানুর। নূরবানু বুদ্ধি করে পোঁটলাটাকে একটা খুবই ময়লা ও জীর্ণ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিলো বলে অনেকটা রক্ষা। এক নজরে পোঁটলাটাকে কাঙ্গালিনীর জীর্ণ ও নোংরা বস্ত্রের পোঁটলা ছাড়া মূল্যবান কিছু ভাবার কারণ না থাকায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়ার অবকাশ ছিল মাত্র।

এই গুরুভার বা মুসিবত সঙ্গে নিয়ে রুস্তম আলী ও নূরবানু পথ চলতে লাগলো। কখন যে কোন্ বিপদ আসে এ শংকার অবধি তাদের ছিল না। তবু এই মুহূর্তে করণীয় কি স্থির করতে না পেরে তারা ঐভাবেই ইমাম শাহকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

বিপন্নের প্রতি এই সময় অনেকেই যেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন, সংখ্যায় কম হলেও, নির্মম ও নির্দয় লোকের অভাব তখনও ছিল না। এ কারণে রাত্রিকালে আশ্রয় খুঁজতে এসে আর মাঝে মধ্যে আহার্য-পানীয় প্রার্থনা করতে গিয়ে কোন গৃহস্থের তাড়া আর কোন গৃহস্থের অনুকম্পা কমবেশী বরাতে তাদের সবই জুটতে লাগলো। এমনই বেদনা ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে লাগলো তারা। সম্বল সাথে থাকলেও পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে সম্বলও যে আর এক আপদ হয়, এক্ষনে এ বোধ তাদের চেয়ে খুব বেশী কারো ছিল না।

বইঘর.কম ও রোকন

এই দুরবস্থার মধ্যদিয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে নূরবানু ও রুস্তম আলী একদিন মস্তানগড় জঙ্গলের খুব কাছাকাছি এক গাঁয়ে এসে পৌঁছলো।

নসীব তাদের এই মুহূর্তে অনেকখানি প্রসন্ন ছিল। এখানে এসে আশ্রয়ের জন্যে প্রথমেই তারা যে বাড়ীতে উঠলো, সে বাড়ীর মালিক একজন সদাশয় ও ফকিরদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক। ফকির বাহিনীর শুভাকাঙক্ষী ও সাহায্যকারী এক মুরুব্বীর বাড়ী সেটা।

বিপন্ন জেনে বাড়ীর মালিক এক কথায় তাদের আশ্রয় দিলেন। পরবর্তীতে কথায় কথায় তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা শুনে তাদের প্রতি তিনি আরো সদয় হয়ে উঠলেন।

তাদের সাগ্রহে ঠাঁই দিয়ে বাড়ীর মালিক বললেন—'বেশ কিছুদিন আগে মাঝে মধ্যেই ফকির বাহিনীর দুই/একজন লোক আমাদের গাঁয়ে আশ্রয়ের জন্যে আসতেন। আমার মকানেও একজন এসে দুই/তিন দিন থেকে গেছেন। এঁদের মধ্যে কে ইমাম শাহ বা ঐ নামের কেউ আদৌ এই গাঁয়ে এসেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই। এছাড়া ইদানিং ইংরেজেরা এ গাঁয়ের উপর কড়া নজর রাখার দরুন তাঁরা আর কেউ এ গাঁয়ে আসেন না। তবু সেই খোঁজেই এসেছেন যখন, যে কয়দিন দরকার আপনারা আমার মকানে থাকুন আর ঐ গড়ের দিকে গিয়ে গিয়ে খোঁজ-খবর করুন, কোন অসুবিধে নেই।'

রুস্তম আলী ও নূরবানু আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রাণখুলে শুকরিয়া আদায় করলো। অতঃপর তারা এই মকানেই কিছুদিন রয়ে গেল।

রুস্তম আলী প্রতিদিন বেরিয়ে গিয়ে মস্তানগড়ের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে লাগলো এবং লোকজনের সাথে গল্প-আলাপ করে ফকির বাহিনীর খবর করতে লাগলো।

হপ্তাদেড়েক কাল যাবত খবর-সন্ধান করে ফকির বাহিনীর কোন লোকের কোন হদিসই সে পেলো না। অনেকদিন যাবত ফকির বাহিনীর কেউ এখানে থাকে না— প্রায় লোকের কাছে সে এই খবরই পেলো। মস্তানগড়ের গভীর ঐ জঙ্গলের মধ্যে একা একা প্রবেশ করা অসম্ভব। কেউ সেখানে থাকলে অবশ্যই সে দুই/একবার বাইরে বেরিয়ে আসতোই। আর লোকজন তা জানতোই এই চিন্তা করে রুস্তম আলী জঙ্গলে ঢোকার কোন দুঃসাহস করলো না।

রুস্তম আলী হতাশ হলো শুধু হতাশ হলেও কথা ছিল। ফকিরদের খবর করতে গিয়ে সে মস্তবড় মুসিবতেও পড়ে গেল। ফকিরদের গুপ্তচর বলে অনেকেই তাকে সন্দেহ করে বসলো। সন্দেহ যতই দানা বাঁধতে লাগলো, দুশমনেরা ততই

বইঘর.কম ও রোকন

তার পিছু নিতে লাগলো। ইংরেজদের চামচা বাহিনী একদিন তাকে এমন তাড়া করলো যে, ধরতে পারলে তার জিন্দেগীর খেল সেইদিনই খতম হয়ে যেতো।

প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে সে তার আশ্রয়দাতার বাড়ীতে এসে ধপাস করে পড়ে গেল।

ঘটনা শুনে আশ্রয়দাতা মুরুব্বীটি বললেন— 'ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক ভাই সাহেব। এভাবে খোঁজ করলে যে এমন মুসিবত হবে আপনার, এ সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান করে দেয়া আমার আগেই উচিত ছিল। কথাটা খেয়ালই আমার ছিল না। আসলে এখন আর এখানে তাঁদের তালাশ করে যে খুব একটা ফায়দা হবে-একথা আমি মনে করিনে। কারণ ইংরেজেরা এদিকে এখন এতই তৎপর আছে যে, উনারা খুব সম্ভব এদিকে আর অল্পদিনে আসবে না।'

রুস্তম আলী হতাশ কণ্ঠে বললো— 'তাহলে আমরা এখন করি কি জনাব? উনাদের খোজ না পেলে যে আমাদের কিছুতেই চলবে না?'

বাড়ীর মালিক ইতস্তত: করে বললেন— 'আমি আপনাদের বিদায় করতে চাচ্ছি, একথা ভাববেন না। যদি একান্তই তাঁদের হদিস পেতে চান, তাহলে এখন পান্ডুয়ায় গিয়ে তালাশ করাই বেহতর। কারণ আমার জানামতে, পান্ডুয়ার বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদে ফকিরেরা প্রায়ই এসে একত্র হন আর সভা-দরবার করেন। মূল ঘাঁটি ওখানেই।'

ঃ জনাব!

ঃ আমার বাড়ীতে যে লোক আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর মুখেই এসব কথা শুনেছি। তাঁরা এখন থাকলে বোধ হয় ওখানেই আছেন। আপনারা যদি একান্তই যেতে চান, ওখানে চলে যান। কোন ফকিরের সাথে আমার যদি মোলাকাত হয় আবার কিংবা খোঁজ করে দেখা করতে পারি, আপনাদের খবর আমিই তাঁদের জানাবো।

পুনরায় শুরু হলো নূরবানু আর রুস্তম আলীর পথচলা। নানাজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে নিয়ে এবং বার দুয়েক মহাবিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে, পান্ডুয়ার দিকে এগিয়ে চললো তারা। এমন অবস্থায় মান-ইজ্জত খুইয়ে তাদের খতম হয়ে যাওয়ারই কথা। নেহায়েতই বরাতের জোরে তা হলো না। এগিয়ে যেতে লাগলো না। খানিকটা পথ গো-শকটে, খানিকটা নৌকা যোগে আর অধিকটা পায়ে হেঁটে একদিন যখন তারা পান্ডুয়ায় এসে পৌঁছলো, নূরবানুর দুই পা ফুলে একদম বালিশ, গায়ে ভীষণ জ্বর।

বইঘর.কম ও রোকন

নূরবানুকে ধরে নিয়ে পর পর কয়েক বাড়ীতে আশ্রয় চেয়ে রুস্তম আলী ব্যর্থ হলো। দুই/একজন রুঢ় আচরণ করলো। কেউ কেউ বিরক্তির সাথে বললো— 'এইসব কাঙাল মিস্‌কীনের জ্বালায় আর বাঁচিনে। ভাগো-ভাগো!'

এক বাড়ীতে কয়েক জন বখাটে যুবকদের মধ্যে ইতর ধরনের আলাপ আর ইশারা-ইংগিত লক্ষ্য করে তারা ভয় পেয়ে গেল। সেখান থেকে তারা পড়িমরি সরে এলো এবং ঘুরতে ঘুরতে এক বিলুপ্তপ্রায় এতিমখানায় ঢুকে পড়লো।

এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক মোটামুটি ভাল লোক। দুই/এক বার 'না-না' করার পর নূরবানুর কাহিল অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হলো। কেবল সেই রাত্রির জন্যেই তিনি আশ্রয় দিলেন তাঁদের।

কিন্তু পরের দিনও নূরবানু ভীষণ জ্বরে বেহুশ হয়ে রইলো। তা দেখে তত্ত্বাবধায়ক সাহেব তাদের বিদায় করতে পারলেন না।

একদিন পর জ্বরটা কমে গেলে তত্ত্বাবধায়ক সাহেব রুস্তম আলীকে বললেন— 'একদিন এই এতিমখানা মস্তবড় ছিল। ইংরেজ সরকার এখন এটা তুলে দিতে চাইছে। কাজেই এই এতিমখানার সেদিন আর নেই আর আমারও সে সাধ্য আর নেই। আপনারা তাড়াতাড়ি অন্য ব্যবস্থা দেখুন।'

রুস্তম আলী এ কথা নূরবানুকে জানালে, নূরবানু বললো— 'চাচা, এভাবে আর মোটেই সম্ভব নয়। এখানে কিছুদিন থাকবো যখন আমরা, কোথাও একটা ঘরভাড়া করো। সম্বল যখন অনেকটাই আমাদের আছে, ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা খামাখা এত কষ্ট করি কেন ? চুরি-ডাকাতি হলে তো একদিনেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

কথাটা রুস্তম আলীর মনে ধরলো। সে রাজী হয়ে গেল। এতিমখানার ঐ তত্ত্বাবধায়ক সাহেবের সাহায্যেই পাভুয়া শহরের একপ্রান্তে ছোট একটা বাজারের ধারে ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে তারা পার হলো।

একটানা দীর্ঘদিন আশ্রয়হীনভাবে পথে-প্রান্তে থাকার পর অস্থায়ী হলেও নিজ আশ্রয়ে উঠে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

আশ্রয় করে নেয়ার পর রুস্তম আলী ফকিরদের খোঁজে বেরোলো। পাভুয়া শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো সে। সতর্কভাবে খবরবার্তা করে সে জানলো, ফকিরেরা কিছুদিন আগে এখান থেকে চলে গেছে। আবার কখন আসবে তা বলা যায় না। দীর্ঘদিন যাবত এই নেই-নেই, হঠাৎ আবার একদিন এসে হাজির হয়। আবার কখন আসবে কিছুই ঠিক নেই।

ফকিরদের অপেক্ষায় রুস্তম আলীদের বাধ্য হয়েই পাভুয়াতে থাকতে হলো। দিনের পর দিন পাভুয়াতেই বসে রইলো তারা। কিন্তু বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও

বইঘর.কম ও রোকন

ফুরিয়ে যায়। মাস দুইয়েক যেতেই নগদ পয়সা শেষ হয়ে গেল। এবার হাত পড়লো জেওরে অর্থাৎ অলংকারে। যদিও এ পুঁজি তাদের মোটামুটি শক্ত পুঁজি, অনেক দিন এ পুঁজিতে দু'জন মানুষ চলতে পারে,ব তবু এই পুঁজিই শেষ পুঁজি আর এতই হাত পড়লো তাদের। কতদিন তারা এই পাণ্ডুয়াতে থাকবে বা থাকতে পারবে, এটা স্থির না থাকায় কোন রোজগারের ধান্দাতে যেতে পারেনি তারা।

এক খণ্ড স্বর্ণালংকার হাতে নিয়ে রুস্তম আলী তাই স্বর্ণকারের দোকানে এসে হাজির হলো। আর এই হাজির হয়েই সে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। স্বর্ণকার একবার গয়নার দিকে একবার রুস্তম আলীর দিকে চাইতে লাগলো। খুব মূল্যবান গয়না। রুস্তম আলীকে কোন ধনাঢ্য লোক বিবেচনা করতে না পেরে স্বর্ণকার ফাঁপড়ে পড়ে গেল। দাগা খাওয়া লোক সে। চোরাই গয়না কিনে তাকে একবার যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছে। তাই সে রুস্তম আলীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। বাড়ী কোথায়, পেশা কি, এত মূল্যবান জেওর কোথায় সে পেলো, চোরাইমাল কি না- ইত্যাদি কথা নিয়ে পেঁচাপেঁচি করতে লাগলো।

রুস্তম আলী যথাসম্ভব বোঝাতে লাগলো, এটা তার মেয়ের অর্থাৎ ভাইঝির গয়না, এক মাতা-পিতৃহীন ভাইঝি আছে তার সাথে, তারা এই বাজারের পাশেই বাস করে।

তাদের এই বাকবিতণ্ডার ফলে অনেক লোক জুটে গেল। কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকও এসে জড়ো হলো।

ঘটনা শুনে দুষ্টলোকেরা বললো, কে তার ভাইঝি তাকে এনে এখানে হাজির করতে হবে, আর এ গয়না যে তার-একথা তার মুখ থেকেই আসতে হবে। সেই ভাইঝিকে আনতে ব্যর্থ হলে চোর সাব্যস্ত করে এখনই তাকে ইংরেজ সেপাইয়ের হাতে সোপর্দ করা হবে।

মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেল রুস্তম আলী। উপায়-অন্তর না দেখে নূরবানুকেই তাকে সোনার দোকানে আনতে হলো আর এই স্বীকারোক্তি দেয়াতে হলো।

এতেকরে এক বিপদে আর এক বিপদ পয়দা হলো। বোরকাবৃত থাকলেও নূরবানুর হাত-পায়ের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল। বিশ্রামের পরশে সেগুলো আবার ভরাট ও মসৃণ হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পথশ্রান্তির সময়কার সেই উস্কোখুস্কো ও বিশীর্ণভাব আর ছিল না। এটুকুর মধ্য দিয়েই তার আভিজাত্যের ও সৌন্দর্যের আভাস ফুটে উঠেছিল। সকলেই তা এই ফাঁকে গভীরভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ পেলো।

বইঘর.কম ও রোকন

অতঃপর সারা বাজার প্রচার হয়ে গেল যে, রুস্তম আলী নামের এক পরদেশী বাস করে এখানে। তার সাথে এক পরমাসুন্দরী রমনী আছে। সে রমনীর অনেক মূল্যবান গয়না আছে।

এই প্রচারণাই শেষ পর্যন্ত মহামুসিবত ডেকে আনলো। এতেকরে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো। তাদের মনে প্রশ্নের উদয় হলো, একজন খান্দানী মহিলার সাথে এমন একজন সাধারণ লোক ! ব্যাপার কি ? অনেকেই এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। ওদিকে আবার রুস্তম আলী নূরবানুকে অহরহ 'আপনি আপনি' করতে দেখে আর নূরবানু তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করায়, পড়শীরাও অনেকে তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠলো। আড়ালে-আবডালে কেউ কেউ বলতে লাগলো, মুনিবের মেয়েকে চুরি করে আনেনি তো ? সম্পর্কে চাচা-ভাতিঝি হলেও এবং মেয়েটাকে কন্যাবৎ স্নেহ-মুহব্বত করলেও আর কোন রহস্য এর মধ্যে নেই তো ?

এসব লক্ষ্য করে নূরবানু একদিন বিরক্ত হয়ে বললো— 'এত 'আপনি-আপনি' করবে না তো চাচা ? এত 'আপনি' বলার কি জরুরত কিছু আছে? আমি তোমাকে 'তুমি' বলি, তুমি আমাকে 'তুমি' বলতে পারো না ?'

রুস্তম আলী থতমত খেয়ে বললো— সে কি আম্মা ! তা কি করে হয় ?'

ঃ কেন হয় না ? ভাইঝিকে কেউ কি 'আপনি' বলে ডাকে ? আমি তোমাকে 'তুমি' বলি আর তুমি আমাকে 'আপনি' বলবে, লোকের মনে এতে কি না কি সন্দেহ হয় তার ঠিক আছে ?

ঃ আম্মাজান !

ঃ লোকজন এটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এ অভ্যাস ছাড়ো।

হুঁশে এসে রুস্তম আলী কিছুক্ষণ দম ধরে থাকলো। এরপর সে নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'আচ্ছা, তাই হবে আম্মাজান। আমি 'তুমি' বলারই চেষ্টা করবো।'

এরপর ক্ষণেই 'আপনি', ক্ষণেই 'তুমি— 'রুস্তম' আলী এই অভ্যাস রপ্ত করতে লাগলো। তবু তারা রেহাই পেলো না। রুস্তম আলীর 'তুমি-আপনি'টা বিপদ পয়দা না করলেও নূরবানুর জেওর-যৌবনটা গজব পয়দা করলো।

জেওর বিক্রির সময় থেকেই খন্নাস আদমীরা এদিকে ঘুর ঘুর করা শুরু করে দিয়েছিল। তার মাস দেড়েক কাল পরে পরেই ডাকাত পড়লো রুস্তম আলীর বাড়ীতে। বাইরের কোন ডাকাত-দস্যু নয়, স্থানীয় বদমায়েশ লোকেরাই নূরবানুকে আর তার গয়নাগুলো লুটে নেয়ার জন্যে হানা দিলো রুস্তম আলীর বাড়ীতে।

বইঘর.কম ও রোকন

রুস্তম আলী বাড়ীতেই সেদিন ছিল। লুটেরার দল হানা দিলে রুস্তম আলী চিৎকার শুরু করলো আর বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু বদমায়েশগুলো তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে কয়েক জন গয়নাপাতি হাত্‌ড়াতে লাগলো আর বাদবাকীরা নূরবানুকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

নসীবগুণে সেই সময় এক জলসাশেষে অনেক লোক এই বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার শুনে 'মার-মার' রবে তারা সবাই ছুটে এলে খন্নাসেরা পালিয়ে গেল।

এতেও শেষ রক্ষা হলো না। খন্নাসেরা পালিয়ে গেলে বেঁকে বসলো বাড়ীওয়ালা।

একই বাড়ীর অপর অংশে বাড়ীওয়ালার বাস। নূরবানুর মতো এক জ্বলন্ত আগুন বাড়ীতে রেখে বাড়ীওয়ালা কোন বিপদে পড়তে চায় না। বাড়ী ছেড়ে দেয়ার জন্যে বাড়ীওয়ালা জোর পীড়াপীড়ি শুরু করলো।

বাজারের এক সৎ ও আল্লাহভীরু দোকানীর সাথে রুস্তম আলীর ইতিমধ্যে খুব খাতির জমে উঠেছিল। ঘটনা শুনে আর কারা এটা করলো খোঁজ নিয়ে জেনে, দোকানদারটি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রুস্তম আলী পরামর্শের জন্যে তাঁর কাছে আসতেই তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন— 'এই যে ভাই সাহেব, আপনি এসেছেন ? আপনাকে ডাকতে আমি এখনই লোক পাঠাবো ভাবছিলাম। জলদি জলদি আপনারা সরে পড়েন এখান থেকে, মানে এই পাণ্ডুয়ার ত্রিসীমানা ছেড়ে জলদি জলদি দূরে কোথাও চলে যান।'

রুস্তম আলী অসহায় কণ্ঠে বললো— 'ভাই সাহেব !'

দোকানদার সাহেব বললেন— 'ঐ হামলাকারীরা ইংরেজদের পক্ষের লোক। ইংরেজদের চেলা-চামচা। ওদের সাথে জনা দুইয়েক সেপাইও আছে। ইংরেজ বাহিনীর এদেশীয় সেপাই। ওদের হাত বাঁধার কারো সাধ্য নেই। ওদের নজর একবার যখন মেয়েটার উপর পড়েছে, মেয়েটাকে আর বাঁচাতে আপনি পারবেন না। আজ হোক, কাল হোক, মেয়েটাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই।'

ঃ সে কি !

ঃ তাছাড়া আপনারা ফকিরদের পক্ষের লোক, ফকির বাহিনীর লোকজনদের তালাশ করছেন-এ খবর কোনমতে একবার তাদের কানে গেলে আর কথা নেই, সেপাই-সৈন্য নিয়ে এসে ওরা আপনাদের দিনে দুপুরে খুন করবে। ওদের ভয়ে কেউ 'আহা' করতেও পারবে না।

ঃ ভাই সাহেব!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমরা, এখানকার অধিবাসীরা, সব সময়ই তটস্থ হয়ে আছি। মনে আমাদের যা-ই থাক, আমরা কোন্ পক্ষের সমর্থক, এটা পারতপক্ষে কাউকে কখনো বলিনে।

ঃ বলেন কি !

ঃ ফকির বাহিনী যখন এখানে থাকে তখন ওদের ছায়াটিও দেখা যায় না। ফকির বাহিনী চলে গেলেই এই পাড়ুয়ার রাজত্ব ওরাই হাতে তুলে নেয়। আপনারা যেখানে হোক, জলদি জলদি চলে যান। শুধু যাওয়ার সময় কোন্‌দিকে যাচ্ছেন, তা বলে যান। ফকিরদের কাউকে পেলে, তাঁর মারফত আপনাদের খবর আমিই আপনাদের সেই ইমাম শাহকে পৌঁছাবো।

চলতে চলতে বাসায় ফিরলো রুস্তম আলী। এখন আবার কোথায় যাবে তারা, এই চিন্তায় মাথা তাঁর ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো।

'যত মুস্কিল তত আহসান।' বাসায় ফিরেই রুস্তম আলী এ সত্যের মোজেজা বুঝতে পারলো। এক রহমদীল প্রতিবেশিনীর সাথে নূরবানুর ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়ে গেছে। প্রতিবেশিনীর পিত্রালয় পাটনার উত্তরে মোজাফফরপুরে। ইংরেজদের এলাকাভুক্ত হলেও ইংরেজেরা এখনও সেখানে মোটেই প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাদের উৎপাত পাটনা আর বড়জোর হাজীপুর পর্যন্ত সীমিত। মোজাফফরপুরে ওদের কোন উৎপাত নেই। খন্নাস তো নেই-ই। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ওখানে আর মুসলমানদের প্রাধান্য ওখানে বেশী। অনেক ব্যবসায়ী লোকও এদের মধ্যে আছেন। ব্যবসায়ী-অব্যবসায়ী সকলেরই বাংলা মুলুকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ আছে। ব্যবসায় আর কর্মোপলক্ষে অহোরহ তাদের যাতায়াত আছে বাংলা মুলুকে।

এসব কথা বলার পর প্রতিবেশিনী মহিলাটি আরো বলেছেন— 'আপনারা নিজেরা এভাবে সন্ধান করে বেড়ালে আমি মনে করি, কেবলই মুসিবতে পড়া ছাড়া সুরাহা কিছু হবে না। নিরাপদ স্থানে বসে লোকমারফত খবরাখবর করলেই ফায়দা হবে বেশী। এছাড়া ফকির বাহিনীর মূল অংশটা ওদিক থেকেই আসা লোক। মজনু শাহ সাহেবের জন্মস্থানও ঐ পশ্চিমে। আমি যতদূর জানি, বিপদে পড়লে তাঁরা মোরাংয়ে আর ঐ পশ্চিমদিকেই যান। মোজাফফরপুর সেদিক দিয়ে কেন্দ্রস্থল বলা চলে। মোজাফফরপুরে আমার আব্বা মোটামুটি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। ওখানে গেলে তিনিই আপনাদের বাসস্থান আর কর্মসংস্থানের একটা সুব্যবস্থা করে দেবেন। আপনাদের সীমাহীন দুরবস্থা দেখেই আমি এসব কথা বলছি। একদিন পরেই নৌকাযোগে আমি আমার পিত্রালয়ে যাচ্ছি। মনে ধরলে আপনারাও আমার সাথে যেতে পারেন।'

বইঘর.কম ও রোকন

অগত্যা তাই সই-ব্যাপারটা সেরেফ তা নয়। এই দরদী প্রস্তাবের মধ্যে অনেকখানি যুক্তি আছে। বাংলা মুলুকের কোথাও আর নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। একটা নিদারুণ অস্থিরতা আর অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে এখানে। ফকির-সন্ন্যাসী, ইংরেজ-ইজারাদার, লুটেরা-লম্পট-সরকিছু মিলে এক অরাজক রাজ্য। এখানে থাকলে ইমাম শাহকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কিছু থাকুক আর না থাকুক, ইজ্জত আদৌ থাকবে না। নূরবানুর ইজ্জতটা খন্নাস আর লম্পটেরাই লুটে নেবে। পর পর কয়েকবার নিতান্তই নসীবগুণে রক্ষা পেয়েছে ইজ্জতটা। এরপরেও যে রক্ষা পাবে, আদৌ তার নিশ্চয়তা নেই। ইজ্জতই যদি না থাকলো, ইমাম শাহকে আর খুঁজে পেয়ে লাভ কি ? ইমাম শাহকে পাওয়ার চেয়ে ইজ্জত বাঁচানোর প্রশ্নই এখন অধিক প্রকট। নসীবে থাকলে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার রহম হলে, পাতালে গিয়ে থাকলেও তারা ইমাম শাহকে সেখানেই পাবে।

বিভিন্নদিক বিবেচনা করে এই প্রস্তাবে সাগ্রহে রাজী হলো তারা। সেই সৎ দোকানদার সাহেবকে খবরটা জানিয়ে দিয়ে রুস্তম আলী ও নূরবানু প্রতিবেশনীটির সাথেই এক নৌকায় রওনা হলো এবং যথাসময়ে মোজাফফরপুরে এসে পৌঁছলো।

প্রতিবেশিনী মহিলাটির নাম উম্মে কুলসুম। কুলসুম বলে ডাকে সবাই। কুলসুমের আব্বা আবদুল হক সাহেবও কন্যার মতোই রহমদীল লোক। সদাশয় ব্যক্তি। নূরবানুদের কাহিনী শুনে তিনিও তাদের প্রতি খুব সদয় হয়ে গেলেন।

একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে নূরবানু তাঁকে অনুরোধ জানালে, আবদুল হক সাহেব সহৃদয় কণ্ঠে বললেন— 'বেশ তো, আমার মেয়ের সাথে এসেছো, তুমিও আমার মেয়ের মতোই। আমার মকানেই দু'দশদিন থাকো। এরপর দেখেশুনে ব্যবস্থা একটা জরুর করে দেবো।'

নূরবানু কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললো— 'জনাব!'

আবদুল হক সাহেব বললেন— 'এই মোজাফফরপুর শহরে কাজও আছে অনেক, মানুষও আছে অনেক। সুবিধেমতো ঘরদোর খুঁজে পেতে দেরী কিছুটা হবে বৈকি ?'

ঃ কিন্তু জনাব, আপনাদের বোঝা হয়ে---!

ঃ আরে বেটি, বোঝা কি ? আমার মেয়ের সাথে যদি তার শ্বশুরবাড়ীর আর-কয়েকজন লোক আসতো আর মেয়ের সাথেই দশ-বিশদিন থাকতো, তাহলে কি আমি বোঝা মনে করতাম ? আর না হোক, তোমরা আমার মেহমান। মেহমানদারী শেষ না হতেই ব্যস্ত হলে চলবে কেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

এর উপর আর কথা চলে না। নূরবানুরা খোশ্‌দীলেই কুলসুমের আব্বার মকানে আশ্রয় নিয়ে রইলো।

পাড়াটা বেশ ঝরঝরে। লোকবসতি খুব ঘনও নয় আবার খুব পাতলাও নয়। চলাফেরা আর ঘুরে বেড়ানোর বেশ অনুকূল। পাড়ার লোকেরাও, জেনানা-মার্দানা প্রায় সবাই বেশ সহজ সরল আর বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষ। সকলেই মুসলমান আর প্রায় সকলেই খোলাদীলের মিশুক লোক।

খেয়ে-দেয়ে কাজ না থাকায় উম্মে কুলসুমের সাথে নূরবানুও পাড়াটার এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এই ঘুরে বেড়াতে গিয়েই নূরবানু বুঝতে পারলো, কুলসুমের আব্বা সত্যিই একজন প্রভাবশালী ও সম্মানী লোক। যেখানে তারা যাচ্ছে, সেখানেই সবাই তাদের বেশ খাতির-যত্ন করছে।

একদিন বিকেলে কুলসুম ব্যস্ত থাকায় এক পা-দুই পা করে নূরবানু একাই বেরিয়ে পড়লো। পাড়ার সবাই সজ্জন আর খন্নাসের উৎপাত না থাকায় নূরবানুর দীলে অনেকটা সাহস পয়দা হয়েছিল। হক সাহেবের বাড়ীর একটা বাড়ী পরে অপেক্ষাকৃত এক গরীব লোকের সাদামাটা অথচ ছিমছাম বাড়ীর দেউটির কাছে এসে নূরবানু দাঁড়িয়ে গেল। দেউটি দিয়ে সে দেখলো, প্রায় তার বয়সেরই এক মহিলা খোলা বারান্দায় বসে একমনে সূঁচের কাজ করছে। অর্থাৎ সূঁচ দিয়ে টুপি, জামা, মোজা, দস্তানা বানাচ্ছে। পাশেই এসব দ্রব্য গাদা করে রাখা আছে।

নূরবানু বাড়ীর ভেতরে যাবে কি না ভাবতেই মহিলাটি তার দিকে তাকালো তাকিয়েই সে বিশুদ্ধ বাংলায় বলে উঠলো— 'আরে কে ? কে আপনি বহিন ? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

নূরবানু তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলো, বাড়ীর ভেতরে উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।

তা দেখে মহিলাটি ঈষৎ হেসে বললো— 'ভেতরে কোন পুরুষ মানুষ নেই বহিন, আপনি নিশ্চিন্তে আসুন।'

এখানে অধিকাংশেরাই দোআঁশলা বাংলায় কথা বলে। এমন নিখুঁত বাংলা শুনে নূরবানুর সাহস ও আগ্রহ বেড়ে গেল। সে ভেতরে যেতেই মাদুরের কিছু অংশ মেলে দিয়ে মহিলাটি ফের বললো— 'আসুন আসুন, বসুন। আপনাকে তো এখানে কখনো দেখিনি। কোন্ বাড়ীতে এসেছেন ?'

বসতে বসতে নূরবানু স্মিতকণ্ঠে জবাব দিলো— 'ঐ তো, একবাড়ী পরেই ঐ হক সাহেবের বাড়ীতে।'

নূরবানুর মুখেও বিশুদ্ধ বাংলা শুনে মহিলাটিও উৎসাহী হয়ে উঠলো। সে আবার প্রশ্ন করলো— 'জনাব আবদুল হক সাহেবের বাড়ীতে ?'

ঃ জ্বি-জ্বি।

ঃ ও আচ্ছা। তা এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

ঃ কোথাও নয়। অবসর ছিলাম। এদিকটা নিরিবিলি দেখে তাই একটু হাঁটছি।

ঃ ওমা সত্যি ? বেশ বেশ। তাহলে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। হক সাহেবের বাড়ীতে আপনি কবে এসেছেন ?

ঃ এই কয়েক দিন হলো। প্রায় হপ্তাখানেক হবে।

ঃ উনি আপনার কে হন ?

ঃ কেউ হন না।

www.boighar.com

হঠাৎ এক যোগাযোগ---।

নূরবানু ঠিক কি বলবে ভাবতে লাগলো। মহিলাটি ফের প্রশ্ন করলো— 'আপনার বাড়ী তো বাংলা মুলুকে মনে হচ্ছে ?'

ঃ জ্বি-জ্বি।

ঃ বাংলা মুলুকের কোন্‌খানে বহিন ?

ঃ বগুড়ায়। বগুড়া জেলার মধ্যে নূরপর নামের এক গাঁয়ে, মানে ওখানেই বাড়ী ছিল।

ঃ তা এখানে হঠাৎ কিভাবে ?

নূরবানুর মুখমণ্ডল ম্লান হলো। সে ক্ষীণকণ্ঠে বললো— 'সে অনেক কথা বহিন। আজ ওটা থাক।'

ঃ আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে পরেই বলবেন। আছেন তো কয়েক দিন ?

ঃ জ্বি আছি। কিন্তু আপনাকেও তো মনে হচ্ছে এখানকার লোক নন আপনি? আপনার ভাষাটা---।

মহিলাটিও কিঞ্চিৎ ম্লান কণ্ঠে বললো— 'আমার বাড়ীও আপনার মতো ঐ বাংলা মুলুকেই ছিল বহিন। দুর্ভাগ্য আমাকে টেনে এনেছে এখানে।'

ঃ বাংলা মুলুকের কোথায় বহিন ?

ঃ দিনাজপুর জেলার মধ্যে হাকিমপুর নামের এক গাঁয়ে।

গাঁয়ের নামটা চেনা চেনা মনে হওয়ায় নূরবানু উৎকর্ণ হয়ে উঠে প্রশ্ন করলো— 'হাকিমপুর, মানে দিনাজপুর জেলায় ?'

ঃ জ্বি বহিন।

ঃ তা হলে আপনি এখানে কেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঐ যে বললাম, দুর্ভাগ্য আমাকে টেনে এনেছে এখানে ! মাতা-পিতা ও আশ্রয় কিছু না থাকায় আর এক অভাগার সন্ধানে বেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি।

নূরবানু আরো অধিক উদগ্রীব হয়ে উঠলো। সে ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো— 'আর একজনকে এই মোজাফফরপুরে তালাশ করতে এসেছেন ?'

ঃ না বহিন, সরাসরি আসিনি। তিনি পূর্ণিয়ায় আছেন ভেবে আগে পূর্ণিয়ায় আসি। আমি আর আমার ফুফু---।

কথার মাঝেই নূরবানু চিৎকার করে বললো— 'আপনার নাম কি জুবাইদা খাতুন ?'

মহিলাটিও ভীষণ চম্‌কে উঠে বললো— 'এ্যাঁ! আপনি, আপনি কি করে জানলেন ?'

নূরবানু রুদ্ধশ্বাসে বললে— 'আপনার সেই লোকের নাম কি নেওয়াজী শাহ, মানে আলী নেওয়াজ ?'

পাগলিনীর মতো লাফিয়ে উঠে মহিলাটি বললো— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই। আপনি-আপনি---!'

বিকারগ্রস্তের মতো জুবাইদা খাতুন ছটফট করতে লাগলো। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে নূরবানু জুবাইদাকে জাপ্‌টে জড়িয়ে ধরে বললো— 'ওরে বহিনরে ! হায়-হায়-হায় কে কোথায় কি হালতেরে!'

ঃ উনি তো আপনাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ঃ আপনি-আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ আমি তো সবই জানি বহিন। আপনিই কিছু জানেন না।

ঃ উনি কোথায় আছেন ? কোথায় দেখলেন তাঁকে ?

ঃ নেওয়াজী শাহ, মানে আলী নেওয়াজ ভাই সাহেবকে চোখে আমি দেখিনি। কোথায় আছেন তা-ও জানিনে। তবে কি কাজে আছে-এটুকু আমি সঠিকভাবেই জানি।

ঃ কি কাজে বহিন ?

ঃ উনি ফকির বাহিনীতে আছেন। ফকিরনেতা মজনু শাহর বাহিনীভুক্ত হয়ে উনি বাংলা মুলুককে আজাদ করার জেহাদে লিপ্ত আছেন। উনার নাম এখন নেওয়াজী শাহ।

জুবাইদা খাতুন আওয়াজ দিয়ে বললেন— 'বহিন ! কার কাছে আপনি এসব কথা জানলেন ?'

নূরবানু আবার হু হু করে কেঁদে উঠে বললো— 'যাঁর কাছে জেনেছি, আপনার মতো তাঁকেই খুঁজতে খুঁজতে আমিও এখানে এসে পৌঁছেছি বহিন। আমার উনিও ঐ ফকির বাহিনীর লোক। আপনার ঐ নেওয়াজী শাহ সাহেবের উনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দোস্ত্‌। একে অপরের সহোদর ভাইয়ের চেয়েও আপন।'

বইঘর.কম ও রোকন

জুবাইদা আর একবার ‘বহিন’ বলে আর্তনাদ করে উঠলো এবং দুইজন দুইজনকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনেকক্ষণ কান্নার পর কান্না তাদের স্তিমিত হয়ে এলে জুবাইদা খাতুন রুদ্ধ কণ্ঠে বললো— ‘ঘটনা কি বহিন ? আপনি কি জানেন-সব খুলে বলুন ? দোহাই আপনার, কিছু বাদ দেবেন না।’

নূরবানু চোখ মুছতে মুছতে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহর দোস্তীর কথা, নেওয়াজী শাহ ও জুবাইদা খাতুনের মুহব্বতের কথা এবং নেওয়াজী শাহর শেষবারে হাকিমপুরে যাওয়া আর তাঁর আওয়ারা হয়ে জুবাইদাকে খুঁজে বেড়ানোর সব কথা-যা সে ইমাম শাহর কাছে শুনেছিল, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বর্ণনা করে শুনালো। এরপর নূরবানু তার নিজের সুখ-দুঃখের কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে গেল। সবশেষে বললো— ‘পাভুয়ার ঐ দুর্ঘটনার পর উম্মে কুলসুম বহিনের মেহেরবানীতে এই তো এই হপ্তাকাল হবে এখানে এসে পৌঁছেছি।’

ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে উঠার মধ্য দিয়ে জুবাইদা খাতুন দীর্ঘ সময় ধরে নূরবানুর তামাম কথা উদগ্রীব হয়ে শুনলো। কথা শেষ হলে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। এরপর জুবাইদা খাতুন ক্ষীণকণ্ঠে বললো— ‘তাহলে আলী নেওয়াজ সাহেব ঐ ফকিরের দলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?’

ঃ জ্বি-জ্বি। ঐ যে বললাম, তাঁর নাম এখন নেওয়াজী শাহ। তাঁর এই আলী নেওয়াজ নামটা ফকির বাহিনীর অনেকেই জানেন না।

ঃ ও আচ্ছা। তা খোঁজ করে আপনি তাঁদের কোন সন্ধানই পেলেন না ?

ঃ কি করে পাবো বহিন ? বাংলা মুলুকের সর্বত্র ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। আজ এখানে, কাল ওখানে। তাঁদের নাগাল ধরে সাধ্য কার আর কখন তাঁরা কোন্‌দিকে আছেন, সে হদিস পায় কে ?

লহমাখানেক ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়ে থাকার পর জুবাইদা খাতুন স্বপ্নোত্থিতের মতো আকুলি বিভকুলী করে উঠে বললো— ‘হায়-হায় ! এ তাহলে আমি কোথায় এসে আছি ! উনি বাংলা মুলুকেই আর আমাদের ওসব এলাকাতেই ছুটে বেড়াচ্ছেন, আমি এ কোন্ মুলুকে এসে তাঁর আশায় বসে আছি ? উনি ফকির বাহিনীতে ঢুকেছেন তা যদি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতাম!’

নূরবানু নিঃশ্বাস ফেলে বললো— ‘তাহলেও কিছু করতে পারতেন না বহিন। ওখানে থেকে তাঁর খোঁজ করতে থাকলে ইজ্জতের সাথে জান খোয়ানোর সম্ভাবনাও চূড়ান্তভাবে থকতো আপনার।’

এ কথায় দমে গিয়ে জুবাইদা খাতুন বললো— ‘তা অবশ্য ঠিক বহিন। এই মোজাফফরপুর পর্যন্ত পৌঁছতে নিজের ইজ্জতটা যে কিভাবে বাঁচিয়ে এসেছি তা

বইঘর.কম ও রোকন

আর কি বলবো ? ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে গোরস্তানের এক পুরাতন কবরের মধ্যে ঢুকেও লুকিয়ে থাকতে হয়েছে আমাকে।'

ঃ বহিন!

ঃ এছাড়া হাতাহাতি আর দৌড়াদৌড়ি তো আছেই।

ঃ তবে ? ওসব কথা থাক বহিন। এবার আপনার কথা বলুন। আপনি এখানে কি করে এলেন ?

ক্ষণিক নীরব থেকে জুবাইদা খাতুন নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'একই রকম দুঃখের কথা বহিন। আপনার ও আমার দুর্ভাগ্যের মধ্যে খুব একটা ফাঁক নেই।'

ঃ বহিন!

ঃ আমার অনেক কথাই তো জানেন আপনি। আমার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ীতে আমিও যে এক লম্পটের জ্বালায় পড়েছিলাম, তা-ও জানেন ?

ঃ জ্বি, জানি। তারপর ?

ঃ ঐ বাড়ীর জুলুম আর ঐ লম্পটের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি আমার ফুফুর সাথে পালিয়ে এলাম। ফুফু মানে আমার আব্বার মামাতো বোন। আমার ফুফুর অবস্থাও মোটামুটি ভালই ছিল। নিঃসন্তান বিধবা মানুষ। বিষয়বিত্ত যা ছিল তা নিয়ে সুখেই ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবেশী এক ইংরেজ তাঁবেদারের নজর পড়লো ফুফুর বিষয়-বিত্তের উপর। ইজারাদারের চক্রান্তে একদিন তাঁর সবকিছু ঐ তাঁবেদার প্রতিবেশীর হাতে চলে গেল। ফুফু এই নিয়ে শালিশ-দরবার করতে গেলে আর লোকজন ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলে, ফুফুকে খুন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেল। ফুফু তা টের পেয়ে আমাকে নিয়ে পূর্ণিয়ায় পালিয়ে এলেন।

ঃ বহিন !

ঃ আব্বার ইন্তেকালের পর আমার দুরবস্থা যখন চরমে উঠে গেল, ঠিক তখনই ফুফুরও দুরবস্থা শুরু হলো। তাই তিনি আমার কোন উপকারেই আসতে পারলেন না। এই পালিয়ে আসার সময় তিনি আমাকে জানালেন, খুব অসহ্য হলে তুমি আমার সাথে আসতে পারো। আমরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গিয়ে বাঁচি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আলী নেওয়াজ সাহেব পূর্ণিয়ার দিকে আছেন, আমি তাই জানতাম। ফুফু পূর্ণিয়াতেই যাবেন শুনে আমি একডাকে বেরিয়ে এলাম।

ঃ তারপর ?

ঃ ফুপুর এক ধর্মবেটা পূর্ণিয়াতে আছেন এই ভরসাতেই আমরা আরো সাহস পেলাম। তাঁর কাছে আসার জন্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

ঃ ধর্মবেটা ! ধর্মবেটা মানে ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমার এই বর্তমান বাড়ীর মালিক জনাব গোলাম রাব্বানী সাহেবই সেই ধর্মবেটা। তিনি একজন বস্ত্রব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের কাজে তিনি বাংলা মুলুকে যান আর এক মস্তবড় দুর্বিপাকে পড়ে ফুফুর মেহমান হয়ে তাঁর মকানে বেশ কিছুদিন থাকেন। সেই সময় তিনি মেহমানদারীতে বেজায় খুশী হয়ে ফুপুকে ধর্মআম্মা বানান। ফুফুর দুরবস্থার শুরুটা উনি দেখে আসেন। তাই আসার সময়, বিপদে পড়লে পূর্ণিয়ায় তাঁর কাছে আসার জন্যে ফুফুকে তিনি অনুরোধ করে আসেন।

ঃ তারপর ? আপনারা তাঁর কাছে এলেন ?

ঃ জ্বি না বহিন। তারপর শুরু হলো আমাদের দুর্ভোগ। সীমাহীন দুর্ভোগ। পূর্ণিয়ায় উনার ঠিকানায় এসে দেখি, উনি পূর্ণিয়ায় নেই। মোজাফফরপুরে নিজের বাড়ীতে চলে এসেছেন। পূর্ণিয়া পর্যন্ত আসতেই আমরা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ি। সুদূর মোজাফফরপুরে আর যাওয়ার সম্বল কোথায় ? ফলে আহার-আশ্রয়হীন হয়ে সে কি আমাদের দুর্ভোগ। দুই ফুফু-ভাইঝি মিলে বছরখানেক আমরা কয়েক বাড়ীতে চাকরানীর কাজ করি। ফুফু আমার কয়েক দিন ভিক্ষাবৃত্তিতেও অবতীর্ণ হন। সে সব কথা মনে হলে---!

জুবাইদা চোখ মুছলো। নূরবানু ধরাগলায় বললো— 'বলেন কি বহিন ?'

ঃ আমার ফুফু এখন বাসায় নেই, বাইরে কোথায় যেন গেলেন। থাকলে তাঁর মুখেই শুনতে পেতেন ।

ঃ আচ্ছা ! তারপর ?

ঃ তারপর আর নেওয়াজ সাহেবের খোঁজ করবো কি ? জান আর ইজ্জতটা কোনমতে বাঁচিয়ে নিয়ে বহুকষ্টে একদিন এই মোজাফফরপুরে চলে এলাম। এসে দেখলাম, গোলাম রাব্বানী ভাই সাহেব সত্যিই একজন ঈমানদার লোক। দরদী মানুষ। আমাদের দুঃখের কথা শুনে উনি খুবই আফসোস করলেন আর আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। এই যে দেখছেন, এই বাড়ীতে এইভাবে উনিই আমাদের প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

ঃ বহিন!

ঃ আলী নেওয়াজের, মানে আপনাদের নেওয়াজী শাহর খবর করতে পারলাম না বটে, তবে এখানে এসে জীবনে স্বস্তিটা পেলাম আর এই সূঁচের কাজ করে আল্লাহর রহমে এখন বেশ স্বচ্ছলতার মধ্যেই আমরা আছি।

রুস্তম আলী ও তার জন্যে একটা মকান খুঁজে দেয়ার কথা নূরবানু জুবাইদাকে বলতেই জুবাইদা রে-রে করে উঠে বললো— 'সে কি-সে কি ! কোন জরুরত্ নেই। এই যে দেখুন না, প্রায় দুইটে ঘর একদম ফাঁকা পড়ে

বইঘর.কম ও রোকন

আছে। এতবড় বাড়ীতে মাত্র দুইজন জেনানা মানুষ আমরা কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকি। আপনারা এখানে এসে একসাথে সংসার পেতে বসলে যে কি আনন্দ হবে আমার, তা বোঝাতে পারবো না। নিঃসঙ্গ জীবনে আপনার মতো বহিনও একটা পাবো আর নির্জন বাড়ীটাও ভরে উঠবে। পোড়োবাড়ীর মতো আর ঢন ঢন করবে না। আপনারা আজকেই এখানে চলে আসুন।'

নূরবানু ইতস্ততঃ করে বললো— 'কিন্তু বাড়ীওয়ালা, মানে আপনার সেই গোলাম রাব্বানী ভাই সাহেব---?'

জুবাইদা খাতুন বিপুল উৎসাহে বললো— 'তিনি কিছুই বলবেন না। একক মানুষ। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া তাঁর ছেলে-মেয়ে কেউ বেঁচে নেই। শেষ সন্তানটাও বছর কয়েক আগে মারা যাওয়ার পর বিষয়বিত্তের উপর উনি খুব উদাসীন হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিজের মকানটার উপরই তাঁর ঠিকমতো নজর নেই, এ মকান করবেন কি ? আমাদের দান করার কথা উনি বারবার বলছেন। কিন্তু আমরা কখন কোথায় থাকবো বা যাবো কোন স্থিরতা না থাকায় আমরাই রাজী হইনি। আপনারা চলে আসুন।'

নূরবানু তবু ইতস্ততঃ করে বললো— 'কিছুটা সম্বল এখনও সাথে আছে বটে। কিন্তু সেটা ফুরিয়ে যেতে কয়দিন ? এরপর আপনাদের ঘাড়ে ভর করে---!'

ঃ মোটেই না-মোটেই না। একটু হাত চালালে এখানে ভাতের অভাব নেই। আপনি আমার এ কাজ শিখে নেবেন। ওদিকে আবার গোলাম রাব্বানী ভাইয়েরও বয়স হয়ে এসেছে। আমার এই মোজা-জামা-টুপি-দস্তানাগুলো পাইকারকে বুঝিয়ে দিতে তঁ। কেই কষ্ট করতে হয়। রুস্তম চাচা এসে যদি সদর রাস্তায় দোকান খুলে বসে এগুলো বিক্রি করেন, তাহলে আমাদের ভাত খায় কে ?

ঃ বহিন !

ঃ এছাড়া সর্বক্ষণ সদর রাস্তায় বসে থাকলে, রুস্তম চাচা ওখান থেকে ফকির সাহেবদের অনেক খবর করতে পারবেন। লোকের মুখে শুনতেও পাবেন আবার বাংলা মুলুকে যাতায়াতকারী লোক মারফত উনাদের সাথে যোগাযোগ করারও কোশেশ করতে পারবেন।

এই ব্যবস্থাই চূড়ান্ত হলো। সদর রাস্তায় দোকান খুলে বসে রুস্তম আলী ফকির বাহিনীর খবর করতে লাগলো। এমনই খবরা-খবর করার কালে একদিন সে শুনতে পেলো, ফকিরনেতা মজনু শাহ ইন্তেকাল করেছেন। ফকির বাহিনীর লোকেরা তাঁর লাশ নদীপথে পাটনা হয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর জন্মস্থানে দাফন করে গেছেন।

১৩

ফকিরনেতা মজনু শাহর মৃত্যুতে দলের কাজ বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে রইলো। তাঁর শিষ্য-সাগরেদ সকলেই বিহ্বল হয়ে রইলেন। কারো কারো অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে গেল। শোকের উপর শোকাহত হয়ে ইমাম শাহরা শয্যা নিলেন। দিশেহারাভাবে সবার দিন কাটতে লাগলো।

কিন্তু এই দিশেহারা অবস্থারও অবসান হলো একদিন। আস্তে আস্তে সকলেই যথাসত্ত্বর সম্ভব এ শোক সামলে নিলেন।

'কোন বিপর্যয়েই ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। বিপর্যয়কে নয়া প্রেরণার উৎস হিসাবে গণ্য করে নতুন উদ্যমে আবার তৎপরতা শুরু করতে হবে। বিপর্যয়ে ভেঙ্গে পড়লে তামাম শ্রম পণ্ড হবে, কোন কামিয়াবী আসবে না'-এ নসিহত মরহুম ফকিরনেতা মজনু শাহর পুনঃ পুনঃ সবাইকে করে গেছেন। সে কথা স্মরণ করে সবাই আবার কোমর বাঁধলেন শোক-তাপ পরিহার করে ইমাম শাহরাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সবাই আবার নয়া নেতা মুসা শাহর ঝাণ্ডাতলে সমবেত হলেন।

নতুন করে শুরু হলো অভিযান। শোক-স্মৃতির আবেশ ঝেড়ে ফেলে সবাই আবার শক্ত হয়ে গেলেন। সবাই আবার আগের মতোই দুর্বার হয়ে উঠলেন।

মজনু শাহ যখন মৃত্যু শয্যায়, মাদার বকস নামের মজনু শাহর এক সাগরেদ তাঁর দল নিয়ে তখনও দিনাজপুরে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইংরেজ ফৌজ তাঁর পিছু নিলে মাদার বকস তাঁর দল নিয়ে পাণ্ডুয়ার জঙ্গলে এসে আত্মগোপন করেছিলেন। মজনু শাহর মৃত্যুসংবাদ কয়েকদিন পরে যখন পেলেন, তখন মজনু শাহর দাফন-কাফন শেষ হয়েছে। ফলে শোক-তাপ যা করার জঙ্গলের মধ্যেই করে তিনি আর মালদহে ঢুকে অভিযান চালাতে লাগলেন।

নয়া সাজে সজ্জিত হয়ে মুসা শাহ সদলবলে এসে এই মালদহেই বিপুল বিক্রমে হানা দিলেন। পুনরায় কেঁপে উঠলো ইংরেজ কালেকটার, কর্মচারী ও সেনানায়কবৃন্দ। এ মুলুকে এসে তাদেরও জানের ক্ষতি কম হয়নি।

মালদহের ইংরেজ প্রতিনিধি ও মুর্শিদাবাদের কালেকটার তাদের সরকারকে জানালো, মজনু শাহর মৃত্যুতে ফকির বাহিনী কিছুমাত্র দমেনি। এক্ষনে মুসা শাহ দুর্বারভাবে মালদহের সর্বত্র অভিযান চালিয়ে ফিরছে। তার একদলে পাঁচশোর

বইঘর.কম ও রোকন

উপরও কিছু লোক আছে যাঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজ বাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়া লোক। অস্ত্রেশস্ত্রে-লেবাসে অবিকল ইংরেজ বাহিনীর মতোই এক বাহিনী হয়ে ময়দানে তারা নেমেছে, সুতরাং অবস্থা বড়ই জটিল।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মাথা আবার ঘুরে গেল। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও রাজশাহীর কালেকটারগণকে নিজ নিজ এলাকার জমিদারদের সাথে এক হয়ে একযোগে উত্তর দিকে ধাবিত হতে এবং ধাবিত হয়ে ফকির বাহিনীকে পাকড়াও করতে জোর হুকুম প্রদান করলো। কিন্তু মালদহ থেকে ফকির বাহিনী উত্তর দিকে না গিয়ে ঘুরে আবার রাজশাহীর দিকে চলে এলো।

খবর পেয়ে ঈসায়ী ১৭৮৮ সনের মার্চ মাসে নাটোরের রাণী ভবানী তাঁর এক মস্তবড় বরকন্দাজ বাহিনী ফকিরদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। রাজশাহীর জয়সিং পরগার নিয়ামতপুরে রাণীর বরকন্দাজ বাহিনী মুসা শাহকে হামলা করলে, মুসা শাহর বাহিনী বরকন্দজাজ বাহিনীকে পাল্টা হামলা করলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বরকন্দাজদের মথিত করে ফেললো। জীবিতেরা পঙ্গু হয়ে রাণীর কাছে ফিরে এলো।

ঐ বছরই মে মাসে আর এক ইংরেজ বাহিনী মুসা শাহর ফৌজের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে রণস্থল থেকে পালিয়ে গেল। দিনাজপুরের কালেকটারের ফৌজও মুসা শাহর বাহিনীকে হামলা করে ব্যর্থ হলো। কালেকটার পুনরায় আক্ষেপ করে জানালো— 'মুসা শাহকে ধরেই ফেলতাম নির্ঘাত, কিন্তু জনগণ তাকে সাহায্য করাতেই ধরতে পারলাম না।'

এর পরে পরেই মজনু শাহর পুত্র পরাগল বা পরাগ আলী শাহ এবং মজনু শাহর আর এক অন্তরঙ্গ সাগরেদ চেরাগ আলী শাহ তিনশত লোক নিয়ে দিনাজপুরে এসে সেখানে ইংরেজদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিলেন। তাঁরা ডাক বহনকারীদের ধরে ধরে ডাকের থলে কেড়ে নিতে লাগলেন এবং ডাকের থলে তল্লাশী করতে লাগলেন। অপরদিকে পীর আক্কেল আলী শাহ, ঝুনুরী শাহ, মতিউল্লাহ প্রমুখ মজনু শাহর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সাগরেদেরা বিভিন্ন দিকে ইংরেজদের অস্থির করে ফিরতে লাগলেন।

কয়েক মাস পরে চেরাগ আলী শাহ পৃথকভাবে এক মস্তবড় দল নিয়ে মোমেনশাহীতে এলেন এবং প্রায় বছরখানেক এখানেই কর্মরত রইলেন। এখানে কর্মরত থাকাকালে চেরাগ আলী শাহ সন্ন্যাসীদের সাথে মিত্রতা করার চেষ্টা করলেন। সাময়িকভাবে সন্ন্যাসীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেও লাগলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু মত ও পথ পৃথক হওয়ায় সন্ন্যাসীদের সাথে চেরাগ আলী শাহর এ সমঝোতা কয়েক দিনের বেশী টিকলো না। কয়েক দিন পরেই গোলযোগ দেখা দিলো এবং কলহের মধ্য দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীর এ মিত্রতা শেষ হলো। চেরাগ আলী শাহ তবু সন্ন্যাসীদের সাথে সমঝোতা করার পুনরায় চেষ্টা করেন। এখানে ব্যর্থ হয়ে নাগাদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা নেন। সন্ন্যাসীদের সাথে পেলে ইংরেজ তাড়ানো সহজ হবে— এ বিবেচনাতেই তিনি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। কিন্তু ইংরেজ তাড়ানোর গরজ যে সন্ন্যাসীদের আদৌ ছিল না-এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে তার বিলম্ব হয়। আর এর ফলে মিত্রতা করতে গিয়ে তিনি সন্ন্যাসীদের শত্রুতাই ক্রয় করেন না কেবল, পরিণামে এর খেশারতও তাঁকে করুণভাবে দিতে হয়। সে কথা পরে।

যা আসল কথা তা হলো, মুসা শাহর নেতৃত্বে ফকির বাহিনীর সকলেই অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। ইজারাদার কুঠিয়াল, আমলা ও চামচাদেরসহ ইংরেজেরা আবার পূর্বের মতোই প্রমাদ গুণতে লাগলো। পদ্ধতির পর পদ্ধতি বদল করে তারা ফকিরদের প্রতিহত করার প্রয়াস পেলো। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন জেলায়, ছোট-খাটো বাধা-বিপর্যয় উপেক্ষা করে ফকির বাহিনী তাদের তৎপরতা বিপুল উদ্যমে ও সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে থাকলো।

ঈসায়ী ১৭৯২ সনে ফকির নেতা মুসা শাহ ও মজনু শাহর পুত্র পরাগ আলী শাহ একযোগে মোমেনশাহী জেলার ইংরেজদের বিখ্যাত বীরবাতা বাণিজ্যকেন্দ্র ও কারখানা (ফ্যাকটরী) হামলা করে দখল করলেন এবং অগ্নিসংযোগ করে সেখানকার সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

ফকিরদের তৎপরতায় উৎসাহী হয়ে কোম্পানীর কিছু বরকন্দাজ ও সেপাই (যারা সবাই এদেশীয় লোক) এবং পরগনা কাগমারীর জনগণ ফকিরদের এ কাজে যথেষ্ট সহায়তা দান করেন।

কিন্তু নসীবের পরিহাস। ফকিরদের একতা আর এক হয়ে কাজ করার প্রবণতা ঐ বীরবাতার কর্মকাণ্ড পর্যন্তই অটুট রইলো। এর পরেই দেখা দিলো বিচ্ছিন্নতা। দেখা দিলো নেতৃত্বের কোন্দল। পরাগ আলী ওরফে পরাগল শাহ মুসা শাহর সাথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। মুসা শাহকে ডিঙ্গিয়ে দলের নেতৃত্বে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পিতার মতো সর্বগুণে গুণান্বিত তিনি ছিলেন না। মুসা শাহর মতো নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাও তাঁর পুরোপুরি ছিল না। আর না হোক, মুসা শাহর নেতৃত্বের প্রতিই সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অধিক। সকলেই সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হলেন। পরাগ আলী শাহকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

বইঘর.কম ও রোকন

এদিকে আবার সমঝোতা করতে এসেই হোক আর নেতৃত্বের দাবী করেই হোক, মরহুম মজনু শাহ্‌র আর এক চেলা রওশন আলী শাহ উভয়েরই বিশেষ করে পরাগ আলী শাহ্‌র বিরাগভাজন হলেন। এতেকরে রওশন আলী শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে দল থেকে সরে গেলেন এবং তাঁর অনুরাগীদের গুটিয়ে নিয়ে তিনি পাটনা হয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হলেন।

এখানেই দুর্ভাগ্যের শেষ হলো না ফকির বাহিনীর। ঐ বছরই অর্থাৎ ঈসায়ী ১৭৯২ সনেই পরাগ আলী শাহ্‌র এই একক ও সশস্ত্র এক সংঘর্ষে মুসা শাহ নিহত হলেন।

মুসা শাহ নিহত হওয়ায় দলের আদর্শ যেমন অকস্মাৎ অনেক নীচে নেমে গেল, তেমনি পরাগ আলী শাহ্‌র আশাও পূর্ণ হলো না। নেতৃত্ব তিনি পেলেন না। তার নেতৃত্ব মেনে নিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। সবাই এসে মুসা শাহ্‌র নিকটতম সঙ্গী চেরাগ আলী শাহকে নেতৃত্বে ঠেলে দিলেন এবং তার পেছনে মজবুত হয়ে দাঁড়ালেন। সকলের উষ্ণ সমর্থনে চেরাগ আলী শাহ দলকে আবার চাঙ্গা করে তুলে কামিয়াবীর সম্ভাবনা উজ্বল করে দিলেন। পরাগ আলী শাহ অতঃপর দৃশ্যপটের অন্তরালে চলে গেলেন।

ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহরা তো ছিলেনই, এর সাথে সোবহান আলী ওরফে সোবহানী শাহ, জহুরী শাহ, করিম শাহ, রমজান শাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ফকিরবৃন্দের ঐকান্তিক সহযোগিতায় চেরাগ আলী শাহ আবার বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোম্পানীর বাণিজ্যঘাঁটি ও ইজারাদারদের উপর। এই শতাব্দির শেষ বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এইসব নেতৃবৃন্দ ইংরেজ ও তাদের অনুচরদের সুখনিদ্রা হরন করে রাখলেন। তবে তাঁদের কার্যক্রম অতঃপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অর্থাৎ পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। একসাথে অধিক এলাকা তাঁরা আঁকড়ে ধরতে গেলেন না।

আগের মতোই নেপালের মোরাংকে স্থায়ী ও মূল আস্তানা বানিয়ে নিয়ে তাঁরা সেখান থেকে এসে এসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হানা দিতে লাগলেন এবং ইংরেজ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোদের তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। এতেকরে ফকিরদের নেপাল থেকে বের করে দেয়ার জন্যে ইংরেজ সরকার নেপাল সরকারের উপর পুনঃ পুনঃ চাপ সৃষ্টি করলো।

নেপাল সরকারের সমর্থন ফকিরদের পক্ষেই ছিল। তাই ইংরেজদের চাপের জবাবে নেপাল সরকার ইংরেজদের সাথে উষ্ণ বন্ধুভাব দেখিয়ে তাদের সামনে

বইঘর.কম ও রোকন

ফকিরদের গালাগালিই করলো শুধু, ফকিরদের বের করে দেয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই নিলো না।

মুসা শাহর মৃত্যুর পর ইংরেজেরা ভেবেছিল, ফকিরের দল এবার ভেঙ্গে পড়বে নির্ঘাৎ। কিন্তু তাদের সে ধারণা মিথ্যা করে দিয়ে ফকিরেরা উত্তরবঙ্গে আরো নিবিড়, গভীর ও ব্যাপকভাবে হামলা চালাতে শুরু করলেন। ঈসায়ী ১৭৯৩ সনে সোবহানী শাহ পূর্ণিয়ার সীমান্ত এলাকা মারাত্মকভাবে তছনছ করে ফেললেন এবং সে এলাকার একজন ইজারাদার (জমিদার)-কে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। যতক্ষণ সে ইজারাদার মোটা অংকের অর্থ প্রদান না করলো ততক্ষণ তাকে তিনি আটক করে রাখলেন।

উল্লেখ্য যে, ফকিরেরা এই সময় থেকেই শায়েস্তা করার পাশাপাশি বিভিন্ন জালিমদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে শুরু করলেন। কারণ দল চালানোর জন্যে এ যাবত সহৃদয় জনগণের নিকট থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে অনুদান আসতো তা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ারই উপক্রম হলো। ফকির মজনু শাহর মৃত্যু, মুসা শাহর হত্যা ও দলের মধ্যে অনেকটা বিশৃঙ্খলা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তিরা ক্রমেই হাতশ হয়ে যেতে লাগলেন এবং অনুদানের হাত সংকুচিত করতে লাগলেন। দিন যতই যেতে লাগলো, এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ আসার স্রোত ততই শুকিয়ে যেতে লাগলো। এতেকরে ফকিরেরা দল চালানোর জন্যে নিদারুণ অর্থাভাবে পড়তে লাগলেন। ফলে তাঁরা অত্যাচারী বিত্তবানদের অন্যায়ভাবে স্তূপীকৃত বিত্তের দিকে হাত বাড়ালেন। www.boighar.com

অতঃপর ফকিরেরা গিয়ে সীমান্তের এক ইংরেজ সেনাঘাঁটিতে সরাসরি হানা দিলেন। কিন্তু সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সুদৃঢ় ঘাঁটি তাঁরা কব্জা করতে না পেরে সেখান থেকে সরে এলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে রাজশাহীতে এসে হাজির হলেন। এখানে এসে সোবহানী শাহ মোসেদা পরগনার কাচারীতে হানা দিয়ে কাচারী লুট করলেন। চেরাগ আলী শাহ এখানের কোম্পানীর এক বাণিজ্যঘাঁটিতে হানা দিয়ে আতংক পয়দা করলেন এবং এক অর্থলগ্নির কারবারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার সিন্দুক হাল্‌কা করে দিলেন। এই ফাঁকে ফকির বাহিনীর আর এক দল মালদহ জেলায় ঢুকে পড়লো এবং নিশ্চিন্তপুর ও বাদলে অবস্থিত কোম্পানীর দুই বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে হানা দিয়ে কুঠি ও গুদামে অগ্নিসংযোগ করলো।

ফকিরদের আবার এই দুর্নিবার হামলার প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার মালদহের দেওতলাসহ রাজশাহী ও মালদহের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত ফৌজ মোতায়েন করলো। কিন্তু ফল কিছু হলো না। ফকিরেরা মালদহের বিভিন্ন স্থানে হাজিরা-হানা দিয়ে দিনাজপুরে চলে এলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

দিনাজপুরে এসে অবশ্য চেরাগ আলী শাহ তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে দিনাজপুরের বারবাকপুর পরগনায় নওগাঁতে এক ইংরেজ বাহিনীর সামনে পড়লেন এবং সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন। এর ফলে চেরাগ আলী শাহর সাত জন জোয়ান আহত ও এক জন কয়েদ হয়ে নিহত হলেন। পরের সপ্তাহেই সাতশো লোকের এক দল নিয়ে তিনি দিনাজপুরের দমদমায় মস্তবড় আর এক ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে মালদহে চলে এলেন।

এদিকে সোবহানী শাহ মুণ্ডুমালায় কোম্পানীর অপর এক বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ণিয়ায় ঢুকে পড়লেন।

বর্ষা নামলে ফকিরেরা মোরাং-এ চলে গেলেন। বর্ষা অন্তেই আবার সোবহানী শাহ তাঁর দল নিয়ে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে প্রবেশ করলেন আর চেরাগ আলী শাহ একহাজার ফৌজ নিয়ে মালদহের দেওতলায় হাজির হলেন দেওতলায় তখনও এক ইংরেজ বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন আছে দেখেও চেরাগ আলী তা গণ্যের মধ্যে না নিয়ে দেওতলারই অপরদিকে ছাউনি গেড়ে বসলেন এবং আশেপাশে তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

চেরাগ আলী শাহর নির্ভিকতায় ইংরেজ ফৌজ অত্যন্ত ঘাব্‌ড়ে গেল। ব্যাপক প্রস্তুতির অভাবে চেরাগ আলী শাহর দলের দিকে পা বাড়ানোর সাহস ওরা ভুলেও করলো না।

খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার আবার বিশাল এক ফৌজ সেখানে প্রেরণ করলে চেরাগ আলী শাহ সরে উত্তরে কুচবিহারের দিকে গেলেন এবং কয়েক দিন পরে আবার দল নিয়ে পূর্ণিয়ায় চলে এলেন। লেফটেন্যান্ট ইনসী সসৈন্যে চেরাগ আলীর পেছনে ছুটে কেবলই হয়রান হলো, তাঁর নাগাল ধরতে পারলো না।

ইন্‌সী অভিযোগ তুলে তার সরকারকে জানালো, দেওয়ানী-ফৌজদারী প্রায় সকল কর্মচারীরাই এখন মনে হচ্ছে ফকিরের পক্ষ নিয়েছে। ফকিরদের বিরুদ্ধে যেতে আর ইংরেজদের পক্ষে আসতে আন্তরিকভাবে কেউ তারা রাজী নয়। তাদের আচরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর উপর জনগণ তো আছেই। ফকিরদের সন্ধান সরকারী-বেসরকারী প্রায় লোকই দিচ্ছে না।

আমলা, অর্থাৎ কর্মচারীদের এই আচরণ ফকিরদের প্রতি প্রীতির জন্যে বড় একটা নয়, আসলে তা ফকিরদের ভয়ের জন্যে। ইংরেজ বাহিনী চলে গেলে তখন তাদের বাঁচাবে কে, এই ভয়ে।

সে যা-ই হোক, ওদিকে আবার চেরাগ আলী শাহর মদদে সোবহানী শাহ পূর্ণিয়ায় মহাতংক পয়দা করলেন। পূর্ণিয়া জেলার রামগঞ্জে অবস্থিত কোম্পানীর সুরক্ষিত বিশাল এক কারখানায় (ফ্যাকটরীতে) হানা দিয়ে তিনি ছয়হাজার টাকা

বইঘর.কম ও রোকন

লুটে নিলেন, দুই জন সেপাইকে হত্যা করলেন এবং চার জন সেপাইকে ধরে নিয়ে গেলেন। কারখানার সামরিক ও বেসামরিক লোক সবগুলো পালিয়ে গেল। কয়েক দিন ভয়ে আর কেউ কারখানাতেই এলো না।

খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার তৎক্ষণাৎ সেখানে আর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলো এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে বললো।

ফৌজ এসে ফকিরদের কোন সন্ধান পেলো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবেদনে অভিযোগ করে বললেন— 'কাউকে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনে। রামগঞ্জের জমিদার নিজেই ফকিরদের সহায়তা করেছে। খবর পাওয়া গেছে, হামলা করার আগের রাতে ঐ জমিদার বিপুল সংখ্যক ফকিরের এক বাহিনীকে খাদ্য ও আশ্রয়দান করেছে। অথচ ইংরেজ বাহিনীর একজন লোককেও সে কোনদিন খাদ্য-আশ্রয় দেয়নি এবং চেয়েও কেউ তা পায়নি। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের লোক ছাড়া, ফকিরেরা পূর্ণিয়ার অধিবাসীদের একজনের গায়েও একটা কাঁটার আঁচড় লাগায়নি। স্থানীয় লোকজনের একজনও ফকিরদের প্রতি এতটুকু বিক্ষুব্ধ নয়।'

অভিযোগটি অনেক অংশেই সত্য। জালিম ও তাঁবেদার ছাড়া ফকিরেরা সৎ ও সাধারণ জনগণের চিরদিনই বন্ধু। বৈরী তাঁরা কোনদিনই ছিলেন না। জনগণের উপর ভুলেও কখনো কোন অত্যাচার তাঁরা করেননি।

থাক সে কথা। চেরাগ আলী ও সোবহানী শাহর নেতৃত্বে ফকির বাহিনীর ঝিমিয়ে পড়া তৎপরতা আবার তুঙ্গে উঠে গেল। জনগণ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হতাশ দীলে আবার আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। ইংরেজদের মাথা-মস্তক বিগ্‌ড়ে গেল পুনরায়। এদেশের প্রায় সকলেই ফকিরদের দিকে গড়িয়ে পড়ে পড়ে অবস্থা। জনগণই নয় শুধু, পরিস্থিতি বিপরীত দেখে অনেক সরকারী আর তাঁবেদার লোকরাও ফকিরদের পক্ষে চলে এলো।

কিন্তু যা হবার নয় তা হয় না। নসীব নারাজ হলে, অকস্মাৎ বজ্রপাতে তামাম আনজাম ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। কূল পাওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভাবনার মুখে আচমকা ভেঙ্গে যায় সপ্তডিঙ্গার হাল। ফকিরদের নির্ভিক ও নিরন্তর তৎপরতায় সামগ্রিক পরিবেশ যখন অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উষ্ণ হয়ে উঠলো, ঠিক তখনই আর এক অভাবিত দুর্ঘটানায় সে উজ্জ্বল আলো আবার দপ্‌ করে নিভে গেল। ফকিরেরা পড়ে গেলেন নিঃসীম আর এক অন্ধকারের আবর্তে।

নিহত হলেন ফকিরনেতা চেরাগ আলী শাহ। সন্ন্যাসীদের সাথে, বিশেষ করে নাগাদের সাথে পীরিত করতে গিয়ে চেরাগ আলী শাহ যে দুশমনী কিনে রেখেছিলেন,

বইঘর.কম ও রোকন

তাঁর এই পূর্ণিয়ায় অবস্থানকালে ত্রিহুতে বসবাসকারী নাগানেতা মতিগিরি সে দুশমনী পুনর্জীবিত করে তুললো। দিনে দিনে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেল। এরই সূত্রধরে মতিগিরি একদিন পূর্ণিয়ায় এসে হাজির হলো এবং সন্ধান করে যে ঘরে চেরাগ আলী শাহ রাতে একাকী ঘুমিয়ে ছিলেন, চোরের মতো সেই ঘরে প্রবেশ করে কাপুরুষের মতো ঘুমন্ত মানুষের উপর তলোয়ার চালিয়ে দিলো।

ঘুমের মধ্যেই চেরাগ আলী শাহ খতম হয়ে গেলেন। ফকিরদের উদ্যম কিস্তি বন্দরে পৌঁছতে পৌঁছতে অকস্মাৎ হালের বৈঠা ভেঙ্গে গেল এবং সে কিস্তি আবার পাক খেয়ে ঘুরে মাঝ দরিয়ায় চলে গেল।

লাশ দাফন-কাফন করেই মতিগিরির সন্ধানে বিপুল আক্রোশে বেরিয়ে পড়লেন ফকিরেরা। কিন্তু কোথায় মতিগিরি গা ঢাকা দিয়ে রইলো, তার সন্ধান আর পায় কে ? পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, কাটিহার ভাগলপুর সহকারে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তাঁরা।

ভেঙ্গে পড়লেন ফকিরেরা। চেরাগ আলী শাহর মৃত্যুতে তাঁরা আবার কাতর হয়ে পড়লেন। তখনই আবার অভিযানে বেরোনোর কোন শক্তি ও মনোবল তাঁদের রইলো না। মর্মব্যথা চাপতে চাপতে সাময়িকভাবে তাঁরা মোরাং-এ ফিরে এলেন।

ইমাম শাহর মোরাং-এ ফেরা হলো না। মোরাং-এ ফিরে গেলেন না ফকির জহুরী শাহও। তাঁরা অন্যদিকে গেলেন।

ফকির ইমাম শাহ সকলের সাথে মোরাংয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথেই ফকির বাহিনীর এক জোয়ান তাঁকে বললেন— 'আপনার জন্য একটা খবর আছে জনাব।'

ইমাম শাহ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন— 'খবর !'

জোয়ানটি বললেন— 'জ্বি জনাব। গতকাল আমি মস্তানগড়ের ওদিক থেকে এসেছি। গড়ের নিকটবর্তী গাঁয়ের এক মুরুব্বী আপনার খোঁজ করছিলেন। আমাকে দিয়ে উনি এক খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে।'

ঃ আমাকে ! কি খবর ?

ইমাম শাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

ঐ জোয়ান ফের বললেন— 'কোন্ এক রুস্তম আলী আর নূরবানু নামের এক মহিলা আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে ঐ মুরুব্বীর মকানে উঠেছিলেন আর ওখানে কয়েক দিন ছিলেন। এ কথা আপনাকে বলতে বলেছেন উনি।'

ইমাম শাহর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বিকারগ্রস্তভাবে তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন— 'সে কি ! বলেন কি ! কোথায় ? কি নাম সে গাঁয়ের ? কি নাম সে মুরুব্বীর ?'

জোয়ানটি সেই মুরুব্বীর নাম-ঠিকানা দিতেই আর কোন কথা না বলে ইমাম শাহ পাগলের মতো সেইদিকে ছুটলেন।

একটানা দৌড়ের উপর মস্তানগড়ের নিকটবর্তী যে গাঁয়ে ও বাড়ীতে নূরবানুরা ছিল, ইমাম শাহ এসে তালাশ করে সেই গাঁয়ের আর সেই বাড়ীতে হাজির হলেন।

বাড়ীর মালিক সেই মুরুব্ববীটি সামনে এলেই তড়িৎ গতিতে সালাম বিনিময় করে তিনি রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন— 'কই জনাব, কোথায় ? নূরবানুরা কোথায় আছেন ! কোন্ দিকে গেছেন ?'

প্রশ্ন করার ধরন দেখেই বাড়ীর মালিক কিছুটা অনুমান করে নিলেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন— 'কে আপনি ? আপনি কি সেই ফকির ইমাম শাহ সাহেব ?'

ইমাম শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— 'জ্বি জনাব, জ্বি-জ্বি। আমিই ইমাম শাহ। নূরবানুদের খবর পেয়ে এসেছি। কোথায় তাঁরা ? মানে নূরবানু আর রুস্তম আলী চাচা ?'

বাড়ীর মালিক অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'এতদিন পরে এলেন আপনি ?'

ঃ জ্বি। মানে এর আগে খবর তো পাইনি। আপনার পাঠানো খবরটা পাওয়ামাত্রই আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। তাঁরা কি আছেন কোথাও আশেপাশে ?

ঃ তাই কি আর থাকে ? সে অনেক দিনের কথা ! এখন তাঁরা ঠিক কোথায় আর কোন্দিকে আছেন, সে নিশানা দেয়ার সাধ্যও এখন আর আমার নেই।

ঃ জনাব !

ঃ এখান থেকে কয়েক দিন পরেই তারা আপনার তালাশে পাণ্ডুয়ায় চলে গেছেন। ঐদিকেই আপনাদের অধিক যাতায়াত জেনে আমিই তাদের সে পরামর্শ দিয়েছিলাম। এরপর তাঁরা আর এদিকে আসেননি। তাঁদের কোন হদিস আর আমি জানিনে।

ঃ জনাব !

ঃ তাঁরা যে আপনাকে তালাশ করছেন এটা আপনি জানেন কি না তা নিশ্চিত হতে না পেরেই আপনাদের ঐ লোক মারফত এ খবর আপনাকে আমি দিয়েছি।

ইমাম শাহ আবার সেই অনিশ্চিয়তার মধ্যেই পড়ে গেলেন। তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন— 'তাহলে আমি এখন করি কি জনাব ? তাঁদের খোঁজে কোন্দিকে আমি যাই ?'

পরামর্শের মতো মুরুব্বীটি বললেন— 'ঐ দিকেই তাহলে যেতে হবে আপনাকে। তাঁরা ওখানে না থাকলেও, কোন্দিকে গেছেন-ওখানে গেলেই তার একটা দিশে পাওয়া সম্ভব।'

বইঘর.কম ও রোকন

খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। এর বাইরে আর কোন নিশানা নেই দেখে ইমাম শাহ আবার পাণ্ডুয়ায় ছুটে এলেন। এখানে এসে তিনি বড় সোনা মসজিদে কয়েক দিন ছদ্মবেশে অবস্থান নিয়ে থাকলেন আর পাণ্ডুয়া ও তার আশেপাশের এলাকাতে যথাসম্ভব খোঁজ-খবর করলেন। যে বাজারের ধারে নূরবানুরা ছিল, সেখানেও তিনি গেলেন।

কিন্তু অনেক দিনের ব্যাপার। নূরবানুদের চেনা লোক সেখানে আর তেমন একটা ছিল না। চামচাদের অত্যাচারে কে কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন, কার হদিস কে রাখে ! এ ছাড়া চেনা লোক যে দু'একজন তখনও ছিলেন, তাঁদের কারো সাথেই ইমাম শাহর কথাবার্তা হলো না বলে ইমাম শাহ কোন হদিস পেলেন না।

কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে হতাশ হওয়ার পর তিনি আবার আপন খেয়ালেই নূরপুরে ছুটে এলেন। ছদ্মবেশে নূরপুর ও তার আশেপাশের গাঁগুলিতে তালাশ করে বেড়ালেন।

এখানে এসেও কোন হদিস-খবর না পেয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। কোন্‌দিকে ফের খুঁজবেন, কোন চিহ্ন-নিশানা না থাকায় তিনি হতাশ হয়ে মোরাং ফিরে এলেন এবং বাহিনীর সাথে সামিল হলেন। মনকে তিনি এই বলেই প্রবোধ দিলেন যে, এখন না হোক, নূরবানুরা তখনও বেঁচে ছিল আর তাঁকেই তালাশ করে ফিরছিল। নূরবানু তাঁকে ভুলেনি।

ভুলে থাকার অবকাশ নূরবানুর কোনদিনই ছিল না। তার মানসিকতায় সে অবস্থা গড়ে উঠেনি কখনো। জুবাইদার সাথে সংসার পেতে বসার পর আহার-আচ্ছাদন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলেও মনে তার আসল তৃপ্তি ছিল না। ইমাম শাহর হদিস-খবর না পাওয়ায় শান্তি নামের সুখ পাখীটি দীলে তার কখনো আসন পাততে পারেনি। দীলটা তার অহর্নিশ ইমাম শাহই দখল করে বসেছিলেন। ইমাম শাহর স্মৃতি দীলকে তার দিবস-রজনী জাগ্রত করে রেখেছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমিয়ে পড়তে দেয়নি।

দীর্ঘদিন পরে তার সেই উন্মুখ অন্তরে আবার ঝড় উঠলো প্রচণ্ড। নূরবানু দেওয়ানা বনে গেল।

ইমাম শাহ পাণ্ডুয়ায় এসে নূরবানুদের খোঁজ-খবর করে যাওয়ার কয়েক দিন পরে কুলসুমের স্বামী অর্থাৎ মোজাফফরপুরের হক সাহেবের জামাতা ওয়াজেদ আলী সাহেবের মারফত নূরবানুর কাছে খবর এলো যে, ইমাম শাহ পাণ্ডুয়ায় এসে কয়েক দিন ধরে নূরবানুদের খোঁজ করে গেছেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ওয়াজেদ আলী সাহেবের দুর্ভাগ্য যে, নিজে তিনি তা জানতেন না। কয়দিন আগে কথায় কথায় এক লোকের কাছে হঠাৎ এ খবর পেয়েছেন। ওয়াজেদ আলী সহকারে পাভুয়ার আরো দু'একজন ব্যক্তি যে ইমাম শাহর তালাশে আছেন, ঐ খবরদাতা ব্যক্তিটিরও তা জানা না থাকায় আগে তিনি এ খবর জানাননি। যা-ই হোক, ওয়াজেদ আলী সাহেবেরা সবাই আবার সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। বারেক ইমাম শাহ পাভুয়ায় এলে তার নাগাল তখন তাঁরা ধরবেনই।

এ খবর পাওয়ামাত্রই নূরবানু আবার আকুলী-বিকুলী করে উঠলো। তার ইচ্ছে হলো, তখনই আবার সে ছুটে যায় পাভুয়ায়। কিন্তু তা অর্থহীন বুঝে সে কোনমতে আবার সামলে নিলো নিজেকে। উচাটন মন নিয়ে সে-ও কিছুটা আনন্দের সাথে অনুভব করতে লাগলো যে, ইমাম শাহও খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁকে। ইমাম শাহ তাকে ভুলেননি।

মতিগিরিকে খুঁজে বেড়ানোর পর ফকিরেরা পূর্ণিয়া থেকে মোরাং-এর দিকে রওনা হলেন। চেরাগ আলী শাহ মৃত্যুশোক সামলে নিতে গেলেন তাঁরা। গেলেন না কেবল দুই জন। নূরবানুর খবর পেয়ে ইমাম শাহ পথ থেকেই দৌড় দিলেন মস্তানগড়ের দিকে। জহুরী শাহ দলের সাথে রওনা হতেই গেলেন না। পূর্ণিয়া থেকেই বিপরীত দিকে ঘুরে তিনি কাটিহারে চলে এলেন।

চেরাগ আলী শাহর মৃত্যুতে সর্বাধিক আঘাত পেলেন জহর আলী ওরফে জহুরী শাহ। চেরাগ আলী শাহ জহুরী শাহর চাচা। একমাত্র ভাতিজাকে চেরাগ আলী শাহ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। ফকির বাহিনীতে একসাথে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের এই স্নেহের বাঁধন আরো অধিক নিবিড় হয়। পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন ও একান্তজন হয়ে দলের সাথে কর্মরত ছিলেন তাঁরা। এক্ষণে এই চাচাকে হারিয়ে জহুরী শাহ একদম ভেঙ্গে পড়লেন।

কয়েক দিন আগে থেকেই জহুরী শাহ অত্যন্ত অসুস্থবোধ করছিলেন। চাচার মৃত্যুতে তিনি বিমারী হয়ে গেলেন। শরীরের শক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগলো। সেইসাথে তার মানসিকতারও পরিবর্তন দেখা দিলো। তিনি উদাস হয়ে উঠলেন। সবকিছু তাঁর কাছে মিথ্যা বলে মনে হতে লাগলো। কেবলই তিনি ভাবতে লাগলেন, এ ধাক্কা আর সামলে নিতে পারবেন না। এইভাবেই তিনি এবার খতম হয়ে যাবেন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই তার স্মরণে এলো পোর্শিয়া। কাটিহারের সন্ন্যাসিনী মিস্ পোর্শিয়া। পোর্শিয়ার মুখমণ্ডল তাঁর মানস চোক্ষে জীবন্ত হয়ে ধরা দিলো। দীল তাঁর আনচান করে উঠলো। আহা বেচারী ! অনন্ত আগ্রহ নিয়ে সে

বইঘর.কম ও রোকন

তার জোরী শ'র পথচেয়ে আছে। ভাবছে, যেখানেই থাকুন, তার জোরী শ' জরুর ইয়াদে রেখেছেন তার কথা। ফাঁক পেলে জরুর তিনি ছুটে আসবেন তার কাছে।

ভাবতে ভাবতে জহুরী শাহ অস্থির হয়ে উঠলেন। পোর্শিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই যদি তাঁর জিন্দেগীর লেনা-দেনা খতম হয়ে যায়, সে খবর পোর্শিয়া কিছুই জানবে না। 'এই এলেন এই এলেন' ভেবে জিন্দেগীভর পোর্শিয়া তাঁর পথচেয়ে থাকবে। পথচেয়ে থেকে থেকে হতাশার পর হতাশার শ্বাস ফেলবে বসে বসে। এরপর একদিন ঐভাবেই সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার যা মনোবল আর একাগ্রতা, এ দুনিয়ার কোন কিছুই তার জোরী শ'র দিক থেকে তাকে সরিয়ে নিতে পারবে না। মিথ্যা আশায় থেকে থেকে তার জিন্দেগীটাও মিথ্যে হয়ে যাবে। উঃ ! এ বড় অচিন্তনীয় ব্যাপার ! এ দৃশ্য অতীব করুণ। করুণই নয় শুধু, জহুরী শাহর জন্যে এ এক মস্তবড় গুনাহ্। লড়াইয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে আফসোসের কিছু নেই। কিন্তু এইভাবে বসে বসে নিঃশেষ হয়ে গেলে আর তা পোর্শিয়াকে না জানালে, এ গুনাহ্র ক্ষমা নেই।

জহুরী শাহ উঠে খাড়া হলেন। দলের সাথে মোরাং-এ না গিয়ে তিনি টলতে টলতে কাটিহারের পথ ধরলেন। বিঘ্ন পয়দা হবে ভেবে তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কথা কাউকে জানতে দিলেন না। 'এদিকে আমার একটু কাজ আছে'- বলে তিনি দল থেকে বেরিয়ে এলেন।

পূর্ণিয়া থেকে কাটিহার অধিক দূরে না হলেও পথ নেহাত কম নয়। বিশেষ করে একজন বিমারী লোকের জন্যে এ পথ অনন্ত পথ। এ পথ যেন ফুরাবার নয়। পদব্রজে কুলিয়ে উঠতে না পেরে পথের অধিকটা তিনি গো-শক্‌টে এলেন। কাটিহার সদরের উপকণ্ঠে এসে যখন গাড়ী থেকে নামলেন তখন তাঁর মনে হলো, এটুকু পথই বোধ হয় তিনি আর পাড়ি দিতে পারবেন না।

কিন্তু উপায় তবু ছিল না। ইংরেজদের এলাকায় গাড়োয়ান গাড়ী ঢোকাতে সাহসী হলো না। তাই অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে তিনি লাক্‌ড়িওয়ালা সাব্বির খাঁর গৃহের দিকে চলতে শুরু করলেন। বসে বসে-ধুঁকে ধুকে এবং সাব্বির খাঁর আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে দিয়ে তিনি যখন সাব্বির খাঁর মকানে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পা দুটো অবিরাম টলছে, সারা গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, শীতে তাঁর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট।

টের পেয়ে সাব্বির খাঁ হায়-হায় রবে ছুটে এলেন। তিনি এস পতনোন্মুখ জহুরী শাহকে জড়িয়ে ধরতেই জহুরী শাহ তাঁর কাঁধের উপর এলিয়ে পড়লেন এবং দেহের ভার প্রায় পুরোটাই তাঁর উপর ছেড়ে দিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কি হয়েছে, কি ঘটনা-এসব প্রশ্নের জবাবে জহুরী শাহ কোনমতে বললেন— 'জ্বর-শীত। আমাকে শুইয়ে দিন-পোর্শিয়াকে খবর দিন।'

সাব্বির খাঁ তৎক্ষণাৎ জহুরী শাহকে আলাদা এক ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন। উষ্ণ আবরণ দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলেন এবং হাতে-পায়ে সেঁক দিলেন কিছুক্ষণ। প্রায় দেড়-দুই দিন যাবত পেটে কিছু যায়নি জেনে সাব্বির খাঁর বিবি সাহেবা ক্ষিপ্রহস্তে কিছু তরল খাদ্য তৈয়ার করে এনে সাব্বির খাঁর হাতে দিলে সাব্বির খাঁ তা জহুরী শাহর মুখের কাছে ধরলেন।

বেহুঁশ অবস্থাতেই জহুরী শাহ তার অর্ধেকের বেশীটুকুই কয়েক চুমুকে পান করে পুনরায় চোখ বুজলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে গেলেন।

সাব্বির খাঁ অতঃপর গীর্জার দিকে ছুটলেন।

গীর্জায় এসে পোর্শিয়াকে একথা জানাতেই সে দেওয়ানা বনে গেল। যারপরনাই অস্থির হয়ে উঠে সে আর্তকণ্ঠে বললো— 'ও মাই গড্ ! হোয়াট এ পিটি ! (হায় ঈশ্বর ! কি করুণ ব্যাপার !) আনওয়েল ? হামার জোরী শ' আনওয়েল ? আইমিন, অসুষ্ঠ ? বাটাও খাঁ সাহাব, ঠিক ঠিক বাটাও ?'

সাব্বির খাঁ বললেন— 'জ্বি মেম সাহেব। খুব কাহিল হয়ে এসেছেন। গায়ে ভীষণ জ্বর।'

ঃ এলাস ! (হায়-হায়) কোন্ টাইম ? হামার জোরী শ' কোন্ টাইম আসিলো !

ঃ এই তো মেম সাহেব, এই কিছুক্ষণ আগে। এসেই আপনার কথা বললেন।

উদ্বেলিত হয়ে উঠে পোর্শিয়া বললো— 'বলিলো ? হামার কঠা বলিলো ? ওহ্ ! হাউ ডিয়ার হি ইজ (আহ ! সে কত প্রিয়)! চলিয়ে চলিয়ে, জল্ডি চলিয়ে।'

অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে পোর্শিয়া তার ঘরদোর বন্ধ করতে লাগলো।

তা দেখে সাব্বির খাঁ বললেন— 'খুব একটা তাড়াহুড়ার জরুরত নেই মেম সাহেব। উনি এখন ঘুমিয়ে গেছেন। তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরী হবে।'

ঃ নো ম্যাটার-নো ম্যাটার (সেটা কোন ব্যাপার নয়)! হামি আগারী ডকটর, আইমিন হেকিম টালাশ করিবে। হেকিম সাঠে লইয়া যাইবে।

ঃ না, মানে হেকিম বোধ হয় লাগবে না মেম সাহেব। জ্বরের সাথে পথের শ্রান্তিটাই বড় মনে হলো। বিরাম নিলেই আমার মনে হয় উনি সুস্থ হয়ে যাবেন।

ঃ খাঁ সাহাব !

ঃ তাছাড়া অন্যকোন উপসর্গ অর্থাৎ অসুবিধা আছে কি না তা জানা যায়নি। এ রকম কোন আভাস উনি দেননি। কাজেই ঘুম থেকে উঠার পর জেনে নিয়ে হেকিম ডাকাই আমি সঙ্গত মনে করি।

ঃ টুমি টাহাই মনে করে ?

ঃ জ্বি মেম সাহেব। উনি ঘুমিয়ে আছেন, বিরাম নিচ্ছেন। এই অবস্থায় হেকিম এনে হৈ-চৈ করলে উনার বিরামে ব্যাঘাত ঘটবে, মানে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তাতে বরং ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশী হবে।

পোর্শিয়া সমঝে গিয়ে বললো— 'রাইট-রাইট। টুমি ঠিক বলিয়াছে। লেকিন---?

ঃ আগে চলুন আর কিছুক্ষণ দেখুন। এরপর যদি তাঁর অবস্থার কোন অবনতি ঘটছে বলে মনে হয়, তখনই হেকিম ডাকা যাবে। একজন ভাল হেকিমের সাথে আমার চেনা-জানা আছে।

তীব্র প্রতিবাদ করে পোর্শিয়া বললো— 'ও নো-নো। কুয়ী ইংলিশম্যান হেকিম হামি লইবে না। ইংলিশ মেন, আইমিন হামাডের ইংরেজ লোগ হামার জোরী শ'কে পেয়ার করে না। ডুশমনী করে। উহাডের ডাওয়াই হামি জোরী শ'-কে খাইটে ডেবে না। হামি মোহামেডান ডকটর, আইমিন মুসলিম হেকিম চায়।

সাব্বির খাঁ ঈষৎ হেসে বললেন— 'মুসলমান হেকিমের কথাই আমি বলছি মেম সাহেব। এই শহরের ওদিকে একজন ভাল মুসলমান হেকিম আছেন। বাঙ্গালী, ইংরেজ— উনি সবারই চিকিৎসা করেন। খুব তাঁর হাত-যশ।'

পোর্শিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন— 'ইজ ইট ? ওঃ ! ভেরী নাইস ! (তাই ? ওহ ! খুব ভাল।) টুমি বহুট আচ্ছা আডমী আছে খাঁ সাহাব। বহুট ডরডী আড্‌মী।'

ঃ মেম সাহেব!

ঃ হামি টুমাকে জিয়াডা পছন্ড করে। ফাদার লাইক শ্রঢ্ঢা করে। টুমি বহুট অনেস্ট আড্‌মী। হামার জোরী শ'কে টুমি জব্বোর পেয়ার করে।

ঃ ওসব কথা থাক মেম সাহেব। এবার চুলুন।

খেয়াল হতেই পোর্শিয়া আবার ব্যস্ত হয়ে উঠে বললো— 'ও ইয়েস, চলিয়ে-চলিয়ে, জলডি চলিয়ে। হামার জোরী শ'কে হামি জলডি-জলডি দেখিটে চায়।'

সাব্বির খাঁর সাথে পোর্শিয়া দ্রুতপদে তাঁর মকানে এসে হাজির হলো। এরপর দৌড়ের উপর জহুরী শাহ যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বেখালে ও আবেগভরে বলে উঠলো— 'জোরী শ' মাই জোরী শ'!'

বইঘর.কম ও রোকন

সাব্বির খাঁ সাথেই ছিলেন। তিনি চমকে উঠে বললেন— 'আরে-আরে ! করেন কি মেম সাহেব ? এখনই কোন আওয়াজ দেবেন না। উনাকে আর একটু বিরাম নিতে দিন।'

সম্বিতে ফিরে এসে পোর্শিয়া ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললো ইয়েস— 'ইয়েস ! আই এ্যাম সরি। হামার খেয়াল ঠাকিলো না।'

জহুরী শাহ তখনও গভীর নিদে অচেতন। পোর্শিয়া পাশে এসে সংযতভাবে তাঁর কপালে হাত দিলো। তাপ পরীক্ষা করলো। এরপর ঐভাবেই ঝুঁকে পড়ে থেকে সে জহুরী শাহর মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে রইলো। পলকহীন-ব্যত্যয়হীন। মুখে কোন কথা বলতে না পেরে চোখ দিয়েই পোর্শিয়া তার তামাম আকুতি জহুরী শাহর মুখমণ্ডলে এঁকে দিতে লাগলো।

অনেকক্ষণ ঐভাবে ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখে সাব্বির খাঁ তাড়াতাড়ি একটা কুরসী এনে পেতে দিলেন। চাপা কণ্ঠে বললেন— 'এখানে বসুন মেম সাহেব, তবে কোন কথা বলবেন না।'

জবাবে পোর্শিয়াও চাপাকণ্ঠে বললো— 'নেহি নেহি, হামি কুচ বলিবে না।'

পোর্শিয়া বসে পড়লো। আস্তে করে কপালে হাত দিয়ে সাব্বির খাঁও জ্বরটা পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, আগের চেয়ে তাপটা অনেক কমে গেছে। একটু ঘাম ঘাম মনে হচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। বুঝতে পারলেন, এটি জ্বর ছাড়ার পূর্বাভাস। আশ্বস্ত হয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ। পোর্শিয়া বসে রইলো। জহুরী শাহ ঘুমিয়ে রইলেন।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কি করবেন স্থির করতে না পেরে সাব্বির খাঁ বললেন— 'এখন কি উঠবেন মেম সাহেব ? উনার ঘুম ভাঙতে আরো কিছুক্ষণ দেরী হবে মনে হচ্ছে।'

জহুরী শাহর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই পোর্শিয়া বললো— 'ও নো, হামি উঠিবে না। বসিয়া ঠাকিবে।'

সাব্বির খাঁ ইতস্ততঃ করে বললেন— 'না, বলছিলাম শাহ সাহেবের ঘুম ভাঙতে অনেক বেশী দেরী হতেও পারে তো ! এতক্ষণ আপনি---?'

ঃ চিন্টা করিবে না। ডরকার হইলে হামি অল ডে-লং বসিয়া ঠাকিবে। সারাডিন বসিয়া ঠাকিবে। হামার জোরী শ' কো সাঠ বাটচিট না করিয়া হামি যাইবে না।

ঃ কিন্তু আপনার গীর্জায়---?

ঃ নো প্রোবলেম। সাঁঝ-ওয়াকটে প্রেয়ার টাইম। অর্ঠাট, প্রার্থনার সময়। সেখানে হামার হাজিরা ডিটে হয়। লেকিন, উও হাজির ভি বাধ্যটামূলক না আছে। এক/ডো রোজ গরহাজির ঠাকিবে টো কুয়ী বাট না আছে।

বইঘর.কম ও রোকন

এরপর আর পীড়াপীড়ি চলে না দেখে সাব্বির খাঁ পুনরায় ইতস্ততঃ করে বললেন— 'তাহলে মেম সাহেব, আমি একটু-মানে বাইরে আমার---।'

পোর্শিয়া তৎক্ষণাৎ চাপাকণ্ঠে বললো— 'ও শিওর। হাপনি চলিয়া যান। হাপনি হাপনার কাম করুন।'

সাব্বির খাঁ বেরিয়ে এলেন। এরপর মাঝে মাঝে গিয়ে তিনি হাজিরা দিয়ে আসতে লাগলেন।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু জহুরী শাহ সেই যে দুপুরের আগে ঘুমিয়ে পড়লেন, সেই ঘুমেই রয়ে গেলেন। পোর্শিয়াও ঐভাবেই বসে রইলো প্রতীক্ষায়।

পোর্শিয়ার একাগ্রতা দেখে সাব্বির খাঁর বিবি সাহেবা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একফাঁকে তিনি সাব্বির খাঁকে ডেকে বললেন— 'কি তাজ্জব ব্যাপার গো ! মেয়েটা ঐভাবেই বসে আছে এখনও ?'

সাব্বির খাঁ প্রত্যয়ের সাথে বললেন— 'রাত নেমে এলেও উনি বসে থাকবেন ঐভাবেই।'

ঃ মেয়েটার এইলোক কে হন ? শাদি তো হয়নি এদের এখনো ?

ঃ অতে কিছু আসে যায় না। ওরা খৃষ্টান। পর্দা-পুশিদা বা শরীয়তের সমস্যা ওদের নেই।

www.boighar.com

ঃ আমি শরীয়তের কথা বলছিনে। মেয়েটা ছেলেটাকে দরদ করে জানি। কিন্তু সে দরদ, মানে মুহব্বত এতটা ? খেয়ে না খেয়ে তার জন্যে সারাদিন বসে থাকবে ?

ঃ ছেলেটার ভালাইয়ের জন্যে দরকার হলে গায়ের গোস্তও কেটে দিতে পারে মেয়েটা। বসে থাকাটা কোন্ কথা ?

ঃ কি তাজ্জব ! মুহব্বত তার এত গভীর ?

ঃ কতটা যে গভীর, আমি মাপ করে এখনও তার খেই করতে পারছিনে।

ঃ কিন্তু ওরা তো খৃষ্টান। ইংরেজ মেয়ে। ওদের মুহব্বত তো শুনি বাত্কা বাত। এই আছে এই নেই। আজ এর সাথে, কাল ওর সাথে। সেই জাতের মেয়ের এমন মুহব্বত-এটা কি করে হয় ?

সাব্বির খাঁ তন্ময় কণ্ঠে বললেন— 'এই হলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির রহস্য। এ রহস্য কে বুঝতে পারে ?'

ঃ জ্বি ?

ঃ না দেখলে আমিও এতটা বিশ্বাস করতে পারতাম না।

জহুরী শাহর ঘুম ভাঙলো বেলা ডোবার একটু আগে। পোর্শিয়াকে ব্যস্তকণ্ঠে কথা বলতে শুনে সাব্বির খাঁ ছুটে এলেন। ঘরে এসে দেখলেন, জহুরী শাহ ঘুম থেকে উঠেছেন এবং অর্ধশায়িত অবস্থায় পোর্শিয়ার সাথে কথা বলছেন।

সাব্বির খাঁ ঘরে আসতেই পোর্শিয়া তাকে লক্ষ্য করে বললো— 'থ্যাংকস টু গড ! হামার জোরী শ'কা ফিভার, আইমিন জ্বর বহুট কমটি হইয়া গিয়াছে। আভি ঠোড়া ডাওয়াই পাইলেই বিলকুল ঠিকঠাক হইয়া যাইবে হাম মালুম করে।'

সাব্বির খাঁ স্বস্তির সাথে বললেন— 'আলহামদুলিল্লাহ !'

ঃ হাপনি আখুন হাপনার হেকিম সাহাব কো বোলাও খাঁ সাহাব ? উহাকে ঢরিয়া আনো আওর আচ্ছা ডাওয়াই লাগাও।

জহুরী শাহ মৃদুকণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন— 'না-না, আর হেকিম লাগবে না। আপ্‌ছে আপ ইনশাআল্লাহ---!'

কথার মাঝেই পোর্শিয়া বলে উঠলো— 'ও নো ডিয়ার। টুমি কুয়ী বাট বলিবে না। হামাকে হামার কাম করিটে ডাও।' বলেই সে সাব্বির খাঁকে বললো— 'আপ্ শুনিয়ে কাঁ সাহাব, জরুর হাপনি হেকিম বোলাইবে। হেকিম সাহাব কো এডভাইস মাফিক, আইমিন পরামর্শ মাফিক জোরী শ' ডাওয়াই খাইবে আওর খানা খাইবে। রিচ ফুড হোনা চাহিয়ে জরুর। আচ্ছা খানা।'

সাব্বির খাঁ বললেন— 'জ্বি আচ্ছা মেম সাহেব।'

ঃ হেয়ার ইজ দি মানী। রুপেয়া লিজিয়ে। খরচা করিটে চিন্টা করিবে না।

লেবাসের ভেতর থেকে পোর্শিয়া অনেকগুলি পয়সা-কড়ি বের করলো।

তা দেখে সাব্বির খাঁ বললো— 'না না, পয়সা-কড়ি এখন কিছু লাগবে না মেম সাহেব। ওগুলো রেখে দিন, লাগলে চেয়ে নেবো।'

পোর্শিয়া মুখ কালো করলো। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো— 'দ্যাট মিনস! টাহার অর্ঠো হইলো কোনোমটে হাপনি সবকুছু ম্যানেজ করিবে। গরীবানা হাল চালাইবে ?'

ঃ মেম সাহেব !

ঃ আওর হামার ইস রুপেয়া হামি জমিনের নীচে গড়িয়া রাখিবে। নো-নো খাঁ সাহাব ! এয়সা কভ্‌ভি নেহি হোগা। হামার জোরী শ'কে লিয়ে খরচা কুয়ী কম্‌টি হোবে টো হামি বহুট নাখোশ হইবে। জিয়াডা নারাজ ঠাকিবে। আপ রুপেয়া লিজিয়ে।

কারো কোন আপত্তিই টিকলো না। সাব্বির খাঁ তো জোর আপত্তি করলেনই, জহুরী শাহও মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে গেলেন। কিন্তু পোর্শিয়ার দুর্বার ইচ্ছার মুখে সকলেই হার মানলেন। অর্থগুলো সাব্বির খাঁকে গ্রহণ করতেই হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

শুধু তাই নয়। যে কয়দিন জহুরী শাহ্ এখানে থাকলেন সে কয়দিন সাব্বির খাঁর তামাম কাজ কাম-কর্ম বন্ধ হলো, রোজগারের ধান্দা বাদ পড়লো এবং জহুরী শাহর তদবিরেই সপরিবারে সাব্বির খাঁকে নিয়োজিত থাকতে হলো পোর্শিয়ার দোর্দণ্ড জিদের মুখে অসহায় হয়ে। এ জন্যে অবশ্য সংসার খরচ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ সাব্বির খাঁকে কবুল করতে হলো, তিন/চার মাস হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটলেও লাকড়ীর কারবারে তিনি এর অর্ধেক পয়সা কামাই করতে পারতেন না।

পোর্শিয়ার এক কথা, তার জিয়াদা অর্থা আছে, কিন্তু খরচের খাত নেই। গীর্জার নানের (সন্ন্যাসিনীর) ব্যক্তিগত খরচ খুবই সামান্য। সাব্বির খাঁকে সে ভালবাসে, পিতার মতো শ্রদ্ধা করে। কাজেই জহুরী শাহ ও সাব্বির খাঁদের একটা পয়সা কবুল করাতে পারলেও সে পরম তৃপ্তি পায়। সরাসরি দান হিসাবে সাব্বির খাঁ একটা পয়সাও নেবেন না, পোর্শিয়া তা জানে। তাই কোন একটা উসিলায় কিছু পয়সা সাব্বির খাঁকে দিতে পারলেও পোর্শিয়া বড় খুশী হয়। এটা দান নয়। স্নেহের কিঞ্চিৎ বিনিময়-দরদের উপহার-শ্রদ্ধার উপঢৌকন।

সাব্বির খাঁ ডাক্তার ডাকতে বেরুলেন। তাঁর বিবি সাহেবা রোগীর জন্যে পথ্য তৈয়ার করতে লাগলেন। পোর্শিয়া আবার রোগীর দিকে মনোনিবেশ করলো।

জহুরী শাহ কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়ে পোর্শিয়া বললো— 'আভি বাটাও। আপ্‌কো এইসা হালট কোনডিন হইটে হইয়াছে !'

জহুরী শাহ বললেন— 'জ্বরটা জোরেশোরে গতকাল থেকে দেখা দিয়েছে। আজকে এটা চরমে উঠেছিল। তবে প্রায় হপ্তাকাল আগে থেকেই আমি অসুস্থ বোধ করছি। শরীর ভাল থাকে না। মাথা ঘোরে, গা গরম হয় ইত্যাদি।

ঃ কেঁউ ? কুয়ী জখম, আইমিন ডেহে কুয়ী আঘাট লাগিয়াছে ?

জহুরী শাহ বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন— 'আঘাত লেগেছে আমার জিয়াদাই পোর্শিয়া। তবে দেহে নয়, দীলে।'

সচকিত হয়ে উঠে পোর্শিয়া বললো— 'ডীলে ! ডীলে আগাট লাগিলো!'

ঃ হ্যাঁ, দীলে। আমার একমাত্র চাচা, পিতার অধিক যিনি স্নেহ করতেন আমাকে, আমার সেই চাচা কয়দিন আগে খুন হয়ে গেলেন!

পোর্শিয়া চমকে উঠে বললো— 'জোরী শ' !'

ঃ নাগা সন্ন্যাসী দুরাচার মতিগিরি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে। চোরের মতো ঘরে ঢুকে কাপুরুষের মতো সে ঘুমন্ত মানুষের উপর তলোয়ার চালিয়ে দিয়েছে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ও মাই গড !

ঃ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলাম, কিন্তু শয়তানকে কোথাও পেলাম না। বদলা নিতে পারতাম যদি তাহলে হয়তো দীলটা আমার হাল্কা হতো। দীলের উপর এত চাপ পড়তো না। বদলা নেয়ার সান্ত্বনায় দীলটা শক্ত থাকতো। কিন্তু আমার নিরাপরাধ চাচাকে হত্যা করে ঐ জঘন্য জানোয়ারটা বেঁচে থাকলো-এই আফসোস আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিনে। এই ক্ষোভেই এতটা পেরেশান হয়ে পড়েছি আমি।

ঃ জোরী শ'!

ঃ তবে আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যতদিন বেঁচে আছি, ঐ শয়তানের সন্ধান পেলে তাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। এর বদলা যেদিন নিতে পারবো, ঐ বদমায়েশের লহুতে আমার দুই হাত যেদিন ---!

জহুরী শাহ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন। তা দেখে চমকে উঠে পোর্শিয়া তাঁকে আর কথা বলতে দিলো না। প্রবলভাবে বাধা দিয়ে থামিয়ে দেয়ার পর পোর্শিয়া তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। নানাভাবে বুঝিয়ে সে তাঁকে শান্ত করলো এবং এরপর আলোচনা বন্ধ করলো।

এই সময় সাব্বির খাঁর বিবি সাহেবা পথ্য এনে দিলে পোর্শিয়া তাঁকে পথ্য খাইয়ে দিলো।

একটু পরেই সাব্বির খাঁ হেকিমসহ হাজির হলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখার পর অসুখটা মামুলী বলে হেকিম সাহেব মত প্রকাশ করলেন। এরপর এক পুরিয়া দাওয়াই খাইয়ে দিয়ে তিনি বললেন— 'অত্যন্ত শ্রান্তিজনিত কারণে এই অবস্থা হয়েছে। রোগীকে আর একটু বিশ্রাম নিতে দিন। উনি আবার এখনই ঘুমিয়ে যাবেন। এরপর জ্বরটা আর থাকবে না। বিলকুল উনি সুস্থ হয়ে যাবেন ইনশা'আল্লাহ! ফলাফলটা কাল সকালে আমাকে জানাবেন।'

হেকিম সাহেব চলে গেলেন। জহুরী শাহকে ভাল করে শুইয়ে দিলে আস্তে আস্তে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার পোর্শিয়াও উঠে দাঁড়ালো। আগামী কাল সকালে আবার আসবে বলে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হেকিমের কথাই ঠিক হলো। সেই রাতেই জ্বরটা বিলকুল ছেড়ে গেল। এরপর দিন দুয়েকের মধ্যেই জহুরী শাহ সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবু পোর্শিয়া ও সাব্বির খাঁর অনুরোধে তিনি আরো কয়েকদিন এখানেই বিশ্রামে রয়ে গেলেন।

কথায় কথায় পোশিয়া একদিন জহুরী শাহকে প্রশ্ন করলো— 'টুমার আংকেল্কা মাফিক টুমিও টো কুন হইয়া যাইটে পারে জোরী শ' ?'

বইঘর.কম ও রোকন

জবাবে জহুরী শাহ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললেন—'তা নসীবে থাকলে পারি বৈকি ?'

পোর্শিয়া দমে গেল। একটু পরে সে চিন্তিত কণ্ঠে বললো— 'লড়াই-জং আভি ছোড়িয়া ডাও জোরী শ' ! বহুট লড়াই টুমি লড়িয়াছে। আওর কেট্না লড়াই ডিয়ার ? টুমি বুঢ্ঢা হইয়া যাইটেছে। আখুন উও কাম বাড করিয়া ডাও।'

জহুরী শাহ ম্লান হেসে বললো— 'বাদ করে দিয়ে আমি তাহলে করবো কি পোর্শিয়া ? একা একা আমার সময় কাটবে কি করে, বলুন ?'

উৎসাহিত হয়ে উঠে পোর্শিয়া বললো—'টুমি হামার কাছে চলিয়া আসিবে।'

ঃ তারপর ?

ঃ টুমাকে লইয়া হামি ঘর বাঁধিবে। টুমাকে শাডি করিয়া হামি ফ্যামিলী লাইফ লীড্ করিবে। আইমিন সংসার জীবন যাপন করিবে।

পোর্শিয়ার আন্তরিকতায় জহুরী শাহ্ বিগলিত হয়ে গেলেন। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসে তিনি রসিকতা করে বললেন— 'আর তোমার গীর্জা ? তোমার সন্ন্যাসিনী জীবন ?'

পোর্শিয়া বললো— 'হামি উহা বাড করিয়া ডেবে।'

ঃ তোমার গড ? গডকে আর ডাকবে না ? আর প্রার্থনা করবে না ?

ঃ জরুর করিবে। টবে গড নেহি। হামি টখন টুমার সাঠে বসিয়া টুমার আল্লাহকে ডাকিবে।

ঃ কোন্ দেশে বসে তুমি আল্লাহকে ডাকবে ?

ঃ টুমার সাঠে ইস মুলুকে। ইয়ে বাংগালা মুলুকে।

ঃ এরপরও তোমার স্বজাতি তোমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছো ?

ঃ জোরী শ' !

ঃ আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে তারা ?

ঃ দেবে না ?

ঃ কখ্খনো না। আমরা যদি এদেশে নিরাপদে থাকতে পারতাম, নিজের ধর্ম আর নিজের ইজ্জত নিয়ে যদি মাথা উঁচু করে চলতে পারতাম, তাহলে তো এ লড়াইয়ে আমাদের লিপ্ত হতে হতো না। কিন্তু ঘটনা তো তার বিপরীত। আমাদের আজাদী গেছে, দেশ গেছে, তোমার স্বজাতিরা এখন আমাদের এই মুসলমান জাতির অস্তিত্বটাও বিলুপ্ত করে দিতে চায়। এখানে শান্তিতে আমরা ঘর বাঁধবো কোথায় ?

পোর্শিয়া একটু চিন্তা করে বললো— 'টাহা হইলে হামরা ডুসরা মুলুকে চলিয়া যাইবে। ডুসরা মুলুকে ঘর বাঁটিবে টো মুসিবট ঠাকিবে না। হামরা শান্টি পাইবে।'

ঃ কিন্তু তাতে তো আমার শান্তি হবে না পোর্শিয়া ?

ঃ হোয়াই নট ? কেনো হোবে না ?

ঃ আমার দেশ তোমরা স্বজাতিরা দখল করে রাখবে আর আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়ে তোমার সাথে ভিন্ মুলুকে ঘর বেঁধে থাকবো, এটা কি করে হয় পোর্শিয়া ?

পোর্শিয়া নীরব হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে ম্লানকণ্ঠে বললো— 'টুমি হামাকে ইনকার করে জোরী শ' ?'

জহুরী শাহ্ চমকে উঠে বললেন— 'ইনকার ! কেন, তা করবো কেন ?'

ঃ হামি ইংলিশ লেডী, আইমিন ইংরেজ মহিলা আছে, ইসলিয়ে ?

ঃ তুমি ভুল করছো পোর্শিয়া। টুমি আমাকে ভালবাসো, তাই আমিও তোমাকে ভালবাসি। ইনকার করার কোন প্রশ্নই এখানে নেই। তবে তোমার স্বজাতিকে জরুর আমি ইনকার করি। ঘৃণা করি।

ঃ জোরী শ' !

ঃ তুমিই বিবেচনা করে দেখো, তোমার দেশ, তোমার বাড়ী-ঘর অন্য কেউ জোর করে দখল করে নিলে তার প্রতি তোমার ঘৃণা হবে কি না বা তার প্রতিকার তুমি করতে চাইবে কি না ?

ঃ ও শিওর। টাহা টো আলবট হামি চাহিবে।

ঃ তাহলে আমরা কেন চাইবো না ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ কেন আমরা তোমার স্বজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবো না ?

পোর্শিয়া নিঃশ্বাস ফেলে অপরাধীর কণ্ঠে বললো— 'রাইট-রাইট। টুমি বিলকুল রাইট বাট বলিয়াছে জোরী শ'। ইসলিয়ে আমার বহুট খেড হয়।'

ঃ খেদ ?

ঃ যখন হামি চিন্টা করে হামার কান্ট্রিমেন, আইমিন হামার ডেশের লোগ টুমাডের মুলক বাই ফোর্স অন্যায়ভাবে আওর জালিয়াটি করিয়া লইয়াছে, টখন হামার বহুট শরম হয়।

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ হামার কান্ট্রিমেন কো ইস কাম হামি এ্যাপ্রুভ করিটে, আইমিন সমর্ঠন করিটে পারে না। ইসলিয়ে হামি শরমবোঢ করে। আই ফিল এ্যা শেমড্ !

ঃ তা ব্যাপারটা তো ---।

ঃ হামার ডেশের লোকেরা যডি টোমাডের ফ্রেন্ড হইয়া ঠাকিটো আওর টুমার মুলুকে পিসফুলী বাণিজ করিটো। লেকিন---।

ঃ থাক পোর্শিয়া। যা হয়নি তা নিয়ে আর খেদ করে লাভ নেই।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জোরী শ'!

ঃ আমাদের, অর্থাৎ আমাদের ফকির বাহিনীর প্রসঙ্গ আর খেদের প্রসঙ্গ নয় পোর্শিয়া, প্রতিকারের প্রসঙ্গ। আর এ কারণেই আমার অবকাশ নেই।

ঃ অর্ঠাট ?

ঃ ঘর বাঁধার সময় নেই। যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ এ সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাবো-এই আমাদের নিয়ত, আমাদের প্রতিজ্ঞা।

ঃ দ্যাটস ফাইন। আই এ্যাম প্রাউড অফ ইট জোরী শ'। ইস লিয়ে হামি টুমার জিয়াডা টারিফ করে। হামি গর্ববোঢ করে।

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ হামার জোরী শ' বহুট আপরাইট ম্যান আছে। স্ট্রং মাইন্ডেড, আইমিন শক্টো ডীলের আডমী আছে। কুয়ী লোভ আওর কুয়ী এ্যাট্রিকশান টাহাকে টাহার রাইটফুল-ন্যায়সংগটো সংগ্রাম হইটে সরাইটে পারে না। ইহা ভাবিটে হামি বহুট আনন্ড পায়।

ঃ তবে ?

ঃ টুমি টুমার সংগ্রাম চালাইয়া যাও। হামার কুয়ী আপট্টি, আইমিন অবজেকশান না আছে। সেরেফ এক বাট বলিয়া ডাও, যখন সংগ্রাম চালাইবার টুমার কুয়ী টাকট ঠাকিবে না, টুমি কমজোর হইয়া যাইবে, টখন টুমি হামার কাছে চলিয়া আসিবে।

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ ইস ওয়াজ হামি চায়।

জহুরী শাহ হেসে বললেন— 'তাই তো এসেছি পোর্শিয়া ! কমজোর যখন হয়ে যাই, যখন আমার শরীরে আর কোন তাকত থাকে না, তখনই তো তোমার কাছে আমি আসি। আজও তাই এসেছি।'

ঃ জোরী শ' ! মাই লাভলী জোরী শ' !

ঃ যখন আমার কিছুই থাকে না, তখনই আমার মনে হয়, আমার পোর্শিয়া আছে। ভবিষ্যতেও যখন আমার কিছুই থাকবে না তখনও আমার মনে হবে আমার পোর্শিয়া আছে। সকল না থাকার বেদনা ভুলতে তখনও আমি আমার পোর্শিয়ার কাছেই আসবো।

পোর্শিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। কচি বালিকার মতো সে লাফিয়ে উঠে আওয়াজ দিলো— 'হিপ-হিপ-হুররে ! হামি ঢন্য। আই এ্যাম দা হ্যাপিয়েস্ট লেডী ইন দি ওয়ালর্ড ! হামার টামাম উম্মিড পুরা হইয়া গিয়াছে !'

বইঘর.কম ও রোকন

১৪

মুসা শাহর মৃত্যুর দুই বছর পরেই চেরাগ আলী শাহর এই মৃত্যু ফকির বাহিনীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলো। ফকির আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিশ্চিত ও সর্বসম্মত নেতৃত্বের অভাবে দলের শৃঙ্খলা ও সমন্বয় বিধান প্রক্রিয়া বিঘ্নের সম্মুখীন হলো। কিছু কিছু ফকিরদের মনোবলও এতেকরে অনেকখানি নেমে এলো। সোবহানী শাহকে সামনে রেখে এ নেতৃত্ব কম-বেশী অনেকেরই ঘাড়ে এসে নিপতিত হলো। সোবহানী শাহর পেছনে খন্ড খন্ডভাবে অতঃপর বিশিষ্ট ফকিরেরা সকলেই ফকির বাহিনী পরিচালনা করতে লাগলেন।

পাশাপাশি ইংরেজ সরকারও এ সময় এমন কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করলো, যা ফকিরদের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ঈসায়ী ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মাধ্যমে ইজারাদারদের জমিদার বানিয়ে জমির মালিকানা তাদের হাতে তুলে দিলো। এক বছর বা পাঁচ বছর পরে আবার নিলাম ডাকে জমির মালিক কে হয়, ইজারাদারদের এই ভয় আর থাকলো না। ফলে জমিদার ও ইংরেজদের স্বার্থ একই সূতোয় গাঁথা পড়ে গেল। কারণ ইংরেজরা থাকলে তবেই জমিদারদের জমিদারী থাকবে। তাছাড়া নিজ নিজ জমিদারীর স্বার্থ রক্ষার্থে ও প্রজাকুলকে শাসনে রাখতে ফকির তাড়ানো তাদের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়লো। কাজেই ফকিরদের উৎখাতে আগের মতো 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' আর নয়, এবার তারা একেবারে জান ছেড়ে দিলো।

দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনী আরো অধিক শক্তিশালী করে তুলে ইংরেজ সরকার কর্নেল স্টুয়ার্টকে বিশালতর এক সৈন্যবাহিনীসহ রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া এলাকায় সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করে দিলো।

তৃতীয়তঃ ফকিরদের মোরাং-এর ডেরা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে শক্তিশালী ইংরেজ সরকার দুর্বল নেপাল সরকারের উপর এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলো যে, শক্তি প্রয়োগ না করলেও নেপাল সরকার এ ব্যাপারে ফকিরদের সাথে আলাপ চালাতে বাধ্য হলো।

চতুর্থতঃ সন্ন্যাসীরা ফকিরদের বিরুদ্ধাচারণ করছে দেখে, বিশেষ করে চেরাগ আলী শাহকে হত্যা করার ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে ইংরেজ সরকার সন্ন্যাসীদের স্বপক্ষে টেনে নিলো। জোতভূঁই দিয়ে, অর্থলগ্নির কারবারে সুবিধা

করে দিয়ে এবং সর্বোপরি নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসীদের ছোট ছোট জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করে ফকিরদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের লেলিয়ে দিয়ে রাখলো। সর্বশেষে, জেলার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলিতে পুলিশ স্টেশন, অর্থাৎ থানা খুলে দারোগা-পুলিশ বসিয়ে দিলো এবং ফকিরদের একক ও স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথে নতুন এক সংকট পয়দা করলো।

এতদসত্ত্বেও ফকিরদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল না বা সে তৎপরতা তেমন একটা স্তিমিত হয়েও পড়লো না। চেরাগ আলী শাহর নিকটতম সহকর্মী সোবহানী শাহকে নেতৃত্বে দিয়ে ফকিরেরা সবাই আবার নয়া উদ্যমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ইমাম শাহ, নেওয়াজী শাহ, জহুরী শাহ, মতিউল্লাহ বুধু শাহ, করিম শাহ, উমেদ আলী বা অমুদী শাহ, বদর শাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ফকিরগণ নিজ নিজ কায়দামতো বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ঈসায়ী ১৭৯৪ সনে আঠারোশো জোয়ানের এক দল নিয়ে সোবহানী শাহ পুনরায় রংপুর ও দিনাজপুর জেলা কাঁপিয়ে তুললেন। এসব জায়গার জমিদারদের নতজানু করে ফকির বাহিনীর জন্যে অর্থ প্রদান করতে তাদের বাধ্য করলেন। এই বছরই তিনি দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে অর্থাৎ রাজবল্লভের জায়গীরে প্রবেশ করলেন এবং এখানের কাচারীতে হানা দিয়ে পাঁচহাজার টাকা নিয়ে নিলেন।

এর পরের বছরই তিনি আবার পূর্ণিয়ার প্রবেশ করে পূর্ণিয়ার ইজারাদারদের (সদ্য জমিদারদের) এলাকায় হামলা চালিয়ে ফিরতে লাগলেন। এখানে এ প্রক্রিয়ায় তিনি প্রভূত অর্থ আদায় করলেন এবং দুইজন অবাধ্য ইজারাদারদের হত্যা করলেন। একইভাবে অন্যান্য ফকিরেরাও বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ইংরেজ সরকার ও ইজারাদারদের অতিষ্ঠ করে তুললেন।

স্বাভাবিকভাবেই আক্রান্ত এলাকার ইংরেজ শাসকেরা আবার হতাশ হয়ে পড়তে লাগলো। রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিবেদনে সরকারকে জানালো— 'বড়ই তাজ্জব ব্যাপার যে, আমাদের বাহিনী যতই শক্তিশালী করা হচ্ছে আর সার্বিকভাবে প্রতিরোধ যতই শক্ত করা হচ্ছে, ফকিরদের সাহস ও তৎপরতা ততই বেড়ে যাচ্ছে। তাদের পারদর্শিতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে কিছুতেই আমরা তাল মেলাতে পারছিনে। আর সে কারণে তাদের আমরা এঁটে উঠতে পারছিনে।'

এ কারণে ইংরেজ সরকার আরো অধিক মরিয়া হয়ে উঠলো। যেভাবেই হোক, ফকির হামলা প্ররোধ করার উদ্দেশ্যে তারা আরো নতুন নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে লাগলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ (কালেক্টারগণ) ও জমিদারগণকে সাথে নিয়ে বসে বিষয়টির উপর বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করার পর তারা জমিদারদের দ্বারা ফকির হামলা রোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এই লক্ষ্যে

বইঘর.কম ও রোকন

ইংরেজ সরকার জমিদারদের হাতে বিপুল ক্ষমতা অর্পতা করলো। তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দিয়ে ইংরেজ সরকার বাংলা, ফারসী ও উর্দু ভাষায় দেশের সর্বত্র ঘোষণা করে দিলো যে, নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে জমিদারগণ দেখামাত্র ফকিরদের আক্রমণ করবে, কারো হাতে অস্ত্র দেখলে তা সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নেবে এবং ফকিরদের কাউকে নিজ এলাকায় দেখামাত্র তাকে হত্যা করবে। ফকির হত্যা করলে জমিদারদের হত্যার দায়ে দায়ী করা হবে না।

www.boighar.com

ছোট-বড় তামাম জমিদার ও ভূস্বামীদের একই ক্ষমতা দান করে ইংরেজ সরকার আইন তাদের হাতে তুলে দিলো। এর ফলে জমিদারেরা যে কাউকে হত্যা করে ফকির হত্যা করেছে বললেই শুধু সাত খুন নয়, তাদের তামাম খুন মাফ হয়ে যেতে লাগলো।

এর সাথে ফকিরদের দীলে আতংক পয়দা করার জন্যে ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করলো যে, সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেই শুধু ফকিরদের শাস্তি দেয়া হবে না, তাদের শাস্তি মর্মান্তিক করে তোলার জন্যে খুন-জখম-লুট-অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী ফকিরদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেয়া হবে।

এতগুলি চরম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও ফকিরদের তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে গেল না। বিপত্তির মধ্য দিয়েই চলতে লাগলো ফকির বাহিনীর হামলা। সোবহানী শাহর সহকারী করিম শাহ্ পূর্ণিয়ার মতিরিয়া নামক স্থানে কাদামাটির এক গোপন দুর্গ নির্মাণ করে সেখান থেকে ত্রিহুত ও দ্বারভাঙ্গার জমিদারদের উপর পুনঃ পুনঃ হামলা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অন্যান্য ফকিরেরাও তামাম অন্তরায় ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেন।

কিন্তু বেলা তখন আসলেই পড়ে এসেছে। সূর্যের তাপ কমতে শুরু করেছে। খণ্ড খণ্ড আকারে ইংরেজদের অতিষ্ঠ করে রাখলেও ফকির হামলার সেই প্রাথমিক প্রতাপ ও সার্বিক আবহ আর রইলো না। ফলে দিন যতই যেতে লাগলো ফকিরদের ততই বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে লাগলো দেশের জনগণ, অর্থাৎ গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসীরা। দেশের জনগণই ছিল ফকিরদের বড় বল। সেই জনগণই ক্রমে ক্রমে ফকিরদের বিরুদ্ধে যেতে লাগলো। ফকিরদের জয়ের, অর্থাৎ ফকিরদের দ্বারা ইংরেজদের উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই কম দেখে জনগণ থমকে গেল। ফকিরদের সাহায্য করতে গিয়ে ইংরেজদের কোপ্ নজরে পড়ার ভয় তারা এখন জোরেশোরে করতে লাগলো। ফলে আগের মতো আহার-আশ্রয় দিয়ে ফকিরদের সাহায্য করা থেকে অধিকাংশেরাই বিরত হতে

বইঘর.কম ও রোকন

লাগলো। এই একই কারণে ফকির বাহিনীতে নতুন জোয়ানের আমদানীও দিনে দিনে কমে যেতে লাগলো।

এখানেই শেষ নয়। কিছু কিছু অতি উৎসাহী গ্রামবাসী ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের মনোরঞ্জনে ফকিরদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যেও অতিশয় উদ্যোগী হয়ে উঠলো। অথচ কিছুদিন আগে সরাসরি ফকিরদের সাহায্য না করলেও এরা নিরপেক্ষ ছিল।

এমনই কিছু অতি উৎসাহী গ্রামবাসীর বেঈমানীর শিকার হলেন ফকিরনেতা জহুরী শাহ ও মতিউল্লাহ শাহ। ঈসায়ী ১৭৯৬ সনের প্রথম দিকে তারা মালদহের নিকটবর্তী এলাকায় কর্মরত ছিলেন। গেরিলা পদ্ধতিতে ঝটিকা হামলা পরিচালনা করছিলেন। এমনই এক ঝটিকা হামলা চালিয়ে একদিন তাঁরা তাঁদের ছোট দল নিয়ে মালদহের নিকটবর্তী পচালী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় জঙ্গলের সম্মুখে তাঁদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলো লেফটেন্যান্ট টমাস ডরার অধীনে অতিশয় বিশাল এক ইংরেজ বাহিনী। উল্লেখ্য যে, ফকিরদের হামলা এখন বাংলা মুলুকের সর্বত্র না থাকায় ইংরেজ সরকার তাদের তামাম সেনাসৈন্য গুটিয়ে এনে এখন শুধু উত্তরবঙ্গের এই কয়টি জেলাতেই মোতায়েন করেছিল। ফলে এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এখন ইংরেজদের সেনাসৈন্যের পরিমাণ ছিল বেশুমার।

লেফটেন্যান্ট ডরার বিশাল বাহিনী জহুরী শাহ ও মতিউল্লাহশাহর ক্ষুদ্র দলকে ঘিরে ধরলে ফকিরের দল প্রাণপণে লড়ে ইংরেজ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলো। লড়াইয়ে কিছু জোয়ান নিহত হলেও বাদবাকী জোয়ানদের নিয়ে জহুরী ও মতিউল্লাহ শাহ তড়িৎ গতিতে ময়দান থেকে সরে এলেন এবং আত্মগোপন করার জন্যে কিছুটা দূরবর্তী গ্রাম-গঞ্জে ঢুকে পড়লেন।

এইসব গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা অধিকাংশই আশ্রয় দিলেন ফকিরদের। প্রায়ই তাঁরা 'না' জবাব দিলেন না বা বিরূপ হলেন না। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থবাদী লোক বেঈমানী করে বসলো। আশ্রয় দেয়ার পর ইংরেজদের খুশী করার জন্যে জহুরী শাহ ও মতিউল্লাহ শাহর আশ্রয়দাতারা ইংরেজদের খবর দিলো এবং এই দুই ফকিরনেতাকে ধরিয়ে দিলো। জহুরী শাহ ও মতিউল্লাহ শাহ কয়েদ হলেন। ইংরেজ সেনাপতি বিচারের জন্যে এঁদের সরকারের কাছে সোপর্দ করলো।

ফকিরদের দলে হুলুস্থুল পড়ে গেল। একসাথে তাঁদের এই দুর্ধর্ষ দুই নেতা কয়েদ ও বিচারে সোপর্দ হওয়ায় তাঁরা আহাজারীতে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু করার কিছু না থাকায় কিছুদিন আফসোস ও ছটফট করে কাটানোর পর তাঁরা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না কাটিহারের সাব্বির খাঁ ও পোর্শিয়া। এ সংবাদ শুনামাত্র সাব্বির খাঁ ভেঙ্গে পড়লেন, পোর্শিয়া মূর্চ্ছা গেল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সে পাগলিনীর মতো আহাজারি করার নামে প্রলাপ বকতে লাগলো। কিন্তু আহাজারী করারও বিস্তর অবকাশ তাঁদের ছিল না। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়েই তাঁরা তদবির করতে ছুটলেন। জহুরী শাহদের মুক্ত করার জন্যে তাঁরা সম্ভাব্য সকলপন্থায় চেষ্টা করতে লাগলেন।

সাব্বির খাঁকে সাথে নিয়ে পোর্শিয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরে কলিকাতায় চলে এলো। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও চেনাজানা সকল ইংরেজ কর্মচারী আর হোমরা-চোমরার কাছে গিয়ে সে ধরণা দিতে লাগলো। জহুরী শাহদের মুক্তির জন্যে সে ধর-পাকড় ও আবেদন পেশ করতে লাগলো।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বরং একজন মুসলমান ফকিরের জন্যে পোর্শিয়ার এই আকুলতা দেখে তার আত্মীয়েরা ও অন্যান্য ইংরেজেরা পোর্শিয়াকে যারপরনাই ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিলো। তার আবেদন তেমন একট কানেই কেউ নিলো না। বিচারে আসামীদের কারাদন্ড হলো। জহুরী শাহ আঠারো বছর এবং মতিউল্লাহ্ শাহ দশ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হলেন।

রায় শুনে পুনরায় মূর্চ্ছা গেল পোর্শিয়া। বিরূপ স্থান ও পরিবেশে পোর্শিয়ার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাতে সাব্বির খাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

পোর্শিয়াকে সুস্থ করে তোলার পর সাব্বির খাঁ ও পোর্শিয়া কারাকক্ষের ফটকে চলে এলেন। জহুরী শাহর সাথে তাঁরা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অল্পতে কাজ হলো না। অধিক অনুরোধ ও ততোধিক অর্থের বিনিময়ে কেবলমাত্র পোর্শিয়াকেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হলো। ঐ একই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে কারাকক্ষের দ্বার রক্ষীও জহুরী শাহর সাথে গারদের শিকের পাশে দাঁড়িয়ে পোর্শিয়াকে মুহূর্তকাল সাক্ষাৎ কারার মওকা করে দিলো।

উভয়ে উভয়কে দেখামাত্রই হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। কারো মুখেই বাক্যস্ফূরণ হলো না। পলক কয়েক তাঁরা অঝরে অশ্রু বর্ষণ করলেন। কিন্তু সময় অতি অল্প। মুহূর্তকাল নামের এক অতি অল্প সময় মঞ্জুর করা হয়েছে। তাই তাঁরা যথাসত্বর সম্ভব নিজেদের সম্বরণ করে নিলেন।

প্রথমে কথা বললেন জহুরী শাহ। তিনি ধরা গলায় বললেন— 'সব তাহলে শুনেছো ?'

আবার ফুঁপিয়ে উঠলো পোর্শিয়া। এরপর সে রুদ্ধকণ্ঠে বললো— 'বিলকুল। ইয়ে কৌন্ গজব জোরী শ' ?'

জহুরী শাহ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'সবই নসীব।'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জোরী শ' !

ঃ নসীব আমার বড়ই মন্দা। কিছুই আমি পারলাম না পোর্শিয়া। লড়াইটা শেষ অবধি চালিয়ে যেতেও পারলাম না, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতেও পারলাম না। জীবনে আমার কোন উম্মিদই পরিপূর্ণ হলো না।

জহুরী শাহর চোখ দিয়ে আবার ঝরঝর করে পানি নেমে এলো। পোর্শিয়া দেখলো, সেও যদি ভেঙ্গে পড়ে একইভাবে তাহলে আর কোন কথাই হবে না। কারারক্ষী যেকোন সময় সরিয়ে নেবে জহুরী শাহকে।

পোর্শিয়া তাই শক্ত হলো। নিজেকে সামলে নিলো এবং জহুরী শাহকে উৎসাহ দিয়ে বললো— 'হোবে হোবে জরুর টুমার উম্মিড্ পূরণ হোবে জোরী শ'। টুমি পায়াস, আইমিন ঢার্মিক আড্মী আছে। টোমার টামাম উম্মিড বরবাড কভ্ভি নাই হোবে।'

ঃ পোর্শিয়া !

ঃ হামার সাঠে জরুর টুমি ঘর বাঁঢিটে পারিবে।

ঃ সে আর কবে পোর্শিয়া ? আঠারোটি বছর-এ কি কম কথা ?

ঃ নেহি-নেহি, বহুট কঠা না আছে। রিমিশান আছে, ছুটি আছে-সব কুচ্লিয়ে ফিফটিন ইয়ার্স, আইমিন পনের বরষকা জিয়াদা টাইম টুমাকে আটক ঠাকিটে হোবে না। টুমি মুক্টি মাইয়া যাইবে। ইস ফিফটিন ইয়ার্স টাইম ভি ডেখিটে ডেখিটে চলিয়া যাইবে।

ঃ তা বটে। তবে---!

ঃ হামি টুমার জন্যে ওয়েট করিয়া ঠাকিবে। টুমার সাঠে ঘর বাঁঢিবার খাহেশ লইয়া হামি টাইম গণনা করিয়া যাইবে। নট অনলী দ্যাট, টুমার সাঠে ঘর বাঁঢিবার জন্যে হামি হামার টামাম ডৌলট আওর মানথ্লী এ্যালাউন্স জমায়েট করিটে ঠাকিবে। টুমি কুয়ী চিন্টা করিবে না।

ঃ কিন্তু---?

ঃ ফিন্ কিন্টু কেনো জোরী শ' ? খালাস পাইলে টুমি হামার কাছে যাইবে না ?

জহুরী শাহ ব্যথিত কণ্ঠে বললেন— 'এ কি বলছো পোর্শিয়া ? তুমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর আমার কে আছে ? আল্লাহ তায়ালা যদি সে তৌফিক আমাকে দেন, আমি-তুমি দুই জনই যদি ততদিন বেঁচে থাকি, তাহলে তো জরুর আমি তোমার কাছে যাবো পোর্শিয়া। আলবত আমি তোমার কাছেই ছুটে যাবো ।'

দুঃখের মধ্যেও খুশীর আভায় পোর্শিয়ার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আবেগ ভরে বললো— 'জোরী শ' ! মাই হোপ-মাই ড্রীম জোরী শ' !'

কারারক্ষী এই মুহূর্তে জহুরী শাহকে সরিয়ে নিলো।

জহুরী শাহদের এই দুর্ঘটনার পর ফকিরেরা আর বেশ কিছুদিন ময়দানে নামলেন না। মাস কয়েক পরে সোবহানী শাহ এবং সোবহানী শাহর নিকট সহকর্মী আমুদী শাহ এই দুই জন দুই ফকির বাহিনী নিয়ে দিনাজপুরে প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় হামলা চালাতে লাগলেন।

খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার তৎক্ষণাৎ বিশাল এক বাহিনীসহ ক্যাপটেন রোটনকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠালো।

রোটন এসে প্রথমে সোবহানী শাহর পিছু নিলো।

সোবহানী শাহ পাশ কাটিয়ে মালদহে চলে এলেন। 'হিট এ্যান্ড রান' (মারো আর ভাগো) পদ্ধতিতে হামলা চালানো ছাড়া ইংরেজদের বিরাট বিরাট বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল না।

কিন্তু ইংরেজ বাহিনী পিছু নিয়েই রইলো। অর্থাৎ রোটনও সোবহানী শাহর পশ্চাদধাবন করলো। সীমিত জায়গা। ইংরেজ বাহিনীর নজর এড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার কালে ক্যাপটেন রোটন সোবহানী শাহর বাহিনীর সন্ধান পেয়ে গেল। এতেকরে মালদহের মহিমাগঞ্জ জঙ্গলে বোটনের বাহিনী ফকির বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

উপায়ান্তর না থাকায় সোবহানী শাহ তাঁর তুলনামূলক অনেক ক্ষুদ্রবাহিনী নিয়ে রোটনের বিশাল বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন।

অনেকক্ষণ লড়াই হলো। কিন্তু প্রাণপণ করেও সোবহানী শাহর দল এই বিশাল ইংরেজ বাহিনীকে এঁটে উঠেতে পারলো না। সোবহানী শাহর দল পরাজিত হলো। তাঁর দলের প্রায় চল্লিশ জন জোয়ান এ লড়াইয়ে নিহত হলেন। আহত হলেন ষাট/ সত্তর জন। সাত জন কয়েদ হলেন।

এই কয়েদী সাত জন ফকিরকে ইংরেজেরা নামমাত্র বিচার করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলো।

এই সাত জনই দ্বীপান্তর দন্ডের সর্বপ্রথম শিকার। এখান থেকেই শুরু হলো এদেশের মানুষকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক দ্বীপান্তরে পাঠানো।

সে কথা পৃথক। সোবহানী শাহর এই পরাজয়ে ফকির বাহিনীর মধ্যে ধস্ নেমে এলো। সোবহানী শাহর দলের কিছু ফকির তখনই রণভঙ্গ দিয়ে ময়দান থেকে সরে এলেন এবং পাটনা হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। সোবহানী শাহ তাঁদের ফেরাতেও পারলেন না বা ফেরানোর জন্যে তেমন তৎপরও হলেন না। অবশিষ্ট ফকিরদের নিয়ে তিনি আবার দিনাজপুরে চলে এলেন এবং আমুদী শাহর দলের সাথে একত্রিত হলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু ইংরেজেরা তখন সাফল্যের তুঙ্গে। তারা আর কিছুতেই ফকিরদের পেছ থেকে সরলো না। কয়েক মাস পরেই ক্যাপটেন চ্যারণ বিশাল আর এক বাহি নিয়ে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে ফকিরদের দুই জনেরই সামনে এসে দাঁড়ালো।

ক্যাপটেন রোটনও তার ঐ মস্তবড় বাহিনী নিয়ে এসে হামলা করলো পেছন থেকে। আগে-পিছে বিকট আকার দুই ইংরেজ বাহিনী মাঝখানে সোবহানী শাহ ও আমুদী শাহর ক্ষুদ্র ফকির দল।

তবু ইংরেজ বাহিনীর সাথে ফকিরদের এক ভয়ংকর সম্মুখযুদ্ধ এখানে সংঘটিত হলো। সকালে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনমান এ লড়াই চালাতে থাকলো। কিন্তু ভগ্নোদ্যম ফকিরো শেষ অবধি আদৌ কোন সুবিধে করতে পারলেন না। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফকির বাহিনী একদম বিধ্বস্ত হয়ে গেল। অতি অল্প সংখ্যক ফকির বাদে অবশিষ্ট ফকিরেরা সকলেই এ লড়াইয়ে নিহত ও গুরুতরভাবে আহত হলেন। কয়েদ হলেন একাত্তর জন। এই বন্দীদের একজন আবার খোদ ফকিরনেতা আমুদী ওরফে উমেদ আলী শাহ।

আমুদী শাহ সহকারে একাত্তর জন্য ফকিরকে ইংরেজেরা বন্দী করে নিয়ে গেল। অল্পকিছু জোয়ানসহ সোবহানী শাহ কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এলেন। এখানেই শেষ নয়। ইংরেজ সরকার সঙ্গে সঙ্গে সোবহানী শাহকে ধরিয়ে দেয়ার মূল্য ঘোষণা করলো। তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ চার হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বলে ইংরেজ সরকার সারাদেশে ঢোল সহরত দিয়ে দিলো।

ফকির আন্দোলন একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এমনিতেই গ্রামবাসীর অনেকেই এখন ফকিরদের ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজদের তুষ্টি লাভে আকুল হয়ে উঠেছিল। তার উপর আবার এই অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ পাওয়ার আশায় সোবহানী শাহকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে অনেকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে সোবহানী ওরফে সোবহান আলী শাহকে আত্মগোপন করতে হলো। বাংলা মুলুক আর তাঁর জন্যে নিরাপদ নয় দেখে তিনিও পাটনা হয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিলেন।

সোবহানী শাহ যাওয়ার কালে ইমাম শাহ, নেওয়াজী শাহ, বুধু শাহ এবং তাঁদের গোত্রের অন্যান্য সবাইকে এই ব্যর্থ চেষ্টা আর না করার জন্যে পরামর্শদান করলেন এবং সেই সাথে তাদেরও অতি সত্বর ইংরেজ এলাকার বাইরে, অর্থাৎ অযোধ্যার ওপারে পশ্চিম দিকে চলে আসার উপদেশ দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ইমাম শাহরা এ উপদেশ সরাসরি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের কানে তখনো তাঁদের বড় হুজুরের অর্থাৎ মরহুম ফকিরনেতা মজনু শাহর নসিহত উত্তপ্ত হয়ে ছিল। কোন পির্যয়ে ভেঙ্গে না পড়ে নয়া উদ্যমে তৎপরতা শুরু করার

বইঘর.কম ও রোকন

স্পৃহা তখনো তাঁদের দীলে জোরদার হয়ে ছিল। তাই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই রণভঙ্গ দিয়ে ময়দান থেকে সরলেন না। খণ্ড খণ্ড আকারে হেথা-হোথা তাঁরা তৎপরতা চালিয়েই যেতেই থাকলেন। এ ঘটনা ঈসায়ী ১৭৯৯ সনের।

সোবহানী শাহ ও অন্যান্য ফকিরেরা পাটনা হয়ে পশ্চিম দিকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে একদিন মোজাফফরপুরে বসবাসকারী জুবাইদা খাতুন অকস্মাৎ আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। এইমাত্র তার কাছে খবর এসে পৌঁছেছে, নেওয়াজী শাহ নিহত হয়েছেন। হয়তোবা ইমাম শাহও।

বাংলা মুলুকে ফকির আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। ওখানে আর কোন ফকির নেই। ফকিরের শেষ দলটি সোবহানী শাহ ফিরে আসার কিছুদিন পরে পরেই বাংলা থেকে চলে এসেছে। তাঁরা পশ্চিম দিকে চলে গেছেন। ইমাম শাহ তাঁদের মধ্যে আছেন কি না জানা যায়নি। তবে নেওয়াজী শাহ মারা গেছেন। বাজার থেকে যাওয়ার পথে এই পাড়ারই এক লোক জুবাইদাকে এই খবর এইমাত্র দিয়ে গেল।

খবর পাওয়ামাত্রই জুবাইদা খাতুন কেঁদে লুটোপুটি খেতে লাগলো। জুবাইদা খাতুনের সেই ফুফু এবং নূরবানু ঘটনা কি বুঝতে না পেরে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। এরপর শোকাকুল জুবাইদার মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে খবর তারা শুনলো, তাতে তারাও সঙ্গে সঙ্গে মুষড়ে পড়লো। ইমাম শাহর ব্যাপারে জুবাইদার মুখ থেকে নির্দিষ্ট কোন কথাই নূরবানু পেলো না। তবে সে অনুমান করলো, ইমাম শাহর খবরও তাহলে ভাল নয়। নিশ্চয়ই তাঁরও খারাপ কিছু হয়েছে। ফলে সে-ও জুবাইদার পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। জুবাইদার হতভম্ব ফুফু বসে থেকে ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগলেন।

তাদের এই কান্নাকাটি শুনে পাশের বাড়ীর কয়েক জন মহিলা ছুটে এলেন। ঘটনা শুনে তারা জুবাইদাদের স্থির করে বসিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ঘটনার সত্যতা ভালভাবে যাচাই করে না দেখেই এতটা ভেঙ্গে পড়া ঠিক নয় বলে তাঁরা মন্তব্য করতে লাগলেন।

এতেকরে জুবাইদারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলো। ঘটনাটা যাচাই করতে কাকে তারা পাঠাবে ভাবতেই হন্তদন্তভাবে রুস্তম আলী বাসায় ফিরে এলো।

বাসায় এসেই সে অতিশয় ব্যস্তকণ্ঠে বললো—'ঘটনা কিছু জানো তোমরা আম্মাজানেরা ? ওদিকে যে হুলুস্থুল কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তা কি কিছু জানো ?'

আবার জুবাইদারা বেহাল হয়ে গেল। রুস্তম আলীও ঐ একই খবর দেবে ভেবে জুবাইদা ও নূরবানু আবার হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

বইঘর.কম ও রোকন

তা দেখে রুস্তম আলী ভড়কে গেল। সে বিস্তিত কণ্ঠে বলে উঠলো—'আরে-আরে, হঠাৎ তোমরা কেঁদে উঠলে কেন ? এভাবে কেঁদে উঠার মতো এতটা খারাপ খবর কি আছে ?'

ফের কিছু আশ্বস্ত হয়ে নূরবানু বললো— 'কেন, নেওয়াজী শাহ ভাই সাহেব ইন্তেকাল করেছেন মানে নিহত হয়েছেন, এ কথা তুমি শুনোনি ?'

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে রুস্তম আলী প্রশ্ন করলো— 'নিহত হয়েছেন মানে? কবে নিহত হলেন ?'

ঃ এইমাত্র এক লোক এসে সেই খবর দিয়ে গেল। অনেক দিন আগেই তিনি নিহত হয়েছেন। এক হপ্তারও কিছু আগে।

চরম বিরক্তির সাথে রুস্তম আলী বললো— 'আরে দূর-দূর ! এসব আজগুবী খবর কোথায় যে পাও তোমরা ?'

জুবাইদা খাতুন কান্না থামিয়ে শশব্যস্তে প্রশ্ন করলো— 'আজগুবী খবর !'

ঃ গাঁজাখুরী খবর। আজকেই তিনজন ফকির পাটনা হয়ে কানপুরে গেলেন। গতকালই তাঁরা বাংলা মুলুক থেকে এসেছেন আর আসার সময় গতকালই ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহ সাহেবের সাথে কথা বলে এসেছেন। নেওয়াজী শাহ সাহেব মারা যাবেন কেন ? এমন আজগুবী খবর কে দিলো তোমাদের ?

জুবাইদা ও নূরবানু উভয়ের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'তবে যে আমাদের এই পাড়ারই এক লোক খবর দিলো---?'

ঃ আরে রাখো ওসব উড়ো খবর । সে লোক কি শুনতে কি শুনেছে, আর তাই শুনে তোমরা একদম কান্নাকাটি শুরু করেছো!

জুবাইদা খাতুন এবার স্বস্তির সাথে বললো— 'আলহামদুলিল্লাহ! খবর তাহলে খারাপ নয় ?'

রুস্তম আলী আনমনাভাবে বললো— 'না, তোমাদের মতো এতটা মারাত্মক নয়। তবে ঘটনা যে খুব একটা ভাল তা-ও বলা যাবে না। যথেষ্ট চিন্তার বিষয় আছে।'

নূরবানু ফের চমকে উঠে বললো— 'মানে ?'

রুস্তম আলী বললো— 'একে একে সবাই লড়াই ফেলে চলে আসছেন, তাঁরা কিছুতেই আসছেন না। এটা কি ভাল কিছু ?'

ঃ চাচা !

www.boighar.com

ঃ অনেকেই মারা গেছেন, অনেকের জেল-দ্বীপান্তর হয়েছে। এসব তাদের হতে কতক্ষণ ? কেনরে বাবা ? আর যখন কামিয়াবীর কোন আশাই নেই, লড়াই

বইঘর.কম ও রোকন

আপনাদের খতম হয়ে গেছে, তখন আর খামাখা ঐ মুসিবতের মধ্যে থাকা কেন? আপনারাও চলে আসতে পারছেন না ? বাংলার মানুষ আপনারাও, বাংলার মানুষ আপনাদের অনেক সঙ্গী-সাথীরাও। জন্মস্থান যদি গোরস্তান হয়ে হা করে থাকে তাহলে সরতে হবে না সেখান থেকে ? আপনাদের অনেক স্বদেশী সঙ্গী-সাথী কি সরে আসেননি মুসিবত দেখে ? আপনারা আবার ভাবলেন কি ? একটা বড় কোন মুসিবতে না পড়া পর্যন্ত কি সুখ হচ্ছে না আপনাদের ?

খেদ প্রকাশ করতে গিয়ে রুস্তম আলী আপনমনে গজর গজর করতে লাগলো।

নূরবানু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—'সে কি চাচা, এত খবর কি করে আপনি পেলেন ?'

সম্বিতে ফিরে এসে রুস্তম আলী বললো— 'আমি ? আরে আজ সারাদিন আমি তো এই কাজেই আছি। দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে কেবল এই খবরই করছি। পাটনা থেকে এই দুপুরের পরই মোসলেম উদ্দীন সাহেব নামের এক লোক আমাদের বাজারে এসেছিলেন। তাঁর কয়েক জন ঘনিষ্ট লোকের সাথে তিনি এসব গল্প করছিলেন। টের পেয়েই আমি নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলাম আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব কথা শুনলাম।'

ঃ কি রকম ! সেই মোসলেম উদ্দীন সাহেবই বা তাহলে এত কথা জানলেন কি করে ?

ঃ বাংলা থেকে ফেরত আসা ঐ তিনজন ফকিরের সাথে তাঁর অনেকক্ষণ ধরে গল্প হয়েছে যে ? ঐ মোসলেম উদ্দীন সাহেব ফকিরদের একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। নিজে লড়াই না করলেও দ্বারভাঙ্গার ওদিকে উনি ফকিরদের বিস্তর সাহায্য করেছেন। এ কারণেই তাঁর সাথে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন ফকির সাহেবেরা। বর্তমান পরিস্থিতির সব কথা বলেছেন।

জুবাইদা খাতুন ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'সে কি ! তাহলে আমরা এখানে আছি, ফকিরদের সে কথা উনি বলেনি ?'

রুস্তম আলী তাজ্জব কণ্ঠে বললো— 'কে ? ঐ মোসলেম উদ্দীন সাহেব ?'

ঃ জ্বি-জ্বি।

রুস্তম আলী বিগড়ে গেল। বললো— 'দেখো দেখো, এ আবার কোন্ পাগল দেখো। আরে আমিই তাঁকে চিনিনে, তিনি কি করে জানবেন আমরা ফকিরদের পক্ষের লোক আর আমরা এখানে থেকে ফকিরদের তালাশ করছি ?'

ঃ চাচা !

ঃ অচেনা লোক বলে আমাকেই তো প্রথমে উনি এসব কথা বলতে চাননি। আমাদের সমস্ত ঘটনা শোনার পর উনি যখন বুঝলেন সত্যিই আমরা ফকিরদের

বইঘর.কম ও রোকন

পক্ষের লোক, তখন উনি সবকিছু খুলে বললেন।

ঃ তাহলে এখন তাঁকে বলেননি , আমরা এখানে আছি ?

ঃ তাতো আলবত বলেছি। কিন্তু মোসলেম উদ্দীন সাহেব দ্বারভাঙ্গার লোক। পাটনায় কার্যোপলক্ষে গিয়েছিলেন। আবার কোন ফকিরের সাথে তাঁর দেখা হলে তবে তো ? অনেক দিন পরে হঠাৎ এই আজকেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন ঐ তিনজনের। মানে পাটনা থেকে যাঁরা ঐ পশ্চিম দিকে গেলেন।

নূরবানু হতাশ কণ্ঠে বললো— 'তাহলে ?'

ঃ তাহলে আবার কি ? আমরা এখানে এভাবে বসে থাকলে জিন্দেগীতেও আর কোন সুরাহা আমাদের হবে না। ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ সাহেবদের পাত্তা আমরা কোনদিনই পাবো না।

ঃ চাচা !

ঃ এখন যা শুনলাম, তাতে ফকির সাহেবেরা সবাই ইংরেজদের এক্তিয়ারের বাইরে কানপুরে এসে জমায়েত হচ্ছেন একে একে।

ঃ কেন, ওখানে তারা জমায়েত হচ্ছেন কেন ?

ঃ তাঁরা কেউ আগ্রা, কেউ দিল্লী, কেউ পাঞ্জাব বা আরো অন্যদিকে যাবেন। তার আগে সবাই ওখানে অপেক্ষা করছেন অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে। তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের আর কে কে শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে চলে আসেন বা আসতে পারেন তা জানার জন্যে এবং তাঁদের সাথে শেষ মোলাকাত করার জন্যে। দীর্ঘদিন একসাথে ছিলেন তাঁরা। একে অন্যের ঘনিষ্ট বন্ধু কিনা ?

নূরবানু এ কথায় চিন্তিত কণ্ঠে বললো— 'এ আবার কেমন কথা হলো চাচা ? বাংলা থেকে যাঁরা আসছেন তাঁরা কি করে জানবেন অন্যেরা তাঁদের জন্যে কানপুরে অপেক্ষা করছেন ?'

ঃ বাবা, তাঁরা লড়াই করা লোক। এমন কত গোপন যোগাযোগ তাঁরা সব সময়ই করেছেন। এটা কি কোন কঠিন কথা ?

ঃ চাচা !

ঃ তাছাড়া পথ ঐ একটাই। নদীপথে গেলে একটানা কানপুরে গিয়ে পৌঁছা যায়। দিল্লী-আগ্রায় যাওয়ার জন্যে এই পথটাই সোজাপথ। তার চেয়েও বড় কথা, আগে থেকেই খবর করা আছে। পাটনা থেকে কানপুর পর্যন্ত মোটামুটি সব উল্লেখযোগ্য জায়গাতেই লোক আছে খবর দেয়ার জন্যে। যাঁরা আগে গেছেন তাঁরা এইসব জায়গায় বিশ্বস্ত লোকদের জানান দিয়ে গেছেন, যাতে করে বাংলা থেকে যিনি আসবেন, তিনি যেন কানপুর হয়ে যান।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তাই ?

ঃ ঐ যে, যে তিনজন ফকির সাহেব আজ পশ্চিম দিকে গেলেন, তাঁরা নাকি পাটনাতেই জেনে গেছেন, তাঁদের সঙ্গীরা তাঁদের অপেক্ষায় কানপুরে আছেন। মোসলেম উদ্দীন সাহেব এ খবরও ভালভাবে জেনে এসেছেন ওখান থেকে।

ঃ কি তাজ্জব ! তাহলে এখন কি করি আমরা ?

ঃ আমি যা বুঝি, তাতে করার এখন আমাদের একটা কাজই আছে। আমাদের তামাম কাহিনী শুনে ঐ মোসলেম উদ্দীন সাহেবই বললেন, কেউ আপনারা তাহলে ঐ কানপুরে আগে যান। সেখানে গেলে অনেক ফকিরের সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁদের সাথে কথা বললে একটা কুলকিনারা হতে পারে আপনাদের। সোজা রাস্তা। পাটনার এ পারে এই হাজীপুরে গিয়ে বজরায় চড়লে একদম কানপুর। ঘাট থেকে কয়েক লহমার পথ। দুই/এক জায়গায় বজরা বদল করতে হতে পারে-এই আর কি ?'

উৎসাহিত হয়ে উঠে জুবাইদারা বললো— 'তাহলে তাই যাবো চাচা। চলুন, তাহলে তাই আমরা যাই। আল্লাহর রহমে খরচপাতির অসুবিধে তো আর নেই ?'

এখানে দোকান খুলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। খরচপাতির সমস্যা তাদের ছিল না। কিন্তু রুস্তম আলী ঘাব্‌ড়ে গেল অন্য কারণে। সে আমতা আমতা করে বললো— 'না- না, মানে তা কি করে হয় ? অনেক দূরের পথ। অচেনা জায়গা। তোমরা মেয়েছেলে।। তোমরা আগেই যাবে কি ? ওখানে গিয়ে রাখবো কোথায় তোমাদের ? তারচেয়ে বরং কোন একজন পুরুষ মানুষ সাথে নিয়ে আমিই আগে যাই। আগে গিয়ে সব বুঝে-সুঝে আসি। তারপর দরকার হলে তোমরা তখন যাবে।'

এই কথাই ঠিক হলো। কুলসুমের আব্বা আবদুল হক সাহেবকে সব ঘটনা বলা হলে, তিনিও ঐ পরামর্শই দিলেন। বললেন— 'তাহলে আমি একজন লোক দিচ্ছি। তার সাথে রুস্তম আলী ভাই-ই যান আগে সেখানে। গিয়ে আগে খবরটা ভাল করে জেনে আসুন। যদি তেমন বুঝেন, সাময়িকভাবে একটা বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে রেখে আসবেন। মানে ঘর-টর কিছু একটা ভাড়া করে রেখে আসবেন, যাতে করে এই আম্মাজানেরাও গিয়ে সেখানে কয়েক দিন থাকতে পারে।'

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল। আবদুল হক সাহেব নিজেরই একজন বিশ্বস্ত লোক সাথে দিলেন। তাকে নিয়ে রুস্তম আলী পরের দিন সকালেই কানপুরে রওনা হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

রুস্তম আলীরা ফিরে এলো হপ্তা দেড়েক পরে। ফিরে এসেই রুস্তম আলী সবাইকে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো— 'যাওয়াটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে আমাদের। গিয়ে দেখি একদম এলাহী কারবার। বিশাল এক ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর মস্তবড় এক মুসাফির খানা আর তার পাশেই বিরাট এক মাদ্রাসা। ফকিরেরা সেখানে এসে ভিড় জমিয়ে আছেন।'

নূরবানু ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো— 'ঐ শাহ সাহেবদের, মানে ইমাম শাহ আর নেওয়াজী শাহ ভাই সাহেবের খবর কিছু পেলেন চাচা ?'

জবাবে রুস্তম আলী বললো— 'জ্বি। মানে দেখলাম, সকলেই উনাদের চেনেন আর খুবই ভালবাসেন। তবে উনারা দুই জনসহ আরো কিছু ফকির সাহেব এখনো এদিকে আসেননি। তাঁরা বাংলা মুলুকেই আছেন।'

ঃ সে কি ! উনারা আসবেন কি না তা তাঁরা কিছু বললেন না ?

ঃ জ্বি-জ্বি, বললেন। তাঁরা বললেন, বেঁচে থাকলে আর কয়েদ না হলে আসতে উনাদের হবেই। মাত্র ঐ কয়জন লোক বেশী দিন আর এ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন না। মুসিবত প্রকট হয়ে উঠলে আলবত উনারা আসবেন। তবে ঠিক কবে আসবেন, এটা বলা মুস্কিল।

ঃ চাচা !

ঃ ঐ যে উনারা বললেন, এ লড়াই উনারা আর বেশীদিন চালাতে পারবে না। সবার ধারণা, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা চলে আসবেন। অবশ্য যদি বেঁচে-বর্তে থাকেন, তবেই।

জুবাইদার বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠলো। সে কম্পিত কণ্ঠে বললো— 'সেটা তাহলে কি করে জানা যাবে চাচা ? উনারা বেঁচে আছেন কি না !'

ঃ আরো কিছু লোকজন তো সেখানে এখনো আছেন ! আল্লাহ না করুন, মউত হলে তো সবারই একসাথে হবে না। কিছু লোক অবশ্যই পালিয়ে ফস্কে আসবেন আর তাদের মুখেই জানা যাবে।

আবদুল হক সাহেব এতক্ষণ সব শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন— 'তাহলে তো ওখানে গিয়েই কিছুদিন থাকতে হয় আপনাদের ভাই সাহেব ? এখানে থাকলে এত খবর কে আপনাদের পৌঁছাবে ?'

রুস্তম আলী উৎসাহের সাথে বললো— 'জ্বি-জ্বি। ঐ ফকির সাহেবেরাও সেই কথাই বললেন। উনাদের পরামর্শমতো আর উনাদের সাহায্যেই ওখানে

বইঘর.কম ও রোকন

একটা থাকার জায়গাও ভাড়া করে এসেছি। এক পরহেজগার মুরুব্বীর বাড়ীর মধ্যে দুইখানা ঘর। বিশাল বাড়ী। অথচ বাড়ীতে সেরেফ ঐ মুরুব্বী, মানে আলহাজ্ব ইসমাইল হোসেন সাহেব আর তাঁর স্ত্রী একজন ঝি আর এক বাচ্চা নওকর নিয়ে থাকেন। তাঁর একমাত্র ছেলে লাক্ষ্ণৌতে কারবার করেন। বিবি-বাচ্চা নিয়ে তিনি ওখানেই বাস করেন। মাঝে মাঝে বাপ-মায়ের খবর নেন, এই আর কি ? বাড়ীর ঘরগুলো সব ফাঁকা থাকায় হাজী ইসমাইল হোসেন সাহেব দুইখানা ঘর আমাদের দিলেন।'

আবদুল হক সাহেব বিবরণ শুনে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন— 'কিন্তু ঐ এক বাড়ীর মধ্যে দুইখানা ঘরে---?'

রুস্তম আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো— 'কোনই অসুবিধে নেই। দুইখানা ঘর কেন, গোটা বাড়ীই আম্মাজানেরা ব্যবহার করতে পারবেন। ওখানে তো আর পুরুষ মানুষ কেউ নেই। পাশেই বৈঠকখানা। আমারও অধিক সময় ঐ বৈঠকখানাতেই কেটে যাবে।'

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ ঐ হাজী সাহেব নিজেই আগ্রহ করে এসব কথা বললেন। ভাড়া উনি নিতেই চান না। আমিই জোর করে কিছু অগ্রিম দিয়ে এসেছি। তা ছাড়া, এটা তো একটা সাময়িক ব্যবস্থা। দরকার হলে পরে দেখে-শুনে---।

ঃ ঠিক ঠিক। সে কথা ঠিক।

ঃ বাড়ীটাও একদম রাস্তার ধারে। বৈঠকখানার পাশ দিয়েই রাস্তা। যদিও ঐ মুসাফিরখানা আর মাদ্রাসাটা একটু দূরে, তবু ওগুলো পেছনে। আমরা ওসবের সামনের দিকে রাস্তার উপর থাকবো।

জুবাইদাদের বাড়ীওয়ালা গোলাম রাব্বানী সাহেবও এই আলোচনায় হাজিরা দিলেন। তিনি বললেন— 'তাহলে আর মোটেই বিলম্ব করা উচিত নয়। কখন কোন্ খবর হয় কে বলবে ? আপনারা জলদি জলদি চলে যান সেখানে।'

সাব্যস্ত হলো, জুবাইদার ফুফু বৃদ্ধা মানুষ। তিনি এখানেই থাকবেন। গোলাম রাব্বানী সাহেব নিজের লোক দিয়ে তাঁর ধর্মআম্মাকে দেখাশুনার ব্যবস্থা করবেন।

একদিন পরেই নূরবানু ও জুবাইদাকে নিয়ে রুস্তম আলী কানপুরে যাত্রা করলো।

বইঘর.কম ও রোকন

১৫

সোবহানী শাহ ওরফে সোবহান আলী শাহ আত্মগোপন করার পর আর মাত্র কয়েকটা মাস ইমাম শাহ্‌রা তাঁদের তৎপরতা কোনমতে চালিয়ে যেতে পারলেন। এরপর ক্রমেই তাঁরা বেশুমার ইংরেজ ফৌজের বেড়াজালের মধ্যে পড়ে যেতে লাগলেন। সেইসাথে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাঁদের চলাচলের আর মোটেই রাস্তাপথ ও স্বাচ্ছন্দ রইলো না। সামরিক-বেসামরিক, দেশী-বিদেশী প্রায় সব লোকই তাঁদের সাথে বৈরীভাব শুরু করলো। কদাচিৎ যে দু'একটি গ্রামে তখনও তাঁদের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, তাদের বলেই তাঁরা লুকিয়ে-পালিয়ে আর গাঁ-ঢাকা দিয়ে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন এবং এরই মাধ্যমে এখানে ওখানে দুই/একটা থানা ও কাচারীতে হানা-হুমকি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

ঈসায়ী ১৭৯৯ সনটা কোনমতে পার হয়ে গেল। ঈসায়ী ১৮০০ সনের প্রথম মাসেই তাঁরা দেখলেন, আর তাঁদের নড়নচড়নের ফাঁক নেই। তাঁরা ইংরেজ বাহিনীর একদম কব্‌জার মধ্যে এসে গেছেন। ইংরেজদের সমস্ত সেপাই-সেনা একত্রিত হয়ে মৌমাছির মতো এখন একমাত্র তাঁদের পেছনেই ছুটছে। যেকোন দিন তারা তাঁদের সদলবলে ছেঁকে তুলবে জালে আটকা মাছের মতো।

পরিস্থিতি অনুধাবন করে নেওয়াজী শাহ একদিন ইমাম শাহকে বললেন— 'দোস্ত আর এভাবে চলে না। এখন আমাদের হুঁশে আসা উচিত।'

তাঁর মনোভাব আঁচ করে ইমাম শাহ হতাশ কণ্ঠে বললেন— 'দোস্ত !'

ঃ সোবহান আলী শাহ সাহেব ঠিকই বলে গিয়েছিলেন। যা হবার নয়, তার পেছনে ছুটে জান দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

ঃ কিন্তু বড় হুজুরের নসিহতটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনে দোস্ত। মুসিবত দেখে সবাই পালিয়ে গেলে, কোন বড় কাজ কখনো হয় কি করে ?

ঃ বড় কাজ ! এখনও কি কাজ কিছু হওয়ার আশা করো তুমি ?

ঃ তাতে কি ? কাজ কিছু না হলেও, মানে কামিয়াব হতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে মরতে পারার মধ্যেও আলাদা একটা তৃপ্তি আছে।

কথাটা নেওয়াজী শাহর মোটেই মনে ধরলো না। তিনি বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন— 'কোন পাগলামীর মধ্যে আদৌ কোন তৃপ্তি নেই।'

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ দীলে তকলিফ নেবেন না দোস্ত। এ কথা নিতান্তই নাবালকের কথা, ফায়দা কিছু হবে না এটা যখন নিশ্চিত তখন সাধ করে মউতকে আলিঙ্গন করা উন্মাদের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্যে কোন যুক্তি বা পৌরষের কিছু নেই।

ঃ দোস্ত !

ঃ একমাত্র বাতুলেরই এ আবেগ সাজে। আমার দোস্তের মতো একজন চৌকষ রণবিদ আর দানেশমান্দ্ ব্যক্তির এটা মোটেই সাজে না।

ইমাম শাহ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— 'হুঁউ !'

নেওয়াজী শাহ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন— 'আমার কসুর হয়ে গেল। অনেক বেশী কটু কথা বলে ফেললাম আমি। কিন্তু তুমিই একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখো !'

ইমাম শাহ টেনে টেনে বললেন— 'তা কি আর দেখিনি বা দেখছিনে ?'

ঃ তোমার দীল আমি বুঝতে পারি দোস্ত। এমন মহৎ আর নিবেদিত দীল যার, সে কি আর আমাদের মতো এত সহজে নিয়ত থেকে সরে আসার চিন্তা করতে পারে ? কিন্তু তবুও যে উপায় নেই ভাই ?

ঃ তাহলে কি করবো ? সরে পড়বো এখান থেকেই ?

ঃ সে কথা তুমিই ভেবে দেখো।

এমন সময় পড়িমরি করে ছুটে এলেন বুধু শাহ। তিনি এসে বললেন— 'গজব হয়ে গেছে ভাই সাহেব ! বদর শাহ ভাই সাহেব কয়েদ হয়েছেন।'

ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ একসাথে চমকে উঠে বললেন— 'এ্যাঁ ! কয়েদ হয়েছেন ? বদর শাহ ভাইসাহেব কয়েদ হয়েছেন ?'

ঃ জ্বি ভাই সাহেব। দিনাজপুরের (বর্তমানে বৃহত্তর রাজশাহীর) ক্ষেতলাল থানার দারোগা বদর শাহ ভাই সাহেবকে কয়েদ করে নিয়ে গেছে।

ইমাম শাহ বললেন— 'কোথায়, কোথায় নিয়ে গেছে তাঁকে ?

ঃ খবর মোতাবেক তাঁকে আপাততঃ থানায় নিয়ে গেছে। দুই/একদিনের মধ্যেই সদরে চালান দেবে।

নেওয়াজী শাহ আপন খেয়ালে বলে উঠলেন— 'ক্ষেতলাল থানা ? সে তো এখান থেকে দূরে নয় !'

ইমাম শাহর দুইচোখ জ্বলে উঠলো। তিনি নেওয়াজী শাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'দোস্ত, তোমার ইচ্ছেই কবুল। আর কোন লড়াইয়ে আমরা যাবো না। কিন্তু এই শেষ লড়াইটা আমার সাথে লড়বে তোমরা এসো। বদর শাহকে উদ্ধার করতেই হবে।'

বইঘর.কম ও রোকন

সেই রাতেই হামলা হলো ক্ষেতলাল থানার উপর। দারোগাকে হাতে পাওয়া গেল না। সেপাই-শান্ত্রি নিয়ে দারোগা তখন নিকটেই এক জায়গায় ফকিরদের সন্ধানে গিয়েছিল। থানায় তখন সেপাই ছিল কম। এতেকরে অতি সহজে কাজ উদ্ধার হলো। প্রায় বিনে বাধায় তাঁরা বদর শাহকে বের করে আনলেন।

কিন্তু খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো দারোগা। সঙ্গে তার বেশুমার সেপাই-শান্ত্রী। ফলে ইমাম শাহরা থানার আর কোন ক্ষতি করতে পারলেন না। তাঁদের হামলা মূলতঃ ঝটিকা হামলা এখন। অল্প সংখ্যক জোয়ান নিয়ে তাঁরা সম্মুখযুদ্ধে গেলেন না। তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলেন থানা থেকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই তাড়াহুড়ার মধ্যে বদর শাহ আবার দল ছুট্ হয়ে গেলন। হারিয়ে গেলেন তিনি। আবার ধরা পড়লেন, না অন্যদিকে চলে গেলেন, তাঁর সাথে আর পাত্তা লাগানো গেল না।

সদলবলে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ থানা থেকে কিছু দূরে বিরিঞ্চা নামক এক গাঁয়ে এসে উঠলেন।

বিরিঞ্চার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ফকিরদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তা ছাড়া অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সাহসী ও জঙ্গী ধরনের লোক। ক্ষেতলাল থানার এই দারোগার অত্যাচারে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। দারোগাকে শায়েস্তা করার পথ-পন্থা হাতড়াচ্ছিলেন। ফকিরদের পেয়ে তাঁরা কোমর বেঁধে ফেলেন। ফকির বাহিনীর সাথে থানার উপর পুনরায় হামলা চালানোর জন্যে তাঁরা গ্রামের এক ময়দানে এসে জমায়েত হলেন।

কিন্তু দারোগাও একজন ইংরেজ। ইংরেজদের ক্ষমতা এখন সর্বত্রই তুঙ্গে। ইংরেজদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত সেপাই-সেনা এনে দারোগা এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুললো। বিরিঞ্চার লোকেরা হামলা করতে বেরিয়ে আসার আগেই দারোগা এসে হামলা করলো বিরিঞ্চা গ্রামের উপর।

ঈসায়ী ১৮০০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এক মস্তবড় লড়াই হলো বিরিঞ্চা গ্রামের ময়দানে। একদিকে দারোগার ইংরেজ বাহিনী, অন্য দিকে অল্প সংখ্যক ফকির ও বিরিঞ্চা গ্রামের অধিবাসী।

অনেকক্ষণ ধরে লড়াই হলো। কিন্তু সুশিক্ষিত ইংরেজ সেপাইদর সম্মুখযুদ্ধে অল্প সংখ্যক ফকির ও রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ গ্রামবাসী এঁটে উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চূড়ান্তভাবে হেরে গেলেন। তিন জন ফকিরসহ

বইঘর.কম ও রোকন

পাঁচজন গ্রামবাসী নিহত এবং ষোল জন গ্রামবাসী কয়েদ হলেন। দারোগার পক্ষে নিহত হলো একজন সেপাই ও একজন পাইক, আহত হলো বিশ/ পঁচিশ জন।

এ পক্ষের আহতদের মধ্যে ঐ গ্রামবাসী ষোল জনই কয়েদ হলেন। আহত ফকিরেরা পালাতে সক্ষম হওয়ায় এঁদের আর দারোগা বাহিনী কয়েদ করতে পারলো না। অন্যান্য ফকির ও গ্রামবাসীদের নিয়ে ইমাম শাহরা দ্রুতবেগে রণস্থল ত্যাগ করলেন এবং নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কয়েদীদের নিয়ে গিয়ে বিচারে সোপর্দ করা হলো। ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহকে কয়েদ করতে না পারায় ইংরেজ সরকার তাঁদের মাথার মূল্য ঘোষণা করলো । সেইসাথে এলান জারী করলো, তাঁদের ধরিয়ে দিতে পারলে অর্থাৎ সন্ধান দিতে পারলে প্রত্যেকের জন্যে নগদ তিনশত টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

ফকির আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। পূর্ব ইংগিত মোতাবেক দূরবর্তী এক জঙ্গলে ফকিরেরা আবার চারদিক থেকে এসে একত্রিত হলেন।

সকলে এসে হাজির হলে ফকির ইমাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন—'ভাইসব, সবই তো আপনারা শুনেছেন ; আমাদের আন্দোলন এখানেই শেষ। আপনারাও এ আন্দোলন এখানেই শেষ করে যার যেদিকে খুশী এখান থেকেই চলে যান। ব্যর্থ চেষ্টা একা একা আর কে কি করবেন আপনারা ?'

বুধু শাহ করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'চলে আমরা যাবো কোথায় ভাই সাহেব ?'

ইমাম শাহ বললেন— 'যে দিকে আপনাদের খুশী। অনেকের মতো আপনারা ইংরেজদের আওতার বাইরে পশ্চিম মুলুকেও যেতে পারেন, আবার আমাদের কেউ কেউ যেমন ইতিমধ্যেই হেথা-হোথা বসতি স্থাপন করে বসেছেন আর সবার সাথে কোনমতে রফা করে নিয়েছেন, সেইভাবে আপনারাও এ মুলুকে বসতি স্থাপন করতে পারেন।'

জোয়ানদের একজন প্রশ্ন করলেন— 'আর আপনারা জনাব ?'

ঃ আমাকে আর নেওয়াজী শাহকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন, এখনই আমাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে গা-ঢাকা দিতে হবে এবং যথাশীঘ্র এ মুলুক থেকে পালিয়ে যেতেও হবে।

ঃ কোন্ দিকে যাবেন জনাব ?

ঃ আপাততঃ ঐ পশ্চিম দিকেই যাবো। এরপর বুঝে-সুঝে যা হয় তাই করবো। আপনারাও বুঝে-সুঝে যেটা আপনাদের মন চায়, তাই করুন।

বইঘর.কম ও রোকন

পরবর্তী দৃশ্য বড়ই করুণ। অশ্রুর ঢল নামলো সকলেরই চোখে। দীর্ঘদিন সুখে-দুঃখে একসাথে ছিলেন তাঁরা। আজ জনমের মতো একে অন্যকে বিদায় দিতে কলিজা তাঁদের ছিঁড়ে যেতে লাগলো। এর সাথে, যাঁরা শহীদ হয়েছে, যাঁদের জেল-দ্বীপান্তর হয়েছে আর যাঁরা আগেই অন্যদিকে চলে গেছেন, তাঁদের স্মৃতি মনে আসায় সবাই আরো আকুল হয়ে উঠলেন। অতঃপর একে অন্যের ভালাই কামনা করে চোখের পানি মুছতে মুছতে একে একে সকলেই বিদায় নিলেন।

সকলেই চলে গেলে ইমাম শাহ ও নেওয়াজী শাহ ছদ্মবেশ পরলেন। বেশ পরা শেষ হলে নেওয়াজী শাহ প্রশ্ন করলেন— 'এবার দোস্ত, ইরাদা কি এখন ?'

ইমাম শাহ উদাস কণ্ঠে বললেন— 'ইরাদা ঐ একটাই। ছদ্মবেশে লুকিয়ে লুকিয়ে যতটুকু পারি, আবার একটু তালাশ করি ওঁদের। নূরবানু আর জুবাইদা খাতুন বহিনেরা বেঁচে রইলেন না মারা গেলেন, একটু শেষ চেষ্টা করে দেখে যাওয়াটা কি ঠিক নয় ?'

উদগত অশ্রুর বেগ রোধ করতে করতে নেওয়াজী শাহ বললেন— 'জ্বি-জ্বি, আমিও তাই ভাবছি।'

ইমাম শাহ ধরা গলায় বললেন— 'আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে নেওয়াজী শাহ বললেন—'জ্বি, আল্লাহ ভরসা।

১৬

কানপুরে রুস্তম আলী প্রায় সারাদিন অবসর। মাঝে মাঝে মুসাফিরখানা আর ঐ মাদ্রাসার দিকে গিয়ে ফকিরদের খোঁজ-খবর করা ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। আল্‌হাজ্ব ইসমাইল হোসেন সাহেবের সাথে বসে বসে শুধুই গল্প করা।

সেদিনও বিকেলে তাঁরা দুই জন এসে বৈঠকখানায় বসলেন এবং গল্প-গুজব শুরু করলেন। কথাবার্তার শুরুতেই পাটনার পশ্চিমে গাজীপুর থেকে হাজী সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয় এসে হাজির হলেন। নাম মীর মোয়াজ্জেম আলী।

মীর মোয়াজ্জেম আলী সাহেব বৈঠকখানায় ঢুকতেই হাজী সাহেব লাফিয়ে উঠে তাঁকে খোশআমদেদ জানালেন এবং আনন্দের সাথে বললে— 'কি আমার

বইঘর.কম ও রোকন

খোশ্ নসীব। হঠাৎ আজ মনে হয়েছে আমার কথা ? কত দিন এরমধ্যে চলে গেছে তা কি খেয়াল আছে মীর সাহেব ?'

মীর সাহেব হাসি মুখে জবাব দিলেন— 'এমন কি বেশীদিন হাজী সাহেব ? তিন/চার বছর হবে বোধ হয়।'

ঃ এইটেই কি কম সময় হলো ?

ঃ অবসর থাকা লোকের জন্যে এটা কম সময় নয় ঠিকই, কিন্তু কর্মব্যস্ত লোকের জন্যে এটা খুবই কম সময়।

ঃ তার মানে ! এখনও আপনি তাহলে ঐ কারবার নিয়েই আছেন ?

মীর সাহেব আবার হাসলেন। বললেন— 'কি করবো ? আমি কারবার ছাড়লেও কারবার তো আমাকে ছাড়ে না। এখানে ঐ কারবারের কাজেই এসেছি।'

ঃ আচ্ছা মানুষ ! যা হোক। আজও খাটতে পারেন বড়। বসুন-বসুন। বসে আপনাদের খবর-বার্তা শুনান। ভাল আছেন তো ওদিকে সবাই ?

রুস্তম আলী ও হাজী সাহেব যেখানে বসে গল্প আলাপ করছিলেন, তার পাশেই আর একখানা কুরসী টেনে এনে দিয়ে মীর সাহেব সহকারে হাজী সাহেব ফের বসলেন। ঘর-সংসার ও অন্যান্যদের কুশলাকুশল নিয়ে তাঁরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। এরপর মীর সাহেব তাঁর তেজারতির কথা বলতে বলতে দেশ-দুনিয়ার কথায় এলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বললেন— 'বাংলা মুলুকে ফকির আন্দোলনটা একেবারেই খতম হয়ে গেল হাজী সাহেব। ওটা একদম শেষ এখন।'

হাজী সাহেব আগ্রহভরে বললেন— 'কি করে জানলেন ?'

মীর সাহেব বললেন—'শেষ দুইজন ফকিরের সাথে একই বজরায় এলাম কিনা ! এই দীর্ঘপথ একটানা একসাথেই এলাম আর তাঁদের কাছেই শুনলাম।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠে রুস্তম আলী বললো—'শেষ দুইজন মানে ? বাংলা মুলুকে আর কোন ফকির নেই ?'

মীর সাহেব বললেন— 'জ্বি, কিছু কিছু এখনও আছেন। তবে আসার মতো আর কেউ নেই।

ঃ ও কি রকম ?

www.boighar.com

ঃ যাঁরা আসার তাঁরা এসে গেছেন। আর যে দুই/চারজন আছেন, তাঁরা ওখানেই আড়ালে-অন্তরালে ঘর বেঁধে বসে গেছেন। তাঁরা আর আসবেন না।

হাজী সাহেব বললেন—'বলেন কি ! তাঁদের বিপদ-আপদ হবে না ?'

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তেমন নাকি হবে না। তাঁরা তো নেতৃস্থানীয় কেউ নন । নেতৃস্থানীয় সবাই নাকি এর আগেই এসে গেছেন। দলের ওঁরা সাধারণ জোয়ান। স্থানীয় লোকেরাই ওঁদের সাহস দিয়ে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন।

ঃ বলেন কি !

ঃ যে দুইজন এলেন তাঁরাও নাকি বেশীদিন এদিকে থাকবেন না। বর্তমান গরমভাবটা কেটে গেলেই তাঁরা আবার বাংলা মুলুকে ফিরে যাবেন।

রুস্তম আলী পুনরায় ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো— 'ও দুইজন তাহলে কোন্ দিকে গেলেন ?'

ঃ তাতো বলতে পারবো না। এখানের মুসাফিরখানায় নাকি আরো কিছু ফকির জমায়েত হয়ে আছেন ? আগে তাঁদের সাথে মোলাকাত করবেন, এরপর যেদিকে হয় যাবেন।

রুস্তম আলী ফের প্রশ্ন করলো— 'তাঁরা কখন গেলেন ? কোন্ পথ দিয়ে গেলেন।'

ঃ এই তো অল্প কিছু আগে। এই পথ দিয়েই গেলেন তাঁরা। আপনাদের এই বৈঠকখানার পাশ দিয়েই তো গেলেন।

ঃ সে কি !

ঃ আমিও তাঁদের সাথে সাথেই এলাম যে ! আপনাদের এই মকানের কাছে আসতেই আমার কারবারের এক লোকের সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ায়, তার সাথে ঐ বাজারের দিকে গেলাম। বাজার থেকেই আসছি। কতক্ষণ আগে আর হবে ? দন্ডকাল বৈ নয়।

রুস্তম আলী আর হাজী সাহেব অনুমান করে দেখলেন, তখন তাঁরা বৈঠকখানায় বসেননি। বসার অল্প কিছু আগের ঘটনা।

রুস্তম আলী ব্যস্তভাবে উঠতে লাগলো।

তা দেখে হাজী সাহেব বললেন— 'কি ব্যাপার, উঠছেন যে ?'

রুস্তম আলী আনমনাভাবে বললো— 'ওরা কারা এলেন, দেখে আসি।'

ঃ সে জন্যে এত তাড়া কিসের ? বসুন। ওঁরা কারা, বাংলায় যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা বাংলার কোথায় বা কোন্ দিকে রয়ে গেলেন-এসব জেনে নিন। ফিরে এসে এই মীর সাহেবকে আর না ও পেতে পারেন।

ঃ তা-মানে ?

ঃ ওরা দুইজন এসেছেন যখন, তখন ওঁরা আজ জরুর এখানে থাকবেন। এই অবেলায় আর যাবেন কোথায় ? না কি বলেন মীর সাহেব ?

বইঘর.কম ও রোকন

মীর সাহেব বললেন—'জ্বি-জ্বি, তা থাকতেই পারেন। বেলা তো আর বেশী নেই।'

হাজী সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন— 'তা মীর সাহেব, যাঁরা দুইজন এলেন, তাঁরা আবার বাংলা মুলুকে ফিরে যাবেন কেন ? তাঁরা কি বাংলা মুলুকের লোক আর তাই ফিরে যাবেন ?'

মীর সাহেব বললেন— 'হ্যাঁ, বাংলা মুলুকের লোক তো বটেই। তা ছাড়াও উনাদের সেখানে ফিরে যাওয়ার মস্তবড় গরজ আছে।'

ঃ অর্থাৎ ?

মীর সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন— 'এটা ওঁদের একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক পথ একসাথে এলাম আর গল্পে গল্পে তাঁদের অনেকটা আপন হয়ে গেলাম তো ? তাই এটাও উনারা বললেন।'

ঃ ব্যক্তিগত ! ব্যক্তিগত কি ব্যাপার বলুন তো ? খুবই কি গোপনীয় কিছু ?

ঃ না, খুব যে গোপনীয় তা নয়। এসব তো আমাদের এই জিন্দেগীরই এক মামুলী ব্যাপার।

ঃ তাহলে বলুন তো ?

ঃ উনারা দুইজনই ঐ বাংলা মুলকের দুই জেনানাকে-মানে দুই মেয়েকে ভালবাসতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দুই মেয়েই অনেক আগে হারিয়ে গেছেন। লড়াইয়ের মধ্যেই উনারা খুব তালাশ করেছেন মেয়ে দুইটির। এই আসার আগেও তালাশ করেছেন কয়েক দিন। কিন্তু তাঁরা নেতৃস্থানীয় ফকির তো ? তাঁদের সবাই চেনে। তাই ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। গরম ভাবটা কেটে গেলে আবার তাঁরা ঐ তালাশ করতেই যাবেন।

বৈঠকখানার পাশের ঘরেই নূরবানু ও জুবাইদা খাতুন থাকতো। ফকিরদের নিয়ে কথাবার্তা শুরু হতেই তাঁরা ছুটে বৈঠকখানার অন্দরমুখী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথা যতই এগুতে লাগলো, তাদের মধ্যে ততই অস্থিরতা দেখা দিতে লাগলো। এ কথা শুনেই তারা দুইজন এক সাথে চিৎকার দিয়ে উঠলো— 'চাচা---!'

রুস্তম আলীর ইতিমধ্যেই কম্পন শুরু হয়েছিল। সে প্রায় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। নূরবানুদের চিৎকারে হুঁশে এসেই সে পাগলের মতো মীর সাহেবকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো—'নাম জানেন ওঁদের ? নামটা

বইঘর.কম ও রোকন

ওঁদের শুনেছেন ? যে দুইজন ফকিরের সাথে এলেন আপনি, তাঁদের নামটা কি তা জানতে চাননি ? নামটা জানেন না ?'

মীর সাহেব বললেন— 'তা জানবো না কেন ? সেরেফ ওদেরই নয়, ওঁদে ঐ হারিয়ে যাওয়া মেয়ে দুইটিরও নাম আমি জেনেছি।'

ঃ কি নাম তাঁদের ?

ঃ নূরবানু ও জুবাইদা খাতুন।

আবার নূরবানু ও জুবাইদা খাতুন চিৎকার দিয়ে উঠলো— 'চাচা---!'

হাজী সাহেব বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন— 'আর ঐ দুই ফকিরের নাম ?'

মীর সাহেব বললেন— 'ইমাম শাহ্ আর নেওয়াজী শাহ্।'

ইতিমধ্যেই মাথার উপর কাপড় টেনে দিতে দিতে নূরবানু ও জুবাইদা খাতুন পাগলিনীর ন্যায় বেঠকখানায় ঢুকে পড়লো। রুস্তম আলীর কাছে ছুটে আসতে আসতে তারা আর্তনাদ করে বলে উঠলো— 'চাচা, আবার বুঝি হারিয়ে গেলেন !'

আসন থেকে লাফিয়ে উঠলো রুস্তম আলী। তার বৃদ্ধ দেহে নওজোয়ানের তাকত্ ফিরে এলো। সে প্রত্যয়ের সাথে বললো— 'ব্যাস্-ব্যাস্ ! আর মোটেই চিন্তা নেই আম্মাজানেরা। ফকিরদের সবাইকে আমাদের কথা বলে রেখেছি আমি। আর তাঁরা ভিন্নপথে চলে যেতে পারবেন না। এবার আমি নির্ঘাৎ তাঁদের পাত্তা করতে পারবো। খুঁজে তাঁদের আনবোই এবার ইনশা'আল্লাহ ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো-----।'

দৌড়ের উপর বেরিয়ে পড়লো রুস্তম আলী।

সমাপ্ত

www.boighar.com

বইঘর.কম ও রোকন